শিখযুদ্ধের ইতিহাস

ও

মহারাজ দলিপসিংহ।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১০২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা

৭৯।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নিউটন্ প্রেসে

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০ সাল।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

B.C.L.B.V. Welfare Board
Library
Calcutta
23/3, B. C. Road

সচিত্র রাজস্থান।

দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ। মহাত্মা কর্ণেল টড প্রণীত ইংরাজী রাজস্থান অবলম্বনে সরল, প্রাঞ্জল, তেজস্বিনী বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। এতদ্ব্যতীত বিস্তৃত সমালোচনা এবং কর্ণেল টড রাজস্থানের যে সময়ের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার পরবর্ত্তী ঘটনাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ৪৲ টাকা ডাক মাশুল ৸৴০ তের আনা।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র,
১০২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

U.P.R.A.V. V.R. LIBRARY
Acc. No. 10824

ভূমিকা।

আজিকার দিনে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। ইতিহাস লেখা একটা জ্ঞানকৃত মহাপাপ। যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের বিশ্বাস বাঙ্গালা সাহিত্যে পড়িবার পুস্তক নাই, বাঙ্গালা ভাষায় ভাল পুস্তক জন্মিবার দিন এখনও আসে নাই। তাঁহারা মাতৃভাষাকে অনেকটা কৃপাপাত্রী বলিয়া বিবেচনা করেন—এবং সেই জন্য বলিষ্ঠ ইংরাজি সাহিত্যের সহিত নিয়ত সংগ্রামশীল বুদ্ধির ক্লান্তিময় আলস্যের অবসরে, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর করুণাকটাক্ষ করিয়া থাকেন; সময়ে ও অসময়ে উচ্চ কণ্ঠে, মুহুর্মুহুঃ উত্থানপতনশীলমুষ্টিভূয়িষ্ঠ অঙ্গসঞ্চালনের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার অযত্নলব্ধ অভিমত প্রচার করিয়া থাকেন। যাঁহারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত তাঁহাদের অনুরাগ উপন্যাস, নবন্যাস বা নাটকের উপর। ইতিহাস অক্ষরের ভিতর তাঁহারা একটা বিভীষিকার ছায়া দেখিতে পান। কোন্ শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী প্রাণ, রহসিআলাপরত প্রেমিকপ্রেমিকার শ্যামল স্নিগ্ধচ্ছায় নিভৃত নিকুঞ্জের অন্তরাল ছাড়িয়া, প্রলয়ের ঘোর অন্ধকারময়, ধূমগন্ধপূর্ণ কামানের শ্রবণবিদারিশব্দমুখরিত রণক্ষেত্রের পৈশাচিক উৎসবের মধ্যে স্বেচ্ছায় ঝম্প প্রদান করিতে ইচ্ছা করে? কেহ না মনে করেন যে, অতীতের বিস্তীর্ণ শ্মশানের উপর, নরকঙ্কাল ও নরশোণিতে আপনার বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, ইতিহাস দিবারাত্র আপনার নাসারন্ধ্র ও মুখবিবর হইতে তীব্র জ্বালাময় অনল ফুৎকার করিতেছে ও অমানুষিক বিকট আর্ত্তনাদে বর্ত্তমানের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিতেছে, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস। যাঁহারা ইতিহাসে বীতরাগ, যাঁহাদের বিশ্বাস ইতিহাস প্রেতপুরাণ, তাঁহারাই ইতিহাস মধ্যে ঐরূপ একটা বিভীষিকা দেখিতে পান। আমাদের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা কিন্তু ভিন্নরূপ। ইতিহাসের উদ্দেশ্য মহৎ—কোটী কোটী মানবের সুখ দুঃখ, জীবন মরণ, এবং সহস্র সহস্র সাম্রাজ্য, উপরাজ্যের উত্থান ও অবসানের দুর্ভেদ্য, চিরন্তন রহস্যের মধ্যে উহার মূল নিহিত—এবং মানবজাতির সুখ-দুঃখ, শান্তি-বিপ্লব, নূতনপুরাতন, বর্ত্তমান ও অতীতের মধ্যে পালিত, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া উহা আপনার কার্য্যক্ষেত্র কতদূর

বিস্তার করিয়াছে এবং আকাঙ্ক্ষা কত উর্দ্ধে উন্নীত করিয়াছে, তাহা কয়েকজন মনীষীর ইতিহাস সম্বন্ধে অভিমত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ঐতিহাসিক হ্যালাম ইতিহাসের উপযোগিতা, সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন, "ইহাতে সমগ্র জাতির ন্যায় অন্যায়ের মত একত্র প্রতিফলিত হয়।" ফ্রুড বলেন, "অতীতের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনুসন্ধানের ইহাই একমাত্র সাক্ষী। ব্যক্তিগত মত, দেশাচার, এবং ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু মানবের সনাতন ন্যায় অন্যায় বিচারের জ্ঞান, অনন্তকালের অসীম বক্ষে চিরগ্রথিত রহিয়াছে। প্রত্যেক অন্যায় ও অত্যাচারপূর্ণ ঘটনার ফল, প্রধান অত্যাচারিগণকে না হউক, তাহাদিগের পরবর্ত্তী মানবমণ্ডলীকেও ভোগ করিতে হইবে। সুবিচার এবং ন্যায় কেবল চিরকাল থাকিবে। মিথ্যা এবং অবিচার কখনই অধিককাল অবস্থান করিতে পারে নাই, পারিবেও না। ফরাসীবিদ্রোহ (সিপাহি বিদ্রোহ) এইরূপ অন্যায়ের সুনিশ্চিত অবসান।" ইতিহাসে সমাজ, বিদ্যা, ও সভ্যতার উন্নতি প্রতিফলিত হয়। প্রকৃত ও সত্য ইতিহাস সভ্যতা ও উন্নতির প্রবল প্রবর্ত্তক। অতীতের সহিত বর্ত্তমান জীবন সম্মিলনের ইহাই একমাত্র উপাদান। ইহার অভাবে মনুষ্য জীবন কেবল বর্ত্তমান ঘটনার ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। কিন্তু এরূপ ইতিহাস সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে ইতিহাসের সম্পূর্ণতা সাধিত হয় না; কিন্তু যখন ইহার সহিত জাতির সামাজিক ঘটনা ও পরিবর্ত্তন বিশদরূপে বর্ণিত হয়, তখনই ইতিহাস পূর্ণত্ব লাভ করে। যাঁহারা এই সকল কথা বুঝেন ও যাঁহাদের ইতিহাসে আন্তরিক অনুরাগ আছে, তাঁহারা প্রায় ইংরাজী ইতিহাস পাঠ করেন। এই হিসাবে বাঙ্গালা ইতিহাস পাঠকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এক্ষণে এসব বুঝিয়াও, বাঙ্গালায় ইতিহাস লিখিবার অপরাধ, কেন স্বেচ্ছায় স্কন্ধে লইয়াছি, সে কথাটা বুঝান কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান শতাব্দীর ইতিহাসে দুইটী ঘটনাই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া বোধ হয়; শিখযুদ্ধ ও সিপাহিযুদ্ধ। কিন্তু উভয়ের পরিণাম ও তাহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রথমটিকেই অন্যের অপেক্ষা প্রাধান্য দিতে হয়। সিপাহি যুদ্ধকে কেবলমাত্র কতকগুলি অসন্তুষ্ট বিদ্রোহী সৈন্যের অভ্যুত্থান ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারা যায় না। কিন্তু শিখযুদ্ধের পরিণামের সহিত ভার-

তের অদৃষ্ট অবিচ্ছিন্নরূপে সম্বদ্ধ। ভারতের অস্তমান স্বাধীনতা রবি সোবরাওণ যুদ্ধ দিবসের সান্ধ্যরবির সহিত চির অস্তমিত হয়। ঐ স্মরণীয় দিবসেই, পঞ্চনদের জাতীয় বীরগণ আপনাদের পবিত্র শোণিতে, ভারতের মানচিত্র লোহিত রাগে রঞ্জিত করিয়া, রণজিতের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করেন। শিখযুদ্ধের পরিণাম শুধু পঞ্জাববাসীকে নহে, সমস্ত ভারতবাসীকে ভোগ করিতে হইতেছে। শিখযুদ্ধের অবসানের সহিত ভারতের অদৃষ্টচক্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সমগ্র ভারতবাসীর সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত জীবনের গতি ভিন্ন পথে ফিরিয়াছে। আজ প্রায় ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে শিখযুদ্ধের শেষ সমরাভিনয় হয়, কিন্তু সেই মহানাটকের অভিনয়ান্তে যে যবনিকার পতন হয়, তাহা আমাদের বর্ত্তমান ছাড়াইয়া আমাদের বহুদূরব্যাপী ভবিষ্যতের পর পারে গিয়া পৌছিয়াছে। হয়ত এই কাল যবনিকার অন্ধকার ছায়ার বহির্ভাগে, কোন নূতন সূর্য্যালোক বিভাসিত নূতন দেশে, নূতন কল্পনা, নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া, নূতন জাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু হায়! কঠোর বর্ত্তমানের নিষ্ঠুর সত্যের তীব্র উপহাসে এ সুখময়ী শিশুকল্পনা অকালে মরিয়া যায়!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিখযুদ্ধ বর্ত্তমান শতাব্দীর ইতিহাসে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা এবং সমগ্র গ্রেট বৃটনের অপেক্ষা দ্বাদশগুণ বিস্তৃত বৃহৎ ভারত-সাম্রাজ্যের পঞ্চবিংশতি কোটী অধিবাসীর সুখ দুঃখের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে শিখযুদ্ধের শেষ সমরাভিনয় হয় কিন্তু তাহার পরিণাম সহস্র কায়ায় আজ আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ভবিষ্যতে আমাদের পরবর্ত্তী অধস্তন কত বংশাবলী পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত হইবে কে বলিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস শিখযুদ্ধের কাহিনী ভারতের বিভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ ও বিভিন্নজাতি কর্ত্তৃক পঠিত হওয়া উচিত। এই বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়াই আমরা আজ বাঙ্গালা ভাষায় এই ইতিহাস প্রণয়নে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। যদি সহস্রের মধ্যে অন্ততঃ দশজন মাত্র বাঙ্গালীও ইহা পাঠ করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লয়েন, তাহা হইলে আমরা আমাদের শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

উপরে যাহা বলিলাম তাহা সত্য—তাহা বুঝিবার ও ভাবিবার বিষয়। কিন্তু শতের মধ্যে একজন বাঙ্গালীও যে সেকথা চিন্তা করিবেন ও বুঝিবেন, আমাদের এ বিশ্বাস করিতে ভরসা হয় না। আমরা আজ বড় দরিদ্র; আমরা সকলেই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের মহৎ জাতীয়ত্বের মৃতপ্রায়

স্মৃতিকে চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া, মধ্যে মধ্যে নিশ্বাস ও অশ্রু জল ফেলিতেছি, কখনও বা সবল ফুৎকারে উহার উপর হইতে কালের সঞ্চিত ধূলিরাশি উড়াইয়া দিতেছি এবং ঐ ফুৎকারবলে প্রাণমাত্রাবশিষ্ট পবিত্র স্মৃতির ঈষৎ সঞ্চালনকে, পূর্ণজীবনের লক্ষণ মনে করিয়া, আমরা পূর্ব্ব পিতামহগণের উপযুক্ত পৌত্র এই অভিমানে স্ফীত হইতেছি। আমরা অতীতের সুখ স্মরণ করিয়া অসার, দুর্ব্বল ও অসহায় অশ্রুজল ফেলি মাত্র; কিন্তু কেন অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে এতটা বিচ্ছেদ, এতটা মনান্তর ঘটিল, কেন অতীতের যাহা সুখ, যাহা ভাল—তাহা বর্ত্তমানে পাই না, কেন আজ আমরা হস্ত পদের বল হারাইয়া পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, আমাদের উঠিবার নড়িবার শক্তি নাই; সুধু এক স্থানে স্থানুর ন্যায় বসিয়া, মধ্যে মধ্যে অতীতের স্মৃতির ঘ্রাণ লইয়া, আমাদের নিদ্রাকাতর পতনশীল মস্তিষ্ককে সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিতেছি এবং বহুকষ্টে হস্ত ও জিহ্বার ঈষৎ আন্দোলন দ্বারা কার্য্যশীলতার ভাণ করিয়া আপনাদের প্রতারিত করিতেছি, একথা আমরা বুঝিতে ও জানিতে চাহিনা। আমাদের অতীতের উপর আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা নাই এবং বর্ত্তমানের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি। এই জন্য যাহা জাতীয় কথা, বহুল মানবের জীবনের কথা, যাহা অতীতের সমালোচক ও বর্ত্তমানের শিক্ষক, যাহা ইতিহাস, তাহা আমরা পাঠ করিনা।

ইতিহাস সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; ধর্ম্মনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস।

আমাদের পুস্তক শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। দুর্লভ রাজকীয় পত্রনিচয়, প্রামাণিক পুস্তকাবলীর সংগ্রহ ও সমালোচনা, ইহার প্রধান অবলম্বন এবং নিরপেক্ষভাবে সত্য নিরূপণই একমাত্র লক্ষ্য। এই কঠোর কর্ত্তব্যে অবহেলা ও উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা কেবল ভাষার সৌন্দর্য্য ও লালিত্যে ইতিহাস রচনা করিয়া মেকলের ন্যায় বলিতে সাহসী হয়েন যে, "আমার ইতিহাস রমণীরা নবন্যাস পরিত্যাগ করিয়া পাঠ করিবে"—তাঁহাদের পুস্তক কখনই ইতিহাস শ্রেণীনিবিষ্ট হইতে পারে না। ইংরাজের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিয়া ভারতীয়গণের প্রশংসাগান যাঁহাদের নিকট নিরপেক্ষ ইতিহাসের প্রকৃষ্ট পরিচয়, তাঁহাদের নিমিত্ত এ পুস্তক রচিত হয় নাই। তাহা বলিয়া সত্যের সম্মান রক্ষার্থ যথাস্থলে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণের অপরাধের নিন্দাবাদ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। এই সামান্য গ্রন্থ প্রকাশ কোন বিদ্বেষবুদ্ধি

বা নীচ প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য নহে। কেবল ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে এবং যাহাতে ভারতে ইংরাজ রাজত্ব অভ্রান্ত থাকিয়া তাঁহাদিগকে অধিকতর গৌরবান্বিত করে, সেই জন্য আমাদের একটা বিশেষ ঘটনার প্রকৃত রহস্যোদ্ভেদের এই অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস। অপরাধী শিখগণেরও যথোচিত নিন্দাবাদে আমরা বিরত হই নাই।

যে সমুদায় দুর্লভ রাজপত্র ও মহামূল্য ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক হইতে এই পুস্তক রচিত হইল, তাহার এক তালিকা দেওয়া গেল। এই সমুদায় পুস্তকের মধ্যে কাপ্তেন ক্যানিংহামের প্রথম প্রকাশিত মহামূল্য পুস্তক অতি দুষ্প্রাপ্য ও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শিখজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। পঞ্চনদ এই উদার ও সত্যপ্রিয় ব্যক্তিরচিত পুস্তকের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। যে ব্যক্তি তাঁহার জীবনের সমুজ্জ্বল অংশ পঞ্চনদবাসীর সহিত অতিবাহিত করিয়া, তাহাদের একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী শিখ ইতিহাসের অন্যতম প্রয়োজনীয় অধ্যায়।

কাপ্তেন ক্যানিংহাম প্রথমে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার সম্প্রদায়ের একজন উচ্চতর সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তায় অল্পকাল মধ্যেই লর্ড অকল্যাণ্ডের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পতিত হয়। অকল্যাণ্ড তাঁহাকে তৎকালীন পঞ্জাব ও আফগানিস্থান বিভ্রাটের ইংরাজ পক্ষীয় এজেন্ট কর্ণেল ওয়েডের সহকারী পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড ও রণজিৎ-সিংহের সাক্ষাৎকালে তাঁহাকেও উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সাহাজাদা তৈমুর ও কর্ণেল ওয়েডের সহিত পেশোয়ারে গমন করেন, এবং খাইবারপাশ ভেদ করিয়া তাঁহাদের সহিত কাবুল প্রবেশ করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার হস্তে লুধিয়ানা প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হয়। সেই বৎসরের শেষভাগে তিনি গভর্ণরজেনারলের এজেন্ট স্যার জর্জ্জক্লার্কের আদেশে, আর একবার পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পেশওয়ারে গমন করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিরোজপুর প্রদেশের শাসক পদে নিয়োজিত হয়েন। এবং জম্বু-সর্দ্দারগণ, লাসাস্থ চীনদিগের নিকট হইতে যে সকল প্রদেশ আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন, এই বৎসরের শেষে সেইগুলি প্রত্যর্পণ করিবার সময় এবং লাডকে বৃটিস বাণিজ্য সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত করিতে, তিনি ইংরাজ পক্ষ হইতে প্রেরিত হইলেন। যথাসময়ে প্রত্যাগমন করিয়া, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফিরোজপুরে লর্ড এলিনবর্গের সহিত শিখসর্দ্দারগণের সাক্ষাৎকালে উপস্থিত হইলেন। ইহার পর তিনি ক্লার্কের পরবর্ত্তী এজেণ্ট, কর্ণেল রিচমণ্ডের বিশ্বস্ত সহকারী পদে নিযুক্ত হইলে এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ভাওলপুর প্রদেশের শাসনভার সেই অশেষ কার্য্যবিৎ ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইল। ক্যানিংহাম স্বভাবতঃ অত্যন্ত পঠনশীল এবং জ্ঞান অনিসন্ধিৎসু ছিলেন। শিখজাতি সম্বন্ধে তৎকালে এরূপ অশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন যে, শিখশাসন সম্বন্ধে সকলেই তাঁহার মতপ্রার্থী হইত। এই কারণে যখন শিখযুদ্ধ সংঘটিত হইল, স্যার চার্লস্ নেপিয়র তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সিন্ধুস্থ সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইতে আদেশ করিলেন। এবং সেই একই কারণে প্রধান সেনাপতি গফ ফিরোসহর যুদ্ধের পর তাঁহাকে তাঁহার প্রধান সেনাবিভাগে আসিতে আদেশ করিলেন। তিনি বদোওয়াল এবং আলিওয়াল যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং সোবরাওন যুদ্ধের সেই সুবিখ্যাত দিবসে গভর্ণরজেনারল

লর্ড হার্ডিঞ্জের এডিকং পদাভিষিক্ত হইলেন। মহামনা হার্ডিঞ্জ তাঁহার সুন্দর ক্রিয়াকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভুপালের পলিটিকেল এজেণ্টপদে নিযুক্ত করিলেন।

এইরূপে শিখজাতির বিবরণ জ্ঞাত হইবার ক্যানিংহামের বিশেষ সুবিধা ছিল। তিনি আট বৎসর শিখজাতির ঘোরতর পরিবর্ত্তন ও বিবিধ ঘটনাপূর্ণ সময়ে তাহাদের সহিত বাস করিয়াছিলেন। সমুদায় শ্রেণীর লোকের সহিত নানাসূত্রে মিশিবার তাঁহার সুবিধা ঘটিয়াছিল এবং পঞ্চনদ সম্বন্ধে সমুদায় রাজপত্র পাঠ তাঁহার অবারিত ছিল। পঞ্চনদের সামরিক আয়ব্যয় সম্বন্ধে তত্ত্বাবধারণ ও ভারত গভর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। এইরূপে এই সাধু সত্যপ্রিয় ও বহুদর্শী রাজকর্ম্মচারী অপেক্ষা শিখজাতির প্রকৃত সত্য ইতিহাস জানিতে কোন্ বিজাতীয় ব্যক্তি অধিকতর সক্ষম? ভুপালে ক্যানিংহাম শিখজাতির ইতিহাস প্রকটনে আপনাকে সক্ষম বিবেচনা করিয়া,এই প্রস্তাব সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃপক্ষ সমীপে জ্ঞাত করিলেন। প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলা হইল যে, তাঁহার প্রস্তাব অননুমোদিত রহিল না। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিখজাতির ইতিহাস প্রকাশিত হইল। ইহা প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস। কিন্তু এই পুস্তকের উক্ত সদ্‌গুণ, তৎকালীন গভর্ণরজেনারল ডেলহাউসির চক্ষে, ভয়ঙ্কর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রথম শিখযুদ্ধ সম্বন্ধে সমুদায় প্রকৃত ঘটনা এবং কেবলমাত্র সত্য এই পুস্তক নির্ভয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। ইহাতে শিখজাতির প্রকৃত ক্ষমতা,তাহাদের আচরণ, তাহাদের সহিত গোপনীয় সন্ধি সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে। কর্ণেল ম্যালিসন্ বলিতেছেন—"এই মহামূল্য পুস্তক যদি বৃটিশ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হইত,তাহা হইলে কাহারও অনিষ্ট হইত না। পঞ্জাব বাজেয়াপ্ত হইতেছে, এমন সময়ে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। কিন্তু কোন অত্যাচারী গভর্ণমেণ্ট, কখনও স্বকীয় রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী সত্যের বিঘোষণ সহ্য করিতে পারে না। ক্যানিংহামের পুস্তকে ইংরাজের দেশীয় রাজনীতি অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। ক্যানিংহামের পুস্তক সর্ব্বত্র পঠিত হইবে এবং ইহার প্রভাবে সাধারণের অভিমত পরিচালিত হইবে। ইহা বৃটিস শাসকের কিরূপে সহনীয় হইবে? লর্ডডেলহাউসি কেবলমাত্র যে এক অত্যাচারী শাসক এরূপ নহেন—তিনি স্বাধীন অভিমত এবং চিন্তার প্রচার সাতিশয় ঘৃণা করিতেন; কেবল সেই সকল ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতে ইচ্ছা করিতেন, যাঁহারা তাঁহার আদেশমত চিন্তা করিতে প্রস্তুত। এক সমুচ্চ রাজকর্ম্মচারী স্বীয় পুস্তকে তাঁহার রাজনীতি সম্বন্ধে যেরূপ অব্যক্তভাবেই আলোচনা করুক না কেন—তাহা কখনই তাঁহার সহনীয় হইবে না। কালবিলম্ব না করিয়া লেখনীর এক আঘাতে তিনি ক্যানিংহামকে তাঁহার ভুপালস্থ রাজকর্ম্ম হইতে বিদূরিত করিলেন। এইরূপ নিতান্ত অভাবনীয় মর্ম্মন্তুদ আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া ভগ্নান্তঃকরণে ক্যানিংহাম স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।"

"লর্ড ডেলহাউসি ক্যানিংহামকে নিষ্পেষিত করিতে পারিলেন বটে কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার পুস্তক বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। যে সত্য, এই সত্যপ্রিয় সুবিশ্বাসী ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক বিঘোষিত হইয়াছে, ইতিহাসোপযোগী শিখযুদ্ধের ইতিহাস তাহারই আহৃত উপকরণে প্রস্তুত হইবে।" আমরা এই ইতিহাসের কতদূর সম্মান রক্ষা করিয়াছি, পাঠক তাহা বিচার করিবেন। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় যে,ক্যানিংহাম কেবল মাত্র,প্রথম শিখযুদ্ধ পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন; দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের ইতিহাস রচনাভার এইরূপ কোন সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হয় নাই। ক্যানিংহামের মহামূল্য পুস্তকের প্রতি আমাদের বিশেষ ভক্তি সত্ত্বেও, সত্যের অনুরোধে আমরা সম্ভ্রমের সহিত

স্বীকার করিতে বাধ্য যে, প্রথম শিখযুদ্ধের বিশদ ও পূর্ণবিবরণ ক্যানিংহামের পুস্তকে পাওয়া যায় না। প্রথম শিখযুদ্ধের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ এক ইতিহাস প্রচারে আরও বহুল ঘটনাবলীর তথ্যানুসন্ধান আবশ্যক। তন্নিমিত্ত আমরা গোপনীয় রাজপত্র, অপ্রকাশিত ঘটনা এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের পঞ্জাব ব্লুবুক, এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক প্রকাশিত দুর্লভ গ্রন্থের পদবী অনুসরণ করিয়াছি। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের ইতিহাসের এক পূর্ণ ও প্রকৃত ইতিহাস রচনাতেও ঐরূপ যথোপযুক্ত সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে। দলিপসিংহের জীবনী লিখিতে আমরা তাঁহার অভিভাবকপত্নী বিবি লোগিনের পুস্তক ও দলিপসিংহের রচিত পুস্তক অবলম্বন করিয়াছি। রাজপত্র ব্যতীত যে সমুদায় পুস্তকের সাহায্যে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ রচিত হইল, তন্মধ্যে মেজর এডেন্স বেলের পুস্তক অতি প্রয়োজনীয়। এই মহাত্মা স্বার্থ ও সমুচ্চ পদাশা উপেক্ষা করিয়া ভারতের নিঃস্বার্থ মঙ্গলহেতু যে মহাব্রতে জীবন উদযাপন করিয়াছেন,ভারতবাসী তাহা কখনই বিস্মৃত হইবে না। এই ভারতবন্ধুর জীবনী শিখযুদ্ধের ইতিহাসে নহে,কিন্তু সুবৃহৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত অধ্যায়। আমরা কেবল এইমাত্র বলিব যে, বেল্ যখন দেখিলেন, তাঁহার দেশীয় নরপতিগণের রাজ্য সংরক্ষণী নীতি লর্ড ডেলহাউসির সংহারিণী নীতির বিষম অন্তরায়, তখন তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহার উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ ভারতের মঙ্গলে অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত স্বদেশে যাত্রা করিলেন। তথায় যাইয়া ভারত সম্বন্ধে যে সমুদায় পুস্তক লিখিয়াছেন, তৎসমুদায় ভারত ইতিহাসের সমুজ্জ্বল রত্ন।

এই পুস্তকে মহারাণী ঝিন্দন ও দলিপসিংহের শৈশব মূর্ত্তির দুইটি চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইল। প্রথমোক্ত চিত্রটি লাহোর রাজদরবারের ডাক্তার হনিগবর্জ্জর ও দ্বিতীয়টি লর্ড হার্ডিঞ্জ সংগ্রহ করেন। গভর্ণমেন্ট চিত্রবিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক বাবু অন্নদা প্রসাদ বাগ্‌চ এই চিত্র দুইখানি অঙ্কিত করিয়াছেন।

পরিশেষে অতি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, পরম সুহৃদ বাবু ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। হিতবাদীর সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক বাবু নিবারণচন্দ্র চৌধুরী ও প্রভাকরসম্পাদক বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় ইহার কিয়দংশ সংশোধন করিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। ইহাঁদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

LIST OF AUTHORITIES.

RECORDS, &c.

The Official Documents, Despatches, Private letters, and Unpublished Events relating to the Political and Military affairs of the Punjab and the life of Maharaja Duleep Sing.
Governor-General's letters to the Secret Committee.
The Commander-in-Chief's Despatches.
The Official report laid before the Committee of the House of Commons on Indian Affairs, October 11, 1831.
Minute by Sir Charles Wood, K. C. B., March 21st, 1860.
Papers respecting the late Hostilities, 1846; commonly called, The Punjab Blue Book, 1846.
Papers relating to the Punjab, 1347-49; commonly called, The Punjab Blue Book, 1847-49.
Papers, British and Native Administration, 1868.
No. 4 of The Indian Reform Tracts—"The Native States of India."
Debate on Lord Ashley's motion for liberation of the Amirs of Scinde, February 1854. Hansard, Vol. xlvi
Sir Charles Napier's Correspondence, Vol. IV.

RARE AND VALUABLE WORKS.

M 'Gregor—History of the Sikhs, 2 Vols.
The Hon. W. G. Osborne—The Court and Camp of Runjeet Sing
Capt. Cunningham—History of the Sikhs, First Editon, 1849.
J. M. Ludlow—History of British India, Vol. II.
W. M. Torrens—Empire in Asia.
Taylor and Mackenna—The Ancient and Modern India.
Lutfullah's Autobiography.
H. M. L. Lawrence—Adventures of an Officer in the Punjab, 2 Vols.
Col. Steinbach—The Punjaub.
Smyth—History of the Reigning Family of Lahore.
History of the Punjab and of the Rise, Progress, and Present Conditions, of the Sect and Nation of the Sikhs, 2 Vols.
H. Beveridge—A Comprehensive History of India, Vol. III.
Sir John Kaye—History of the War in Afghanistan, Vol. I.
" " History of the Sepoy War, 3 Vols.
" " Lives of Indian Officers, Vol. II.
" " Administration of the East India Company.
Major Herbert B. Edwardes,—A Year on the Punjab Frontier, in 1848-49, 2 Vols.
W. Edwards—Reminiscences of a Bengal Civilian.
Encyclopædia Britannica, Ninth Edition, Vols. VII, XII, XIV & XX.
Dr. Honigburger—Thirtyfive Years in the East, Vol. I.
Treaties, Engagements & Sunnuds, by C. U. Aitchison, B. C. S., revised and continued up to the present time by Lieutenant A. C. Talbot, B. S. C., 1876, Vol. VI.
Sir Herbert Edwardes & Herman Merivale, Life of Sir Henry Lawrence, K. C. B. Vol. II.

Bosworth Smith, M. A.—Life of Lord Lawrence, Vol. I.
Gleig—Life Sir Thomas Munro, Vol. II.
J. B. Norton—The Rebellion in India and how to prevent another.
Major Evans Bell—The English in India. The Empire in India. Reprospects and Prospects of Indian Policy. The Annexation of the Punjaub and the Maharajah Duleep Singh.
H. M. Hyndman—The Bankruptcy of India.
Maharaja Duleep Sing—Duleep Sing and the Government.
Life of Sir Herbert Edwardes, Vol. I.
Col. Malleson—The Decisive Battles of India.
J. Marshman—History of India, Serampore Edition, 2 Vols.
Sir Edwin Arnold—The Marquis of Dalhousie's Administration of British India, Vol. II
Major Siddon—Journal of the Siege of Mooltan.
Joseph Thackwell—The Narrative of the Second Sikh War.
The Journal of a Subaltern. Shah-Shooja's Autobiography.
Capt. Archer,—The Commentaries on the Punjab Campaign.
Lepel H. Griffin,—The Rajas of the Punjab.
W. W. Hunter—Imperial Gazetteer of India, Vol. II.
Sir Charles Napier—Defects of the Indian Government, Vol. I.
W. H. Davenport Adams,—The Makers of British India.
Lionel James Trotter—History of the British Empire in India.
Sir Charles Jackson—A Vindication of Marquis of Dalhousie's Indian Administration.
David Ross, C. I. E.,—The Land of the Five Rivers and Scinde.
Lieut General Fytche—Burma Past and Present, Vol. I.
Lady Login—Sir John Login and Maharaja Duleep Sing.
Prinsep—The Political life of Runjeet Sing.
Robert Montgomery Martin—Our Indian Empire, Vol. I.
Sir Henry Lawrence's Essays. Burnes' Travel, Vol. II.
Note by Sir John Login to Ferrier's Caravan Journeys in Persia and Afghanistan.
Duke of Argyle—India under Dalhousie and Canning.
Lieutenant Col. Sleeman's Rambles and Recollections of an Indian Official, Vol. I. &c., &c., &c.

JOURNALS—RUSSIAN AND ENGLISH.

The Calcutta Review, Vols. III, VI, XII, & XVI. The Friend of India, 25th July, 1839; 20th January, 1848. The Morning Herald, 1848. The Englishman, 2nd. January, 1849. The Times, August 31, 1882. The Statesman and Friend of India, March 27, 1887. The John Bull, July 30, 1887. The Society, 4th June 1887. The Times, Weekly Edition, May 6, June 3, 24, September 23, October 14, 1887; January 13, 1888; August 9, 1889. The Moscow Gazzette, September 20, 1887. The Veidmosti, May 3, 1887.

সূচি পত্র।

প্রথমভাগ।

অধ্যায়।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১ম ,,	পঞ্চনদ—১৮৩৯-১৮৪৫ খৃঃ ...	১
২য় ,,	প্রথম শিখযুদ্ধের কারণ নিচয়—১৮৪৫ খৃঃ ...	৫৫
৩য় ,,	প্রথম শিখযুদ্ধ—১৮৪৫-১৮৪৬ খৃঃ ...	৬৭
৪র্থ ,,	লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ভইরওয়াল্ সন্ধি—১৮৪৬-১৮৪৭ খৃঃ	১০৬
৫ম ,,	মার্কুইস্ অভ্ ডেল্হাউসি—১৮৪৮ খৃঃ ...	১৩৮
৬ষ্ঠ ,,	মুলতান বিদ্রোহ—১৮৪৮ খৃঃ	১৪২
৭ম ,,	দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের কারণ নিচয়—১৮৪৮ খৃঃ ...	১৬৭
৮ম ,,	সেরসিংহ ও মুলরাজ—১৮৪৮-১৮৪৯ খৃঃ ...	২০১
৯ম ,,	দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ—১৮৪৮-১৮৪৯ খৃঃ ...	২২১
১০ম ,,	অভিভাবক ও রক্ষণাধীন বালক—১৮৪৯ খৃঃ ...	২৫২
১১শ ,,	কোহিনুর	২৭৬

দ্বিতীয়ভাগ।

১ম অধ্যায়।	জন্মভূমি ত্যাগ—১৮৪৯ খৃঃ ...	২৮৩
২য় ,,	ফতেগড়—১৮৫০ খৃঃ	২৮৮
৩য় ,,	ইংলণ্ড বাস—১৮৫৪-১৮৬০ খৃঃ	২৯৯
৪র্থ ,,	মাতা ও পুত্র—১৮৬১-১৮৬৪ খৃঃ ...	৩১৭
৫ম ,,	দলিপ সিংহ এবং গভর্ণমেণ্ট—১৮৬২-১৮৮৪ খৃঃ ...	৩২৫
৬ষ্ঠ ,,	উপসংহার—১৮৮৪-১৮৯০ খৃঃ	৩৩৯

চিত্র সূচি।

মহারাণী ঝিন্দন	৫৪
মহারাজ দলিপসিংহ	২৮৩

No. 5904
HOOGHLY SCHOOL

প্রথম ভাগ

শিখযুদ্ধের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

পঞ্চনদ—১৮৩৯-১৮৪৫ খৃঃ।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যু—খড়্গ সিংহের সিংহাসনারোহণ—কুমার নওনিহাল সিংহ—খড়্গ সিংহের মৃত্যু—নওনিহাল সিংহের শোচনীয় মৃত্যু—রাণী চাঁদকুমারী—সের সিংহের সিংহাসনপ্রাপ্তি—সচিব ধ্যান সিংহ—সের সিংহ ও ধ্যান সিংহের পরিণাম—মহারাণী ঝিন্দন্—দলিপসিংহের রাজ্যাভিষেক—হীরা সিংহের মন্ত্রিত্ব—হীরা সিংহের হত্যা—জোয়াহির সিংহের মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তি—তাঁহার হত্যা—ইত্যাদি।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে, ভারতের এক মহাপ্রাণের অবসান হইল। যে রণবীর স্বীয় অত্যদ্ভুত রণকৌশলে, বিষমদর্পী সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর ইংরাজগণের নিকট "পঞ্চনদসিংহ" উপাধি অর্জ্জন করেন, যে রাজশাসনবিৎ স্বীয় অনিন্দ্য সুরাজনীতির পরিচালনায় ইংরাজরাজনীতিবিৎ মহামতি হেন্‌রী লরেন্স কর্ত্তৃক "ভারতের বিজ্ঞতম

নৃপতি" বলিয়া বিঘোষিত হয়েন, সেই অপ্রমেয়তেজা পঞ্চনদগর্ব্ব মহারাজ রণজিৎসিংহ আজি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহার বিশাল বাহুর সুন্দর আশ্রয়ে সমুদয় পঞ্চনদরাজ্য একচ্ছত্রীভূত হয়, যাঁহার প্রচণ্ড বিক্রমে অদম্য বিবাদ-বৈষম্য বিদূরিত হইয়া যায়, যাঁহার সদয় সুশাসনে পঞ্চনদ-বাসিগণ শান্তির সুন্দর নিকেতনে বাস করিত, সেই অশেষ-রাজ্যশাসন-গুণালঙ্কৃত প্রজাবৎসল নৃপেন্দ্র আজি মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহার অলৌকিক রণশিক্ষা নোসিরার চিরস্মরণীয় ক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ ভয়ঙ্কর পার্ব্বতীয় আফ্‌গানগণের ঘোরতর বিপর্য্যয় সাধন করে, এবং যে বীর্য্যবহ্নি প্রত্যেক শিখের শিরায় শিরায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহাদিগকে প্রমত্ত করিয়া তুলিত, সেই বীর্য্যবহ্নি আজি নির্ব্বাপিত! যিনি সুবিচার, সাহস এবং উদ্যমগুণে এমন কি, ইংরাজগণেরও প্রশংসালাভে সক্ষম হয়েন,* সেই মহাবল-পরাক্রান্ত নৃপতি হইতে আজি পঞ্চনদ চিরদিনের নিমিত্ত বঞ্চিত হইল। "তিনি সিংহের ন্যায় যেরূপ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, প্রাচীন সিংহের ন্যায়ও তিনি সেইরূপ প্রাণত্যাগ করিলেন!"†

সেই কেশরীর বংশধরগণ ক্রমান্বয়ে পঞ্চনদ-সিংহাসন সুশোভিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কেহই সেই অশেষ গুণগ্রাম-বিভূষিত নৃপতির সমকক্ষ হয়েন নাই; কেহই সেই মহান্ নৃপতির মর্য্যাদা রক্ষায় সক্ষম হয়েন নাই। কেবল একজন মাত্র রণজিতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য ছিলেন, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ তিনি নিতান্ত অল্প বয়সেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। ভীরুতা, অকর্ম্মণ্যতা ও আলস্য, তেজস্বিতা, কার্য্যদক্ষতা ও ক্ষিপ্রকারিতার মহোচ্চস্থান অধিকার করিল। যে সিংহাসন পূর্ব্বে রণজিতের অধিবেশনে গর্ব্বিত ছিল, আজি কেন সেই সিংহাসন তাঁহার প্রথমজাতপুত্র খড়্গ সিংহের অধিরোহণে ম্রিয়মাণ? পূর্ব্বে যে দুর্জ্জয়জাতি পঞ্জাবসিংহের সন্দর্শনে গৌরবে পুলকিত হইত, আজি কেন সেই জাতি তাঁহার বংশধরের অভিষেকে নীরব? পূর্ব্বে যে রাজ্য মহাবীর রণজিতের

* M' Gregor's History of the Sikhs, Vol. II. p. 262.

† "The Court and Camp of Runjeet Sing," by the Hon. W. G. Osborne. p. 223.

অধীনে অরাতির ভীমদর্শন ছিল, আজি কেন সেই পঞ্চনদ তাঁহার বংশধরের অধীনে রন্ধ্রান্বেষী অরিসমূহের আক্রমণস্থল ? শিখজাতির সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা বলিয়াছেন যে, "সৈনিকসম্প্রদায় নীরবে এই অভিষেকে মস্তক অবনত করিল, এবং ইংরাজরাজ, প্রথানুযায়ী এই নূতন অযোগ্য নৃপতিকে প্রশংসাদানে, বোধ হয়, শিখগণ অপেক্ষা অধিকতর আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন *।"

মহান্ জনকের নিতান্ত অযোগ্য সন্তান খড়্গ সিংহ পঞ্চনদ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। যে সমুদয় অমূল্য গুণগ্রাম তাঁহার স্বর্গীয় জনকের ভূষণ ছিল, তাহার কিছুমাত্রই এই উন্মাদগ্রস্ত নৃপতিকে অলঙ্কৃত করে নাই। অকর্ম্মণ্যতা, আলস্য ও ভীরুতা তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্রের সুন্দর আভরণ ছিল। নৃপতির এইরূপ অযোগ্যতা দর্শনে, রণজিতের পুত্র বলিয়া পরিচিত সের সিংহ তৎকালীন ব্রিটিস ভারতের গবর্ণর জেনারল লর্ড আক্‌লণ্ডের সমীপে আপনার সিংহাসন প্রাপ্তির সর্ব্বোচ্চ স্বত্ব জ্ঞাপন করিলেন। গবর্ণর জেনারল তৎক্ষণাৎ অনভিজ্ঞ সের সিংহকে জ্ঞাপন করিতে আদেশ করিলেন যে, খড়্গ সিংহই পঞ্জাবের প্রকৃত নৃপতি। সের সিংহের ধৃষ্টতা এইরূপে চূর্ণ হইল ; কিন্তু খড়্গ সিংহের উন্মত্ততার হ্রাস হইল না। তিনি কার্য্যবিৎ ধ্যান সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া চৈত সিংহ নামক জনৈক মূর্খ অকর্ম্মণ্য প্রিয়পাত্রকে সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চাটুকারিতা ও দাম্ভিকতা ব্যতীত আর কিছুই এই নিতান্ত অযোগ্য সচিবে পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহা করিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, প্রত্যুত ক্ষিপ্ততা বশতঃ তিনি নিরর্থক স্বীয় মঙ্গলে সন্দিহান হইয়া, তৎকালীন সীমান্তস্থ ইংরাজ-এজেণ্ট-করে আত্ম-সমর্পণের অভিলাষ প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। এই সকল ব্যবহারে তিনি যে কতদূর শিখগণের বিরাগভাজন হয়েন, তাহা সহজেই অনুমেয়। অধিক কি, তাঁহার পুত্র নওনিহাল সিংহ, জনকের এই আচরণে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েন। সেই সময় নওনিহাল সিংহের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। এই অল্প বয়সেই তিনি

* Capt. Cunningham's History of the Sikhs, First Edition, 1849, p. 236.

সবিশেষ সূক্ষ্ম ও প্রগাঢ় রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন। জীবিত থাকিলে প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি যে সমধিক সদ্‌গুণ-সমলঙ্কৃত হইতেন, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কেবল একজনমাত্র রণজিৎ-সিংহাসনের সমুপযুক্ত উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান ছিলেন। কুমার নওনিহাল সিংহ সেই গৌরবের পাত্র। রণজিৎসিংহ জীবদ্দশায় এই বালকের রণ-নৈপুণ্য ও সুতীক্ষ্ণ রাজ্যশাসন-বুদ্ধিতে এতদূর আকৃষ্ট হয়েন যে, তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, "তাঁহার মৃত্যুর পর শিখগণ এই বালককেই পঞ্চনদ-সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী দেখিবে *।" কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, পঞ্চনদ অতি শীঘ্রই এই মহামূল্য রত্নে বঞ্চিত হয়। এই অশেষগুণালঙ্কৃত রাজকুমার সেই সময়ে পেশোয়ারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি জনকের সিংহাসন-প্রাপ্তি-সংবাদ শ্রবণমাত্র রাজধানীতে আগমনপূর্ব্বক নৃপতির অব্যবস্থিত ক্রিয়া-কলাপ দর্শনে সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তাঁহার দূরদর্শিনী সূক্ষ্মবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে, মূঢ় চৈত সিংহ, নৃপতিকে যেরূপ করায়ত্ত করিয়াছে, এবং তৎকালীন ব্রিটিস এজেণ্ট কর্ণেল ওয়েড্ স্বীয় গর্হিত আচরণে যেরূপ শিখজাতির ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে গভীর রাজনীতি পরিচালনা নিতান্ত অসম্ভব। কর্ণেল ওয়েড্ স্বীয় বিচিত্র ক্রিয়াকলাপে শিখজাতির অপ্রিয় হইয়া উঠেন। তিনি সহসা কুমারের বিরুদ্ধে এই এক আশ্চর্য্য অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, কুমার আফ্‌গাণ সর্দ্দারগণের চক্রান্তে লিপ্ত। পুনরায় তিনি শিখগণের সমক্ষে সদর্পে বলিয়াছিলেন যে, যে কোন বিপদ হউক না কেন, তিনি খড়্গা সিংহকে রক্ষা করিবেন। এইরূপ দর্পিত ব্যবহারে তিনি লাহোর-রাজকর্ম্মচারিগণের সাতিশয় বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। তাঁহার সমুপস্থিতি শিখগণের নিতান্ত অপ্রিয়, তাঁহার মধ্যস্থতা শিখজাতির নিরতিশয় ভীতিস্থল। তিনি খড়্গা সিংহের বিশ্বাস্য ছিলেন, এবং শিখনৃপতিকে যে সমুদয় পরামর্শ দিতেন, তৎসমুদয় ইংরাজ-স্বার্থে বিজড়িত, রণজিৎ-রাজ্যের নিঃস্বার্থ মঙ্গলের জন্য নহে। সুতরাং এক স্বাধীন জাতি

* M' Gregor's History of the Sikhs, Vol 11, p. 5, 6.

তাঁহার এইরূপ ভয়াবহ মধ্যস্থতায় সাতিশয় অনিচ্ছুক ও ভীত *। খড়্গ সিংহ সম্বন্ধে কর্ণেল ওয়েডের এইরূপ আচরণ, ব্রিটিস ভারতের সমুচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীর আদেশান্তর্গত নহে। ইহা তাঁহার নিজের প্রকাণ্ড মস্তিষ্ক-সমুদ্ভূত। রাজনীতিবিশারদ নওনিহাল সিংহ অচিরাৎ দেখিলেন যে, সুরাজশাসনের উৎপাতকেতু চৈত সিংহ এবং কর্ণেল ওয়েড্ বর্ত্তমানে, পঞ্চনদে সুশাসন স্থাপনের আশা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। এই ঘোরতর বিপদ হইতে পরিত্রাণাভিলাষে কুমার, জম্মুরাজগণের সহিত আন্তরিক বিরোধ সত্ত্বেও জম্মুরাজ ধ্যান সিংহের সহিত মিলিত হইলেন।

অক্টোবর মাসের ৮ই তারিখের প্রত্যূষে ধ্যান সিংহ দরবারে প্রবেশ করিয়া ভূপতির সম্মুখেই হতভাগ্য চৈত সিংহের প্রাণহনন করিলেন †। কাপ্তেন কানিংহাম্ অনুমান করেন যে, যদিও কুমার নওনিহাল সিংহ এবং ধ্যান সিংহ উভয়েই সেই স্থানে সমুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু গোলাপ সিংহই এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান অধিনায়ক ‡। কর্ণেল ওয়েডের অনধিকার মধ্যস্থতা ও অব্যবস্থিততার বিষয়েও, শিখরাজকর্ম্মচারিগণ ইংরাজরাজকে বিদিত করিলেন।

এইরূপ ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঘটনা ইংরাজকে শিখরাজ্যের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে বাধ্য করে। এই ঘটনা সুদূর দুর্গম তুষারময় আফ্গাণস্থানসম্বন্ধীয়। ইতিহাস-পাঠকেরা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, মহারাষ্ট্র-গৌরবনাশী, তৃতীয় পাণিপথ-সমর-বিজেতা ভয়ঙ্কর আহাম্মদ সাহ আবদালীর পরলোক গমনান্তে আফ্গাণস্থান-সিংহাসন লইয়া, তাঁহার হীনবীর্য্য বংশধর দুরাণী এবং অপর এক ভিন্নবংশসমুদ্ভূত বরখজাইর মধ্যে চিরবিবাদ প্রচলিত ছিল। দুরাণী-বংশধর হীনতেজা সাহ সুজাকে বিতাড়িত করিয়া আফ্গাণগণ

* Captain Cunningham's History of the Sikhs, First Edition, p. 238.

† M' Gregor's History of the Sikhs, Vol II, p. 5,

‡ Captain Cuningham's History of the Sikhs, First Edtion, p. 238

প্রবলপরাক্রান্ত বরখজাই-বংশীয় দোস্ত মহম্মদের বশ্যতা স্বীকার করিল; অতঃপর সাহ সুজা লুধিয়ানায় ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইরূপে প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর নিরাপদে অতিবাহিত হইল। পরিশেষে ইংরাজের সমরেচ্ছা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

সাহ সুজা যে প্রজাপ্রিয়, তাহা গবর্ণর জেনারল বিশ্বস্ত সূত্রে জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাকে আফ্‌গাণ-সিংহাসনে পুনঃস্থাপন ও ইংরাজ-রাজ্যের মঙ্গল হেতু সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে এক সুদৃঢ় মিত্র রাজ্যস্থাপনের নিমিত্ত ১৮৩৮ খৃষ্টীয়াব্দের প্রথম দিবসে আফগাণগণের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেন। "আশ্চর্য্য প্রজাপ্রিয়তা! দুইবার রাজ্য হইতে বিতাড়নে ও শীঘ্রই প্রজা-হস্তে তাঁহার হত্যাকাণ্ডে ইহা সপ্রমাণীকৃত হইবে *।" বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে অর্থাৎ মহাসভায় এই অন্যায় সমর-বিঘোষণ অনুমোদিত হইল না। কিন্তু ভারতের কূটজাল-বিস্তারী ইংরাজসভ্যগণ বিশেষতঃ কাপ্তেন বর্ণস্ এই সমর-বিঘোষণ কর্ত্তব্য, ইহা দেখাইতে পার্লিয়ামেণ্টে অতি বিশ্বস্ত পত্রে নির্দ্দেশ করিলেন যে, রুষিয়ার গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্র, সিন্ধু-বিধৌত প্রদেশ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইয়াছে। লর্ড মেল্‌বোরণ তৎকালে শ্বেতদ্বীপের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; তিনি মহাবল-পরাক্রান্ত মিত্ররাজ্য রুষিয়ার বিরুদ্ধে এই অতিরঞ্জিত দোষারোপ দেখিয়া, রুষিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিস প্রতিনিধিকে এবিষয়ের সম্যক্ তত্ত্বাবধারণ করিতে আদেশ করিলেন, এবং প্রত্যুত্তরে প্রধান মন্ত্রী জ্ঞাত হইলেন যে, রুষিয়ার সমুদয় ব্যাপার সন্তোষজনক †। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টে ইহা জ্ঞাপন করা হইল না। রুষিয়ার সম্রাটের এইরূপ নির্দ্দোষিতার প্রমাণ, ভারতবর্ষে তাঁহার প্রধান দোষারোপকারী কর্ত্তৃক সবিস্ময়ে পঠিত হইল। বর্ণস্ রুষিয়ার সম্রাট্-বিরুদ্ধে প্রকাশিত অপবাদগুলি সংশোধন নিমিত্ত ভারতশাসক লর্ড আক্‌লণ্ডের অনুমতি প্রার্থনা করিলে, লর্ড আক্‌লণ্ড তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন। এইরূপে সম্রাটের বিরুদ্ধে অপবাদগুলি প্রকাশ্যে অসংশোধিত থাকিয়া

* J. M. Ludlow's, History of British India, Vol 11, p. 117.

† Debate, Lords, 11th April 1839, Hansard, vol. xlvi col 1305.

ইতিহাসবক্ষ কলঙ্কিত করিল। বর্ণস্ বিলাতে তাঁহার মিত্রগণের পাঠ নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংশোধন সহিত তাঁহার আবশ্যকীয় রাজপত্রগুলি গোপনে পুনর্মুদ্রিত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। অহো! এইরূপে ইতিহাস প্রস্তুত হইয়া থাকে *।

১৮৩৮ খৃষ্টীয় অব্দের জুনমাসের ষড়্বিংশদিবসে ইংরাজরাজ, রণজিৎ সিংহ এবং সাহ সুজা এই তিন জনের মধ্যে এক ত্রয়ী সন্ধি হইল। তদ্দ্বারা স্থির হইল যে লর্ড আক্‌লণ্ড, সাহ সুজার সাহায্যে নিযুক্ত হইবেন, রণজিৎ, সাহ সুজাকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপনে সহায়তা করিবেন, এবং সিন্ধুর আমীরগণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে †। এই সন্ধির পর ইংরাজ আফ্‌গাণস্থানে রণযাত্রার সজ্জা করিলেন। রুষিয়ার প্রবল-পরাক্রান্ত সম্রাট্ এই সময়ে ইংরাজদিগের সহিত সম্পূর্ণরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশিত অলীক অপবাদগুলি কতদূর তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেবলমাত্র পারস্যরাজের সেনা সেই সময়ে হিরাট্ অবরোধ করে। কিন্তু ব্রিটিস্ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপুরুষকর্ত্তৃক সমরবিঘোষণের তিন সপ্তাহ পরেই পারস্যসেনা আফ্‌গাণগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। অপক্ষপাতী লড্‌লো লিখিয়াছেন, "যে নরপতি দুইবার সেই রাজ্য হইতে দূরীভূত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার পুনঃস্থাপন নিমিত্ত বিগত ত্রিংশৎ বৎসর আমরা কোনপ্রকার প্রয়াস করি নাই, সেই নৃপতিকে এক্ষণে বলপূর্ব্বক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এক্ষণে আফ্‌গাণস্থানে গমন, আমাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ এক বিদেশীয় মিত্ররাজ্য আক্রমণ মাত্র। ইহা অপেক্ষা জাতীয় বিধির উপর অধিকতর দৌরাত্ম্য কখন সংঘটিত হয় নাই‡।" অপক্ষপাতী ইতিহাসবেত্তা আরও কিছু বলিতে বাধ্য। কোন্ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আফ্‌গাণস্থানে সৈন্য প্রেরিত হইবে? মিত্ররাজ রণজিৎ সিংহের অধিকার-মধ্যে সৈন্য প্রেরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অভিপ্রেত হইল না। ইহা স্থিরীকৃত হইল যে,

* W. M. Torrens' Empire in Asia, p. 311, 312.

† Taylor and Mackenna's Ancient and Modern India, Third Edition, p. 375.

‡ Ludlow's British India, vol 11, p. 118.

সিন্ধু-আমীরগণের রাজ্যের মধ্য দিয়া অধিকাংশ সৈন্য প্রেরিত হইবে। ইংরাজ এই নৃপতিগণের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। "পরস্পরের অধিকারে লালসাময় দৃষ্টিপাত না করিতে উভয়েই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ *।" সিন্ধু-আমীরগণ, ইংরাজের এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন।

ইংরাজগণ, সিন্ধুরাজগণের স্বাধীনতা ত্রয়ী সন্ধিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, পরস্পরের রাজ্যোপরি কেহ আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। কিন্তু পূর্ব্বে সিন্ধুরাজ্য, আফ্‌গাণস্থানের আশ্রিত এক করদরাজ্য ছিল। ইংরাজগণ ইদানীং সাহ সুজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকট এই প্রদেশের আধিপত্য গ্রহণে বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে যে আমীরগণকে ইংরাজ, স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ইংরাজ তাঁহাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হইলেন †। এক নূতন সন্ধি হইল; তাহাতে সিন্ধু-নরপতিগণ ইংরাজের আধিপত্য স্বীকারে, বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা ও সম্প্রতি নগদ একবিংশতি লক্ষ টাকা প্রদানে এবং স্বীয়রাজ্যে ব্রিটিস সেনানীর অধীনে চারিসহস্র সৈন্য রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। এই ভয়াবহ বিচিত্র আচরণ সিন্ধুভূপালগণের কতদূর ক্রোধার্হ ও ঘৃণার্হ হয়, লুথ্‌ফুল্লা স্বীয় জীবনচরিতে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রিটিস প্রতিনিধি এই সন্ধিপত্র সিন্ধুদরবারে পাঠ করিলে, সিন্ধু-আমীরশ্রেষ্ঠ নুর্ মহম্মদ স্বভাবায় বলিলেন যে, "ফিরিঙ্গীগণের বাগ্‌দানে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ঘৃণার্হ।" তৎপরে ব্রিটিস প্রতিনিধিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি বোধ করি, আপনাদের সন্ধি সকল আপনাদের ইচ্ছা ও সুযোগ অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে কি আপনারা আপনাদের মিত্র এবং উপকারিগণের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন? আপনারা আমাদের রাজ্যমধ্যে আপনাদের সৈন্যগণের যাতায়াত নিমিত্ত মুক্তমার্গ প্রার্থনা করিলে, আমরা অবিচলিত-চিত্তে আপনাদের মাননীয়

* Ludlow's British India, Vol 11, p. 118.

† Ludlow's British India, Vol 11, p 118, 119.

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মিত্রতার উপর নির্ভর করিয়া ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম। আমরা যদি জানিতাম যে, আপনারা আমাদের রাজ্যমধ্যে সৈন্য প্রবেশ করিবার পর, আমাদের নিরাপদতা ভয়সঙ্কুল করিবেন ও বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা কর এবং সৈন্যগণের আশু ব্যয় নির্ব্বাহার্থ একবিংশতি লক্ষ টাকা দাবী করিয়া, অপর একটী নূতন সন্ধি বলপূর্ব্বক সংস্থাপন করিবেন, তাহা হইলে এরূপ ঘটনায় আমরা আমাদের রাজ্যের এবং শারীরিক মঙ্গলের নিমিত্ত অন্য উপায় অবলম্বন করিতাম।" ব্রিটিস প্রতিনিধি এই নিদারুণ বাণী শ্রবণ করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন যে, "বন্ধুগণ, বিপন্ন বন্ধুগণকে অবশ্য সাহায্য করিবেন।" নুর মহম্মদ গম্ভীরভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন যে, "আমি ইচ্ছা করি, আমি যেন আপনাদের ব্যবহৃত বন্ধু শব্দের প্রকৃত অর্থবোধে সক্ষম হই*।" এইরূপে ইংরাজ, সিন্ধুরাজ্য করায়ত্ত করিলেন। এইরূপে ত্রয়ী সন্ধির পর বহুসংখ্যক শিখসৈন্য আফ্‌গাণস্থানে গমন করিল।

ব্রিটিস-সেনানীর রণচাতুরীর বিচিত্র মহিমায় আফ্‌গাণগণ পরাজিত হইল। ১৮৩৯ খৃষ্টীয় অব্দের জুনমাসের ২৭এ তারিখে সুবিখ্যাত গিজ্‌নির দুর্গ অধিকৃত হয়। শাহ সুজা আফ্‌গাণ-সিংহাসনে সংস্থাপিত হইলেন †। এইরূপে ইংরাজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। গবর্ণর জেনারল ইচ্ছা করিলেন যে, ইংরাজ-সৈন্য বোলানপাশ ও পেশোয়ার অতিক্রম করিয়া শিখরাজ্যের মধ্য দিয়া প্রত্যাগমন করিবে। এই নিমিত্ত লাহোরে রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎকালীন এবিষয়ের প্রস্তাব করিলে, তিনি পঞ্চনদ-সিংহের একপ্রকার মৌখিক অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রীতিমত প্রকাশ্য পত্রাদি প্রেরণে ইহার কোনপ্রকার নিষ্পত্তি হয় নাই। এক্ষণে প্রশংসা ও সুমিষ্ট বাক্যে, সেই আফ্‌গাণবিজয়ী ইংরাজবাহিনীর শিখরাজ্যের মধ্য দিয়া প্রত্যাগমন-অনুমতি, শিখনৃপতির নিকট গ্রহণ করিতে ক্লার্ক সাহেব প্রেরিত হইলেন। কুমার নওনিহাল সিংহ ও সচিব ধ্যান সিংহ রাজ্যমধ্যে ইংরাজসৈন্যগণের ক্ষণমাত্র অবস্থান মঙ্গলপ্রদ বিবেচনা করিলেন না।

* Lutfullah's Autobiography, p. 294-5.

† Ludlow's British India, Vol 11, p. 121.

কিন্তু ইংরাজের এই প্রশংসা-বিজড়িত প্রস্তাব একেবারে অবহেলা করাও কঠিন; সুতরাং ইংরাজবাহিনীর গমন জন্য তাঁহারা রাজধানীর দূরবর্ত্তী একটী নিরূপিত মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; এবং তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজের নিকট তাঁহারা এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, ইংরাজ-সৈন্য আর কখনও শিখরাজ্য-মধ্য দিয়া যাতায়াত করিবে না। আফ্‌গাণ-গর্ব্বখর্ব্বকারী লর্ড কীন্ বাহিনীসমেত আফ্‌গাণস্থান হইতে ভারতে প্রত্যাগত হইলেন। শিখরাজ্যমধ্য দিয়া প্রত্যাগমনকালে তিনি একবার শিখ-নৃপতির সহিত রাজধানীতে সাক্ষাৎ করেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি ওয়েডের বিরুদ্ধে অশেষ অনুযোগ শ্রবণ করেন *।

আফ্‌গাণ-সমরে ইংরাজবিজয় কতদূর ফলপ্রসূ হয়, ইতিহাস-পাঠকগণ তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। ইংরাজের সাক্ষীগোপাল সাহ সুজা তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আফ্‌গাণ-রাজ্যে দণ্ডায়মানে অক্ষম। সুতরাং সমুদয় ইংরাজ-সৈন্যকে আফ্‌গাণস্থান হইতে প্রত্যানয়ন করা হইল না। পাঁচশত মাত্র সৈন্য লইয়া সেনাপতি জেনারল্ এল্‌ফিন্‌ষ্টন্ সাহ সুজার সিংহাসন রক্ষার নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ রসদাদি এবং সাহায্যের প্রয়োজন হইল। কিন্তু ইংরাজ ইতিপূর্ব্বে শিখগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, শিখরাজ্য-মধ্য দিয়া ইংরাজবাহিনী আর গতায়াত করিবে না। সে যাহা হউক, ইহা ইংরাজের প্রয়োজন! শিখরাজ্য-মধ্য দিয়া পুনরায় ব্রিটিস সৈন্য রসদাদি লইয়া যাইবে। কুমার এবং সচিব উভয়েই বলিলেন যে, ইংরাজের পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি-অনুযায়ী এরূপ কার্য্য হইতে পারে না। তাঁহারা আরও সন্নীতিপূর্ণ যুক্তি দেখাইলেন যে, শিখরাজ্য বিদেশীয় বাহিনীর গন্তব্য পথ করা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। কিন্তু ইংরাজের প্রয়োজন, তাহা সম্পন্ন হইতেই হইবে। কুমার ও সচিব ইংরাজের এই বিচিত্র আচরণ-বিরুদ্ধে বৃথা অনুযোগ করিলেন। সুতীক্ষ্ণ সাঙ্গিনরূপ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া, ইংরাজসৈন্য রসদাদি সমভিব্যাহারে শিখরাজ্য ভেদ করিয়া পুনরায় সুদূর আফ্‌গাণস্থানে গমন করিল। কুমার ও সচিব নিরাশ হইয়া স্তম্ভিত-হৃদয়ে ব্রিটানীয়ার এই গৌরবজনক দৃশ্য নীরবে দেখি-

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 239.

লেন। গবর্ণর জেনারল লর্ড আক্‌লণ্ড এই সময়ে শিখবিদ্বেষী কর্ণেল ওয়েড্‌কে স্থানান্তরিত করিয়া শিখগণকে প্রশমিত করিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টীয় অব্দের এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে ক্লার্ক সাহেব পঞ্জাব-ব্যাপার সম্বন্ধে ইংরাজের এজেণ্টপদে অভিষিক্ত হইলেন। এই ব্যক্তি ইংরাজের অপরিসীম কৌশল-জাল সুসিদ্ধির সুন্দর প্রবর্ত্তক হয়েন। কর্ণেল ওয়েড্ ও তাঁহার পদাভি-ষিক্ত ক্লার্ক সাহেব উভয়েই শিখ-নৃপতির বিশ্বাসভাজন হয়েন। তাঁহার প্রতি তাঁহাদের পরামর্শ কেবল যে, নিঃস্বার্থ পঞ্চনদ-রাজ্যের মঙ্গল হেতু প্রদত্ত হইত, এরূপ নহে, কিন্তু ব্রিটিস স্বার্থসিদ্ধি অবিচ্ছিন্নরূপে তাঁহা-দের সদুপদেশে মিশ্রিত থাকিত *।

সুতীক্ষ্ণ রাজ্যশাসনবিৎ নওনিহাল সিংহ অচিরাৎ দেখিলেন যে, জম্মু-রাজগণ যেরূপ প্রবলপরাক্রান্ত ও উদ্ধত হইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে দমন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি তৎক্ষণাৎ এই অবাধ্য সামন্তগণকে দমন জন্য একটী অতিসুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কিন্তু সেই উপায় কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ইংরাজের অসীম দুর্ভেদ্য রাজনীতি তাঁহার প্রয়াসের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। ইংরাজ, লাহোররাজ্যের এবং পুনঃ-স্থাপিত কাবুলরাজ্যের সীমানাসম্বন্ধে এক গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা সহসা এক বিচিত্র অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, কুমার নওনিহাল সিংহ কেবল যে, সাহ সুজার অধীনস্থ প্রজাগণকে উত্তেজিত করিতেছেন, এরূপ নহে, অধিকন্তু তিনি ইংরাজশত্রু দোস্ত মহম্মদকে সাহায্যদানে ইচ্ছুক। কুমার, দোস্ত মহম্মদকে অর্থ দ্বারা সাহায্যদানে ইচ্ছুক, কুমারের মোহরাঙ্কিত এইরূপ ভাবের পত্র যে কোন প্রকারে সংগ্রহ করিতে কালবিলম্ব হইল না। কিন্তু সত্যবলে কুমার এই মিথ্যাপবাদ হইতে পরিত্রাণলাভ করিলেন, এবং কুমারের মোহরাঙ্কিত পত্রগুলি জাল বলিয়া প্রমাণিত হইল। কুমারের বিরুদ্ধে এই নীচ অপবাদ সম্বন্ধে ব্রিটিস-এজেণ্ট বলেন যে, "এই বিশ্বাসঘাতকতা ব্যাপারে সংলিপ্ত থাকা, উদার-

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 241.

প্রকৃতি বিশ্বস্ত শিখচরিত্রে কখনও সম্ভবে না *।" ইহা করিয়াও ইংরাজ ক্ষান্ত হইলেন না। সাহ সুজা যে সমুদয় শিখপ্রদেশের স্বত্ব দাবী করিলেন, ইংরাজ সেই সকল প্রদেশে শিখগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার উপেক্ষা করিয়া সাহ সুজার দাবী অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। ১৮৩৪ এবং ১৮৩৮ খৃষ্টীয় অব্দের সন্ধিতে সাহ সুজা পেশোয়ারের স্বত্ব শিখনৃপতিকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। পঞ্চনদ, এতাবৎকাল অক্ষুণ্ণভাবে সেই রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে, পেশোয়ার খণ্ড খণ্ড করিয়া শাসিত করা হইবে। ইংরাজ এবং সাহ সুজা, এইরূপ যথেচ্ছাচারে শিখ-ন্যায়াধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে দোস্ত মহম্মদ সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় উভয়েই প্রকম্পিত হইয়া উঠিলেন। তখন শিখরাজ্যবিরুদ্ধে উক্ত উভয়রাজ্যের বিদ্বেষভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। দোস্ত মহম্মদের ক্রিয়াকলাপে ইংরাজ আফ্‌গাণস্থানে সৈন্য-প্রেরণে বাধ্য হন। কিন্তু ইংরাজ ইতিপূর্ব্বে স্বীকৃত হইয়াছেন যে, ইংরাজসৈন্য পুনরায় পঞ্চনদ অতিক্রম করিয়া যাতায়াত করিবেন না। সে যাহা হউক, তিন সহস্র সশস্ত্র বাহিনী পুনরায় পঞ্চনদ ভেদ করিয়া আফ্‌গাণরাজ্যে গমন করিল †।

কুমার নওনিহাল সিংহ এইরূপে ইংরাজগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া জম্মুরাজগণের শাসনে হস্তক্ষেপ করিলেন। তিনি এবিষয়ে এতদূর কৃতকার্য্য হয়েন যে, অবাধ্য রাজগণের দমনের আর অতি অল্পমাত্রই অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই পঞ্চনদরাজ্য সেই অমূল্যরত্ন হইতে শোচনীয়রূপে বঞ্চিত হইল। এই সময়ে খড়্গ সিংহ প্রায় এক বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া, ১৮৪০ খৃষ্টীয় অব্দের নবেম্বর মাসের পঞ্চম দিবসে প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই দিবসে কুমার নওনিহাল সিংহ পঞ্চনদের অদ্বিতীয় অধীশ্বরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং সেই দিবসেই ঐ অশেষরাজকার্য্যবিৎ রণবীর যুবক ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। নওনিহাল সিংহ, পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাবিধি সমাপন করিয়া গোলাপ সিংহের

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 243, 244.
† Ib. p. 247.

জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্যম সিংহের সহিত এক তোরণমধ্য দিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই তোরণের কতক অংশ উপর হইতে পতিত হইল। উদ্যম সিংহ তৎক্ষণাৎ নিহত হইলেন এবং নওনিহাল সিংহ এরূপ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েন যে, সেই রজনীতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় *। ইতিহাসভেদে নওনিহাল সিংহের মৃত্যুঘটনা সম্বন্ধে বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। লরেন্স লিখিয়াছেন যে, নওনিহাল সিংহ এবং উদ্যম সিংহ হস্তিপৃষ্ঠে এক হাওদায় ছিলেন। তোরণমধ্য দিয়া প্রত্যাগমনকালীন সেই বিপুলমাতঙ্গের মহাকায়, দেয়ালে বেগে সংঘর্ষিত হওয়ায় তোরণ ভাঙ্গিয়া যায়, এবং একখানি কড়িকাষ্ঠ নবমহারাজ এবং উদ্যম সিংহকে নিহত করে †। কর্ণেল ষ্টিণব্যাচ্ বলিয়াছেন যে, নওনিহাল সিংহ এবং উদ্যম সিংহ হস্তিপৃষ্ঠে এক হাওদায় ছিলেন। তোরণমধ্যে প্রত্যাগমনকালীন হস্তির দেহ বেগে প্রাচীরে সংঘর্ষিত হওয়ায় তোরণদ্বার ভাঙ্গিয়া পতিত হয়। উদ্যম সিংহ তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েন, আর নওনিহাল সিংহের মস্তক এরূপ গুরুতররূপে আহত হয় যে, তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া যায় এবং সেই দিবসেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন ‡। ম্যাগ্রেগার বলেন যে, নওনিহাল সিংহ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে লাহোরের এক তোরণদ্বার-মধ্যে হস্তিপৃষ্ঠে উদ্যম সিংহের সহিত প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই তোরণ-দ্বারের উপরিভাগ হইতে এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পতিত হওয়ায়, নওনিহাল সিংহের মৃত্যু হয়, উদ্যম সিংহেরও সেই দশা ঘটে। ¶ কিন্তু জনৈক সাহেব বলিয়াছেন যে, "নওনিহাল সিংহ হস্তিপৃষ্ঠে ছিলেন না, পদব্রজে আসিতে ছিলেন। কড়িকাষ্ঠ পতিত হয় নাই, কতকগুলি টালী পড়িয়াছিল মাত্র। কুমারের সেই স্থলেই মৃত্যু হয় নাই; আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। পরে যখন নওনিহাল সিংহের দেহ রাজা ধ্যান সিংহ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়, সেই সময়েই তাঁহার

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 244.
† Lawrence's Punjab Adventurer, note, p. 146.
‡ Col, Steinbach, the Punjab. p. 25.
¶ M' Gregor's History of the Sikhs, Vol, 11, p, 6.

মস্তিষ্ক গুরুতররূপে ক্ষতবিক্ষত ছিল। কিন্তু তিনি যখন আহত হইয়া পতিত হইয়া ছিলেন, তখন তাঁহার মস্তক ক্ষতবিক্ষত ছিল, এরূপ বোধ হয় না। বরং আমি দেখিয়াছিলাম যে, তাঁহার ললাটদেশে ঈষৎ রক্ত ছিল। তিনি গাত্রোত্থান করিতে বিশেষ প্রয়াস পান এবং পরে যে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছিল, এরূপ আমি বিশ্বাস করি না *।" মহামতি কনিংহম্ বলেন, "যদিও ইহা সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় না যে, নওনিহাল সিংহের এই হত্যাকাণ্ড জম্মুরাজগণ কর্ত্তৃক সংঘটিত হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদিগকে এই ঘোরতর অপরাধ হইতে একেবারে নিষ্কৃতি দেওয়া অতি দুরূহ। ইহা সুনিশ্চিত যে, তাহারাই এই ভয়ঙ্করকাণ্ড করিতে সক্ষম †।"

পঞ্চনদ! যে অমূল্যরত্ন হইতে আজি তুমি বঞ্চিত হইলে, আর কখনও তাহা তোমার ভাগ্যে ঘটিবে না। নওনিহাল সিংহ বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমে বিশ্বাস-ঘাতকগণের হস্তে নিহত হইলেন। এই অত্যল্প বয়সেই তিনি বীর্য্যবত্তা ও রাজকার্য্যপটুতার যেরূপ অসামান্য পরিচয় দেন, তাহাতে ভবিষ্যতে তিনি যে পঞ্চনদকেশরী রণজিৎ সিংহের মহান কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইয়াছিল। আকারে ও আচরণে তিনি পঞ্জাবকেশরীর সমকক্ষ ছিলেন। অল্পবয়সেই অস্ত্রচালনায় সুনিপুণতা ও পারদর্শিতা, যেরূপ তাঁহার বীরোচিত কান্তির সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিত; উদারপ্রকৃতি ও অলৌকিক বীরচরিত্রও সেইরূপ ঐ বীরযুবকের অবিচ্ছিন্ন সহচর ছিল। এইরূপে অশেষগুণলাঞ্ছিত নরবীর বীরসৈন্যগণের আদরস্থল হইয়া ছিলেন। যে অমূল্যগুণাবলী সাধারণ বয়োবৃদ্ধগণের ভাগ্যে ঘটে না, সেই স্থিরবুদ্ধিতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা এই যুবকে সুচারুরূপে প্রতিফলিত হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, রণজিৎ কিরূপ তাঁহার গৌরবশালী পৌত্রের গুণগ্রামে আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি সততই বলিতেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর, এই বালক পঞ্চনদের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হইবে; এবং এই বালকই তাঁহার সমুদয় রাজ্যরক্ষণে সমর্থ

* Vide Smith's History of the Reigning Family of Lahore —Appendix, p. xxiv.

† Cunningham's History of the Sikhs 1849 p. 244.

হইবে *। এই যুবকের জীবনগ্রন্থি যদি অকালে ভীরু নৃশংস বিশ্বাসঘাতকগণ কর্ত্তৃক ছিন্নভিন্ন না হইত, তাহা হইলে তিনি স্বর্গীয় পিতামহের প্রশংসা বাক্যের কতদূর যোগ্য হইতেন, এই অল্পবয়সেই তিনি তাহার এক প্রকার প্রোজ্জ্বল পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সচ্চরিত্র ছিলেন। রমণীভোগবিলাস সেই বীরহৃদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই। †

যদি অকালে-তাঁহার জীবনের এরূপ শোচনীয় অবসান না হইত, যদি ইংরাজের অপরিসীম কৌশল তাঁহার প্রশস্ত উন্নতিমার্গের অন্তরায় না হইত, তাহা হইলে তিনি হিন্দুকুস-বহির্ভূত সুদূর ভয়ঙ্কর আফ্‌গাণরাজ্যে তাঁহার বিপুলবীর্য্যবত্তার প্রকাণ্ড কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিতে সক্ষম হইতেন; তাঁহার অসীম বীরচরিত্রের সম্যক্ প্রসরদানে সক্ষম হইতেন এবং বোধ হয়, পরিশেষে গৌরবে বিঘোষিত করিতে পারিতেন যে, দুর্দ্দান্ত মামুদ এবং ভয়ঙ্কর তাইমুর লঙ্গের ভারত-লুণ্ঠনের প্রতিশোধ এতদিন পরে সুপ্তোত্থিত ভারতীয় সন্তান কর্ত্তৃক সম্যক্ সাধিত হইল ‡।

এই অত্যদ্ভুত রাজকার্য্যবিৎ রণবীর যুবক হইতে বীর শিখজাতি বঞ্চিত হইলে, আর কোন নৃপতি তাহাদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হন নাই। ধ্যান সিংহ, সের সিংহকেই পঞ্চনদ-সিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র স্থির করিলেন। ইংরাজ রেসিডেণ্টও এই মতের পক্ষপাতী হইলেন ¶। কিন্তু সের-সিংহ, রণজিতের ঔরষজাত নহেন। ১৮০৭ খৃষ্টীয় অব্দের ডিসেম্বর মাসে রণজিৎ সিংহ যখন লাহোরে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার পত্নী মহতাব কুমারী পত্তিকে দুইটী যমজ সন্তান প্রদান করেন। ইহাঁরাই সের সিংহ এবং তারা সিংহ নামে খ্যাত হইল। রণজিৎ সিংহ কখনও ইহাদিগকে স্বীয় আত্মজ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কথিত আছে

---

* M' Gregor's History, of the Sikhs, vol 11. p 5, 6.

† History of the Punjab and of the Rise, Progress and present Condition of the Sect and Nation of the Sikhs Vol 11. p, 217.

‡ Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 245.

¶ Ib. p. 246.

যে, এই দুইটী শিশু মহতাব কুমারীর জননী সুধা কুমারী কর্ত্তৃক জনৈক সূত্রধর ও তন্ত্রবায়ের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং পরিশেষে তাঁহার কন্যা মহতাব কুমাররীর সন্তানস্বরূপে রণজিৎ সিংহের সম্মুখে প্রদত্ত হয় *। সের সিংহের অনিন্দ্য দেহলাবণ্য, রাজেন্দ্রোপযোগী গুণগ্রামে অলঙ্কৃত হয় নাই। তিনি বিলাসিতা ও আলস্যের করায়ত্ত ছিলেন; আর তিনি রণজিতের ঔরষজাত পুত্র নহেন, পুত্র বলিয়া খ্যাত মাত্র। সুতরাং এরূপ অরাজবংশোদ্ভূত ও অরাজোচিত নৃপতি শিখজাতির মনোরঞ্জক হয়েন নাই। খড়্গা সিংহের মৃত্যু এবং নওনিহাল সিংহের শোচনীয় অবসানসময়ে সের সিংহ লাহোরে ছিলেন না; সুতরাং তাঁহাকে সৈন্য-সামন্তাদি সংগ্রহ করিয়া লাহোরে আসিতে সম্যক্ অবসর দিবার জন্য কপটী ধ্যান সিংহ, খড়্গা সিংহ ও তাঁহার বীরসন্তানের মৃত্যু পঞ্চনদবাসীর সম্মুখে যথাসাধ্য গোপন করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু শিখসৈন্য, ধূর্ত্তের এই চাতুরীর বিষম অন্তরায় হইল। পতিপুত্র-বিয়োগ-বিধুরা বীরপ্রসবিনী নওনিহাল সিংহের গর্ভধারিণী চাঁদকুমারী, ধ্যান সিংহের পাপ মন্তব্য জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং রাজদণ্ড পরিচালনে অগ্রসর হইলেন। বীরেন্দ্রজননী অবাধে পঞ্চনদের সুবিখ্যাত সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন এবং সর্ব্বজন-সমক্ষে বিঘোষিত করিলেন যে, তাঁহার পুত্রবধূ এক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা। সেই ভাবী গর্ভজাত সন্তানের তিনি এক্ষণে অভিভাবক। সের সিংহ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ঈর্ষা, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা বৃত্তি, সেই অকর্ম্মণ্যের অধীর চিত্তকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তুলিল! ধ্যান সিংহ পঞ্চনদ-সিংহাসনে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এইরূপ আশ্বাসে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন †। কেহ কেহ মহারাণীকে, সের সিংহের পাণিগ্রহণ করিয়া সমুদয় বিবাদবিসম্বাদ বিদূরিত করিতে বলিলে, হিন্দু বিধবা ঘৃণার সহিত এই নীচমন্তব্য দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মহারাণী স্বীয় স্বত্ব বলবৎজ্ঞানে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে উভয় পক্ষের এক প্রকার সম্মিলন হইল। চাঁদকুমারী, নওনিহাল সিংহের

* C. F. Henry. T. Prinsip's Life of Runjeet Sing, p, 63.
† M' Gregor's History of the Sikhs, ol IV,1 p. 7,

ভাবিসন্তানের অভিভাবক হইয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। সের সিংহ শাসন-সমিতির প্রতিনিধিপদে অধিরূঢ়, এবং ধ্যান সিংহ রাজ্যের শাসন-সচিব হইলেন *। মহারাণী স্বয়ং তাঁহার মিত্র সিন্ধনওয়ালা উত্তর সিংহকে প্রধান মন্ত্রিপদে বরণ করিলেন। ধ্যান সিংহ, পঞ্জাবেশ্বরীর মঙ্গলে আদৌ দৃক্‌পাত না করিয়া, কিসে সেই প্রবলপরাক্রান্তা রমণীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অকর্ম্মণ্য সের সিংহকে পঞ্চনদ-সিংহাসনে সাক্ষীগোপাল-স্বরূপ বসাইয়া স্বয়ং হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা হইবেন, সেই কামনায় গোপনে নানাবিধ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে প্রধান প্রধান সামন্ত ও সেনানীগণকে বর্ত্তমান অধীশ্বরীর বিরুদ্ধে গোপনে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। অবলা রমণীর হস্তে রণবীর শিখজাতির শাসন-ভার ন্যস্ত না করিয়া একজন সাহসী, প্রভুতশক্তিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে শিখজাতির শীর্ষস্থানে রক্ষা করা অতীব আবশ্যক, এবং সের সিংহ সেই নৃপতিপদে বরিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র, স্বীয় অধীশ্বরীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক গোপনে গোপনে এই ষড়্‌যন্ত্র বিস্তার করিয়া, প্রকাশ্যে আপনাকে নির্ব্বিবাদী ও উদারচেতা দেখাইতে ত্রুটি করিল না। পাছে কেহ কিছু সন্দেহ করে, এই নিমিত্ত স্বীয় অগ্রজ সুবিখ্যাত গোলাপ সিংহ এবং তনয় হীরা সিংহকে রাজদরবারে রাখিয়া, ধূর্ত্ত সেই চক্রান্ত-জাল প্রবলরূপে বিস্তৃত করিবার জন্য জম্মুতে গমন করিলেন। লাহোর পরিত্যাগ করিবার প্রাক্‌কালেই তিনি সের সিংহকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে, "পত্র পাঠমাত্র আপনি লাহোরে আসিবেন। সৈন্য-সামন্ত আপনার নিমিত্ত প্রস্তুত; আপনি রাজধানীতে সাদরে গৃহীত হইবেন।" গোপনে এইরূপ ষড়্‌যন্ত্র বিস্তার করিয়া, ধ্যান সিংহ জম্মুতে প্রস্থান করিলেন †।

এদিকে সের সিংহ, ধ্যানের পত্র পাইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, সীমান্তস্থ মহাবলপরাক্রান্ত ইংরাজ

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p, 246.
† M'Gregor's History of the Sikhs. vol 11, pp, 7, 8.

এজেণ্টকে স্বীয় অধিকার-বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। প্রত্যুত্তরে সের সিংহ সন্তুষ্ট হয়েন। এইরূপে সের সিংহ স্বীয় অধিকার-সত্ত্বে আশ্বস্ত হইয়া, তাঁহার এক বিশ্বাসী অনুচর-হস্তে ধ্যান সিংহকে এই মর্ম্মে প্রত্যুত্তর দিলেন যে, "অনতিবিলম্বেই তিনি লাহোরে যাত্রা করিবেন। তিনি (ধ্যান) যেন তাঁহার সহিত তথায় মিলিত হয়েন *।" এইরূপে বিশ্বাস-ঘাতকগণের চক্রান্ত দৃঢ়ীভূত হইল। সের সিংহ ১৮৪১ খৃষ্টীয়াব্দে জানুয়ারী মাসের ত্রয়োদশ দিবসে প্রত্যূষে মুখেরিয়া পরিত্যাগ করিয়া, পরদিবস সায়ংকালে লাহোরের সম্মুখে ফতেগড় নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ধ্যান সিংহের ষড়্‌যন্ত্রে সের সিংহের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। অধিবাসিগণ তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিল। রাণী চাঁদকুমারী বিশ্বাসঘাতক সের সিংহের শত্রুভাবে আগমন-বার্ত্তা শ্রবণে দ্বাররক্ষকগণকে সিংহদ্বার রুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার সেই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল বটে, কিন্তু দ্বাররক্ষকগণ অনতিবিলম্বেই সের সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল। ধ্যান সিংহের প্রবল ষড়্‌যন্ত্রে বলীয়ান্ হইয়া সের সিংহ রাজধানী আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। ধনকুল নামা জনৈক রাজকীয় সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ সের সিংহকে দুর্গাভিমুখে লইয়া চলিল; কিন্তু ধ্যান সিংহের অনুপস্থিতি সের সিংহকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল! গোলাপ সিংহ ও হীরা সিংহ দুর্গরক্ষার ভাণ করিয়া দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষ হইতে ঘোরতর গোলাবর্ষণ হইতেছে, এমন সময় বিশ্বাসঘাতকপ্রধান ধ্যান সিংহ স্বীয় অনুজ সুচৎ সিংহ এবং ফরাসী রণবীর ভেঞ্চুরার সমভিব্যাহারে সসৈন্যে সের সিংহের সহিত মিলিত হইলেন। ধ্যান সিংহের আদেশে তদীয় ভ্রাতা গোলাপ সিংহ এবং পুত্র হীরা সিংহ, দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণে নিবৃত্ত হইলেন এবং অনতিকালবিলম্বেই ভ্রাতা এবং পুত্র, ধ্যান সিংহের সহিত সম্মিলিত হইলেন †।

---

* M'Gregor's History of the Sikhs, vol 11, p, 8.

† Ibid pp 9, 10, 11.

এইরূপ ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতায় পঞ্চনদের প্রকৃত সিংহাসনাধিকারীর অধিকারস্বত্ব বিলুপ্ত হইল। সের সিংহ পঞ্চনদের সুবিখ্যাত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং ধ্যান সিংহ তাঁহার সচিবপদে অভিষিক্ত হইলেন। চাঁদকুমারীর দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এক জায়গীর প্রদত্ত হইল। মহারাণীর কেবলমাত্র সহায় অজিত ও উত্তর সিংহ, ব্রিটিস্ সীমানায় পলায়ন করিয়া সের সিংহের ক্রোধ হইতে নিস্তার পাইলেন। তাঁহাদের ভূমি-সম্পত্তি সের সিংহের অনুচরগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। জুলাইমাসে নওনিহাল সিংহের অন্তঃসত্ত্বা বিধবা পত্নী এক মৃতসন্তান প্রসব করিলেন *। এইরূপে সের সিংহ নিষ্কণ্টক হইলেন। সের সিংহ বিপক্ষপক্ষকে সমূলে উৎপাটনপূর্ব্বক সৈন্যগণের বেতন এক টাকা হারে বর্দ্ধিত করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিলেন। সের সিংহ এইরূপে সিংহাসন অধিকার করিয়াই সুরা ও রমণী-বিলাসে মত্ত হইয়া উঠিলেন। দুর্জ্জয় খালসাসৈন্য নৃপতির এইরূপ অকর্ম্মণ্যতা ও কামুকতা দর্শনে অবাধে তাহাদের প্রপীড়কগণের প্রাণবিনাশ করিতে লাগিল। হায়! রণজিৎ সিংহ বা নওনিহাল সিংহ এখন কোথায়? দুর্দ্ধর্ষ শিখজাতিকে কে এখন দমন করিয়া রাখিবে? কতকগুলি পাশ্চাত্য শ্বেতকায় স্বীয় বিচিত্র আচরণে শিখসৈন্যগণের ক্রোধের কারণ হয়েন। তাঁহারা সৈন্যগণের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। কেবল রাজধানীর সৈন্যগণ যে, তাঁহাদের অত্যাচারিগণের প্রতি প্রতিশোধ লইতেছিল, এরূপ নহে, এই প্রতিশোধকামনা সুদূর কাশ্মীর এবং পেশোয়াররাজ্য পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হয়। অমৃত-সহরের বণিকগণ সাতিশয় ভীত হইয়া ইংরাজগণের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু শিখসৈন্যের ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ তাহাদের প্রতি অত্যাচারিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

---

* History of the Punjab and of the Rise, Progress, and present Condition, of the Sect and Nation of the Sikhs Vol 11. p, 233.

সের সিংহ নিজে যে, প্রচণ্ড উত্তেজনানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনাকে তন্নিবারণে সম্পূর্ণ অক্ষম দেখিয়া মহাভীত হইয়া পড়িলেন। ইংরাজগণ সোৎসুকে—কিঞ্চিৎ আশঙ্কায় পঞ্চনদের এই বিশৃঙ্খলতা দেখিতেছিলেন। ইংরাজ যে অভিপ্রায়ে প্রণোদিত হইয়া এই সময়ে পঞ্চনদের বিশৃঙ্খলাবস্থার মধ্যস্থতা করিতে প্রস্তাব করিলেন, তাহা নিতান্ত অস্ফুট ও দুরবগাহ। পররাজ্য-গ্রহণেচ্ছা এই অভিপ্রায়ের সহিত অবিচ্ছিন্নরূপে বিজড়িত। এক্ষণে পঞ্চনদ রাজ্য এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয় নাই যে, বিদেশীয় সহায়তা তাহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইবে; কিন্তু ইংরাজ এজেণ্ট, শিখনৃপতির অনিচ্ছাসত্ত্বেও, সগর্ব্বে তাঁহাকে এরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি দ্বাদশসহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার অবাধ্য সৈন্যদিগের শাসনজন্য প্রস্তুত আছেন এবং ইহার পারিতোষিকস্বরূপ নগদ চল্লিশ লক্ষ টাকা এবং শতদ্রুর দক্ষিণস্থ প্রদেশগুলি পাইবার প্রত্যাশা করেন। সের সিংহ নিতান্ত ভীত হইয়া বলিলেন যে, এরূপ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে শিখগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হত্যা করিবে। এইরূপ প্রস্তাবে সের সিংহ স্বীয় জীবন শিখহস্তে এবং স্বীয়রাজ্য ইংরাজ হস্তে বিপন্ন দেখিলেন *। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রাজধানীতে সৈন্যগণ অন্য কোন উপদ্রব না করিয়া স্বীয় দৌরাত্ম্যকারিগণের প্রতি প্রতিশোধমাত্র লইয়াই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। ভিন্ন জাতির সহায়তা গ্রহণে শিখগণ এতদূর অনিচ্ছুক ছিল যে, সর্দ্দার নীলসিংহ, ইংরাজ সীমানায় পলায়িত স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্ররোচনায় ইংরাজসৈন্য পঞ্চনদে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইবা মাত্র, তাঁহার নিজের সৈনিকগণই তাঁহাকে কারারুদ্ধ করে †। কিন্তু সুসভ্য ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীকে এই শুভ অবসরে কিছু না কিছু করিতেই হইবে। সুদূর তুষারশোভী আফ্‌গাণরাজ্যে ইংরাজ এজেণ্ট বিঘোষিত করিলেন যে, লাহোর-রাজ্যের সহিত সংস্থাপিত সমস্ত সন্ধিসূত্র একেবারে বিচ্ছিন্ন হইল এবং আরও বলিলেন যে, পেশোয়ার শিখরাজ্য হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া আফ্‌গাণ শাসনের অন্তর্ভূত করা যাইবে।

* Cunningham's History of the Sikhs 1849 pp 250, 251.
† Ibid p 252.

কলিকাতার সমুচ্চ রাজশাসক-সমিতি তাঁহাদের প্রতিনিধির এই আশু-বিরোধজনক আচরণে তাঁহাকে কিছু ভৎর্সনা করিলেন। কিন্তু অবশেষে পেশোয়ার ও সিন্ধুর দিরাজাৎ প্রদেশগুলি আচ্ছিন্ন করিয়া, আফ্‌গাণ-শাসনাধীনে আনয়ন প্রত্যাশায় প্রফুল্ল হইলেন *।

শিখগণ স্তম্ভিতচিত্তে ব্রিটানিয়ার এই অসীম রাজকৌশল-জালের বিচিত্র বিস্তার দেখিলেন। এই সময়ে শিখজাতির সন্দেহ ও ঘৃণা অপর এক উদ্ধত হঠপ্রকৃতি ব্রিটিস্ কর্ম্মচারীর অন্যায় আচরণে অধিকতর বর্দ্ধিত হয়। মেজার্ ব্রড্‌ফুট্, সাহ সুজার অনুকূলে সৈন্যসাহায্যের অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে সাহ সুজার পুত্রকলত্রাদিকে লইয়া অন্ধ জমন সাহ, কাবুলে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। ব্রড্‌ফুট্ ইহাঁদের রক্ষাকর্ত্তা হইলেন। এইরূপ বহুল লোক সমভিব্যাহারে ব্রড্‌ফুট্ ১৮৪১ খৃষ্টীয়াব্দের এপ্রেল মাসে পঞ্চনদমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুনরায় ইংরাজ পঞ্চনদমধ্য দিয়া কাবুলে চলিলেন! এই সময়েই শিখসৈন্য নির্দ্দয়ভাবে অবাধে তাহাদের প্রপীড়কগণের উপর প্রতিশোধ লইতে ছিল। পাছে এই অদমনীয় বাহিনী হইতে আফ্‌গাণ-মহিলাগণের ও ব্রড্‌ফুটের কোন অমঙ্গল ঘটে, সে নিমিত্ত লাহোর গবর্ণমেণ্ট তাহাদের রক্ষার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। প্রকাণ্ডবুদ্ধি ব্রড্‌ফুট্ এই সাহায্যের সদভিপ্রায়ে সন্দিহান হইলেন এবং রাভি-পুলিনে তাঁহার অধীনস্থ সৈনিকগণকে রণবেশে সজ্জিত করিয়া, যাহারা তাঁহাকে নিরাপদে পৌঁছিয়া দিতে আসিয়াছিল, তাহাদেরই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন! তাঁহার বিচিত্র সংশয়ের বিশাল প্রসর এই অভদ্রোচিত কার্য্যে চরিতার্থতা লাভ করিল না। তিনি সিন্ধু-নদ-সমীপে কয়েকদল শিখসৈন্যকে পথিমধ্যে যাইতে দেখিয়া, অমনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিবে! এই নির্ব্বুদ্ধিতা-মূলক সন্দেহে প্রণোদিত হইয়া, তিনি নির্ব্বিরোধী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিরোধিভাব প্রদর্শন করিয়া, কতদূর তাহাদের ঘৃণাভাজন হয়েন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এইরূপে নিতান্ত অদ্ভুত ও বিচিত্র সন্দেহে ঘোরতররূপে

* Cunningham's History of the Sikhs 1849 p 251.

N.U.B.R.V. W.B. LIBRARY
Date ...

দোলায়মান হইয়া এই মহাপুরুষ নিরাপদে পেশোয়ারে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার চঞ্চলপ্রকৃতি ও অন্যায় বিদ্বেষভাব আর স্থির থাকিতে পারিল না। নির্ব্বিবাদী বাহিনী তাঁহার অসীম বিদ্বেষানলের মধ্যে পতিত হইল। একেবারে উন্মত্ত হইয়া তিনি আপনার সৈন্যগণকে রণ-বেশে সজ্জিত করিলেন। অটকনদীর উপর যে নৌ-সেতু -ছিল, তাহা ভগ্ন করিয়া দিলেন এবং তত্রত্য পঞ্চনদ-রাজ্যাধীন আফগাণ-অধি-বাসিগণকে তাহাদের শাসক রাজ্যের বাহিনীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইতে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এরূপ বিচিত্র বিদ্বেষভাবের কোনপ্রকার প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না। এই সময়ে কতকগুলি শিখসৈন্য তাহাদের সেনাপতির সহিত বিশেষ আবশ্য-কীয় কথোপকথনান্তে, প্রত্যাগমনকালে দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা ব্রিটিস্-সৈন্যের নিকটবর্ত্তী হয়। ব্রডফুট তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে অবরোধ করি-লেন। এই ব্যাপার সাতিশয় ভয়াবহ। পেশোয়ার-শাসনকর্ত্তা সেনা-পতি অভিটেবল্ এবং তত্রত্য ইংরাজপ্রতিনিধি, এই ব্যাপার অবগত হইয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন। অমনি জেলালাবাদ হইতে এক দল সৈন্য সিন্ধুনদ সমীপে শিবিরস্থ শিখসৈন্যকে ভয়প্রদর্শনার্থ প্রেরিত হইল। কিন্তু ইহাও শিখগণের প্রশংসনীয় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বিচলিত করিতে সক্ষম হয় নাই। নিরাপদে ব্রড্ফুট, সাহ সুজার পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে দুর্গম পার্ব্বতীয় খাইবার পাশ উত্তীর্ণ হইলেন। এই সমুদয় ব্যাপার কেবল শিখগণের ঘৃণা ও সংশয়ের কারণ হইয়াছিল মাত্র। সের সিংহ এই অবসরে তাঁহার শাসনাসাধ্য প্রচণ্ড সেনানীগণকে দেখাইতে সুযোগ পাইলেন যে, পঞ্চনদ রাজ্য, সমরার্থ প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ইংরাজ সেনানীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত। *

এই সময়ে লাহোরদরবারে রাজপুরুষগণের সহিত শিখ-সৈন্যের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হয়। তাহারা এক্ষণে আর কোন যথেচ্ছাচারী রাজার ক্রীড়াপুত্তলী নহে। তাহারা এক্ষণে সমগ্র শিখজাতির আদর্শ-প্রতিনিধিস্বরূপ; এবং রাজকার্য্যে ও শাসনে সহযোগী ছিল। নৃপতি

* C F Cunningham's History of the Sikhs 1849 pp, 252, 253.

নির্ব্বাচন ও স্থানান্তরীকরণ এক্ষণে তাহাদেরই হস্তে সুদৃঢ়রূপে বিরাজমান। একতা ও সমতা, এই রণবীর খালসাসৈন্যকে পঞ্চনদরাজ্যমধ্যে অদ্বিতীয় শাসক করিয়াছে। ইহাতে তাহাদের উজ্জ্বল সামরিক গৌরব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। সামরিক ব্যাপারে এই নরবীরগণ তাহাদের উপরিতন সেনানিগণের সম্পূর্ণ বাধ্য। কিন্তু অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ, প্রত্যেক সেনা বিভাগের পঞ্চায়েৎ অর্থাৎ নির্ব্বাচিত পাঁচজন ব্যক্তির পরামর্শে ও বিচারে সম্পাদিত হইত। তাহারা একতার অমিয় ফল সম্পূর্ণরূপ জ্ঞাত হইয়াছিল। এইরূপে এই মহাবীরগণ আপনাদিগকে মহাত্মা গুরুগোবিন্দের প্রকাণ্ড সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি ও আদর্শস্বরূপ অনুভব করিত।* এইরূপ অবস্থায় ইংরাজের অসীম ও সূক্ষ্ম রাজনীতি ও প্রিয় বাণিজ্যকরণীয় নীতি তাহাদিগকে স্তম্ভিত করে।

আফ্‌গাণস্থানে সাহ সুজা নবসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরওয়ান্ সমরের পর তাঁহার পরম বৈরি দোস্ত মহম্মদ হতাশ হইয়া, ইংরাজ-করে আত্মসমর্পণ করিলেন। সুতরাং আফ্‌গাণ বিজয় সম্পূর্ণ, এরূপ অনুমিত হইল। সেনাপতি এলফিন্‌ষ্টন্ শাসনশক্তি দৃঢ় করিবার জন্য পঞ্চসহস্র ইংরাজ সৈন্য লইয়া কাবুলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্যার্ আলেক্‌জাণ্ডার বার্ণস্, সাহ সুজার দরবারে পলিটিকেল্ এজেণ্ট স্বরূপ বিরাজমান রহিলেন। দুই বৎসর কাল সাহ সুজা তাঁহার প্রবলপরাক্রান্ত মিত্রের সহায়তায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সুদূর বিস্তৃত ভারতরাজ্য হইতে নবানীত এই নবীন শাসন দুরন্ত পার্ব্বতীয় আফ্‌গাণগণের অসহনীয় হইল†। পূর্ব্বদেশীয় ঘিলজাইগণ ইংরাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দয়ভাবে নিহত হইল।‡ অধিক কি ইংরাজগণের লাম্পট্য ও পাশববৃত্তি পণাঙ্গনায় চরিতার্থতা লাভ না করিয়া আফ্‌গাণগণের পবিত্র অন্তঃপুরে কখন কখন প্রবেশ করে। এইরূপে কোন কোন আফগাণ-মহিলা সভ্যজাতির পাশব

---

* Cunningham's History of the Sikhs 1849 pp 253-4.

† Torrens', Empire in Asia, p, 313.

‡ Tayeer and Mackenna's History of British India p 360.

বলপ্রয়োগে চিরকলঙ্কিনী হইল *। পুনরায় রাজ্যের মঙ্গল হেতু প্রধান প্রধান আফগাণ সর্দ্দারগণকে হত্যা করিবার মানসে মেক্‌নাটন্ ও অপরাপর কতগুলি ইংরাজ, ভূরি ভূরি অর্থদানে অঙ্গীকার করেন। স্যার্ উইলিয়ম মেক্‌নটনের জনৈক নিকট আত্মীয় জন-কনল্লি বালাহিসার হইতে পুনঃ পুনঃ মুন্সি মোহনলালকে কতকগুলি প্রধান প্রধান আফগাণ সর্দ্দারের মুণ্ডপাত জন্য দশসহস্র হইতে পঞ্চদশ সহস্র টাকা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে আদেশ করেন। ম্যাক্‌নাটেন্ স্বয়ং মহম্মদ ইয়ার খাঁকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আমীর উল্লার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে পঞ্চলক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়াছিলেন। "ম্যাক্‌নটন্ তাঁহার সহকারী জন-কনল্লির ক্রিয়াকলাপের বিরোধী হয়েন নাই। প্রত্যুত তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের কার্য্য উত্তমরূপ বুঝিয়াছিলেন। এবং উভয়ে একমত হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন †।" এমন কি সাহ সুজা ইংরাজ-প্রতিনিধিকে জ্ঞাত করেন যে, তাঁহাদের আচরণ দিন দিন আফ্‌গাণগণকে ক্রোধান্ধ করিয়া তুলিতেছে। সাহ সুজার বাক্যে কর্ণপাত করা হইল না। বার্ণস্ প্রকাশ্যভাবে আফগাণ-রমনীগণকে তাঁহার আলয়ে আনয়ন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ শিবিরে আফগাণ রমণী আনীত হইতে লাগিল। "এইরূপে এই অত্যাচার চলিতে থাকে। পরিশেষে ইহা অসহনীয় হইয়া উঠিল। এবং প্রপীড়িতগণ তখন দেখিতে লাগিল যে, ইহার একমাত্র প্রতিকার তাহাদেরই হস্তে রহিয়াছে ‡।" "সেই প্রতিকার—প্রধান অপরাধিগণের হত্যাসাধন, এবং আফগাণস্থান হইতে ইংরাজগণকে বিতাড়ন ¶।" এই অত্যাচারের সম্যক্ প্রতিশোধ দান মানসে দোস্ত মহম্মদের পুত্র সুবিখ্যাত আক্‌বর খাঁর অধীনে এক মহতী সেনার সমাবেশ হইল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসের দ্বিতীয় দিবসে

---

* Beyeridge's Comprehensive History of India vol III, p 391.

† Ibid pp 407, 408

‡ Kaye's History of Afghanistan vol 1, p 615.

¶ R. Montgomery Martin's Our Indian Empire vol 1, p 438.

আফগাণগণ ইংরাজ-বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। বার্ণস্ প্রতিশোধ প্রদানাভিলাষী আফগাণগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইলেন। এই ব্যাপারের সম্যক্ প্রতিহিংসা প্রদান জন্য একদল ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু বহুল ক্ষতি সহ্য করিয়া তাহারা প্রত্যাগমনে বাধ্য হয়। অপারগতা ও অদৃঢ়তা সেনানীগণকে স্তম্ভিত করিল *। ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার উইলিয়ম ম্যাকনটন্ আফ্গাণগণের সহিত এইরূপ সন্ধি করিলেন যে, কাবুলস্থ সমুদয় ইংরাজ সৈন্যকে আফ্গাণস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে; দোস্ত মহম্মদ ও তাঁহার পরিবারবর্গের কাবুলে প্রত্যাগমনের আশু বন্দোবস্ত করা হইবে; সাহ সুজা বাৎসরিক একলক্ষ টাকা বৃত্তিভোগী হইয়া, তাঁহার ইচ্ছানুসারে আফ্গাণস্থানে অবস্থান অথবা ব্রিটিস সৈন্যের সহিত ভারতে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন; ইংরাজ সৈন্যেরা আফ্গাণস্থান পরিত্যাগ করিলে পরও ইংরাজ ও আফ্গাণের সহিত চিরমিত্রতা থাকিবে। আফ্গাণগণ ইংরাজের সম্মতিব্যতীত অপর কোন বিজাতীয়গণের সহিত কোনপ্রকার সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবেন না, এবং আফ্গাণগণ বিপদকালে ইংরাজের সহায়ার্থী হইবেন। ইংরাজ ও আফ্গাণগণের মধ্যে এইরূপ এক সন্ধি সংঘটিত হইল। ডিসেম্বর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে এই সন্ধিধারানুসারে ইংরাজ সৈন্য কাবুলের বালাহিসার পরিত্যাগ করিল; সেই সময়ে আকবর খাঁ ইংরাজের বিলক্ষণ সহায়তা করেন। প্রকৃত পক্ষে ম্যাক্নটন্ আফ্গাণস্থান পরিত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; তিনি একেবারেই লজ্জাশূন্য হইয়া বলিলেন যে, তিনি আফ্গাণগণের সহিত সন্ধি রক্ষা করিতে বিশেষ বাধ্য নহেন। বরকজাই সম্প্রদায়-নেতা, আক্বর খাঁর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি ঘিলজাইগণকে বলিলেন যে, আফ্গাণস্থানে সাহ সুজা ও ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিলে, তাহারা পঞ্চলক্ষ টাকা পুরস্কার পাইবে; এবং তাহা হইলে, তিনি বরকজাইগণের সহিত সন্ধিভঙ্গ করিতে পারেন। এদিকে আপনাকে আক্বর খাঁর পরম

* Torrens' Empire in Asia p 314.

মিত্র এইরূপ পরিচয় দিবার মানসে তাঁহাকে স্বীয় শকট ও অশ্ব সমুদয় উপঢৌকন প্রদান করিলেন। *

পুনরায় ম্যাক্‌নটন্ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ২২শে তারিখে সায়ংকালে আর এক চক্রান্তে লিপ্ত হইলেন। এই চক্রান্তে স্থির হইল যে, আকবর খাঁ, ইংরাজ এবং বিলজাইগণ পরস্পরে মিলিত হইয়া, আমীন উল্লা নামক একজন প্রধান বরক্‌জাই সর্দ্দারকে বন্দী করিবেন। কেহ কেহ আমীন উল্লার মুণ্ডপাতজন্য ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে পারিতোষিক সংস্থাপিত করিতে বলিলে, তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু উক্ত বরকজাই সরদারকে বরকজাইগণের সহিত সন্ধিসত্ত্বেও সহসা ধৃত করিতে সহায়তা করিবেন বলিলেন। পুনরায় ব্রিটিস প্রতিনিধি স্বীকার করিলেন যে, আগামী বসন্তকালে ইংরাজ নিশ্চয়ই আফ্‌গাণ-স্থান পরিত্যাগ করিবেন এবং আক্‌বর খাঁ, সাহ সুজার প্রধান মন্ত্রী হইবেন। ব্রিটিস প্রতিনিধি আরও স্বীকার করিলেন যে, আক্‌বর খাঁর সাহায্যের নিমিত্ত ব্রিটিস গভর্মেণ্ট তাঁহাকে আপাততঃ নগদ ৩০০০০০০ টাকা পারিতোষিক ও বাৎসরিক চারিলক্ষ টাকা বৃত্তি দিবেন। † এইরূপ বিচিত্র সন্ধির অনতিকাল পরেই আকবর খাঁ কথোপকথনকালে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতায় মেক্‌নটনের হত্যাকাণ্ড সমাপিত করিল। সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইতে পর-মুহূর্ত্তে ইংরাজ তোপ ভয়াবহ গর্জ্জন করিল না। বৃটিস্ কৃপাণ ঝলকে কোষ হইতে উন্মুক্ত হইয়া মেক্‌নটনের শোণিতের প্রতিহিংসা লইল না। প্রত্যুত ইংরাজগণ মেক্‌নটনের হত্যাকারীর সহিত এইরূপ সন্ধি করিলেন যে, চতুর্দ্দশ লক্ষ টাকা আফগাণ-কোষাগারে প্রদত্ত হইবে; ছয়টি ব্যতীত সমুদায় ইংরাজ তোপ আফগাণ করে অর্পিত হইবে; রেজিমেণ্টের ব্যবহার নিমিত্ত যতগুলি বন্দুক ইংরাজশিবিরে ছিল, তদ্ব্যতীত সমুদয় আফগাণগণকে প্রদান করিতে হইবে।

* Beveridge's Comprehensive History of India, Vol, 111. pp 417, 420.

† Ibid p 421 ; and Martin's Our Indian Empire Vol 1, p 441.

ইংরাজবন্দী দোস্ত মহম্মদ এবং অন্যান্য আফগাণগণের প্রতিভূস্বরূপ ইংরাজ সেনাপতি, তদীয় পত্নী ও কন্যা এবং অপরাপর বিবাহিত সেনানী গণকে আফগাণ করে রাখিতে হইবে, এবং ইংরাজের সমুদয় সৈন্যকে আফগাণস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। *

এইরূপ সন্ধি প্রতিপালনেও ইংরাজ, আফগাণগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন না। সৈন্যগণ শিবির পরিত্যাগ করিয়া যাইতে না যাইতেই আফ্‌গাণগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তৃতীয় দিবসে আকবর খাঁ, ইংরাজগণের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, যে পার্ব্বতীয় প্রদেশ মধ্য দিয়া, তাহাদিগকে গমন করিতে হইবে, তত্রত্য অধিবাসীগণকে দমন করা দুঃসাধ্য; অতএব কেবল মাত্র ইংরাজ রমণীগণের রক্ষাভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিলে, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, এইরূপ প্রস্তাব করিলেন। দশ দিবস পরে সমুদয় ইংরাজ মহিলাকে আকবার খাঁর করে অর্পণ করা হইল। ইংরাজ সেনাপতি এলফিন্‌ষ্টন ও বিবাহিত সেনানীগণও তৎসঙ্গে আকবর খাঁর আশ্রয়ার্থী হয়েন। কিন্তু আকবর খাঁ পুরুষগণের রক্ষার্থে প্রতিশ্রুত হয়েন নাই। সে যাহাহউক, ইংরাজগণ তৎসমীপে উপনীত হইলে তিনি সাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। † কিন্তু যে বিপুল বাহিনী বলপূর্ব্বক সাহ সুজাকে আফ্‌গাণ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে গমন করে, তাহাদের কিরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটে, ইতিহাস-বক্ষে তাহা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। প্রায় পঞ্চদশ সহস্র প্রাণী সেই বন্ধুর দুর্গম পার্ব্বতীয় পথে চিরকালের নিমিত্ত মহানিদ্রায় অভিভূত রহিল। কেবল একজনমাত্র—ডাক্তর ব্রাইডন্ এই শোচনীয় সংবাদ লইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। "এইরূপ ঘোরতর বিপর্য্যয় কখনও ক্লাইব ও ওয়েলেস্‌লির স্বদেশীয়গণের ভাগ্যে ঘটে নাই। এবং যে যে

---

* Beveridge's Comprehensive History of India Vol III p 424; and Torrens' Empire in Asia p 314.

† Kaye's History of Afghanistan, Vol II pp 375, 376.

স্থানে এই সমাচার প্রচারিত হইল, সেই সেই স্থানে মর্ম্মান্তিক যাতনা ও নিদারুণ ভীতি বিস্তার করিল।" *

নিদারুণ আশঙ্কায় দুরাণী মৈত্রতা রক্ষা করিতে আর ইচ্ছা হইল না। স্তম্ভিত ইংরাজ ভয়ালোড়িতচিত্তে দেখিল যে, বিজয়ী আফ্‌গাণগণের ভয়ঙ্কর স্রোত যেন সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতীয় রাজ্যে প্রবাহিত হইতেছে। বিলোড়িতচিত্ত ইংরাজ পুনরায় দেখিল যে, বিজয়ী আফ্‌গাণ-প্রবাহের বিরুদ্ধে ভারত রক্ষা নিমিত্ত সিন্ধু প্রদেশে এমন কি শতদ্রু সীমান্তদেশ অবধিও ঘোরতর সমর ঘটিতে পারে। †

স্তম্ভিত ইংরাজ, পরমুহূর্ত্তেই গর্জ্জন করিল—প্রতিহিংসা!!! কিন্তু শিখ-সহায়তা ব্যতীত ইংরাজ আফ্‌গাণস্থানে গমনে অনিচ্ছুক। শিখগণ আফ্‌গাণস্থানে ইংরাজের বিলক্ষণ সহায়তা করে। "শিখগণের নিপুণতা ও মিত্রতায় কিছুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা হইল না। তাহাদের সহায়তা সর্ব্বদাই আবশ্যক বিবেচিত হইলেও যেরূপে এই সহায়তা প্রার্থিত ও ব্যবহৃত হইত, ব্রিটিস কামনামত, তাহাতে শিখ সৈন্যদলকে কেবল অপদস্থ করা হইত মাত্র। ‡ যদিও শিখগণ ইংরাজের অবিশ্বাসস্থল, তথাপি তাহাদের সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইল। ফিরোজপুর হইতে চারি সহস্র সিপাহী পদাতি, কামান ও অশ্বারোহী সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া, পার্ব্বতীয় খাইবার পথে প্রবেশ করিতে বৃথা প্রেরিত হইল। পেশওয়ারস্থ বৃটিস রাজকর্ম্মচারীগণ তত্রত্য শিখসৈন্যকে সহায়তা করিতে বলিলেন। কিন্তু শিখগণ তাহাদের শাসন-সমিতির নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য করিতে আদিষ্ট না হইলে, কিরূপে ইংরাজদের আজ্ঞাপালনে সক্ষম হইবে, সুতরাং তত্রত্য শিখশাসনকর্ত্তা, উপরোক্ত অনুজ্ঞা অভাবে সামরিক পঞ্চাইতের অভিমত গ্রহণে বাধ্য হইলেন। এরূপ অচিন্তনীয় আশু সহায়তা অনু-

* Torrens' Empire in Asia, p 315.

† Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp 260, 261.

‡ Ibid p 261.

মোদিত হইল না। অধিকন্তু তাহারা বিদেশীয়গণের নিমিত্ত সমর করিতে অনিচ্ছুক। ইংরাজগণ ইহাকে ভয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন কিন্তু বাস্তবিক ইহা ঘৃণা, অবিশ্বাস ও আশঙ্কা-বিজড়িত। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা য়্যাভিটেবল্ সাধ্যমত কামান, সৈন্য ও রসদাদি দ্বারা ইংরাজের সহায়তা করিলে, ইংরাজ আলিমস্‌জিদের উদ্ধার সাধন করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে আলিমস্‌জিদ্ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে হয়। প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা, ইংরাজ-হৃদয়ে নিদারুণ ভাবে প্রজ্বলিত রহিয়াছে। কিন্তু শিখ-সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজনীয় এমত বিবেচিত হইল। ত্রয়ী সন্ধির এক অপ্রচলিত ধারা দেখাইয়া (যদ্বারা দুই লক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে পঞ্চ সহস্র সৈন্য সাহায্যদানে শিখগণ বাধ্য) ইংরাজ সদর্পে শিখদরবারকে জ্ঞাত করিলেন যে, তাঁহারা ইংরাজ রাজকে সাহায্য করিতে বাধ্য। কিন্তু সন্ধি-ধারানুযায়ী নিয়মিতরূপে ইহা প্রার্থনা করা হইল না *। সের সিংহ এই সন্ধির ধারায় কথিত সংখ্যক অপেক্ষা আরো অধিকতর সৈন্য সাহায্য দানে কাতর ছিলেন না। তিনি ইংরাজের নিমিত্ত রসদাদি সংগ্রহ করিয়াই যে ক্ষান্ত রহিলেন, এরূপ নহে। বহুসংখ্যক শিখসৈন্য ইংরাজের সাহায্য নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। শিখগণের এরূপ দৃঢ় ও অবিচলিত মিত্রতা ব্যতীত ইংরাজ কোন প্রকারে জেলালাবাদ অতিক্রম করিয়া দুর্গম খাইবার গিরিশঙ্কটে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। †

পরন্তু ইংরাজ জম্মুসৈন্যের সহায়তা নিমিত্ত অধিকতর অভিলাষী। সে নিমিত্ত ইংরাজ পেশওয়ারে সেনাপতি পলকের সাহায্য করিতে জম্মুরাজ গোলাপ সিংহের নিকট প্রার্থনা করিলেন। গোলাপ সিংহ এসময়ে স্বীয় কার্য্যে সাতিশয় ব্যাপৃত ছিলেন। তিব্বত-ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে সংলিপ্ত ছিলেন; কারণ তথায় তিনি একটি রাজ্য হইতে বঞ্চিত হয়েন। সে যাহাহউক, তিনি ইংরাজের প্ররোচনায় পেশওয়ারে গমন করিলেন।

---

* Cunningham's History of the Sikhs 1849 pp 261, 262.

† M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol 11, pp 21, 22.

কিন্তু তথায় শিখসৈন্যকে ইংরাজ-সৈন্যের ন্যায় অভ্যস্ত করিতে অক্ষম হইলেন। ইংরাজ তাঁহার এই অক্ষমতা বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন বলিয়া স্থির করিলেন। "তথাপি তাঁহার সহায়তা আবশ্যকীয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, এবং তত্রত্য বৃটিস্ রাজপুরুষগণ তাঁহার অধীশ্বর সের সিংহকে উপেক্ষা করিয়া গোলাপ সিংহকে জেলালাবাদের স্বাধীন অধিকার-স্বত্বদানে প্রস্তাব করিলেন।" *

খাইবারপাশ বল পূর্ব্বক ভেদ করা হইল। শিখসৈন্যগণ স্বীয় বীর্য্যবত্তায় ইংরাজ সেনাপতিকে সন্তুষ্ট করিল। এইরূপে ইংরাজ আফ্-গাণ ভূমে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেনাপতি পলক্ সমুদয় শিখসৈন্যকে জেলালাবাদে পরিত্যাগ করিয়া, বিজয়ের শেষ গৌরবস্বরূপ তুষারমণ্ডিত আফগাণ রাজ্য অধিকার ও লুণ্ঠন-ভার কেবলমাত্র বৃটিস্ সৈন্যগণের হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলে, অপক্ষপাতী হেন্‌রি লরেন্‌স এই অন্যায় প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন, এবং তাঁহারই অনুরোধে কেবল লাহোর-সৈন্যর একাংশ এই রণযাত্রার সহযাত্রী হয়। আসন্ন বিপদে সম্পূর্ণ যোগ্যতা, এই রণবীরগণের অসামান্য ক্রিয়া কলাপে সুন্দররূপ প্রক-টিত হইল। গিজনির প্রাসাদ এবং কাবুলের বাজার ধ্বংস হইল। দুর্দ্দান্ত আক্‌বর খাঁ পরাজিত ও কাবুল হইতে বিদূরিত হইলেন। সাহ সুজা তাঁহার "প্রিয়" প্রজাগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। তাঁহার বংশা-বলীর অধিকার স্বত্ব সম্বন্ধে আর কোন প্রয়াস করা হইল না। ইং-রাজ-বিজয়ী নিষ্ঠুর আকবর খাঁর জন্মদাতা দোস্ত মহম্মদকে ইংরাজ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। দোস্ত মহম্মদ কাবুল-সিংহাসনে অবাধে অধিরোহণ করিলেন। অনন্ত শোণিতপাত, বিপুল অর্থব্যয় অসীম লজ্জা ও মর্ম্মান্তিক শোকের বিনিময়ে ইংরাজরাজ মূল্যস্বরূপ, সোমনাথের মন্দির-দ্বার ব্যতীত আর কিছুই ভারতে আনয়ন করিতে সক্ষম হইলেন না। অব-শেষে ইহাও প্রতীয়মান হইল যে, এই সোমনাথের মন্দির-দ্বার, গিজনির

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp 263, 264.

মামুদের লুণ্ঠনলব্ধ প্রকৃত সোমনাথের মন্দির-দ্বার নহে, কিন্তু তাহার অনুকরণ মাত্র। *

এইরূপে ইংরাজ, বিজয় লাভ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইলেন। "নূতন গভর্ণর জেনেরল্ লর্ড এলেন্‌বরা গোলাপ সিংহকে জেলালাবাদ অর্পণের প্রস্তাব পরিবর্ত্তিতাকারে গ্রহণ করিলেন।" বৃটিস্ শাসক কর্ত্তৃক ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, কি ইংরাজরাজের বা শিখরাজের, হিমাচল এবং কাবুলের সফেদ্‌কোর বহির্ভাগে কোন রাজ্য থাকিবেক না। সে নিমিত্ত ইহা জ্ঞাপন করা হইল যে, শিখ নৃপতির আদেশে গোলাপ সিংহকে লাডাক পরিত্যাগ করিতে হইবে ও তৎপরিবর্ত্তে জেলালাবাদ শিখ-রাজ্যের অধীনে গ্রহণ করিতে হইবে। গোলাপ সিংহ পূর্ব্ব প্রস্তাবের পর এইরূপ প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট হইলেন। অবশেষে শিখদরবার জেলালাবাদ গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু শিখগণের হস্তে জেলালাবাদ অর্পণ করিবার আদেশ সেনাপতি পলকের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উক্ত সেনাপতি জেলালাবাদের সমুদয় দুর্গ-প্রাকারাদি ভূমিসাৎ করিয়া, ইহাকে অতিমাত্র হীন অবস্থায় পর্য্যবসিত করেন। †

কেবল শিখনৃপতির সহায়তাতেই ইংরাজ আফগাণস্থানে প্রতিশোধ প্রদানে সক্ষম হয়েন। এক্ষণে সেই বিজয়ী সেনা পঞ্চনদ মধ্য দিয়া ভারতে প্রত্যাগমনোন্মুখ। শিখগণের মিত্রতা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ ও অবিচলিত রহিল। তথাপি লর্ড এলেনবরা, পাছে এই মৈত্রী ভাবের বৈলক্ষণ্য হয়, এই আশঙ্কায় ফিরোজপুরে এক মহতী সেনার সমাবেশ করিলেন। বিজয়ী সেনা নিরাপদে শিখরাজ্য অতিক্রম করিয়া বৃটিশ-রাজ্যে প্রত্যাগমন করিল। ‡ ফিরোজপুরে ইংরাজও শিখ সৈন্যের এক সুবিখ্যাত সমাবেশ হইল। গবর্ণর জেনেরল ও শিখ সর্দ্দারগণ সেই বিজয়ী সেনার সামরিক সজ্জা ও ক্রীড়াদি জনমণ্ডলীকে প্রদর্শন করাইলেন। সের সিংহ কোন কারণ বশতঃ সেই মহতী সভায় উপস্থিত হইতে পারেন

---

* Torrens' Empire in Asia, pp, 315, 316.

† Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp 264, 265.

‡ M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol, 11 pp 22, 23

নাই। রাজকুমার প্রতাপ সিংহ ও প্রধান মন্ত্রী যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মহারাজের অনুপস্থিতির নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ভারতের প্রধান শাসনকর্ত্তা এলেন্‌বরা সন্তুষ্ট হইলেন। শিখসৈন্যগণের অতিমাত্র দ্রুতগতিতে বৃষ্টিপাতে স্ফীতবক্ষা শতদ্রু-সেতু উত্তীর্ণ হওন ও তাহাদের অতিমাত্র ক্ষিপ্রতা ও সামরিক বিচরণ সমরবিশারদ ইংরাজ সেনানীগণ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলেন। এদিকে রণশাস্ত্রবিৎ ইংরাজ সৈন্যের সামরিক ক্রীড়া দর্শনে শিখ সেনানীগণও অতিমাত্র মুগ্ধ হইলেন। অবশেষে এই মহতী সেনাসমাবেশ ভঙ্গ হইল। ফিরোজপুরের সমতল ক্ষেত্র হইতে শ্বেতবর্ণ পটমণ্ডপ শ্রেণী তিরোহিত হইয়া গেল। ইহার পর লাহোরে দূত প্রেরিত হইল। ইংরাজ, শিখগণের মহামূল্য সহায়তা স্বীকার করিলেন।* এই সময়ে পঞ্জাবে এক লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হয়। সের সিংহ, বিচক্ষণ রাজকার্য্যবিৎ মন্ত্রী ধ্যান সিংহের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, আলস্য বিলাসিতা ও সুরাপানে নিরত ছিলেন। ১৮-৪২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে শূরজননী মহারাণী চাঁদকুমারীর হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয়। সের সিংহকে এই হত্যাকাণ্ড ব্যাপারে কেহই নির্দ্দোষী বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। †

ইংরাজের একান্ত অভিলাষ যে, অন্যান্য বিরোধী শিখ সর্দ্দারগণের এক-প্রকার মিলন হয়। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া অনায়াস-সাধ্য নহে। সে যাহা হউক, সের সিংহ, সিন্ধনওয়ালা সামন্তগণের সহিত আন্তরিক বিরোধ সত্ত্বেও ইংরাজের প্ররোচণায় তাহাদিগকে রাজধানীতে আহ্বান করিতে বাধ্য হয়েন। সের সিংহ এই মিলনে অসন্তুষ্ট নহেন; ধ্যান সিংহের অসীম প্রভুত্বের হ্রাস নিমিত্ত এই সামন্তগণের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন না। ‡ তিনি লেনা সিংহকে কারামুক্ত এবং উত্তর ও অজিৎ সিংহকে রাজ্যে পুনরাহ্বান করিয়া

---

* M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol 11, p 23.

† Cunningham's History of the Sikhs, 1849 p 269.

‡ Ibid 1849 p 269.

তাহাদের পূর্ব্বাচ্ছিন্ন ভূমি সম্পত্তিতে তাহাদিগকে পুনঃস্থাপিত করিলেন। এই সিন্ধনওয়ালা সামন্তগণ অচিরকাল মধ্যেই নৃপতির প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদের পরামর্শে চালিত হইতে লাগিলেন। ধ্যান সিংহের ক্ষমতা লোপ পাইল। কি দিবা, কি রাত্রি, সিন্ধনওয়ালা সামন্তগণ ছায়ার ন্যায় নৃপতির সঙ্গে থাকিত। তাহাদের প্রার্থনা কখন অগ্রাহ্য হইত না। অপরাপরের স্বার্থ এই প্রিয় বয়স্যগণের স্বার্থের নিকট উৎসর্গীকৃত হইত। ধ্যান সিংহ যদিও এরূপ অত্যাচার, ক্ষোভ ও ঘৃণা সহ্য করিতে সক্ষম হইতেন, কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় শিখজাতির ইহা দুর্ব্বিসহ হইল। * সের সিংহ, অজিতের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইলেন। এইরূপ অবস্থায় দুর্ব্বৃত্ত সিন্ধনওয়ালাগণ, সের সিংহ ও ধ্যান সিংহকে অচিরে হত্যা করিবার নিমিত্ত এক ঘোরতর চক্রান্তজাল বিস্তার করিল। তাহারা ধ্যান সিংহকে প্রথমতঃ একেবারে হস্তগত করিবার জন্য এক বিচিত্র চাতুরীর উদ্ভাবন করিল। তাহারা ধ্যান সিংহের প্রাণদণ্ড সাধন নিমিত্ত এক লিখিত দণ্ডাদেশ পত্র প্রস্তুত করিল। তাহাতে নৃপতির স্বাক্ষর অতীব আবশ্যকীয়; কিন্তু তাহারও কোন প্রতিবন্ধক হইল না। সুরাপানে প্রমত্ত সের সিংহের নিকট সিন্ধনওয়ালাগণ, আপনাদিগের লিখিত ধ্যান সিংহের প্রাণদণ্ডাদেশ পত্রে নৃপতিকে স্বাক্ষর করিতে বলিল। সের সিংহ নিতান্ত প্রিয় বয়স্যগণের এই অনুরোধে একেবারে অজ্ঞান হইয়া স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিলেন। কি ভয়াবহ পত্রে তাঁহার নামাঙ্কিত হইল, তদ্বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞ রহিলেন। এইরূপ কূট চাতুরীর মহিমায় সিন্ধনওয়ালা সামন্তগণ ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকায় কৃতকার্য্য হইয়া, অপর এক চাতুরী অবলম্বন করিল। সিন্ধনওয়ালাগণ তৎপরে ধ্যান সিংহকে নৃপতির স্বাক্ষরিত তাঁহার প্রাণদণ্ডাদেশ পত্র দেখাইয়া, নৃপতি হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে অগ্রসর হইল। এইরূপে তাহারা ধ্যান সিংহের সম্মুখে তাহাদের কূটচাতুরীর অবতারণা করে। তাহারা বলিল, "যদিও তাঁহার সহিত তাহাদিগের মনোমালিন্য থাকিতে পারে, তথাপি তাহারা সমভাবে

* M 'Gregor's History of the Sikhs, vol 11, pp 12-13.

রাজ্যের ভৃত্য এবং মহারাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী"। ইহা যে, যুক্তিপূর্ণ সন্নীতি, ধ্যান সিংহ তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন। এইরূপে এই দুরাত্মাগণ তাহাদের চক্রান্তের অবতারণা করিয়া ধ্যান সিংহকে বলিল, "যে নরপতি, আমাদিগকে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনের পুরস্কারের পরিবর্ত্তে বাস্তবিক আমাদের মৃত্যু-ইচ্ছা করেন, আপনি সেই নৃপতি সম্বন্ধে কি বিবেচনা করেন?" ধ্যান সিংহ এইরূপে চক্রিগণের ফাঁদে পতিত হইয়া বলিলেন, "সের সিংহ এরূপ অকৃতজ্ঞতাদোষে দোষী হইবেন, আমি ইহা কখন বিশ্বাস করিতে পারি না।" তৎক্ষণাৎ চক্রান্তকারিগণ তাঁহার সম্মুখে নৃপতির স্বাক্ষরিত তাঁহার প্রাণদণ্ডাদেশ পত্র ধারণ করিল। তথাপি ধ্যান-সিংহ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "তাঁহার প্রভুর মোহ-রাঙ্কিত ও স্বাক্ষরিত আদেশ ব্যতীত কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, মহারাজ সের সিংহ তাঁহার প্রাণদণ্ডেচ্ছু।" নরাধম সিক্কনওয়ালা-গণ নৃপতির মোহরাঙ্কিত স্বাক্ষর সংগ্রহে কালবিলম্ব করিল না। সুরাপানে মত্ত অজ্ঞান সের সিংহ তাহাদের ক্রীড়াপুত্তলী। অনতি-বিলম্বেই নৃপতির মোহরাঙ্কিত ও স্বাক্ষরযুক্ত ধ্যান সিংহের প্রাণদণ্ডাদেশ পত্র তাঁহার সমীপে প্রদত্ত হইল। ধ্যান সিংহ এইরূপে চক্রিগণের জালে পতিত হইয়া অতিশয় কুপিত হইলেন। সুচতুর সিক্কনওয়ালাগণ সচিবের এইরূপ চিত্ত বিকৃতির বিলক্ষণ সুযোগ লইয়া বলিল, "যদি মহারাজ আপনার প্রতি এরূপই অকৃতজ্ঞ, তাঁহার বধাদেশ দ্বারা ইহার প্রতিশোধ প্রদান অতীব সহজ। কেবলমাত্র এইরূপ আদেশপত্রে আপ-নার নাম স্বাক্ষর করুন; এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হইবে।" এইরূপ চক্রান্তে পতিত হইয়া, ধ্যান সিংহ ক্রোধে ও ক্ষোভে নৃপতির বধাদেশপত্রে স্বহস্তে স্বাক্ষর করিলেন। এইরূপ চাতুরীর মহিমায় নৃপতি ও সচিব অজ্ঞানে পরস্পরের হত্যাকারী হইলেন। অজিত সিংহ স্বীকার করিল যে, পর-দিবস প্রত্যূষেই এই ব্যাপার সম্পাদিত হইবে।*

এইরূপ ঘৃণিত চক্রান্তের অবতারণা করিয়া, ঘোরতর নারকী অজিত

---

* M 'Gregor's History of the Sikhs, vol, 11 pp 13-15.

সিংহ সেই রজনীতেই সের সিংহের নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে পরদিবস বাহিনীর সামরিক সজ্জা ও ক্রীড়াদি সন্দর্শনে অনুরোধ করিলে, সের সিংহ তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। পরদিবস প্রত্যূষে নৃপতি অশ্বারোহণে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র দেওয়ান দীননাথ ও তাঁহার চির অনুচর ও বর্ম্মবাহক বুধ সিংহ সমভিব্যাহারে তেজ সিংহের উদ্যান সমীপে উপস্থিত হইলেন। অজিত সিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বলিল যে, মহারাজের সন্দর্শনার্থ সমুদয় সৈন্য প্রস্তুত আছে। সৈন্যগণের সামরিক ক্রীড়াদি প্রদর্শন আরম্ভ হইল। এমন সময়ে অজিত সিংহ, সুন্দর কোষে নিহিত একটি নূতন বিলাতি বন্দুক মহারাজকে প্রদর্শন করাইল। মহারাজ বন্দুকটি লইয়া লক্ষ্য করিতেছেন, এমন সময়ে অজিত সিংহ বলিল যে, বন্দুকটি প্রস্তুত আছে। এইবাক্য শ্রবণে সের সিংহ বন্দুকটী অজিত সিংহের এক অনুচর-হস্তে প্রদান করিয়া, লক্ষ্য ও আওয়াজ করিতে বলিলেন। অজিত সিংহ সঙ্কেত করিল; এবং বন্দুকের গুলি তৎক্ষণাৎ ভীমরবে ও বেগে নৃপতির বক্ষে প্রবেশ করিল! সের সিংহ শেষ একবার বলিলেন, "দুরাচার! কি করিলি!" এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অমনি অজিত সিংহ অসির এক আঘাতে নৃপতির মুণ্ড, দেহ হইতে দ্বিখণ্ড করিল। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া নৃপতির বর্ম্মবাহক বুধ সিংহ তথায় উপস্থিত হইয়া পঞ্চনদ-রাজকে গতাসু দেখিলেন। অমনি সেই বিশ্বস্ত অনুচর তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া অজিতের দুইজন সহচরকে বিনাশ করিয়া, অজিতকে লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অসি ভগ্ন হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আর একখানি অসি সংগ্রহে তিনি দ্রুতবেগে গমনকালীন, যেমনি পদস্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, অমনি অজিতের অনুচরগণ তাঁহাকে নিহত করিল *।

যখন এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড উদ্যান-বহির্ভাগে সংঘটিত হইতে ছিল, তখন উদ্যানাভ্যন্তরে মহারাজের পুত্র কুমার প্রতাপ সিংহ পরমেশ ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। এই পবিত্র সময়ে নরাধম সিন্ধনওয়ালা-

* M 'Gregor's History of the Sikhs, vol 11, pp, 15-16.

গণ সেইস্থানে প্রবেশপূর্ব্বক রাজকুমারের শিরশ্ছেদন করিল। ধ্যান সিংহের উপস্থিতির নিমিত্ত অতি শীঘ্র একজন দূত প্রেরিত হইল। ধ্যান সিংহ আদৌ ভাবেন নাই যে, তাঁহার আদেশ এত শীঘ্রই পালিত হইবে; এমন কি তিনি এবিষয় একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি পূজা করিতেছিলেন; পূজা সমাপনান্তে পরিচ্ছদাদি পরিগ্রহণপূর্ব্বক তিনি সের সিংহের নিকটে গমনে উদ্‌যোগ করিলেন। সিন্ধনওয়ালাগণ তাঁহাকে জ্ঞাত করিল যে, সমুদয় ব্যাপার সমাপিত হইয়াছে। সচিব বিশ্বাস না করায়, সিন্ধনওয়ালাগণ সের সিংহ ও প্রতাপ সিংহের ছিন্নমুণ্ড তাঁহার সমীপে আনায়ন করিল। বালক রাজকুমারের হত্যার জন্য তিনি তাহাদিগকে যথোচিত নিন্দা করিলেন। কিন্তু তাহারা প্রত্যুত্তরে কেবল-মাত্র বলিল যে, "যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই"। সিন্ধনওয়ালা-গণের অনুচরসংখ্যা সমধিক দেখিয়া ধ্যান সিংহ তাহাদের সহিত দুর্গাভ্যন্তরে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় লেনা সিংহ, সচিবের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "এক্ষণে কে নৃপতি হইবেন?" ধ্যান সিংহ প্রত্যুত্তর করিলেন, "দলিপ সিংহ ব্যতীত আর এক্ষণে কেহই নাই।" লেনা সিংহ বলিল, "তিনি নৃপতিপদে বরিত হইবেন, এবং আপনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইবেন। তবে আমরা আমাদের এই অশেষ পরিশ্রমের নিমিত্ত কিছুই পাইলাম না"। এইরূপ সম্মানবহির্ভূত বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া ধ্যান সিংহ সেই স্থান পরি-ত্যাগ করিতে উপক্রম করিলে, গুরু গুরমক্ সিংহ তথা হইতে বলিলেন, "বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? সের সিংহ ও তাঁহার পুত্রের ন্যায় ধ্যান সিংহকে স্থানান্তরিত করিয়া তোমাদের পথ পরিষ্কার কর"। এই বাক্য শ্রবণমাত্র নিষ্ঠুর অজিত সিংহ পৃষ্ঠদেশ হইতে বন্দুক ছুড়িল। ধ্যান সিংহ তৎক্ষণাৎ ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন। এইরূপে কয়েক ঘটিকাকাল মধ্যেই বিশ্বাস-ঘাতক নরাধম সিন্ধনওয়ালাগণ কর্ত্তৃক নৃপতি, রাজকুমার ও সচিব নিহত হইলেন। *

এই লোমহর্ষণ হত্যাসংবাদ শীঘ্রই রাজধানীতে প্রচারিত হইল। ধ্যান

---

* M 'Gregor's History of the Sikhs, vol 11, pp 16-17.

সিংহের পুত্র হীরা সিংহকে দুর্গমধ্যে আনয়ন নিমিত্ত লাল সিংহকে প্রেরণ করা হইল। লাল সিংহ, হীরাকে ফরাসী সেনাপতি আভিটেবিলের বাটীতে নৃপতির মরণে বিচলিত সৈন্যগণের সান্ত্বনায় নিযুক্ত দেখিলেন। লাল সিংহ তাঁহাকে ধ্যান সিংহের হত্যাকাণ্ডের আদ্যোপান্ত জ্ঞাত করিলেন। যুবক হীরা জনকের শোচনীয় অবসানে নিতান্ত দুঃখিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, নৃপতির মৃত্যু সিন্ধনওয়ালাগণ কর্ত্তৃক অবধারিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি কখনও মনে স্থান দেন নাই যে, এই নরকুলাঙ্গার সিন্ধনওয়ালাগণ কর্ত্তৃক তাঁহার জনকের এইরূপ শোচনীয় অবসান সংঘটিত হইবে। তিনি প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রহরীকে আদেশ করিলেন, কেহ যেন বাটীতে প্রবেশ না করে। তাহার পর তিনি সরদারগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে, অনিন্দতকান্তি তরুণবয়স্ক হীরা, কটিদেশ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুকে স্থাপিত এবং তাঁহার সুন্দর স্কন্ধদেশ তাঁহাদের সম্মুকে অনাবৃত করিয়া বলিলেন, "অদ্য আমার পিতা খড়্গাঘাতে নিহত হইয়াছেন। আমি এক্ষণে নিঃসহায় ও পিতৃহীন। আমি আপনাদের হস্তে আমাকে অর্পণ করিতেছি; আমাকে বধ করুন, নচেৎ আপনাদের সাহায্য প্রদান করুন।" সরদারগণ হীরার এই কাতরোক্তি শুনিয়া তাঁহাকে সাহায্যদানে স্বীকৃত হইলেন। * যুবক হীরা এইরূপ সাহায্যে আশ্বাসিত হইয়া, বাটীর বহির্ভাগস্থিত সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তাহাদের মিত্র এবং তাঁহার পিতা ধ্যান সিংহের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে, তাহাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করিবেন। † সৈন্যগণ সের সিংহের ন্যায় অকর্ম্মণ্য নৃপতির মরণে কাতর নহে; কিন্তু কার্য্যদক্ষ ধ্যান সিংহের মৃত্যুতে সন্তপ্ত সৈনিকগণ হীরার প্রস্তাব সাহ্লাদে গ্রহণ করিল।

ইত্যবসরে সিন্ধনওয়ালা অজিত সিংহ, দলিপ সিংহকে নৃপতিস্বরূপে বিঘোষিত করিয়া স্বয়ং তাঁহার মন্ত্রী হইল। রজনীযোগে হীরা সিংহ বহুল

---

* M 'Gregor's History of the Sikhs, vol 11, p 18.

† Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p 271.

সৈন্য সমভিব্যাহারে দুর্গদ্বার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ দুর্গ-হইতে গোলা বর্ষণ হইল। সমুদয় রজনী উভয় পক্ষের গোলাবর্ষণ চলিল। প্রত্যূষে ফরাসী সেনাপতি ভেঞ্চুরা ছয়টী তোপসহ হীরা সিংহের সহিত মিলিত হইলেন। প্রায় নয় ঘটিকার সময় লেনা সিংহ, কেশরী সিংহের অব্যর্থ লক্ষ্যে ভূশায়ী হইল।* কেশরী সিংহ কেশরীবিক্রমে প্রথমে দুর্গপ্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন; অনেকানেক সরদার তথায় বন্দী হইলেন। তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, তাঁহারা দোষী নহেন, কিন্তু তাঁহাদের পরিচালক দোষী। এদিকে অজিত সিংহ দুর্গরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া, এক রজ্জু অবলম্বনে দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিল। জনৈক মুসলমান সৈন্য অজিতকে এইরূপ পলায়মান দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিল। বিশ্বাসঘাতক অজিত, মুসলমানকে অতিক্রম করিতে পারিল না। প্রাণভয়ে কাতর হইয়া দুর্ব্বৃত্ত স্বীয় বলয়দ্বয় সেই সৈনিকের নিকট নিক্ষেপ করিয়া প্রাণভিক্ষা করিল। কিন্তু মুসলমান সৈনিক সেই হতভাগ্যের কাতরোক্তিতে কিছুমাত্র কর্ণ-পাত না করিয়া, তাহাকে বধ করিয়া তাহার ছিন্নমুণ্ড হীরা সিংহের সমীপে আনায়ন করিল। এক ঘটিকাকাল মধ্যে সমুদয় দুর্গ করায়ত্ত হইল, এবং ধ্যান সিংহের হত্যার প্রবর্ত্তক গুরমুক সিংহের জীবনদীপ তৎকালেই দুর্গমধ্যে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। †

হীরা সম্পূর্ণরূপে দুর্গ অধিকার করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে রাজভক্তির চিহ্ন-স্বরূপ শিশু দলিপ সিংহের ক্ষুদ্র পাদচুম্বন করিলেন। ‡ দলিপ সিংহ এক্ষণে মহান্ রণজিত সিংহের কেবল একমাত্র জীবিত সন্তান। সাহ সুজাকে কাবুলে পুনঃস্থাপনের বন্দোবস্তের কয়েকমাস পূর্ব্বে রণজিত

---

* তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিশ্রাম স্থানে আনয়ন করা হইল; কিন্তু দুইদিবস পরে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

† M 'Gregor's History of the Sikhs, vol 11, pp 18-20.

‡ Ibid p 20.

সিংহের প্রিয়মহিষী মহারাণী ঝিন্দন, দলিপ সিংহকে প্রসব করেন। * রণজিত সিংহের বিবাহিত পত্নীগণ মধ্যে রাণী ঝিন্দন সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন ; তিনি তন্নিমিত্ত বিশুদ্ধ প্রেমালাপে ও স্নেহভরে তাঁহাকে মাঃবুবা (অর্থাৎ প্রিয়পতির প্রিয়) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। একদা পঞ্চনদ-সিংহ, নবাধিপ রাজা যশোমন্ত সিংহের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি এই অত্যন্ত আনন্দসূচক সমাচার জ্ঞাত হইলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মহারাণী ঝিন্দন একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। এই অতিমাত্র আহ্লাদকর সংবাদে সমুদয় রণজিত-রাজ্য আহ্লাদে মগ্ন হইল। অকাতরে দরিদ্রগণকে অর্থ বিতরণ করা হইল, এবং ১০১ তোপের শ্রবণবিদারী গর্জ্জনে কুমার দলিপ সিংহের জন্মগ্রহণ দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত হইল। † যাহা হউক উক্ত ঘটনার পরদিবস মহাসমারোহে শিশু দলিপ সিংহ নৃপতি ও হীরা সিংহ উজির পদে সমারূঢ় হইলেন। দলিপ সিংহ এক্ষণে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু, সুতরাং তাঁহার অশেষ গুণবতী জননী মহারাণী ঝিন্দন তাঁহার অভিভাবকরূপে পঞ্জাব-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ‡

এই রমণীর চরিত্র অতি বিচিত্র ; পুরুষোচিত অটলতা ও সহিষ্ণুতা, এই সুন্দরী রমণীর অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যের ভূষণস্বরূপ ছিল। যে অমোঘ প্রোৎসাহিনী শক্তিসঞ্চালনে "চিরকুমারী" এলিজেবেথ সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন, সেই প্রোৎসাহিনীশক্তি এই ভারতীয় এলিজাবেথে সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। কিন্তু যে দোর্দ্দণ্ড রাজদণ্ড পরিচালনশক্তি উক্ত ব্রিটানেশ্বরীকে এক মহাবলপরাক্রান্তা অধিশ্বরী করিয়া তুলে, সে শক্তি এই রণজিত-রমণীতে কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হয় নাই। এই অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্না বীরাঙ্গনা কেবল একমাত্র চরিত্রদোষে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বো-

---

* Malleson's Decisive Battles of India p 308.

† এই ঘটনা রণজিত সিংহের সমসাময়িক বৃদ্ধ সরদারগণ কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে।

‡ Malleson's Decisive Battles of India p, 310.

ত্তম রমণীশ্রেণী হইতে দূরে স্থিত হইয়াছেন। কিন্তু পরনিন্দাপ্রিয় কোন কোন ইংরাজ ইতিহাসকারগণ তাঁহার চরিত্র যেরূপ কঠোরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অতীব ঘৃণিত ও ঘোরতর অসত্যে পরিপূর্ণ। পক্ষপাতশূন্য ইতিহাসলেখক অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, দরবারের শীর্ষস্থানে আসীনা মহারাণীর চরিত্র অকলঙ্ক ছিল না। কিন্তু কখনও প্রকাশ্য দরবারে তাঁহার সৌজন্য ও নম্রতার ত্রুটি হইত না। বিশেষতঃ অপরিচিতগণের সম্মুখে দরবারের সভ্য ও ভদ্র নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রক্ষিত হইত। চাটুকারদিগের ক্ষমতা এবং মহিমা এতই প্রবল, এবং ইংরাজ, পরের নিন্দাবাদ এবং আপনাদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণে অভিলাষী এই বিশ্বাস এতই বদ্ধমূল যে, ইংরাজ রাজপুরুষগণের নিকট প্রত্যাশী স্বার্থপর ব্যক্তিগণ লাহোর-দরবারের চিত্র অতিরঞ্জিত করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেন। * ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্য রাজসভা অপেক্ষা মহারাণী-পরিচালিত রাজসভা উত্তম ছিল।

হীরা সিংহ তাঁহার পিতৃবৈরিগণের সমুচিত শাস্তিবিধান করিয়া সম্যকরূপে বৈরনির্যাতন করিলেন। উত্তর সিংহ, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পরাজয় ও মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাত হইয়া বৃটিস সীমান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হীরা সিংহের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইল। এইরূপে পিতৃঘাতকগণের সমুচিত শাস্তিবিধান করিয়া হীরা সিংহ পিতৃহন্তা অজিতের ছিন্নশির সহমরণাভিলাষিণী ধ্যান-মহিষীর পাদদেশে স্থাপিত করিলেন। হিন্দুরমণী পতিহন্তার ছিন্নশির নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি এক্ষণে সন্তুষ্ট হইলাম। আমি এক্ষণে আমার পতির অনুগমণে প্রস্তুত"। তৎপরে হীরা সিংহকে সম্বোধন করিয়া, এই পবিত্র বাণী নিঃসৃত হইল, "বৎস! আমি চলিলাম! তোমার প্রিয় পিতার নিকটে জ্ঞাপন করিব যে, তুমি সাহসী ও সুসন্তানের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ।" এই বলিয়া তিনি পবিত্র চিতামঞ্চে আরোহণ করিলেন। কোনপ্রকার চিত্তবিকার সেই প্রশান্ত গম্ভীর অনিন্দ্য আননে পরিলক্ষিত হয় নাই। ধীর ও গম্ভীর বাক্যে তিনি

* Cunningham's History of the Siklis 1849 p 244.

বিদায় গ্রহণ করিতেছিলেন, সহাস্য-আননে দরিদ্রগণকে ধন বিতরণ করিতেছিলেন। গৌরবান্বিত পার্থিব ক্রিয়ার শেষ অভিনয়ে বীরপত্নী স্বামীর শিরস্ত্রাণের পুচ্ছ হীরা সিংহের উষ্ণীষে সন্নিবেশিত করিলেন। ধ্যান সিংহের অপর ত্রয়োদশ মহিষী, পতির অনুগমনোদ্যতা প্রধানা মহিষীর সহিত এক চিতায় আরোহণ করিলে, প্রধানা মহিষী উজ্জ্বল নক্ষত্র মণ্ডল মধ্যে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল পবিত্র জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে লাগিলেন। সেই পবিত্র মুহূর্ত্তে আত্মোৎসর্গের এক বিচিত্র অভিনয় সংঘটিত হইল। রাণীর এক দশমবর্ষীয়া অনুচরী তাহার কর্ত্রীর অনুগমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সতীবেশে সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। এই অস্ফুট কোরক অকালে বিনষ্ট হইবে, রাজ্ঞী বা দর্শকবৃন্দের মধ্যে কাহারই তাহা সহ্য হইল না। সকলেই এই বিচিত্র সহগমনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বালিকা অনুনয় করিয়া তাহার কর্ত্রীকে বলিল, "আমি এই পৃথিবীতে আর থাকিব না।" রাণী সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন যে, তিনি অনুজ্ঞা করিতেছেন, তাঁহার সপত্নী-পুত্র হীরা সিংহ তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। বালিকা সেই ঐহিক সুখসম্পদভোগে কোন প্রকারে সম্মত হইল না। তিনবার সেই বালিকা চিতায় পতিত হইয়া তাহার সাধ্বী কর্ত্রীকে অনুনয় করিল, তিনি যেন তাহাকে তাঁহার অনুগমনে আর বাধা না দেন। পরিশেষে বালিকা ক্রোধে অধীর হইল। তখন সেই অনিন্দ্য সুন্দর ক্ষুদ্র অধর হইতে তেজোপূর্ণ বাক্য নিঃসৃত হইয়া, সেই ভৈরব দৃশ্যের গাম্ভীর্য্যকে অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিল। অবিচলিতচিত্তে অকম্পিতকণ্ঠে সেই উন্নতহৃদয়া অসামান্যা বালিকা সর্ব্ব-সমক্ষে বলিল, "সম্মুখস্থ ঐ শব সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, আপাততঃ আমাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করিলেও নিশ্চয়ই আমি অন্য উপায়ে এই ক্ষুদ্র জীবনের অবসান করিব।" এই অবিচলিত সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণে রাজা ধ্যান সিংহের মহিষী এবং উপস্থিত সকলে বুঝিলেন যে, এই অল্প-বয়স্কা সতীকে সহমরণ হইতে নিবারণ করা দুঃসাধ্য ও নিষ্প্রয়োজনীয়। রাণী সাদরে তাহাকে তাঁহার পাদদেশে গ্রহণ করিলেন। প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যাননে চতুর্দিকস্থ লোকবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজা

ধ্যানের মস্তক ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, তিনি গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন—"চিতায় অগ্নি প্রদান কর।" অবিলম্বে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। চিতা জ্বলিল। মূর্ত্তিমান বৈশ্বানররূপী সেই ভীষণ অনলকুণ্ডমধ্যে তাঁহার সহাস্য আনন তখনও পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বহ্নি মুহূর্ত্তমধ্যে চিতা সমাচ্ছন্ন করিল। রূপতরঙ্গ অগ্নিতরঙ্গের সহিত মিশিল। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে পঞ্চাবের রূপ ও সতীত্ব-গৌরব কয়েক মুষ্টি ভস্ম মাত্রে পরিণত হইল।*

এইরূপ পতিভক্তি ও আত্মোৎসর্গের প্রোজ্জ্বল দৃশ্য ভারত ব্যতীত আর কোন্ সমৃদ্ধ রাজ্যে দৃষ্ট হইবে? ভারত-ইতিহাস ব্যতীত আর কোন্ জাতির ইতিহাস এইরূপ দৃশ্যে অলঙ্কৃত? যাও, পাশ্চাত্য জগতে যাও, দেখিবে, মহান্ সতীত্বগৌরবে তাহারা প্রতীচ্য জগৎ হইতে বহুদূর অন্তরিত। যাও, সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আসীন ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে যাও—যাও, বাহ্যজগৎ-সূক্ষ্মদর্শী ও জড়শক্তিবিজয়ী সুদূর আমেরিকায় যাও—দেখিবে, কেহই এরূপ গৌরবে হিন্দুস্থানের সমকক্ষ নহে। জনৈক পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন,—যদি আমরা এই রমণীগণের আচরণ পক্ষপাতশূন্য চক্ষে অবলোকন করি, তাহা হইলে আমরা অবশ্য স্বীকার করিব যে, এই রমণীগণ মহান ও সন্নীতিপূর্ণ উদ্দেশ্যে জীবনাহুতি প্রদান করেন। ইউ-রোপীয় রমণীগণ—যাঁহারা অসার উপন্যাস পাঠ করিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া, এবং বিলাসিতার সেবা করিয়া অনিয়মিতাচারে জীবন অতি-বাহিত করিয়াছেন এবং পৃথিবীর অনিত্য সুখের মোহিনী কুহকে প্রতা-রিত হইয়া চিরপার্থিব জীবনের আকাঙ্খা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আচরণ হইতে ভারতীয় ললনাগণের মহান্ অমরীলাঞ্ছিত ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি তাঁহারা যেন তাঁহাদের প্রতীচ্য ভগিনীগণকে সুনয়নে অবলোকন করেন! এবং সেই ভগিনীগণের প্রগাঢ় পতিভক্তির আচরণ গুলি যেন কোন নির্দ্ধারিত নিয়মের বশবর্ত্তী অনুমান না করেন।† সুবিখ্যাত রাজস্থান-ইতিহাসকার মহাত্মা কর্ণেল-টড, এবং মাক্ষমূলার

* Smith's Reigning Family of Lahore, pp. 85, 86.

† Kaye's Administration of the East India Company, p 528.

প্রভৃতি প্রশস্তচেতা মহানুভবগণ হিন্দুরমণীর এইরূপ পতিভক্তি-কাহিনী প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে বিঘোষিত করিয়াছেন।

এইরূপে হীরা সিংহ বৈরনির্যাতন করিয়া সৈন্যগণের মাসিক বেতন সার্দ্ধ দুই টাকা হারে বর্দ্ধিত এবং তাহাদের বক্রী প্রাপ্য প্রদান করিলেন। হীরা সুবিখ্যাত পঞ্চনদ রাজ্যের সচিব হইয়া শান্তভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। হীরা সিংহ অত্যন্ত সুশ্রী পুরুষ ছিলেন; তিনি অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু বীর-সুলভ তেজ ও দীপ্তির পরিবর্ত্তে নারী-সুলভ কমনীয়তাই তাঁহার আননে লক্ষিত হইত। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা রণজিতের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়া ছিলেন। রণজিতের উপর এই বালকের অশেষ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু যে উপায়ে হীরা সিংহ এই ক্ষমতা পঞ্চনদ-সিংহের নিকট অর্জন করেন, তাহা অতি ঘৃণিত।* এমন কি এই বালক রণজিতের সম্মুখে আসন পরিগ্রহণে আদিষ্ট ছিলেন। এই মহোচ্চ সম্মানে দরবারে কেবল মাত্র সিংহাসনাধিকারী রণজিতের জ্যেষ্ঠপুত্র খড়্গা সিংহ, সের সিংহ এবং হীরা সিংহ আদৃত হইতেন।† এমন কি যে ব্যক্তি পঞ্জাবে মহারাজ রণজিৎ সিংহ ব্যতীত সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ ছিলেন ‡ সেই অশেষ রাজকার্য্যবিৎ ধ্যান সিংহও এই সম্মানে বঞ্চিত ছিলেন। হীরা সিংহ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুচতুর ছিলেন; ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।¶ হীরা সিংহ তাঁহার জনকের তুল্য সাহসী রণবীর এবং অশেষ কার্য্যজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত বিবিধ গুণসম্পন্ন রাজকার্য্যবিশারদ মহারাজ রণজিতের সহিত সতত সহবাসে হীরা এক প্রকার রাজকার্য্য পরিচালনে পটু হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে যতদূর সাবধানে চলিতে হয়, ততদূর করিলেন। মহোচ্চ আসন পাইয়া একবারে দিগ্বিদিক্‌শূন্য হইলেন না।

---

* Osborne's Court and Camp of Runjeet Sing, pp, 76, 77.

† Ibid, pp 64-65.

‡ Adventures of an officer in the Punjaub by Major H. M.L Lawrence, Vol 1. p 35.

¶ Osborne's Court and Camp of Runjeet Sing. p 78.

তিনি সর্ব্বাগ্রে বর্দ্ধিতবিক্রম শিখসৈন্যগণকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলেন। এবং সুন্দর রাজকার্য্যবিৎ জুলা নামক জনৈক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তির উপদেশে পরিচালিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু হীরা সিংহ অধিককাল নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার খুল্লতাত তেজস্বী সুচত সিংহ, সিংহাসনের সমুচ্চ আসন সমীপে এক রণমূর্খ যুবক আসীন, ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি স্বয়ং সেই পদাভিলাষী হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে জোয়াহির সিংহ নৃপতির মাতুল বলিয়া, সেই সমুচ্চ পদাভিষিক্ত হইতে অগ্রসর হইলেন। যুবক হীরা এইরূপ বিপদে পতিত হইয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মহাবল পরাক্রান্ত গোলাব সিংহের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। গোলাব সিংহ শিখসৈন্যের প্রিয় ছিলেন না। নিষ্ঠুর বলিয়া তাঁহার অখ্যাতি ছিল। ভাইনি বলেন, তিনি বন্দীগণকে জীবন্ত চর্ম্মশূন্য করিতেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ও বাক্য রক্ষায় তিনি সতত যত্নশীল ছিলেন, ইহা তাঁহার শত্রুরাও স্বীকার করিতে কাতর হয় নাই।* তথাপি গোলাব সিংহ শিখগণের অপ্রিয়। সুতরাং ভ্রাতুষ্পুত্রের এই আবেদনে গোলাব সিংহ সাবধানে অগ্রসর হইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে অকর্ম্মণ্য বোধে জোয়াহির সিংহ ব্যতীত, সমুদয় দলের সহিত সদ্ভাব করিয়া, ১৮৪৪ খৃষ্টীয় অব্দের নবেম্বর মাসের দশম দিবসে লাহোরে উপস্থিত হইলেন। জোয়াহির সিংহ, গোলাব সিংহের এইরূপ আচরণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একদিন ভাগিনেয় শিশু দলিপ সিংহকে ক্রোড়ে লইয়া সমবেত সৈন্যগণের সম্মুখে গমন করিয়া জম্মুরাজগণকে স্থানান্তরিত করিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন; আর ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, এরূপ না করিলে তিনি শিখ-নৃপতি শিশু দলিপ সিংহকে লইয়া ইংরাজরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনায় স্বাধীনতাপ্রিয় শিখজাতি এতদূর বিমুখ যে, তাহারা তৎক্ষণাৎ জোয়াহির সিংহকে বন্দী করিয়া তাঁহার নীচ প্রস্তাবের বিলক্ষণ শিক্ষা দিল।†

* M. 'Gregor's History of the Sikhs,' vol 11, p- 29.
Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp 272, 273.

এইরূপে হীরা এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন মাত্র এমন সময়ে কাশ্মীরা সিংহ ও পেশোয়ারা সিংহ আপনাদিগকে মহারাজ রণজিতের পুত্রস্বরূপ বিবেচনা করিয়া শিশু দলিপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহাঁরা রণজিতের দত্তকপুত্র বলিয়া খ্যাত মাত্র। রণজিত সিংহ কাশ্মীর গমনকালে প্রথমোক্তটীকে দত্তক পুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তাঁহার গন্তব্য স্থানের নামের অনুকরণে ঐ পুত্রের নাম কাশ্মীরা সিংহ রাখিয়াছিলেন। সেইরূপে পেশোয়ার দমন করিবার পরে দ্বিতীয়োক্তটীকে দত্তক-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহাকে পেশোয়ারা সিংহ নাম প্রদান করেন। ‡ হীরা সিংহ, গোলাব সিংহের সাহায্যে সীয়ালকোটে কাশ্মীরা সিংহ ও পেশোয়ারা সিংহকে অবরোধ করেন, কিন্তু কিছুকাল পরে সীয়াল-কোটের অবরোধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া কাশ্মীরা ও পেসোয়ারা সিংহকে ইতস্ততঃ পলায়নের সুবিধা দেন। এই সময়ে জোয়াহির রক্ষীগণকে কোন উপায়ে বশীভূত করিয়া কারামুক্ত হইলেন। রাজা সুচত্ সিংহ, কাশ্মীরা ও পেশোয়ারার চক্রান্তে এবং জোয়াহিরের মুক্তিসাধনে গোপনে লিপ্ত ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রকে অতিক্রম করিয়া স্বয়ং সেই পদাভিষিক্ত হইবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে এখনও সম্পূর্ণরূপ জাগরূক। ১৮৪৪ খৃষ্টীয় অব্দের মার্চ্চ মাসের ২৬ তারিখের সায়ংকালে সুচত্ সিংহ কতিপয় সৈন্য লইয়া সহসা রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পরদিবস প্রত্যুষে হীরা এই বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে রাজকীয় সেনা প্রেরণ করিলেন। কিছুকাল মধ্যেই বিদ্রোহী সুচত্ সিংহ সসৈন্যে মহাবীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইলেন। তাঁহার পত্নীগণ চিতানলে তাঁহার সহিত ভস্মাবশেষ হইলেন। এই ঘটনার দুইমাস পরে সিন্ধনওয়ালা উত্তর সিংহ, কাশ্মীরা সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লাহোর-রাজবিরুদ্ধে রণবেশে সজ্জিত হইল। হীরা সিংহকে বিদূরিত করতঃ কাশ্মীরা সিংহকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং সচিবপদবী গ্রহণপূর্ব্বক যাবতীয় রাজক্ষমতা

---

‡ M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol 11, p 34.

আপনার হস্তে গ্রহণ করিবার অভিলাষেই ধূর্ত্ত এই বিদ্রোহ সংঘটিত করিল। কিন্তু হীরা সিংহের ক্ষিপ্রকারিতায় ও উদ্যমে এই বিদ্রোহ অচিরাৎ দমন হইল। উত্তর সিংহ ও কাশ্মীরা সিংহ নিহত হইলেন।

এইরূপ অন্তর্বিপ্লব হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া হীরা অপর এক বিচিত্র ঘটনায় স্তম্ভিত হইলেন! ইহা রাজদ্রোহী সুচত্ সিংহের সম্পত্তি-সম্বন্ধীয়। সুচত্ সিংহ মৃত্যুকালীন ফিরোজপুরে মৃত্তিকাভ্যন্তরে পঞ্চদশ লক্ষ টাকা নিহিত করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, তাঁহার ভৃত্যগণ এই লুক্কায়িত ধন স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা পায়, ও পরে প্রকাশিত ও ধৃত হয়। লাহোর-দরবারের আশ্রিত কোন সামন্ত নিঃসন্তান হইয়া গতাসু হইলে, তাঁহার বিষয় সম্পত্তি রাজকোষাগারভুক্ত হওয়া উচিত এবং রাজবিদ্রোহীর সম্পত্তিতে সমুচ্চরাজেরই ন্যায্য অধিকার, এই দুই সন্নীতিপূর্ণ যুক্তি দেখাইয়া দরবারস্থ রাজপুরুষেরা সুচতের ঐ টাকা দাবী করিলেন। কিন্তু ব্রিটিসরাজ বিবেচনা করিলেন যে, রাজদ্রোহীর রাজদ্রোহিতার সহিত তাহার সম্পত্তিনাশের কোন সম্বন্ধ নাই। ব্রিটিসরাজ আরও বলিলেন যে, পঞ্চনদের আইনানুসারে রাজদ্রোহীর সম্পত্তিতে দাবী ব্রিটিস আদালতে নিয়মিতরূপ প্রমাণিত হইবে। ইংরাজের এই অনধিকার প্রস্তাবে লাহোর-দরবার কোনপ্রকার বাধা দিলেন না—প্রত্যুত তাঁহারা ইংরাজের এই অন্যায় প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিলেন। শিখ-সহিষ্ণুতার কি চূড়ান্ত নিদর্শন! যথাসময়ে ব্রিটিস-ধর্ম্মাধিকরণে এই সমস্যার বিচার হইল। এই বিচারে লাহোর দরবারের অধিকারস্বত্ব ন্যায়সঙ্গত প্রমাণিত হইল। কিন্তু তথাপিও সমুচ্চ ব্রিটিস রাজকর্ম্মচারিগণ চিরপ্রচলিত ইউরোপীয় আইনে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন যে, যদি মহারাজ এরূপ লেখেন যে, রাজা গোলাব সিংহ ও হীরা সিংহ উভয়ে এই সম্পত্তি লাহোর-দরবারে সমর্পণ করিতে সম্মত আছেন, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি আর আটক করিয়া রাখা হইবে না। কিন্তু দরবারস্থ রাজপুরুষগণ এই অন্যায় প্রস্তাব স্বীকারে সম্মত হইলেন না; কারণ তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, সুচত্ সিংহের সম্পত্তিতে তাঁহাদের দাবী ভারতীয় আইন ও পদ্ধতি অনুসারে অকাট্য ও

অখণ্ডনীয়। সে যাহা হউক শিখ নৃপতিকে এ মুদ্রা প্রত্যর্পিত করা হইল না। *

এইরূপ যদিচ্ছাচারপূর্ণ ব্যাপারে আপ্যায়িত হইয়া হীরা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। এই অল্পবয়সে তাঁহার রাজ্যশাসন শক্তি এবং দক্ষতা সকলকেই আকৃষ্ট করে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হীরা এক সুদক্ষ রাজকার্য্যবেত্তার শিক্ষাধীনে পরিচালিত হইতেছিলেন। পণ্ডিত জুলা সমুদয় ব্যাপারে স্বীয় উদ্যম ও পাদর্শিতার সবিশেষ পরিচয় দেন। কিন্তু প্রভূত রাজ্যপরিচালনশক্তি স্বত্বেও তিনি অনেক সময় বহুল গুরুতর কার্য্যে এককালে হস্তক্ষেপ করিতেন ও কোন কোন বিষয়ে সম্যক বিবেচনা না করিয়া সহসা তৎসম্পাদনে অগ্রসর হইতেন বলিয়া তাহার প্রখর রাজ্যশাসনশক্তি কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি রাজ্যের উচ্চপদস্থ সামন্তগণকে ঘৃণা করিতেন। তিনি গোলাব সিংহের বিরোধী ছিলেন, কারণ তিনি দেখিলেন যে, গোলাব সিংহ রাজ্যের অধিকাংশ রাজস্ব স্বীয় হস্তগত করিতেছেন, অধিকন্তু স্বীয় অতিবর্দ্ধিত ক্ষমতায় স্পর্দ্ধিত হইয়া রাজ্যের মঙ্গল সম্পূর্ণরূপ উপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই গোলাব সিংহের সহিত তিনি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তৎপরে জুলা সমুদয় ব্যাপারে ভীমহস্তে অগ্রসর হইলেন। তিনি সুদক্ষ এবং সুসম্পন্ন সরদারগণকে কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিতেন না। তিনি এই সময়ে নিতান্ত অনুপযুক্ত ও অকর্ম্মণ্য লাল সিংহকে, মহারাণী ঝিন্দনের প্রসাদে রাজ্যের মহোচ্চ সম্মানাসনে সমাসীন দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া অনার্য্যের ন্যায় রাজমাতার প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগে সাহসী হয়েন। তেজস্বীনী বীরপত্নী, জুলার এই অবমাননায় অধীরা হইয়া সৈন্যগণকে জুলা ও হীরার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। হীরা ও পণ্ডিত জুলার ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইল। শিখ সৈন্যের ভয়ঙ্কর ক্রোধ হইতে পরিত্রাণাশায় তাঁহারা

---

* Cunningham's History of the Sikhs 1849 pp, 277, 278. C. F. also M 'Gregor's History of the Sikhs, vol II, p 27.

রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু জম্মু পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা ১৮৪৪ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখে শিখসৈন্যগণ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে ধৃত ও নিহত হয়েন। এইরূপে ঝিন্ধনের প্রতিহিংসা সফল হইল। এইরূপে পঞ্চনদ এক রমণীর প্ররোচনায় হীরার ন্যায় রত্ন হইতে বঞ্চিত হইল। পঞ্চনদবাসী অবশ্যই এই অল্পবয়স্ক সচিবের সমাধি স্থানে নীরবে রোদন করিবে। ফলতঃ এই বয়সে হীরা তাঁহার পিতৃঘাতকগণকে সমূলে উৎপাটন ও রাজ্যশাসন বিষয়ে যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও নিপুণতার পরিচয় প্রদান করেন, এবং যেরূপ বিনয় ও নম্রতা সহকারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন, তাহাতে তিনি সকলেরই সম্মানার্হ। কিন্তু এক ভীম গুণসমন্বিতা রমণীর প্ররোচনায় এই রত্ন অকালে অনন্তে বিলীন হইয়া গেল।

হীরা সিংহের অবসানে পঞ্চনদ ক্ষণকাল গভীর অশান্তির ক্রোড়ে দোলায়মান হইল। গভীরশোকোচ্ছাসে যেন রণজিৎ-রাজ্য এক ভয়ানকমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। কোন মহান ব্যক্তি সে সময়ে মাতৃভূমির শান্তি রক্ষণে সমুত্থিত হইলেন না। সেই গভীর অশান্তি ভেদ করিয়া কোন মহান ব্যক্তির প্রখর সমুজ্জল রাজ্যশাসনশক্তি বিকাশিত হয় নাই। রণজিৎ-রাজ্যের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে কোন নরবীর স্বীয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে প্রজামণ্ডলীর হর্ষোৎপাদনে সক্ষম হয়েন নাই। কেবল মাত্র দুইটী প্রকাণ্ড রণমূর্খ ও রাজকার্য্যানভিজ্ঞ ব্যক্তি রাজ্যের শীর্ষস্থানে নিষ্প্রভ ও স্তিমিত ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছিল। মহারাণী ঝিন্ধনের অপবিত্র হৃদয়ের একমাত্র অধিকারী লাল সিংহ ও সেইরূপ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য মহারাণীর ভ্রাতা জোয়াহির সিংহ এক্ষণে পঞ্চনদের সমুচ্চ রাজপদে আসীন। জোয়াহির সিংহ এক্ষণে পঞ্চনদের সচিব। তিনি সর্ব্বপ্রথমে সৈনিকগণের মাসিক বেতন আটআনা হারে বর্দ্ধিত করিয়া তাহাদিগকে পুরস্কৃত ও সন্তুষ্ট করিলেন। এই সময়ে জম্মুরাজ গোলাব সিংহ স্বীয় আচরণে খালসার ক্রোধভাজন হয়েন। গোলাব সিংহ সমুচ্চ রাজক্ষমতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান নিমিত্ত সাহায্যের বাকদানে, পঞ্চাব-শাসিত বরখ্জাইগণকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। এই গর্হিত আচরণের সমুচিত শাস্তি বিধানার্থ খালসা ভীমপদে জম্মুরাজ

বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। সুচতুর জম্মুরাজ খালসা সৈন্যের রণ নৈপুণ্য সম্মুখে তাঁহার নিজ বাহিনীর হীনতা বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন। রণাঙ্গনে সেই ভৈরব চমূর সম্মুখীন হওয়া তাঁহার আদৌ মনঃপূত হইল না; সুতীক্ষ্ণ চাতুরীজালে এই ভীম পরাক্রম ব্যর্থ করিবার মানসে, তিনি ভূরি ভূরি মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া লাহোরে একপ্রকার বন্দীস্বরূপ আনীত হইলেন; এবং তথায় দণ্ড স্বরূপ সর্ব্বসমেত ৬,৮০০,০০০ টাকা দানে ও তাঁহার ন্যায্য জায়গীর ব্যতীত তাঁহার বংশাবলী কর্ত্তৃক অধিকৃত প্রায় সমুদয় প্রদেশগুলি সমর্পণে স্বীকৃত হইলেন, এবং সিন্ধু ও ঝিলম মধ্যবর্ত্তী লবণ খনির পাট্টা এরূপ বন্দোবস্তে পুনঃগ্রহণে বাধ্য হইলেন যে, তাহতে তাঁহাকে প্রভূত লাভাংশ হইতে ও রোটাসের পার্ব্বতীয় প্রদেশের প্রভুত্ব হইতে বঞ্চিত করে। *

এইরূপে প্রবল-পরাক্রান্ত জম্মুরাজ খালসা সৈন্য কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। এইকালে অপর এক ব্যক্তি তাঁহার অন্যায় আচরণে খালসার ক্রোধের প্রবর্ত্তক হয়েন। ইনি মুলতানের অভিনব দেওয়ান, সুদক্ষ সোয়ানমল্লের পুত্র। সোয়ানমল্ল স্বীয় সুন্দর ক্রিয়াকলাপে পঞ্চনদসিংহ মহাবীর রণজিতের নিকট হইতে ১৮২১ খৃষ্টীয় অব্দে মুলতানের দেওয়ানত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই অশেষ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ২৩ বৎসর সুন্দররূপ রাজ্য শাসন করিয়া পরিশেষে এক হত্যাকারীর কৃপাণে নিহত হইলেন। রীতিমত নিয়মিত করদানে তিনি তাঁহার ভূপতির স্নেহভাজন ছিলেন। দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে এবং অপক্ষপাতী সুবিচারে এইব্যক্তি তাঁহার প্রজাবর্গের অতীব প্রিয় ছিলেন। বণিকগণকে বাণিজ্যে উৎসাহদানে তিনি সতত যত্নশীল ছিলেন, তিনি স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির সহিত সাধারণের স্বার্থের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রাখিতেন। যদি ও তিনি আস্পদ ও সম্পদ দোলায় লালিত হয়েন নাই, তথাপি বিজ্ঞতা, সদাশয়তা ও আর্য্যোচিত গুণগ্রামে তিনি বিলক্ষণ বিভূষিত ছিলেন। কি ধনী, কি দরিদ্র সক-

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p 284,

লেই তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিত ও সকলে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিত। কিন্তু এই অশেষ গুণলাঞ্ছিত ব্যক্তি এক সামান্য দোষে দূষিত ছিলেন। যদি কখন কোন সৈনিক সামান্য অপরাধেও তাঁহার বিরক্তি-ভাজন হইত, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতেন "উহার অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লও, উহার চর্ম্ম ও অসি খুলিয়া লও এবং উহাকে দূর করিয়া দাও"। এই অদূরদর্শী অবিবেকিতাই কেবল তাঁহার প্রশস্ত সন্নীতি ও বিজ্ঞানের বহির্ভূত। সাহসী বীরগণের পক্ষে এরূপ অবমাননা নিতান্ত অসহনীয়। এই অবিবেকিতাই পরিশেষে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে। সোয়ানমল্লের এক উত্তম সৈনিক ছিল, সে সহসা কর্ম্মত্যাগের আবেদন করিলে, সোয়ানমল্ল তাহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি সান্ত্বনাবাক্যে পদবৃদ্ধির আশা দিয়া তাহাকে স্তোক প্রদান করিলেন। কিন্তু পুনরায় সেই সৈনিক তাহার বেতনচুক্তি ও কর্ম্ম পরিত্যাগের আবেদন করিলে সোয়ানমল্ল তাহার নামে এক মকর্দ্দমা উপস্থিত করাইলেন এবং তাহাকে বন্দী করিবার ভয় দেখাইলেন। কিন্তু সৈনিক বার বার তাহার দাবী প্রার্থনা করিল। তখন সোয়ানমল্ল ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "দুরাত্মার অসি ও চর্ম্ম কাড়িয়া লও"। রক্ষকগণকে সেই আদেশ প্রতিপালনে তৎপর দেখিয়া সৈনিক বলিল, "খবরদার! আমার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিও না, তাহা হইলে তোমাদেরই বিপদ!" সৈনিক এই বলিয়া স্বয়ং অসি ও চর্ম্ম উন্মোচন করত রক্ষকগণের হস্তে অর্পণ করিল। রক্ষকগণ দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা ইহাকে কারাগারে লইয়া যাইবে কি না। সোয়ানমল্ল উত্তর করিলেন, "না, উহাকে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে বলিও, যাইবার সময় যেন আমি উহাকে দেখিতে এবং শেষ কিছু বাক্যালাপ করিতে পারি।" সেই কিছু বাক্যই তাঁহার জীবনের শেষ বাক্য হইল!!! সৈনিকের বস্ত্রমধ্যে একটী সজ্জিত পিস্তল লুক্কায়িত ছিল। সে ঘৃণা ও লজ্জাবশে সমুদ্দীপ্ত হইয়া স্বীয় পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে পিস্তলটী লুক্কায়িত করিয়া দেওয়ানের আগমন প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সোয়ানমল্ল সভাভঙ্গের পর সৈনিকের নিকট সমুপস্থিত হইয়া সহাস্য আননে

তাহার অবাধ্যাচরণের দোষারোপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সৈনিক বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অলক্ষিতে লুক্কায়িত পিস্তল ছুড়িল। পর মুহূর্ত্তেই দেওয়ান সোয়ানমল্ল ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন! নিষ্ঠুর হত্যাকারীর দেহ সেই দণ্ডেই রক্ষকগণের শাণিত কৃপাণে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল। অনন্তর সোয়ানমল্ল সেই আঘাতেই দশদিবস দারুণ ক্লেশ ভোগের পর ১৮৪৪ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বরমাসে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। মহানুভব সোয়ানমল্লের পরিণাম এইরূপ শোচনীয়! *

সোয়ানমল্লের জ্যেষ্ঠপুত্র মূলরাজ মুলতানের দেওয়ানীপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ কতিপয় ব্যাপারে আশাতীত সুদক্ষতা প্রদর্শন করিলেন। তিনি অতিমাত্র ক্ষিপ্রতায় এক গ্রাম্য বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য্য হয়েন। কিন্তু মূলরাজ তাঁহার জনকের তুল্য প্রশস্তচেতা ও সদাশয় ছিলেন না। মূলরাজের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি মৃত দেওয়ানের তুল্য অধিকারী বলিয়া অগ্রজের নিকট অর্দ্ধেক জায়গীর প্রার্থনা করায় মূলরাজ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রশস্ত মার্গ কণ্টকশূন্য করিলেন। মূলরাজ কেবল তাহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি সমুচ্চ রাজ লাহোর-দরবারের অনুজ্ঞা সদর্পে অবহেলা করিতে সাহসী হইলেন। দরবার মুলতান হইতে তাঁহাদের প্রাপ্যকর বর্দ্ধিত করিতে চাহিলে মূলরাজ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না; পুনরায় নূতন দেয়ানন্দ পাইয়া তিনি নিয়মিত প্রথানুযায়ী বর্দ্ধিত নজরানা দরবারে প্রদানে অস্বীকৃত হয়েন। এই রাজাদেশ অবহেলার বিষময় ফল অচিরাৎ মুলতানরাজ পাইলেন। খালসার সামরিক সমিতি তৎক্ষণাৎ এই অবাধ্য সামন্তের দমন প্রয়োজনীয় বোধ করিল। খালসার এই প্রস্তাবে মূলরাজ সাতিশয় ভীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দণ্ডস্বরূপ অষ্টাদশ লক্ষ টাকা প্রদানে এবং

---

* Major Herbert B. Edwardes, C B—A Year in the Punjab Frontier, Vol 11, pp 29—33.

কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে তাঁহার স্বত্বাধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। এইরূপে অবাধ্য মূলরাজের দমন হয়। *

এদিকে পেশোয়ারা সিংহ পুনরায় পঞ্চনদ-সিংহাসন লাভাশায় বৃথা প্রয়াস পাইয়া ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের জুনমাসে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার অসার আশার অবসান হইল না। তিনি জুলাইমাসে সহসা আটকের দুর্গ আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিয়া আপনাকে মহারাজ বলিয়া বিঘোষিত করিলেন। এই বাতুলবৎ রাজদ্রোহিতার ফল অচিরাৎ তাঁহার শিরে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ সরদার ছত্র সিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। পেশওয়ারা সিংহ স্বীয় অধিকৃত দুর্গে বন্দী হইয়া স্বীয় অকর্ম্মণ্যতা ও অপদার্থতা বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত হইলেন। অবশেষে তিনি ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের আগষ্টমাসের ৩০ এ তারিখে আত্ম সমর্পণ করিলেন। কিন্তু নীচ অকর্ম্মণ্য জোয়াহির সিংহের প্ররোচনায় ফতেখাঁ কর্ত্তৃক পেশোয়ারার জীবন দীপ গোপনে নির্ব্বাপিত হইল। জোয়াহির সিংহ এই নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্যে খালাসাসৈন্যের সাতিশয় অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। কোনগুণই এই অকর্ম্মণ্যের পাপহৃদয়ে পরিলক্ষিত হয় নাই। যে মহান মহোচ্চভাব খালসাকে স্বদেশ হিতব্রতে দীক্ষিত করিয়াছে, বীরগুণাবলম্বিনী মহারাণীর ভ্রাতা ভীরু ও অকর্ম্মণ্য জোয়াহির সিংহের হৃদয়ে তাহার কিছুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি দুইবার শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়া পলায়নে প্রয়াস পান। কিন্তু বাহিনীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি অচিরেই ইহা ব্যর্থ করিয়া দেয়। এইরূপ অকর্ম্মণ্য স্বদেশের অহিতকারী সচিব, এই স্বদেশহিতৈষী যুদ্ধবীরগণের বধ্য। এইরূপ নানাপ্রকার অপরাধে অপরাধী সচিব পেশোয়ারা সিংহের গুপ্ত হত্যাকাণ্ডে শিখক্রোধ ভয়াবহরূপে সন্দীপিত করিয়া তুলিল। অনতিবিলম্বে সামরিক সমিতির অধিবেশন হইল। ইহাতে স্থির হইল যে, সাধারণতন্ত্রের বিশ্বাসঘাতক বলিয়া জোয়াহির সিংহের প্রাণদণ্ড হইবে। তদনুসারে সেপ্টেম্বর মাসের

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849 pp 284, 285.

একবিংশতি দিবসে সামরিক সমিতির সম্মুখে তাঁহার অপরাধের নিমিত্ত তাঁহাকে উপস্থিত হইতে বলা হইল। জোয়াহির সাতিশয় ভীত হইয়া বহুভার সুবর্ণ ও মণিমাণিক্যাদি লইয়া স্বীয় ভাগিনেয় দলিপসিংহ সহ গজারোহণে তথায় গমন করিলেন। এবং সেনানীগণকে বহুল অর্থ ও আশ্বাসদানের প্রস্তাবে, সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্যে কেহ কর্ণপাত করিল না। অবিলম্বে মহারাজ শিশুকে স্থানান্তরিত করিতে বলা হইল। শিশু দলিপকে নিকটস্থ এক পটমণ্ডপে স্থানান্তরিত করা হইল। এবং তৎক্ষণাৎ সৈনিকগণের গুলির আঘাতে জোয়াহিরের অপদার্থ দেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। তাঁহার দুইটী প্রিয় বয়স্য বা চাটুকারের ও সেই দশা ঘটিল, কিন্তু এতদ্ভিন্ন আর কিছুই হইল না। কোন প্রকার হত্যাকাণ্ড বা লুণ্ঠন এই বিচারের গম্ভীর প্রশান্তমার্গকে কলঙ্কিত করিল না, সমুদয় পঞ্চনদবাসীর সমক্ষেই এই বিচার কাণ্ড গম্ভীরে সমাপিত হইল। অবিলম্বেই জোয়াহিরের দেহ স্থানান্তরিত এবং সেই শব তদীয় রমণীগণ সহ চিতানলে ভস্মাবশেষে পরিণত হইল। *

জোয়াহিরের মৃত্যুর পর আর কোন ব্যক্তিই সচিব পদগ্রহণে অগ্রসর হইলেন না। এমন কি, প্রবল পরাক্রান্ত জম্মুপতি গোলাব সিংহকে লাহোরে আসিতে অনুরোধ করা হইলে তিনিও সাধারণ আশঙ্কার সহিত সাতিশয় ভীত হয়েন। কেহই এই দুর্দ্দান্ত স্বাধীনতাপ্রিয় রণবিশারদ বাহিনীকে শাসন-করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। যে সুবিখ্যাত সৈন্য অতি অল্পকাল মধ্যেই দুর্দ্দান্ত জম্মুরাজকে বন্দীস্বরূপে রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিল, যে প্রদীপ্ত বীরতেজের সম্মুখে সুচতুর মুলতানপতি বশ্যতা স্বীকার করেন, যে বাহিনী রণজিতের দত্তক পুত্রের বিদ্রোহ নিমেষে নিষ্পেষিত করিয়া দেয়, যে দুর্দ্ধর্ষ চমূ সুবিখ্যাত রণদুর্ম্মদ আফগানগণকে অবলীলাক্রমে পেশোয়ারের বহিঃসীমানায় দমন করিয়াছে, যে কর্ত্তব্য কার্য্যপরায়ণ সেনা রাজ্যের সমুচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের বিচার ও

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp 286-288.

দণ্ড বিধান করিয়াছে, সেই সুবিখ্যাত দুর্ব্বার বাহিনীর পরিচালনায় আজি কেহই অগ্রসর নহেন। সকলেই ঘোরতর আশঙ্কায় জাড্যমান ও সশঙ্কিত। সেই ভীম সেনার পরিচালনায় আজি পঞ্চনদ অক্ষম। মহাবীর রণজিত আর একবার বীরমূর্ত্তিতে পঞ্চনদে অবতীর্ণ হও। যে ভীম বাহিনী তোমার অপূর্ব্ব রণদীক্ষায় বীরেন্দ্র সমাজের শীর্ষস্থানে বিচরণে সক্ষম হইয়াছে, সেই বাহিনী আজি নেতাহীন। কিন্তু ঐ দেখ, যখন সকলেই পঞ্চনদ রাজ্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক; কেবল এক রমণীজনললামভূতা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কমনীয়া ভীমগুণাবলম্বিনী ধীরা কামিনী দরবারে আসীনা। উহাঁর অনিন্দ্যভালে হিন্দুর গৌরবীয় লজ্জাবস্ত্র অবগুণ্ঠন গৌরবে ক্রীড়া করিতেছে। ঐ সুন্দরী কে? যাঁহার সম্মুখে এই বীরশ্লাঘ্য বাহিনী নতশির, যাঁহার চতুষ্পার্শে বিচক্ষণ দিননাথ, বেতনাধক্ষ্য ভকতরাম, এবং সন্ধি পত্রাদি প্রস্তুতে সবিশেষ পারদর্শী নুরউদ্দীন, প্রভৃতি অশেষ রাজকার্য্যবিৎ ও সুবিশ্বস্ত মন্ত্রীগণ গম্ভীরভাবে সমাসীন, এই অশেষ রাজকার্য্যবিৎ ললনা কে? অনতিদূরে যাঁহার প্রসাদে বর্দ্ধিত হইয়া অকর্ম্মণ্য লাল সিংহ পঞ্চনদের প্রধান সচিব-পদে আসীন, ও মোহিনী কে? যাঁহার বীরকান্তি সন্নিধানে প্রদীপ্ত রণতেজ গৌরবে নতশির, এই বীরাঙ্গনা কে? যাঁহার সম্মুখে সরদার তেজ সিংহ প্রচণ্ড শিখবাহিনীর অনুপযুক্ত সেনাপতি পদে দণ্ডায়মান, এই কামিনী কে? যে অবগুণ্ঠনবতী নিয়মিতরূপ দরবারের শীর্ষস্থানে থাকিয়া উত্তমরূপে ও প্রখর উদ্দীপনা সহকারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এই রমণী কে? ইনি স্বর্গীয় মহারাজ বীরশ্রেষ্ঠ রণজিৎ সিংহের প্রিয়তমা মহিষী মহারাণী ঝিন্ধন। এইরূপে রণজিত রাজ্য তাঁহার অধীশ্বরীর শাসনে ক্ষণকাল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। কিন্তু সহসা সীমান্ত দেশে মহাপ্রবল পরাক্রান্ত দুর্ব্বার ব্রিটিস সিংহের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, পঞ্চনদ প্রদেশের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। রণজিত রাজ্য সেই গর্জ্জনে কম্পায়মান!!!

———

মহারাণী ঝিন্ধন।

10824

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম শিখযুদ্ধের কারণ নিচয় ১৮৪৫ খৃঃ।

সীমান্ত দেশে ইংরাজের সৈন্য সংস্থাপন, লুধিয়ানা ও ফিরোজপুর মেক্‌নাটনের উক্তি, ইংরাজের সৈন্যসংখ্যা, ব্রডফুটের অব্যবস্থিত, ক্রিয়াকলাপ, শিখগণের ভদ্রতা ও সহিষ্ণুতা, ব্রডফুট ও মূল-রাজ, স্যার চার্লস নেপিয়ারের আচরণ, ব্রডফুটের অন্যায় আচরণ, শিখ সরদারগণের বিশ্বাসঘাতকতা, শিখ সৈন্যের প্রতিজ্ঞা ও সমর বিঘোষণ, যুদ্ধের দায়িত্ব।

শিশু দলিপ সিংহ শৈশবেই অতিমাত্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন। শিখ সর্দ্দারগণ যদিও আত্ম নিগ্রহে জর্জ্জরিত, তথাপি তাঁহারা দলিপ সিংহের সিংহাসন রক্ষায় একত্রিত হইতে কাতর ছিলেন না। যদিও পাশ্চাত্য বিদ্যার বিমল আলোক হইতে তাঁহারা বঞ্চিত, তথাপি তাঁহারা রণজিত-সিংহাসনের আশু বিপদে অজ্ঞ ছিলেন না। পলাসী-ক্ষেত্র হইতে এতাবৎকাল তাঁহারা দুর্নিবার ইংরাজ জাতির অপূর্ব্ব রাজ্য-পরিবর্দ্ধন দেখিয়া আসিতেছেন. সুতরাং তাঁহারা শিশুর সিংহাসনের মঙ্গল হেতু সশঙ্কিত ছিলেন। সুদূর বন্ধুর তুষারসমাচ্ছন্ন পার্ব্বতীয় আফগান-স্থানে সেই জাতির অতিমাত্র অন্যায় আচরণ এবং দুরন্ত পার্ব্ব-তীয়গণের কঠোর সমরে তাহার সম্যক্ প্রতিফল এখনও তাঁহাদের হৃদয়ে সম্যক্ জাগরুক। অধিকন্তু ইংরাজেরা আপনাদিগের মিত্র-রাজ সিন্ধু আমীরগণের যেরূপ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া শিশু দলিপ সিংহের সিংহাসন সম্পূর্ণ নিরাপদ এই বিশ্বাসে তাঁহারা কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।* অধিক কি,

---

* Torrens', Empire in Asia, pp, 330, 331.

সিন্ধু দেশ আত্মসাৎ করিবার দুই বৎসর মধ্যেই ইহা প্রকাশ্যে বলা হইয়াছিল যে, পঞ্চনদ-বিধৌত রাজ্য ইংরাজের হইবে। *

ব্রিটানিয়ার রাজনীতি পরিচালন ও সমর্থন নিমিত্ত যে ব্রিটানিক কর্ম্মচারী ভারতে পদার্পণ করিলেন, তিনি শ্বেতদ্বীপের একজন প্রধান যুদ্ধবীর। মহাবীর হাডিঞ্জ মহাবীর শ্রেষ্ঠ "আধুনিক দেব সেনানী" নেপোলিয়ান বেনোপার্টের অলৌকিক লোকত্রাস সমর পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়াছিলেন ; এবং ১৮১৫ খৃঃ অব্দের জুন মাসের ১৮ ই তারিখে এই ব্যক্তী সুবিখ্যাত লিজনি ক্ষেত্রে তাঁহার বামহস্ত হইতে চিরকালের নিমিত্ত বঞ্চিত হয়েন। ইহার নিমিত্ত তিনি ৩০০ পাউণ্ড বিত্ত এবং সেই বৎসরেই মান্যসূচক নাইট উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে তিনি লর্ড এলেনবরার পরবর্ত্তী ভারতে গবর্ণর জেনেরল পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই মহাবীর ভারতে পদার্পণ করিয়া শীঘ্র শিখ সীমানা বিভাগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিখ জাতির শঙ্কা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইল।

অন্যান্য ভারতীয়গণের ন্যায় শিখগণেরও ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইংরাজ স্বীয় বিপুল ক্ষমতা বিস্তারে সতত প্রস্তুত। পঞ্চনদ রাজ্যোপরি ইংরাজের সন্নীতি বহির্ভূত অন্যায় আচরণে শিখগণের এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট রণজিত সিংহকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বলিয়াছিলেন যে শিখ সীমান্ত দেশের নিকট ব্রিটিস সেনানিবেশ হইবে না। † কিন্তু ১৮৩৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্তও লাহোর সীমান্তের নিকটবর্ত্তী লুধিয়ানায় ইংরাজ সেনা সংস্থাপিত থাকে। এতদ্ব্যতীত নেপাল যুদ্ধের পর সবথুতে পুলিসের রক্ষার নিমিত্ত একদল গ্রাম্য রেজিমেণ্ট সংস্থাপিত ছিল। এইরূপে ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে লাহোরের পুরোবর্ত্তী সীমানাবিভাগে দুইস্থানে ব্রিটিস সৈন্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পর খোরাসানে রণযাত্রার নিমিত্ত ফিরোজপুরে দ্বাদশ সহস্র ইংরাজ সৈন্যের সমাবেশ হই-

---

* Debate on Lord Ashley's motion for liberation of the Amirs of Scinde, February 1844.

† Government to Sir David Ochterloney, 30th January, 1809.

য়াছিল, ফিরোজপুর লাহোর গবর্ণমেণ্টের অতি নিকটবর্ত্তী; লুদিয়ানা অপেক্ষা ইহা শতদ্রুর নিকটবর্ত্তী। এমন কি, রণজিত সিংহ বলিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ অচিরাৎ ইংরাজ সৈন্যাবাসে সমাচ্ছন্ন হইবে। সেই দূরদর্শী নৃপতির ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সফল হইল। তাঁহার রাজত্বকালে ফিরোজপুর রাণী লছমন-কুমারী কর্ত্তৃক শাসিত হইত। লছমন কুমারী বিধবা ও নিঃসন্তানা ছিলেন। কোন পরস্বত্বলোভী, লছমন কুমারীর কর হইতে ফিরোজপুর আচ্ছিন্ন করিয়া লইলে রণজিত সিংহ উহা বিধবার নিমিত্ত পুনরুদ্ধার করেন।* সে যাহা হউক ইংরাজেরা ফিরোজপুরে রণজিত-ক্ষমতা অগ্রাহ্য করিলেন। এবং ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে উত্তরাধীকারীর অভাব দেখাইয়া তাঁহারা স্বয়ং ফিরোজপুর অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরোজপুরে লছমন কুমারীর উত্তরাধিকারীর অভাব দৃষ্ট হয় নাই। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে দ্বাদশ সহস্র সশস্ত্র সৈন্য পারস্য রাজ্য খোরাসানে যাত্রাভিলাষে ফিরোজপুরে সমবেত হয়। শিখগণের সহিত এইরূপ একটী বন্দোবস্ত হইল যে, ইংরাজগণ সাহ সুজাকে সিংহাসনে সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিতভাবে অধিষ্ঠিত দেখিয়া এক বৎসরের মধ্যেই ফিরোজপুর হইতে ইংরাজ সৈন্য স্থানান্তরিত করিবেন। সৈন্যগণের নিরূপিত যাত্রাসময়ের পূর্ব্বেই সংবাদ পৌঁছিল যে, পারস্যরাজ হিরাট অবরোধে ক্ষান্ত হইয়াছেন। তথাপি ইংরাজগণ মনস্থ করিলেন যে, যতকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা সঙ্কল্পিত যুদ্ধযাত্রায় সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য না হয়েন, তাবৎ কতক সেনাবিভাগ ফিরোজপুরে অবস্থান করিবে। অবিলম্বেই প্রচণ্ড উৎপাতে আফগান সমর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ফিরোজপুর হইতে ইংরাজ সৈন্য স্থানান্তরিত করা দূরে থাকুক, ফিরোজপুর এখন এক প্রকার ইংরাজের চিরস্থায়ী সেনানিবাসে পরিণত হইল। এইরূপে ইংরাজ শতদ্রুধৌত দুইটী প্রধান স্থানে অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সাহায্যের স্থল হইতে এই দুই প্রদেশ দূরে অবস্থিত, এই কারণ দেখাইয়া ইংরাজ, আম্বালায় ও সীমান্তদেশের অতি সন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বতীয় দেশে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইংরাজের এইরূপ আচরণে

* Captain Murray to the Ajent at Delhi, 20 th July, 1823.

শিখগণ, ১৮০৯ খৃঃ অব্দে উভয় রাজ্য মধ্যে সংস্থাপিত মৈত্রতার বৈলক্ষণ্য দেখিল। *

ইংরাজগণ ইহা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। সার উইলিয়ম মেক্‌নটন্ ও অপরাপর শ্বেতকায়গণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, রণজিতের পৌত্রের পরলোক গমনান্তে শিখরাজ্য হইতে পেশোয়ার বিচ্ছিন্ন করিয়া সাহ সুজার করে অর্পিত হইবে। যদিও এই মন্তব্য শিখগণকে প্রকাশ্যভাবে জ্ঞাপন করা হয় নাই, কিন্তু যে বিষয়ের প্রকাশ্য বাদানুবাদ হয়, তদ্বিষয়ে যে লাহোর-দরবার অজ্ঞাত ছিল, ইহা অনুমান করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ইহা প্রকাশিত হইল যে, ইংরাজেরা শতদ্রুপরি নৌ-সেতু নির্ম্মাণার্থ বোম্বাই নগরে নৌকা সমুদয় প্রস্তুত করিতেছেন এবং মুলতানাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা নিমিত্ত পঞ্চ সহস্র সৈন্য সিন্ধুরাজ্যে রণবেশে সজ্জিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশগুলি বিপুল সৈন্যে ও সমরোপযোগী রসদাদিতে পরিপূরিত হইতেছিল। যদিও এই ব্যাপার সমুদয় শিখ-দরবারে বিজ্ঞাপিত করা হয় নাই, তথাপি ইহা হইতে সাধারণের এই বিশ্বাস জন্মিয়া ছিল যে, আত্মরক্ষা করা ইংরাজদিগের অভিপ্রায় নহে কেবল পররাষ্ট্র আক্রমণই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। † উত্তরোত্তর সীমান্ত-দেশে ইংরাজ-সৈন্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে সীমানাবিভাগে সর্ব্বসমেত ২,৫০০ সৈন্য ও ছয়টী তোপ ছিল। লর্ড আকলাণ্ড এই সৈন্যকে আট সহস্রে পরিবর্দ্ধিত করেন। লর্ড এলেন-বরার সময়ে ইহা ১৪,০০০ সৈন্যে পরিবর্দ্ধিত হয় এবং বর্ত্তমান গবর্ণর-জেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে সীমান্তবিভাগ ৩২,০০০ সৈন্যে ও ৬৮ তোপে কণ্টকিত হইল। এতদ্ব্যতীত মিরাটে ১০,০০০ সৈন্য ও তোপ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

এইরূপে শিখগণ তাহাদের রাজ্যের মঙ্গল হেতু সশঙ্কিত হইল। শিখ-

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p 292.

† Ibid pp 293, 294

জাতির এই শঙ্কা তৎকালীন ইংরাজ-প্রতিনিধির বিচিত্র ক্রিয়াকলাপে সম্যক্ বর্দ্ধিত হয়। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে ক্লার্ক সাহেবের পর কর্ণেল রিচমণ্ড শিখ-ব্যাপার সম্বন্ধে সীমান্তদেশে ব্রিটিশ প্রতিনিধি ছিলেন। পর বৎসর শিখবিদ্বেষী, কোপনস্বভাব মেজর ব্রড্‌ফুট সেই পদ ভূষিত করিলেন। ভারতবর্ষের অধীন ও মিত্ররাজ্য সম্বন্ধে, সমুচ্চ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য, প্রথানুযায়ী তত্রত্য প্রতিনিধি রেসিডেণ্টগণের ক্রিয়াকলাপে জ্ঞাত হওয়া যায়। এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, যে শিখবিদ্বেষী সার্দ্ধ দুই বৎসর পূর্ব্বে পঞ্চনদ রাজ্যমধ্যে অতি রূঢ়ভাবে প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হওয়ায় শিখকর্ত্তৃপক্ষগণের ধারণা হইল যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত ভবিষ্যতে শান্তি রক্ষার প্রত্যাশা করা একান্ত অসম্ভব। *

মেজর ব্রডফুটের ক্রিয়াকলাপ অতিশয় গর্হিত ও সন্নীতিবহির্ভূত। তিনি সদর্পে ঘোষণা করিলেন যে, লাহোর-অধীনস্থ শতদ্রুবিধৌত প্রদেশগুলি পাতিওয়ালা ও অপরাপর সামন্তরাজ্যের সহিত সমস্তই ইংরাজের আশ্রিত হইল এবং উক্ত রাজ্যগুলি দলিপ সিংহের মৃত্যু অথবা রাজ্যচ্যুতির পরে ব্রিটিস সিংহের কুক্ষিগত হইবে। কি নিদারুণ রাজনীতি! পঞ্চনদ এখনও স্বাধীন, তাহার অধীশ্বর দলিপ সিংহের সহিত ইংরাজ পবিত্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। লাহোর-শাসিত প্রদেশগুলিতে ইংরাজগণের কোন অধিকার নাই, অথচ জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী ঘোষণা করিলেন যে, এই প্রদেশগুলি দলিপ সিংহের অবসানে ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইবে। এইরূপে অপ্রার্থিত ও অনাহুত হইয়াও তিনি লাহোরের অধীনস্থ এই প্রদেশগুলিকে ইংরাজ-আশ্রয় প্রদানে অগ্রসর হইলেন। অহো পরোপকারিতার কি সুন্দর দৃশ্য! ব্রডফুট আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি সদর্পে স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শন নিমিত্ত লাহোর-শাসিত আনন্দপুরের ধীরপ্রকৃতি অধিবাসীগণের ব্যাপারে বলপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইলেন। †

ইহার পর লাহোর-অধীনস্থ কট্‌কপুরায় তত্রত্য সচরাচর রক্ষিত অশ্বা-

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp 294, 295

† Ibid pp 295, 296

রোহী পুলিস রক্ষকগণকে অবসর দানে কিম্বা তাঁহাদের সংখ্যা পরিবর্দ্ধন মানসে, লাহোর হইতে অতি অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী ফিরোজপুরের নিকটে শতদ্রু উত্তীর্ণ হয়। যদিও ১৮০৯ খৃঃ অব্দের সন্ধির দ্বিতীয় ধারা শিখ গবর্ণমেণ্টকে শতদ্রুর বামপুলিনে তাহাদের রাজ্যগুলির শাসন ও রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যকীয় সৈন্যসংখ্যা সংস্থাপিত করিতে বলিতেছে; তথাপি মেজর ব্রডফুট একেবারে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। কারণ তাহারা তৎকালীন উভয়পক্ষীয় এক বন্দোবস্ত অনুযায়ী ব্রিটিস এজেণ্টের অনুমতি গ্রহণ করে নাই, কিন্তু এত অল্পসংখ্যক সৈন্য যে উদ্দেশে যাইতেছে, তাহা কখন উক্ত বন্দোবস্তের বিরোধী হয় নাই। তিনি তাহাদিগকে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি একেবারে সৈন্য সমেত তাহাদিগের পশ্চাদনুবর্ত্তী হইয়া তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করিলেন। কিন্তু শিখনেতার সহিষ্ণুতাই কেবল সেই মিত্র-প্রেরিত অস্ত্রচালনার প্রত্যুত্তর দানে ক্ষান্ত হয়। পাছে আত্মরক্ষা নিমিত্ত অস্ত্রবর্ষণ সমগ্র পঞ্চনদের উচ্ছেদসাধক হয়, সে নিমিত্ত শিখনেতা অতিমাত্র সহিষ্ণুতার বশবর্ত্তী হইলেন। মেজর ব্রডফুটের এই উদ্ধত আচরণগুলি কতদূর দোষাবহ, তাহা ভারতীয় ইতিহাসবেত্তার বলিবার প্রয়োজন নাই। কথিত আছে, স্বয়ং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই তাঁহার অদ্বিতীয় রাজকর্ম্মচারী শ্রীমান্ ব্রডফুটের ক্রিয়াকলাপে বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু পক্ষপাতশূন্য ইতিহাসকার ইহাও বলিতে বাধ্য যে, ব্রিটিস সিংহ তাঁহার এজেণ্টের আচরণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া নিশ্চেষ্ট ও নিরপেক্ষ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।*

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শতদ্রুর বক্ষোপরি নৌসেতু ভাসমান করিতে নৌকা সমুদয় বোম্বাই নগরে প্রস্তুত হইতেছিল; ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের শরৎকালে সমুদায় নৌকা ফিরোজপুরাভিমুখে প্রেরিত হইল। কিন্তু ব্রডফুট অমনি আদেশ করিলেন যে, এই নৌকাগুলি দৃঢ় সৈন্যবলে রক্ষিত

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p 296.

হইয়া প্রেরিত হইবে। ইহাতে তিনি একপ্রকার ইঙ্গিতে জানাইলেন যে উভয়পক্ষের যুদ্ধ অনিবার্য্য। যদিও ব্রডফুটের এইরূপ অব্যবস্থিত ক্রিয়াকলাপ পঞ্চনদকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছিল, যদিও এইরূপ রাজনীতি শিখগণকে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন করিতেছিল, তথাপি শিখগণ ইংরাজের সহিত মিত্রতাসূত্র হইতে একপদও বিচলিত না হইয়া পবিত্র সত্য রক্ষা করিতে কাতর হয় নাই। এমন কি, ব্রডফুটের এরূপ যথেচ্ছাচারিত্বে আপ্যায়িত হইয়াও শিখগণ ভদ্রতা, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য ব্যতীত আর কিছুই প্রদর্শন করেন নাই। ইংরাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ-নির্ম্মিত বাষ্পীয় পোত সতত শতদ্রু-বক্ষে রক্ষকশূন্য হইয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করিত, আর একখানি বহুদিবসাবধি ফিরোজদুর্গের শিখকামান-মুখে শতদ্রুপরি নঙ্গর করিয়াছিল; কিন্তু ভদ্রতা ভিন্ন ইংরাজেরা আর কিছুই শিখগণের নিকট প্রাপ্ত হয়েন নাই। মেজর ব্রডফুটের প্রতি কার্য্যেই শত্রুতা ব্যতীত মিত্রতার ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রতি কার্য্যেই তাঁহার পূর্ব্বসঙ্কল্পিত বিদ্বেষভাবে অবিচ্ছিন্নরূপে বিজড়িত। মেজর ব্রডফুট এজেণ্ট পদাভিষিক্ত হওয়াতেই যে শিখজাতির সহিত সমর, অকালে অতি শীঘ্রই সংঘটিত হইয়াছে, এবিশ্বাস এমন কি, তৎকালীন সাধারণ ইংরাজগণের হৃদয়েও স্থান পাইয়াছিল। তাঁহাদের এমন বিশ্বাস ছিল যে, যদি ব্রডফুটের পূর্ব্ববর্ত্তী এজেণ্ট তৎপদে সমারূঢ় থাকিতেন, তাহা হইলে কখনই যুদ্ধ ঘটিত না।*

মেজর ব্রডফুট কতদূর শিখবিদ্বেষী ছিলেন, তাহা তাঁহার পত্র পাঠেই বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়। অবাধ্য মূলরাজ ব্রডফুটকে ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের ১৯ মার্চ্চ তারিকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে, যদি লাহোর দরবার, দাবী পূরণার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন। ইংরাজ ও শিখরাজ্যের সীমান্ত দেশীয় মিত্রতা ও শান্তি-রক্ষক বৃটিস-এজেণ্ট কর্ত্তৃক এরূপ অবাধ্য সামন্তের পত্র পরিগৃহীত হওয়া কোন প্রকারেই ন্যায়সঙ্গত নহে। কিন্তু ব্রডফুট এই পত্রখানি কেবল

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp 296, 297.

যে গ্রহণ করিলেন এমন নহে, তিনি আরও সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইংরাজ-প্রদেশগুলিও শিখসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে। এই বিচিত্র ন্যায়ে পরিচালিত হইয়া পণ্ডিতপ্রবর ব্রটফুট অমনি ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসের ২০ এ তারিখে পঞ্চনদ-ব্যাপারে লিপ্ত, প্রত্যেক ক্ষমতাশালী ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণকে বিদিত করিলেন যে, ইংরাজপ্রদেশ শিখগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে। ইহাতেও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, মহাবীর সিন্ধুবিজেতা নেপিয়রকে জ্ঞাপন করিলেন যে, মুলতানপতি মূলরাজ তাঁহার প্রাদেশিক সৈন্যের বলে সিন্ধু রক্ষা করিবেন। এইরূপেই ব্রডফুট অনুমান করিয়াছিলেন যে, তিনি মুলতানপতিকে লাহোরের অধীনতা-সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। *

ইতিমধ্যে সিন্ধুবিজেতার আচরণ শিখজাতির কতদূর অসন্তোষজনক হয়, সে বিষয়ের বর্ণনা অতি প্রয়োজনীয়। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের নিদাঘে, মুলতান হইতে কতকগুলি অশ্বারোহী পুরুষ, লুণ্ঠনশীল কতিপয় দস্যুগণের অনুসরণ করিয়া সিন্ধুপ্রদেশের সীমান্তভাগে উপস্থিত হয়েন। পার্ব্বতীয় সিন্ধুপ্রদেশ ও সিন্ধুবিধৌত প্রদেশমধ্যে কোন সীমানাবিভাগ নিরূপিত ছিল না। অধিকন্তু সেই মুষ্টিমেয় অশ্বারোহীর উদ্দেশ্যও অতি সুস্পষ্ট ও সরল ছিল; কেবলমাত্র দস্যুদমনই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ বীর নেপিয়ার তৎক্ষণাৎ সীমান্তপ্রদেশের শান্তিবিধানার্থ কস্‌মরে কতিপয় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। লাহোরস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ সিন্ধুবিজেতার এই আচরণে সচকিত হইয়া সতর্কিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রণ-বীর নেপিয়রের এই রুক্ষ আচরণ ইংরাজগণের সমরেচ্ছার অপর এক প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইল। ইহাও সম্যক্ প্রকাশিত ছিল যে, নেপি-য়র কস্‌মরে বহুসংখ্যক সেনানিবেশ করিতে সাতিশয় ইচ্ছুক হয়েন; কিন্তু সমুচ্চ গবর্ণমেণ্ট এই মন্তব্য গ্রাহ্য করেন নাই। পুনরায় সার্ চার্লস্ নেপিয়র বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজ পঞ্চনদ প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। †

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p 297.

† Smith's Reigning Family of Lahore, introduction, p xxxii.

যখন ইংরাজের সমুচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপে শিখগণকে বিস্ময়াপন্ন করিতেছিলেন, তখন ভারতীয় সংবাদপত্র লেখকগণ তাঁহাদের অদ্ভুত মন্তব্যে শিখগণকে অস্থির করিতে ত্রুটি করে নাই। এমন কি তাঁহারা তৎকালে শিখসমর অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যদৃচ্ছায় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এইরূপ নানাবিধ ঘটনায় পরিক্ষুব্ধ ও বিচলিত শিখগণ মেজর ব্রডফুটের আর এক অন্যায় আচরণে একবারে প্রমত্ত হইয়া উঠিল। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসের প্রাক্কালে ব্রডফুট লুধিয়ানার নিকটস্থ দুইটী শিখপ্রদেশ কিছুকালের নিমিত্ত করায়ত্ত করিলেন। এই সাতিশয় অন্যায় ব্যাপারের কারণস্বরূপ তিনি নির্দ্দেশ করিলেন যে, কতকগুলি অপরাধী এই প্রদেশদ্বয়ে লুক্কায়িত থাকে, তাহাদিগকে ইংরাজকরে অর্পণ করা হয় নাই। এই ব্যাপার নিতান্ত অন্যায়। শিখ ও ইংরাজ উভয়েই এক্ষণে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। যদিও ব্রডফুটের উক্ত ঘটনা সত্য হয়, তথাপি লাহোর-দরবারকে এবিষয়ে জ্ঞাপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা তাহার প্রতিবিধান করিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া ব্রডফুট অনায়াসেই স্বাধীন মিত্র নরপতির উক্ত প্রদেশদ্বয় করায়ত্ত করিলেন। সৌহার্দ্দের কি সুন্দর আদর্শ!! মিত্রতার কি উদার-পরিচয়!!!* পুনরায়, ইহা বলা হইল যে, ভাওয়ালপুর অচিরাৎ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইবে। ভাওয়ালপুর-রাজ, ইংরাজের সাধ্যমত সহায়তা করায় ইংরাজ সন্তুষ্ট হইয়া, পারিতোষিক স্বরূপ তাঁহাকে ভাওয়ালপুর প্রদান করেন। "কিন্তু বৃটিস ইণ্ডিয়ার চিরাগত রীতি-পদ্ধতি প্রদর্শন করিতেছে যে সাহেব কোম্পানী পূর্ব্বে যাহা দান করিয়াছেন, পরে তাহা পুনর্গ্রহণ করিতে পারেন"। †

ইংরাজ রাজপুরুষগণের আচরণে যখন রণজিৎ-রাজ্য প্রপীড়িত হইতেছিল, তখন তাহার প্রধান প্রধান সরদারগণ কি করিতেছিলেন? তাঁহারা কি পঞ্চনদের স্বাধীনতা রক্ষা হেতু প্রয়াস পাইতেছিলেন? তাঁহারা কি

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p 300.

† Torrens' Empire in Asia, p 332.

মাতৃভূমির সমুদ্ধারে চেষ্টিত ছিলেন? অতীতসাক্ষী পবিত্র ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাঁহারা জননীজন্মভূমির উচ্ছেদসাধনে কৃতপ্রযত্ন ছিলেন, তাঁহারা ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতায় সুবিখ্যাত শিখবাহিনীর উচ্ছেদ সাধনের উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের বিশ্বাসঘাতকার পুরস্কার প্রাপ্তির আশ্বাসে আশ্বস্ত হইতেছিলেন। এই অকর্ম্মণ্যগণ শিখসৈন্যের পরিচালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। খালসার প্রচণ্ড তেজোমুখে তাহারা নিতান্ত ভীরুর ন্যায় অবস্থিত। এই দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাদের ক্ষীণ ক্ষমতা রক্ষা নিমিত্ত যে ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয়, সেই নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতাই চিরদিনের নিমিত্ত পঞ্চনদকে বীরশূন্য করে; সেই পাপেই পঞ্চনদ স্বাধীনতার সমুচ্চ শিখর হইতে পতিত হয়। এই সরদারগণ দেখিল যে, বীর্য্যবান রণজিৎ-বাহিনীর এককালে উচ্ছেদ সাধন ব্যতীত নিষ্কণ্টক হইয়া আলস্য ও বিলাসিতায় জীবন অতিবাহিত করা প্রায় একপ্রকার অসম্ভব; সুতরাং তাহারা প্রবলপরাক্রান্ত বৃটিস সিংহের সহিত গোপনে মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়া, সেই শিখসৈন্যের বিনাশের উপায় উদ্ভাবনে সযত্ন হইল। তাহারা ইহা একপ্রকার জ্ঞাত ছিল যে, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ও দুর্দ্দান্ত ব্রিটিস সিংহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শিখসৈন্যের উচ্ছেদ সাধন অবশ্যম্ভাবী! বিশেষতঃ ইংরাজ এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগকে বিজিতরাজ্যের উচ্চপদ প্রদানে সম্মানিত করিবেন তাহাদিগের এ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ইংরাজের সহিত এই বিষম সমরে রণজিৎ-রাজ্য যে চিরকালের নিমিত্ত স্বাধীনতার বিমলগৌরব হারাইয়া বীরশূন্য হইবে, দাসত্বকামী এই ব্যক্তিগণ তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া, সেই বিষম স্বাধীনতালোপী সমরের প্রবর্ত্তক হইল। সভ্যতামার্গের শীর্ষদেশে আসীন ইংরাজ এই বিশ্বাসঘাতকগণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; তাহাদিগকে মনোনীত আশ্বাসে আশ্বস্ত করিতে ত্রুটি হইল না। এই স্বদেশবৈরিগণ মধ্যে লাল সিংহ ও তেজ সিংহ উভয়েই বিখ্যাত। তাহারা শিখবাহিনীগণকে ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তোলন করিতে বারম্বার উত্তেজনা করিতে লাগিল। কিন্তু যদি তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিখসেনানীসমিতি ইংরাজকর্ম্মচারীগণের যথেচ্ছাচার এবং সামরিক সজ্জায় স্তম্ভিত না হইত

তাহা হইলে কখনই তাহারা লাল সিংহ কিম্বা তেজ সিংহের ন্যায় অকর্ম্মণ্য সেনাপতির আদেশে আস্থা প্রদর্শন করিত না। কিন্তু পূর্ব্বে তাহারাই পঞ্চনদ-সিংহ রণজিতের আদেশে অননুসন্ধিৎসু হইয়া মোগলরাজধানী দিল্লীমুখে সহাস্যবদনে গমন করিতে পারিত। এইরূপ ব্যাকুলিত শিখগণ তাহাদের সৈন্যকে বলিতে লাগিল, "যখন খালসারাজ্য বিজাতীয় কর্ত্তৃক ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, যখন লাহোরের সমতলভূমি বিদেশীয় ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইতেছে, তখন তোমরা কি নিশ্চিন্ত থাকিবে?" প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিল যে "জীবন উৎসর্গ করিয়া গুরুগোবিন্দের সাধারণ তন্ত্রের মঙ্গল ও রক্ষারূপ মহা-ব্রতে তাহারা আত্মোৎসর্গ করিবে এবং বিজাতীয়গণেরই ভূমিতে তাহাদিগকে সমরে আহ্বান করিবে"। *

এই সময়ে সীমান্ত বিভাগে গবর্ণর জেনারলের দ্রুত আগমনবার্ত্তা শ্রবণে শিখসেনাসমিতি একপ্রকার স্থির করিল যে, যুদ্ধ অনিবার্য্য। নগরবাসিগণের মধ্যে আশু ঘোর সমর-বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল এবং তাহারা মৃত রণজিৎ-সিংহের সমাধি-স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে পবিত্র ধর্ম্ম ও জন্মভূমির রক্ষাব্রতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। † এইরূপে শিখগণ ইংরাজের সহিত সমর করিতে বাধ্য হয়। নবেম্বর মাসের ১৭ই তারিখে শিখ-রণভেরী ইংরাজগণের সহিত রণবিঘোষণ করিল। কিছুদিবস পরেই লাহোর হইতে সৈন্য প্রেরিত হইতে আরম্ভ হইল। ডিসেম্বর মাসের একাদশ দিবসে তাহারা শতদ্রু উত্তীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল এবং চতুর্দ্দশ দিবসে ফিরোজপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে সেনা স্থাপন করিল। ‡

শিখযুদ্ধের নিমিত্ত দায়ী কে? পক্ষপাতশূন্য ইতিহাসকার নির্ভয়ে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন,—ইংরাজগণ। পঞ্চনদবাসিগণের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে ইংরাজগণের যে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, তাঁহাদের আচরণ তাহার

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849. pp. 299, 300.

† Ibid. pp. 300.

‡ Cf. The Governor General, to the Secret Committee 2nd and 31st December, 1845, Parliamentary Papers 1846.

কিছুমাত্র পরিচয় প্রদান করে না। সেই আচরণ পবিত্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকার বিষম অন্তরায়; ইতিহাসের উজ্জ্বল নিদর্শন পাঠে যাঁহারা বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন ও মানবচরিত্রে যাঁহাদের গভীর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে ইহা সেই সভ্যজাতির উচ্চজ্ঞান, বহুদর্শিতা ও ভবিষ্যদর্শিনী বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিরোধী। এইরূপে প্রথম শিখযুদ্ধ সংঘটিত হইল।*

সাধারণ ইংরাজ ইতিহাসকারগণ যদিচ্ছায় যাহা বলেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, মহামতি সার্ হেনরী লরেন্স দারুণ ভ্রমে পতিত হইয়া বলিয়াছেন যে, "শিখযুদ্ধের প্রকৃত কারণ শিখগণের প্রমত্ততা;—গবর্ণমেণ্ট বা তাহার প্রতিনিধিগণের ক্রিয়া-কলাপ নহে"।† বোধ হয় ব্রডফুটের যথেচ্ছাচারপূর্ণব্যাপারের বিষয় তিনি সম্যক্ বিদিত ছিলেন না। অধিক কি, শিখবিদ্বেষী মেজর জি, সি, কারমিকেল স্মিথও সত্য বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ইংরাজগণ শিখদিগের প্রতি যে অতিশয় ভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন, এবং শিখগণ যে কোনরূপ প্রবর্ত্তনা না পাইয়া অকারণে যুদ্ধ সংঘটন করিয়াছে তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন যে, "আমি কেবল জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি প্রথমে মিত্রতাসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হই নাই? যদি অপর পক্ষে ১৮০৯ খৃঃ অব্দের সন্ধি উভয় পক্ষ মধ্যে প্রবল থাকে, তবে কে প্রথমতঃ মিত্রতাসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইল? আমার এই সুনিশ্চিত মত যে, আমরাই প্রথমতঃ সন্ধিভঙ্গ করিয়াছি"।‡

———

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849. pp. 300, 301.

† Sir Henry Lawrence's Essays, p. 264.

‡ Smith's Reigning Family of Lahore, introduction, pp. xi, xii. xiii.

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম শিখযুদ্ধ— ১৮৪৫-১৮৪৬ খৃঃ।

গবর্ণর জেনেরলের সমর বিঘোষণ—শিখসৈন্যের রণনৈপুণ্য—আক্রমণকারী শিখসৈন্যের সংখ্যা—সরদার লাল সিংহ ও কাপ্তেন নিকলসন্—ফিরোজপুর শিখসৈন্য কর্ত্তৃক অনাক্রান্ত—মুদ্‌কির যুদ্ধ, সমরের ফলাফল, বন্দীগণের প্রতি শিখগণের সদ্ব্যবহার—ফিরোসহরের যুদ্ধ, হার্ডিঞ্জের বীরত্ব, লাল সিংহ ও তেজ সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরাজের পরিত্রাণ লাভ—ফিরোসহর-যুদ্ধের পরবর্ত্তী ঘটনা—বদোয়ালের যুদ্ধ, শিখসৈন্যের জয়লাভ—গোলাপ সিংহের মন্ত্রিত্ব—আলিওয়ালের যুদ্ধ, সরদার রণজোর সিংহের বিশ্বাসঘাতকতা, শিখসৈন্যের পরাজয়, ইংরাজ বন্দীগণের প্রতি শিখগণের অতিমাত্র ভদ্রব্যবহার—গোপনীয় সন্ধি—সোবরাওনের যুদ্ধ, শিখ ও ইংরাজশিবির, লাল সিংহের বিশ্বাসঘাতকতা, শ্যাম সিংহের প্রতিজ্ঞা, ইংরাজকর্ত্তৃক শিখসৈন্য সহসা আক্রান্ত, ভীষণ সংগ্রাম, শিখসৈন্যের অলৌকিক বীরত্ব, তেজ সিংহের দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা, শ্যাম সিংহের আত্মোৎসর্গ, শিখসৈন্যের বিনাশ সাধন, ইংরাজের জয়লাভ।

যখন ভারতের একপ্রান্তে সমরভেরী নিনাদিত হইল, তখন কোন্ অদীন সত্ত্ব মহাবীর বৃটিস ভারতের গৌরব সম্বর্দ্ধনার্থ রণজিৎ-রাজ্যবিরুদ্ধে

রণবেশে সজ্জিত হইলেন? যে শূরপ্রবর শ্বেতদ্বীপের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবীর ডিউক অব ওয়েলিংটনের বিচিত্র সমরে নিযুক্ত থাকিয়া বীরেন্দ্র-প্রবর নেপোলিয়নের অলৌকিক সমর-পাণ্ডিত্য অবলোকন করিয়াছিলেন, সেই সুবিখ্যাত ব্যক্তি এক্ষণে শিখবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। তিনি ডিসেম্বর মাসের প্রাক্কালেই প্রধান সেনাপতি লর্ড গফের সহিত মিলিত হইলেন! ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে তিনি লসকর-খানকি সরাই হইতে বিঘোষণ করিলেন যে, "শিখসৈন্য এক্ষণে অকারণে ইংরাজের রাজ্যসীমা আক্রমণ করিয়াছে; সুতরাং সমুচ্চ ব্রিটিস রাজের সম্মান হেতু, তিনি সন্ধিভঙ্গকারিগণের এবং সাধারণ শান্তিভঙ্গকারিগণের সমুচিত শাস্তিবিধানে অবশ্য হস্তক্ষেপ করিবেন। এতদ্দ্বারা তিনি জ্ঞাপন করিতেছেন যে, শতদ্রুর বামতীরস্থ মহারাজ দলিপ সিংহের সমুদয় প্রদেশের সত্বাধিকার ব্রিটিস রাজ্যান্তর্ভূত হইল।"

শিখগণ শতদ্রু অভিমুখে আসিতেছে শ্রবণমাত্র আম্বালা, লুধিয়ানা ও ফিরোজপুর হইতে ইংরাজসৈন্য প্রেরিত হইতে লাগিল। আম্বালা হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশে ইংরাজের সর্ব্বসমেত ৩২,৪৭৯ সৈন্য সন্নিবেশিত ছিল। তন্মধ্য হইতে আপাততঃ ১৭,০০০ সৈন্য ও ৬৯ টী তোপ প্রেরিত হইল। এপর্য্যন্ত ইংরাজের শিখসৈন্যের রণনৈপুণ্যে বিশেষ আস্থা ছিল না। তাঁহারা তাহাদিগকে ভীরু ও বৃথা গর্ব্বী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহারা কেবলমাত্র সুদৃঢ় পদচালনায় এবং কিয়ৎকাল গোলাবর্ষণে শিখগণের পরাজয় সাধন করিবেন। কোন প্রকার সমরকৌশল বা দীর্ঘকালব্যাপী রণসজ্জার প্রয়োজন হইবে না।* কিন্তু যাঁহারা ভারতীয় চরিত্র স্তরে স্তরে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের হস্তে শিখগণ এরূপ অনাদৃত হয় নাই। সুবিখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক হণ্টরসাহেব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, অবিচলিতশক্তি ও জ্বলন্ত ধর্ম্মানুরাগে ক্রমওয়েলের সুবিখ্যাত আয়রন্ সাইড্স্ নামক রণচমূই শিখসৈন্যের একমাত্র উপমাস্থল।†

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849. p. 302.

† Encylcopædia Britannica, Ninth edition, Vol. XII. p. 808.

লেফটেনণ্ট কর্ণেল লরেন্সের মতে শিখসৈন্য অপরাপর ভারতীয় সেনার ন্যায় উত্তম।* সিপাহীযুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার কে সাহেব শিখসৈন্যের শূরোচিত গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদিগের স্তুতিবাদে কাতর হয়েন নাই। এবং আর একজন ঐতিহাসিকও বলিয়াছেন যে, ইংরাজ যে সমুদয় অরির সহিত ভারতে যুদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শিখগণ সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও উত্তমরূপ শিক্ষিত। †

শিখসৈন্যের সংখ্যা বড় অধিক ছিল না, কিন্তু ইংরাজ স্বীয় গৌরববর্দ্ধন নিমিত্ত তাহাদের সংখ্যা অতিরঞ্জিত করিয়া নির্দ্দেশ করেন। আক্রমণকারী শিখসৈন্যের সংখ্যা প্রায় ত্রিংশৎ বা পঞ্চত্রিংশৎ সহস্রের অধিক ছিল না। এতদ্ব্যতীত ১৫০ টি কামান তাহাদের বলবর্দ্ধন করে। ‡

শিখগণ বীরবেশে গুরুগোবিন্দের সাধারণতন্ত্রের মঙ্গল হেতু দণ্ডায়মান হইলে, দুরাচার লাল সিংহ এই মহান ব্রতে ব্রতী রণবীরগণের উচ্ছেদ-সাধন বাসনায় তৎকালীন ব্রিটিস এজেণ্ট কাপ্তেন নিকল্‌সনের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত হইল। লাল সিংহ শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়াই নিকল্‌সনকে এই পত্র লিখিল, "আমি শিখসৈন্য সহিত শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমি ইংরাজের মিত্র ইহা আপনি বিলক্ষণরূপেই পরিজ্ঞাত আছেন। এখন বলুন, আমায় কি করিতে হইবে?" নিকল্‌সন প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "ফিরোজপুর আক্রমণ করিবেন না। যত দিবস বিলম্ব করিতে পারেন, তাহা করিবেন এবং তৎপরে গবর্ণর জেনেরলের অভিমুখে সৈন্য চালনা করিবেন"। লাল সিংহ তাহাই করিল। ফিরোজপুর রক্ষা পাইল। ¶ ফিরোজপুরে সার্ জন লিট্‌লার প্রায় ৮০০০ সহস্র সৈন্যমাত্র লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তথাপি শিখনায়ক সেই অল্পসংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল না। লাল সিংহ ও তেজ সিংহের এমন ইচ্ছা ছিল

---

* The Calcutta Review. Vol. 111. p. 176.

† Edwards' Reminiscences of a Bengal Civilian. p. 82.

‡ Cunningham's History of the Sikhs, 1849. p. 303.

¶ Ludlow's History of British India, Vol. 11, p. 142.

না যে, ইংরাজগণের এক সৈন্যবিভাগ বিনষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের কোপ-বহ্নিতে পতিত হয়, কিন্তু যাহাতে ইংরাজগণের সমগ্র সেনা কর্ত্তৃক শিখসেনা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়, ইহাই তাহাদিগের নিতান্ত অভিলাষ এবং এইরূপ আচরণে বিদেশীয়গণকে সন্তুষ্ট করিয়া, পরাধীনরাজ্যে সচিবত্ব পদ প্রাপ্তির আশায় তাহারা উল্লাসিত ছিল। ফিরোজপুর আক্রান্ত হইল না। এইরূপে বিশ্বাসঘাতকগণ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণকে স্বীয় মিত্রতার পরিচয় প্রদান করিল; * কিন্তু শিখ সৈন্যেরা বারম্বার লাল সিংহকে ফিরোজপুরে লিট্‌লরের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে বলিলে, বিশ্বাসঘাতক তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত বলিল যে "তিনি ইংরাজদিগের প্রধান সেনানীর সহিত সমর করিতে চাহেন, অন্যান্য ব্যক্তিকে তিনি গ্রাহ্য করেন না"। † এইরূপে ফিরোজপুরস্থ ইংরাজগণ শিখসেনানীর বিশ্বাসঘাতকতায় আশু সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা পাইল। যদি বিশ্বাসঘাতক লাল সিংহ ফিরোজপুরের ইংরাজ শিবির আক্রমণ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইংরাজগণের মুষ্টিমেয় সৈন্য বিনষ্ট হইত, এবং তৎপরে সেই সমগ্র বিজয়ী সৈন্য লইয়া তৎকালে আট সহস্র সৈন্যমাত্র-সহায়ে দণ্ডায়মান হার্ডিঞ্জকে আক্রমণ করিলে, কোনমতেই ইংরাজগণের নিস্তার থাকিত না।‡ এমন কি, এরূপ স্থলে শত্রুপক্ষীয় কাহার বিশ্বাসঘাতকতাও ইংরাজগণকে তাহাদের সুনিশ্চিত সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইত না। ¶

জনৈক ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন, এই সময়ে যদি মহারাজ রণজিৎ সিংহ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়াই প্রথমেই তত্রত্য ইংরাজগণের প্রদেশ এবং তাঁহাদের আশ্রিত প্রদেশগুলির লুণ্ঠন ও উচ্ছেদসাধনই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইত। কিন্তু এরূপ উপায় শিখনায়কগণ অবলম্বন করে নাই। ইহার পরিবর্ত্তে শিখসরদারগণ তাহাদের সৈন্যগুলিকে

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849. p. 304.

† M 'Gregor's History of the Sikhs. Vol. 11. p. 81.

‡ Sir Charles Napier's Correspondence. Vol. 1V. p. 669.

¶ Ludlow's History of British India. Vol. 11. p. 142.

একস্থানে রাখিয়া ইংরাজকে শিখসৈন্যের বিনাশের বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া দেয়। লাল সিংহ যদি এই সেনাগুলিকে একস্থানে সমবেত না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিকীর্ণ করিয়া রাখিত, তাহা হইলে এই যুদ্ধের অবসান হইতে কিছু বিলম্ব ঘটিত। কিন্তু এরূপ ক্রিয়াকলাপ লাল সিংহের ইচ্ছা ও আশার বিরোধী। * পুনরায়, বহুসংখ্যক কামান অপরিমিত রসদাদি ও বারুদ যেরূপ সত্বরে এক বৃহৎ নদীর পরপারে আনীত হয়, তাহাই শিখ-সেনানীগণের বিশ্বাসঘাতকতার ও রণমূর্খতার সবিশেষ পরিচয় দিতেছে।

রাজ্যের সচিব ও প্রধান সেনাপতি যখন তাহাদের সমুচ্চ পদের সুযোগ লইয়া এইরূপ নীচ বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যাপৃত, তখন স্বদেশহিতব্রতে দীক্ষিত রণবিশারদ খালসা সৈন্য এই জাতীয় ঘোরতর ব্যাপারে আত্মোৎ-সর্গ কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত করিল। প্রত্যেক শিখের হৃদয়ে মাতৃভূমির উদ্ধারসাধনাই মূলমন্ত্র, প্রত্যেকেই সেই মহোচ্চ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় কার্য্য করিতে ও বন্দুক গ্রহণে এই উভয় কার্য্যেই প্রফুল্লান্তঃকরণে তৎপর। তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট-চিত্তে বৃহৎ কামান বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইবে, গো শকট ও উষ্ট্র পরিচালনা করিবে এবং নৌকা বোঝাই ও খালি করিবে। † স্বদেশ-হিতব্রতরূপ মহাব্রতে দীক্ষাই এইরূপ কার্য্যের একমাত্র সঞ্জীবনী শক্তি। শিখ সৈন্য অতি নির্ভীক ও ক্ষমতাপন্ন, কিন্তু যাঁহাদিগের সহিত সমরে তাহারা সাশ্বাসে অবতীর্ণ, তাঁহারা অপর আর কেহই নহেন। যাঁহাদের রণশৌণ্ডতা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিঘোষিত; যে মহাবীরগণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মহারাষ্ট্র, পাঠান ও মোগল একে একে সকলেই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে; যাঁহাদের প্রচণ্ডবিক্রমে সমগ্র ভারত প্রকম্পিত, সেই সুপ্রসিদ্ধ রণবীর ইংরাজগণের সহিত প্রচণ্ড সমরে নবজাত খালসার নির্ভীকতা আকস্মিক আশঙ্কায় পরিণত হইল।

১৮৪৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের অষ্টাদশ দিবসে, ইংরাজ ও শিখের

---

* M 'Gregor's History of the Sikhs. Vol. 11. pp. 81-82.

† Cunningham's History of the Sikhs, 1849. p. 305.

প্রথম সমর হয়। ইংরাজসৈন্যের এক বিভাগ ও শিখসৈন্যের এক অংশ মুদ্‌কিতে বীরত্বের প্রথম লীলাভিনয় প্রদর্শন করে। সৈন্যসংখ্যা উভয়-পক্ষেই প্রায় তুল্য ছিল। ইংরাজের পক্ষে ১১,০০০ সৈন্য সদর্পে কৃপাণ ধারণ করিল। এবং শিখপক্ষে দ্বিসহস্র ন্যূন পদাতি ও আট কিম্বা দশ সহস্র অশ্বারোহী * দ্বাবিংশতি তোপ † সমভিব্যাহারে মুদ্‌কি-রণক্ষেত্রে ইংরাজসেনার সম্মুখীন হয়। ‡ ইংরাজসৈন্য ফিরোজপুর হইতে প্রায় দশ ক্রোশ অন্তরিত মুদ্‌কি নামক স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র শিখগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। এই যুদ্ধে লাল সিংহ শিখগণের সেনাপতি। এই ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বমত অভিসন্ধি অনুযায়ী শিখসৈন্যকে ইংরাজগণের সহিত সমরে লিপ্ত করিয়াই তাহাদিগের পরিচালনা হইতে নিবৃত্ত হইল। ¶ যদিও কোন সেনানী তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে না, তথাপি তাহাদের অলৌকিক রণ-শৌর্য্যের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইল না। মহাবীরত্বে ও অতিমাত্র ক্ষিপ্রতায় তাহারা মহাবীর ইংরাজের সহিত ঘোরতর সমরে লিপ্ত হইল। অমনি ইংরাজ রণদীক্ষিত সুপ্রসিদ্ধ সিপাহী সৈন্য শিখগণের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিতে সদর্পে অগ্রসর হইল। সুবিখ্যাত সিপাহীগণের সহিত রণজিৎ সিংহ-সুশিক্ষিত শিখসৈন্যের এই প্রথম সংঘর্ষণ ভারত-ইতিহাসের এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়। যে অল্পপরিমিত সিপাহীসৈন্য দুর্দ্ধর্ষ বিক্রমে, কাডালোরের ভীষণ সমরক্ষেত্রে (এমন কি, যখন তাহাদের শিক্ষাগুরু মহাবীর-ইংরাজ ভয়ে কম্পায়মান) সমরবিৎ ফরাসীসৈন্যের ঘোরতর বিপর্য্যয়

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849. p. 306.

† The Calcutta Review. Vol. XVI. p. 489.

‡ ইংরাজ ইতিহাসকারগণ প্রায় সকলেই শিখগণের সেনা অতি বর্দ্ধিত করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা প্রসিদ্ধ শিখজাতির ইতিহাসকার কানিংহামের অনুসরণে শিখসংখ্যা এরূপ লিপিবদ্ধ করিলাম। কাপ্তেন নিকলসনের তৎকালীন গোপনীয় রাজবৈষয়িক পত্রপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মুদ্‌কিতে শিখসংখ্যা প্রায় সার্দ্ধ তিন সহস্র হইবে।

¶ Cunningham's History of the Sikhs, 1849. p. 306.

সাধন করে ও সার্দ্ধ তিন শত অরিসেনাকে চিরকালের মত সেই চিরস্মরণীয় সমরক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত করিয়াছিল; যে সিপাহীসৈন্যের প্রচণ্ড রণ-বীর্য্য ইংরাজ উৎপাতকেতু দোস্ত মহম্মদকে পরিশেষে পরওয়নের সমরে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করে, যে সিপাহীসৈন্যের অতুল সাহায্যে মেজর পপ্‌হেম্ অলঙ্ঘ্য গোয়ালিয়র দুর্গ লঙ্ঘন করিয়া সেইস্থানে ব্রিটিস পতাকা উড্ডীন করিতে সক্ষম হয়েন, যে সিপাহীর অদম্য আক্রমণে কর্ণেল হওয়াটের পদতলে আগ্রা বিনত হয়, যে সিপাহীর অলৌকিক সমরবিক্রমে ভরতপুর-দুর্গের প্রথম অবরোধে, একমাত্র বৃটিস পতাকা সেই দুর্ব্বার দুর্গের প্রাকারে নিখাত হয়, মেলওনের সমরে যাহারা দুরন্ত গুরখা সৈন্যের পরাজয় সাধন করে, এবং সীতাবল্‌দির সুবিখ্যাত সমরে যাহারা অলোকসামান্য সাহসে দ্বিশতগুণ অরিসংখ্যার সহিত অত্যদ্ভুত যুদ্ধ করিয়া ছিল, করিগেয়মের চিরপ্রসিদ্ধ সমরে যে সিপাহী ৮০০ সৈন্য-মাত্র সংখ্যাবদ্ধ হইলেও পেশোয়ার সমগ্র বাহিনীর সহিত ভয়ঙ্কর সমরে লিপ্ত হয়, এবং পরিশেষে কর্ণেল এডেম্‌স কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সেই বিপুল সৈন্যকে পরাস্ত করে, সেই সুপ্রসিদ্ধ রণবীর ইংরাজ-শিক্ষিত সিপাহীসৈন্যের সহিত রণজিৎ-শিক্ষিত শিখসৈন্যের প্রথম সংঘর্ষণ সাতি-শয় বিস্ময়কর ও শিখযুদ্ধের এক প্রধান দৃশ্য। সদর্পে এক রেজিমেণ্ট সিপাহী-সৈন্য শিখমুখে ধাবমান হইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহারা অরাতির দুর্ব্বার আক্রমণে হতবীর্য্য ও পরাজিত হইয়া সেনাবিভাগের পৃষ্ঠদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। এই রেজিমেণ্টকে পুনরায় রণস্থলে আন-য়ন করিতে ভারতের প্রধান সেনাপতি মহাবীর গফকে অসামান্য ক্লেশ অনুভব করিতে হয়। শিখগণের অতিমাত্র ক্ষিপ্রতা ও রণনৈপুণ্য ক্ষণ-কালনিমিত্ত বিষম সমরশ্লাঘী ইংরাজসৈন্যেকেও অতিমাত্র বিচলিত করে। অধিক কি, সেই নিতান্ত ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলাবস্থায় ইংরাজ স্বীয় সেনাগণের উপরি গুলিবর্ষণ করিয়াছিল। তৎপরে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুস্থিরচিত্তে রণদুর্ম্মদ ইংরাজসৈন্য অমোঘ সাঙ্গিন হস্তে শিখসৈন্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হইল। স্থিরভাবে ও বীরদর্পে নেতৃহীন শিখগণ অরাতির সমক্ষে বক্ষ স্থাপন করতঃ পশ্চাৎ প্রত্যাগমন

করিতে লাগিল। পদে পদে তাহারা অনুসরণকারীর সহিত অমানুষী বীরত্বে সমর করিতে করিতে সার্দ্ধ দুই ক্রোশ অতিক্রম করিয়া যাইল। কেবল রজনীর সমাগম এই ভয়াবহ সমর স্থগিত করে। ১৭ টী তোপ ইংরাজের হস্তগত হইল। এই চিরস্মরণীয় ক্ষেত্রে ইংরাজের হতাহত সংখ্যা প্রায় ৮৭২ জন সৈনিক। সুপ্রসিদ্ধ রণবীর সার্ রবার্ট শেল এবং সেনানী ক্যাস্‌কিল চিরনিদ্রায় মুদ্‌কি-রণক্ষেত্রে শয়ান রহিলেন। শিখগণের হতাহত সংখ্যা ইংরাজের অপেক্ষা অধিক নহে। এইরূপে মুদ্‌কি সমরের অবসান হয়। জয়লক্ষ্মী সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের পক্ষ আশ্রয় করিল না, ইংরাজের ক্রিয়াকলাপ তাহা সম্যক্ প্রকটিত করিয়া দিতেছে। ইংরাজ সেই রজনীতেই আর কিছু প্রয়াস করিবার পূর্ব্বে সার্ জন লিট্‌লরের সহিত মিলিত হইতে বাধ্য হইলেন। *

মুদ্‌কি-যুদ্ধে শিখগণ ইংরাজ বন্দীগণের প্রতি যথোচিত সুব্যবহার করেন। লেফ্‌টেনণ্ট্ বিডল্পের শিখ-সেনাগারে বন্দীভাবে অবস্থান ও মুক্তিলাভ শিখসৌজন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। মুদ্‌কি-যুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্বে এই ইংরাজ কর্ম্মচারী আম্বালা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সৈন্যসহ মিলিত হইতে আসিতেছিলেন। মুদ্‌কিতে তিনি বন্দী হইয়া রাজা লাল সিংহের পটমণ্ডপে আনীত হইলেন। দুই দিবস শিখ-সেনা-বিভাগে বন্দীভাবে অবস্থান করিয়া তৃতীয় দিবসে তিনি শৃঙ্খলমুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে মুদ্‌কির যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ তাঁহার নিমিত্ত নিতান্ত শঙ্কিত রহিলেন। কিন্তু শিখগণ তাঁহাকে অভয়দান করিয়া অশেষ সৌজন্য প্রকাশানন্তর তাঁহাকে স্ব-শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে বলিলে, তিনি একাকী শিখসেনাবিভাগ অতিক্রম করিয়া ইংরাজ-শিবিরে যাইতে সাহসী হইলেন না। তিনি বলিলেন, এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া কিছুদূর গমন করিলে, অপরাপর শিখ তাঁহাকে হত্যা করিবে। এইবাক্য শ্রবণে দুইজন শিখ তাঁহার সমভিব্যাহারে গমনে প্রস্তুত হইল।

---

* Malleson's Decisive Battles of India. pp. 317, 318.

কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা তাদৃশ প্রভূত নহে যে, এই ইংরাজ তাহাদের সহায়তার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করিতে পারেন। এই আশঙ্কাও তাঁহার রহিল না। তোপরক্ষকের এক ভ্রাতা স্বয়ং সেই ইংরাজকে ইংরাজ-শিবিরে পৌঁছিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। সাহ্লাদে তাঁহারা পাঁচ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া ইংরাজশিবিরে উপস্থিত হইলেন। দয়ার্দ্রচেতা মহাবীর হার্ডিঞ্জ সেই সাহসী শিখকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিলেন; এবং ইংরাজশিবিরে তাঁহাকে নিযুক্ত হইতে বলা হইলে সেই সংব্যক্তি ঐ প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। বিড়ল্ল এরূপে মুক্তিলাভ করিয়া শিখ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্রার্থনা করিলে, প্রশস্ত-হৃদয় মহামনা হার্ডিঞ্জ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলেন যে, শিখগণের নিকট তিনি বিশেষ অনুগৃহীত। কেবল বিড়ল্লের মুক্তিলাভ শিখসৌজন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে না, আরও মহানুভাবতার পরিচয় পক্ষপাতশূন্য ইতিহাস প্রদর্শন করিতে বাধ্য। মুদ্‌কি-যুদ্ধের পরে কতকগুলি ইউরোপীয় সৈনিক ভ্রমক্রমে শিখ-শিবিরে গিয়া পড়ে। কিন্তু শিখগণ তাহাদিগকে বন্দী করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে অতিমাত্র ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করিয়া প্রত্যেককে একটি করিয়া টাকা দিয়া নিরাপদে স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি দেন। * শত্রুর প্রতি এরূপ দয়া ও সৌজন্যের দৃষ্টান্ত হিন্দুজাতির ইতিহাসে বিরল নহে।

ডিসেম্বর মাসের ২১এ তারিখে ফিরোসহর হইতে দুই ক্রোশ দূরে লর্ড গফের সৈন্য লিট্‌লরের সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। এইরূপে ইংরাজসৈন্য প্রায় ১৮,০০০ সৈনিকে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ৬৫ টি তোপ সমভিব্যাহারে ফিরোসহরে শত্রু-বিভাগ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। † সমগ্র ভারতের শাসনকর্ত্তা হার্ডিঞ্জ পূর্ব্বরজনীতে স্বীয় সমুচ্চ পদ উপেক্ষা

---

* M 'Gregor's History of the Sikhs. Vol. 11. pp 55-60.

† Martin's Indian Empire. Vol. 1. p. 454.. Cf. also the Calcutta Review. Vol. XVI. p. 472.

করিয়া গফের অধীনে দ্বিতীয় সেনাপতির পদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরাজ ও সিপাহী সৈন্য এই মহাবীরদ্বয় কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া গৌরবে বিস্ফারিত হইল। আক্রমণের উপায় নির্দ্ধারণে প্রায় সমুদয় দিবা অতিবাহিত হয়। সূর্য্য অস্তগমনের এক ঘটিকাকাল মধ্যেই এই বিস্ময়কর লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল।

মুদ্‌কি ও ফিরোজপুর হইতে ফিরোসহর প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই গ্রামে শিখগণ অশ্বপদের অনুকরণে ব্যূহ রচনা করিয়াছিল। এই ব্যূহ প্রায় ১২ রেজিমেণ্ট পদাতি ও ৮০০০ বা ১০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৮৮ তোপের দ্বারা সংস্থষ্ট। রণদর্পী ইংরাজ সুদৃঢ় সুশৃঙ্খলায় শিখবিরুদ্ধে ধাবমান হইল। অমনি তাহাদের প্রসিদ্ধ তোপ, আক্রমণকারী বাহিনীর সাহায্যার্থ অনর্গল অনলরাশি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। অনলবর্ষী সচল অচলের ন্যায় প্রচণ্ডবেগে প্রধাবিত ইংরাজ বাহিনীর অপ্রতিহত গতিরোধে নানকের সামরিক শিষ্যগণ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, বরং তোপের অব্যর্থ সন্ধানে, ক্ষিপ্রকারিতায় ও পদাতির সুন্দর রণকৌশলে, তাহারা ব্রিটিস-সেনার দুর্ব্বার গতিরোধে সক্ষম হইল। অসামান্য রণবীর নেপোলিয়নের বিজেতাগণও সেই অত্যদ্ভুত রণতেজে স্তম্ভিত হয়েন। উচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগে সমাগত ইংরাজ-সেনার অপ্রতিহত গতি, অচল শিখসৈন্যোপরি পতিত হইয়া যেরূপে প্রতিহত হইল, শ্বেতকারগণ কখনও সেরূপ প্রতিরোধ আশা করেন নাই। তাঁহাদের দুর্ব্বার-গতি প্রতিহত দেখিয়া বৃটানিয়ার প্রসিদ্ধ বীরগণ সবিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। অরাতির ভীষণ আক্রমনে তাঁহাদের তোপ, শকট হইতে ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল; বারুদরাশি প্রজ্জ্বলিত হইয়া শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া রণস্থলের ভীষণ দৃশ্য অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিল। কিন্তু সাহসী ইংরাজ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, শিখসৈন্যমুখে পুনরায় ধাবমান হইল। এইরূপে ইংরাজ বার বার শিখসৈন্যমুখে ধাবমান হইলেও শত্রুর অসীমবিক্রমে প্রতিহত হইয়া ইতস্ততঃ ছিন্নবিছিন্ন ভাবে প্রত্যাগমনে বাধ্য হয়। যদিও এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিতাড়িত হইতেছে, তথাপি নির্ভীকচিত্তে ইংরাজ শত্রুবিভাগে

ধাবমান হইতে কাতর হইতেছে না। ধন্য ইংরাজ! এরূপ সহিষ্ণুতা ও ধীরতা সমরক্ষেত্রে অতি অল্প সেনা প্রদর্শন করিতে সক্ষম। এইরূপে সায়ংকাল সমরভূমির সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সুবিস্তৃত অন্ধকার-নিচয়ে আবরণ করিল। কেবল একমাত্র বিস্ময়কর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়গুণে শত্রুবিভাগের অত্যল্পাংশমাত্র ইংরাজের করায়ত্ত রহিল।*

ঘোরতর ক্ষতি সহ্য করিয়া ইংরাজ, গৌরবে বিস্ফারিত শিখসৈন্যগণের সম্মুখে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাবস্থায় অবস্থান করিতেছে। ইংরাজের প্রশংসনীয় সুশৃঙ্খলতা ও ধীরতা আজি শিখবিক্রমে ঘোরতররূপে আলোড়িত। সমুদয় বিভাগের সেনা একত্রে মিশ্রিত হইয়া এক সুবিস্তৃত বিশৃঙ্খলতা সমুৎপাদন করিল। সেনানীগণ সমরে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহারা সন্দিহানচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের পরিচালিত সৈনিকগণের কি দশা ঘটিয়াছে বা কোথায় অবস্থান করিতেছে, কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। অপর পক্ষে, শিখগণ তাহাদের বিভাগ হইতে সেই অন্ধকার নিশীথে সেই সমরশ্রান্ত বিশৃঙ্খলাবস্থাপন্ন ইংরাজবিভাগে, কখন কখন গোলা বর্ষণ করিতেছিল। সেই ঘোর রজনীতে ইংরাজগণের অবস্থা অতিশয় ভয়সঙ্কুল ও বিপদময়। তাহাদের সমরনিপুণ সিপাহীগণ, যাহাদের রণনৈপুণ্য ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এমন কি, সুদূর আফগানস্থান পর্য্যন্তও বিঘোষিত হইয়াছিল, যাহাদের অসীম সাহসে জয়লক্ষ্মী ব্রিটানিয়ার অঙ্কশায়িনী হইতেন, আজি তাহারা কয়েক ঘটিকার সমরে স্তম্ভিত ও ভীত। এমন কি, এই কয়েক ঘটিকার প্রচণ্ড সমরে, অনন্ত জলধিবিছিন্ন, সুদূর সাগরমেখলাবৃত শ্বেতদ্বীপের সন্তানগণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের ধীরতা ও রণশৌণ্ডতা বিলক্ষণরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে, এবং যে সমূহ বিপদকাণ্ড সমুত্থিত হইয়াছে, তাহা নিবারণে বৃটানিয়ার প্রবল উদ্দীপনা ও প্রয়াসের ঘোরতররূপ পরিচালনার নিতান্ত আবশ্যক হইবে। সুবিখ্যাত এই ভয়-

---

* Cunningham's History of the the Sikhs, 1849. pp. 307-308.

ঙ্কর নিশীথে কখনই স্বীয় বিভাগে ইংরাজেরা জেতাস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিলেন না। *

সেই ভয়ঙ্কর রজনীতে ইংরাজ পরাজিত। সুদূর বামবিভাগে সার জন লিট্‌লার্ শিখবিক্রমে পরাজিত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন। ওয়ালেস্ পরিচালিত বিভাগের দুই রেজিমেণ্ট পদাতি সেই ঘোর শঙ্কটময় অবস্থায়, বিশৃঙ্খলে বিভাগচ্যুত হইয়া দক্ষিণ বিভাগে গিলবার্টের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল। শিখসৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণে নিপীড়িত হইয়া সার হ্যারি স্মিথ রণস্থল হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে চলিয়া গেলেন। কেবলমাত্র গিল্‌বার্টের বিভাগ শত্রুর প্রচণ্ড প্রতাপ সহ্য করিতে রহিল। প্রসিদ্ধ রণবীর হার্ডিঞ্জ ও গফ এই বিভাগে বিরাজমান ছিলেন। এমন কি, এই মহাবীরত্রয় কর্ত্তৃক পরিচালিত সৈন্যও খালসার দুর্জ্জয় প্রতাপে আপনাদের অধিকৃত স্থান হইতে বিতাড়িত হইল। †

শিখগণ তাহাদের অপর এক বিভাগের সহিত মিলিত হইতে গিয়াছে। পুনরায় ঘোরতর সমর অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ ভয়াবহ অবস্থায় অবস্থিত ইংরাজসৈন্য এক রণবীরের অদম্য সাহসে উত্তেজিত ও প্রোৎসাহিত হয়। মহাবীর হার্ডিঞ্জ তাঁহার ঘড়ী ও সম্মানসূচক পদক প্রভৃতি পুত্রের করে সমর্পণ করিয়া ফিরোসহরের ভয়ানক রণভূমে জয়ার্জ্জনে নতুবা জীবন বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। ‡ সেই মহাবীর সামান্য সৈনিকের ন্যায় অনায়াসে সমুদয় ক্লেশ সহ্য করিলেন। যে যে স্থান ঘোর বিপদসঙ্কুল, সেই সেই স্থানে সেই মহান্ ব্যক্তির প্রশান্তমূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইতে ছিল। এমন কি, সেই ভীষণ নিশীথে সাধারণ সৈনিকের ন্যায় অনাহারও

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849. p. 308.

† Malleson's Decisive Battles of India. pp. 322-323.

‡ জীবনে এইরূপ শ্লাঘনীয় বীতরাগত্ব তাঁহার রণগুরু ওয়েলিংটন, ওয়াটরলুর ভীষণ ক্ষেত্রে প্রদর্শন করেন। Cf. Thiers' History of the Consulate and Empire of France under Napoleon. Vol XX. p 136. Guizot's History of France. Vol. V111. pp. 211-2

ভারতের সেই অদ্বিতীয় প্রবলপরাক্রান্ত ব্যক্তিকে সহ্য করিতে হয়। তাঁহার দূরদর্শিনী বুদ্ধি সমরের ভবিতব্য ভাবিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছিল। নিশাবসানে সমরের উপর সমগ্র ভারতের অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছিল, কিন্তু সেই করাল সমরে ইংরাজের জয়লাভ কতদূর সম্ভবপর, মহাবীর হার্ডিঞ্জ তদ্বিষয়ে নিতান্ত সন্দিহানচিত্ত ছিলেন। ইংরাজসৈন্য রজনী জাগরণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে সতর্কিতভাবে অবস্থান করিতেছে। পরমপিতা জগদীশ্বরের সাহায্য ব্যতীত কাহার সাধ্য, ফিরোসহরের সমরে জয়লক্ষ্মীকে ব্রিটানিয়ার অনুকূল করিবে। সেই ঘোর রাত্রিতে ইংরাজগণের অবস্থা অতিশয় ভয়ঙ্কর। কিন্তু এরূপ স্থলেও সাহসী ইংরাজ-সেনা প্রফুল্লচিত্তে থাকিতে পারিত, যদি ভাবী প্রত্যূষের সমরে জয়লাভের কিঞ্চিন্মাত্র সঞ্জীবনী আশা তাহাদের ভগ্ন হৃদয়কে সাহসে পুলকিত করিত। *

শত্রু প্রবলভাবে অদূরে অবস্থান করিতেছে। তাহাদের তোপের অনলবর্ষণ সাতিশয় ভীতিদায়ী। ইংরাজগণের যে প্রবল অস্ত্র তাহাদিগকে ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর করিয়া তুলিয়াছে, সেই ভয়ঙ্কর তোপও আজি নিশ্চল ও নীরব। সকল ব্যাপারের দৃশ্য সাতিশয় ভয়ঙ্কর। যদিও পরদিন সূর্য্যোদয়ে ব্রিটিস পদাতি রণরঙ্গে ভূষিত হইতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তাহাদের অগ্রসর হইবার অনুকূল কামান বা অশ্বারোহী অক্ষম ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্যভাবে অবস্থিত। রজনীর মধ্যভাগে এক বৃহৎ কামান ইংরাজসৈন্যোপরি সংহারময় গোলা বর্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ মৃত্যু বিকীরণ করিতেছিল। এই ভীষণ তোপ নিস্তব্ধ করিবার মানসে মহাসত্ত্ব হার্ডিঞ্জ কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে ঘোরতর সাহস ও বীর্য্যবত্তায় সেই ভয়ঙ্কর উৎপাতকেতু শিখগণের হস্তচ্যুত করিয়া ক্ষণকাল নিমিত্ত ইংরাজশিবির অপেক্ষাকৃত সুস্থির করেন। † কিন্তু ফিরোসহরের সমরাঙ্গনে সেই রজনীতে ইংরাজলক্ষ্মী সাতিশয় চঞ্চল। ‡

---

* M 'Gregor's History of the Sikhs. Vol. 11. p. 112.

† The Commander in cheif's Despatch.

‡ M 'Gregor's History of the Sikhs. Vol. 11. p. 113.

আইস, আমরা একবার শিখশিবিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। দেখা যাউক বিশ্বাসঘাতক সেনানীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত সাহসী সৈন্যগণ বুঝিতে পারিয়াছে কিনা যে তাহারাই জয়লাভ করিয়াছে, ব্রিটিশ আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছে, লিট্‌লরকে বিতাড়িত করিয়াছে, বলপূর্ব্বক স্মিথকে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে, এমন কি, গিলবার্টকে তাঁহার অধিকৃত স্থান হইতে বিদূরিত করিয়াছে এবং সমুদয় ইংরাজসৈন্যকে ঘোরতর বিশৃঙ্খলাবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছে। * নীচমনা ও ঘৃণিত শিখসেনাপতির প্রভাবে তাহার বিজয়ীসৈন্য রণস্থলে একত্রীভূত রহিল না; প্রত্যুত সেই সৈন্যের অধিকাংশ দূরে অবস্থিত অপর এক বিভাগস্থ সৈন্যের সহিত মিলিত হইতে চলিয়া গেল। যদি এই বিভাগস্থ সৈন্য রজনীযোগে ফিরোসহরের শিখসৈন্যের সহিত মিলিত হইত, তাহা হইলে ইংরাজের আর বিপদের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু শিখসৈন্যের জয়লাভ বিশ্বাসঘাতক সেনানীগণের আদৌ মনঃপূত নহে। † রজনী অবসানে আনন্দপ্রদ ভানু লোহিত কিরণজালে পূর্ব্বাঞ্চল রঞ্জিত করিয়া ডিসেম্বর মাসের দ্বাবিংশতি দিবস আলোকিত করিল। উভয় পার্শ্বে অশ্বচালিত বৃহৎ তোপে পরিরক্ষিত হইয়া ব্রিটিশ পদাতি মধ্যদেশ হইতে কতিপয় বৃহৎ কামান হইতে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। শিখগণও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানে কালবিলম্ব করিল না। শিখতোপের ভয়ঙ্কর অনলবর্ষণ ইংরাজবিভাগে ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করিল। সেই গোলাবৃষ্টিতে ইংরাজগণের তোপ ভগ্ন এবং তাহাদের রসদপূরিত শকট সমুদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইল। ‡ যে সমুদয় ইংরাজ অশ্বারোহী, কামান পরিচালিত করিতেছিল, তাহারা বলিয়াছিল, যে শিখতোপের ভয়ঙ্কর উৎপাতে যেরূপ ইংরাজ তোপ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সেরূপ ভয়াবহ উৎপাত কখনও তাহারা দেখে নাই। এমন কি, সাশ্চর্য্যে তাহারা বলিয়াছিল যে, সেই অত্যদ্ভুত অনল-

---

* Malleson's Decisive Battles of India. pp. 322,323.

† Edwards' Reminiscences of a Bengal Civilian. p. 97.

‡ The Commander in chief's Despatch.

ক্রীড়ায় ইংরাজ তোপ শূন্যে ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়। * এই অবশিষ্ট-মাত্র শিখসৈন্যের অসামান্য বীরত্বে ইংরাজের রণপাণ্ডিত্য ও শূরত্ব নিঃসন্দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইত; কিন্তু লাল সিংহ শিখগণের জয়ের নিদারুণ অন্তরায়। ইংরাজ পদাতি সাহসে অগ্রসর হইলে, ইতিপূর্ব্বে যাহারা কেশরীবিক্রমে ইংরাজবাহিনীকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, ভীরু লাল সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় তাহারা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ইংরাজসৈন্যের সম্মুখে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। এইরূপে ইংরাজ আশু সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা পাইলেন; কিন্তু তাঁহারা অধিককাল নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ইংরাজের সম্পূর্ণ নিরাপদ হেতু, এখনও শিখনায়কগণকে আরও কিছু করিতে হইবে। সেনিমিত্ত লাল সিংহের অবশিষ্ট সৈন্য ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইলে পর তেজ সিংহ তাহার অধীনস্থ সৈন্যগণকে রণক্ষেত্রে আনয়ন করিল। এই বিশ্বাস-ঘাতক তাহার সাহসী ও গুণসম্পন্ন সৈন্যগণ কর্ত্তৃক প্রত্যূষেই ইংরাজসৈন্যকে আক্রমণ করিতে বিশেষরূপে অনুনীত হয়, কিন্তু তেজ সিংহ পঞ্চনদের এই নিস্বার্থ বন্ধুগণের উপদেশ গ্রাহ্য করিল না। এই ব্যক্তির নীচ অভিলাষ তাহার দেশহিতৈষী সৈন্যগণের মহান উদ্দেশের নিতান্ত বিরোধী। কিপ্রকারে খালসাসৈন্য ইংরাজ কর্ত্তৃক একেবারে পরাজিত ও বিনষ্ট হইবে, ভীরু তেজ সিংহের তাহাই একান্ত চেষ্টা। শিখসৈন্যগণ তাহাকে ইংরাজগণকে প্রত্যূষে আক্রমণ করিতে বলিলেও, সে লাল সিংহের সৈন্যের পরাজয় ও ইংরাজগণের পুনরায় রণসজ্জায় সজ্জিত হওয়া অবধি স্থির ও নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান ছিল; এবং লাল সিংহের সৈন্য বিকীর্ণ হইলে পর রণক্ষেত্রে আসিয়াও শিখসৈন্যের মঙ্গল হেতু কিছুমাত্র প্রয়াস করিল না। এমন কি, বিশ্বাসঘাতক এরূপ সময়েও সুন্দররূপে যুদ্ধ করিল না। †

কিন্তু এইরূপে পরিচালিত হইলেও, শিখসৈন্য প্রচণ্ডবেগে ইংরাজ অশ্বারোহী সেনাকে আক্রমণ করিল। অরাতির সেই ভীষণ আক্রমণে পরাজিত হইয়া ইংরাজ অশ্বারোহী বিতাড়িত হইল। অশ্বারোহী সৈন্য পরাজিত

---

* M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol. II, p. 116.

† Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 309.

হইলে, ইংরাজসৈন্যের পৃষ্ঠদেশস্থ সমগ্র মানবনিচয় ফিরোজপুর অভিমুখে বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সকলেরই আননে ভীতিচিহ্ন পরিলক্ষিত। ফিরোসহর ও ফিরোজপুর মধ্যস্থ সমগ্র ভূমি পলাতকগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ। নিদারুণ প্রাণভয়ে সকলে পলায়নে তৎপর। তাহাদের নিতান্ত ভয়ালোড়িত মস্তিষ্ক কেবলই যেন দেখিতে লাগিল যে, দুরন্ত শিখ তাহাদের পশ্চাতে আগতপ্রায়। এইরূপ ঘোরতর আশঙ্কায় পীড়িত হওয়ায় তাহাদের গমনশক্তি একপ্রকার রোধ হইয়াছিল। সমরক্ষেত্রে আশু ও সুনিশ্চিত মরণে ভীত পলাতকগণের এরূপ ঘোরতর ত্রাস, বিচিত্র নহে। একজন সাহসী ইংরাজসেনানী স্বয়ং এই বিত্রাসের চিহ্ন সেই রণক্ষেত্রে দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, একজন গোলন্দাজ ক্রমাগত তিনবার জ্বলন্তকাষ্ঠ লইয়া কামান ছুড়িতে অগ্রসর হইল, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইল না। নিশ্চিত মৃত্যু আশঙ্কায় সে মুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিল। এমন কি, অরির লক্ষ্য হইতে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত পলায়নশক্তিও, তাহাকে ক্ষণকাল জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর ত্রাস যখন রণক্ষেত্রে হইতে পশ্চাদবস্থিত শিবিকা বাহকগণ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল, তাহারা তৎক্ষণাৎ শিবিকাভ্যন্তরস্থ আহতগণ এবং ভৈষজ অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ভয়প্রদর্শন করা হইলেও তাহারা পলায়ন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল না। রসদাদি, বস্ত্র ও শয্যা সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ এবং নিরাশ্রয় আহতগণ ভূমে নিক্ষিপ্ত রহিল। সৌভাগ্যক্রমে ফিরোজপুর সেই ভীষণ রণস্থল হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশের অধিক ছিল না; সে নিমিত্ত কমিশারিয়েট্ কর্ম্মচারিগণ হস্তী, শকট, ও শিবিকা প্রেরণে সেই আহত ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বিঘ্নে ফিরোজপুরে আনয়নে সক্ষম হইলেন। *

এইরূপে বিজয় হস্তমধ্যে পাইয়াও † বিশ্বাসঘাতক তেজ সিংহ অনু-

* M 'Gregor's History of the Siksh, Vol. II, pp.117,119,120,121.

† Malleson's Decisive Battles of India; p. 324.

চরগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; তখন ইংরাজগণের বারুদ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সৈন্যের কতকাংশ ফিরোজপুরাভিমুখে পলায়ন করিতেছিল। এই সময়ে যদি শিখগণ সাহসে একবার অগ্রসর হইত, তাহা হইলে এই অবশিষ্ট ইংরাজসৈন্য কোন প্রকারেই রক্ষা পাইত না। * কিন্তু শিখসৈন্য তেজ সিংহের পশ্চাদগামী হইল। এইরূপে চিরস্মরণীয় ফিরোসহরের যুদ্ধের অবসান হয়। কেবল ৭০ টী তোপ ও কতিপয় প্রদেশ ইংরাজের করায়ত্ত হইল মাত্র, কিন্তু সমরক্ষেত্রে তাঁহাদের সমগ্র সৈন্যের সপ্তাংশের একাংশ চিরকালের নিমিত্ত অনন্ত শয্যায় শয়ান রহিল। † এই প্রচণ্ড সংঘর্ষণে ইংরাজগণ এককালে স্তম্ভিত ও সশঙ্কিত হইলেন। সিপাহী ও ইংরাজ উভয়েই শিখসৈন্যের অসীম রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিল; এবং তাঁহাদের ভারতীয় রাজ্যের সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া প্রবলপরাক্রান্ত ইংরাজ প্রতিনিধি নিতান্ত ভীত ও চিন্তিত হইলেন। ‡ সে যাহা হউক, প্রধান সেনাপতি স্যার্ হিউ গফ্ ইংরাজ-শিবির হইতে ঘোষণা করিলেন যে, ইংরাজেরা ফিরোসহরের সমরে বিজয়ী। § পক্ষপাতশূন্য ইতিহাসকারের কথা দূরে থাকুক, জাতীয় গৌরবে দৃপ্ত এক সমুচ্চ পদধারী ইংরাজ বলিয়াছেন যে, "ইংরাজের এই সমর পরাজয় স্বরূপ।" ¶ পক্ষপাতশূন্য ইতিহাসের অভিমতে ফিরোসহরের সমরে এবং আমেরিকার বন্‌কার্‌হিলের সমরে, ইংরাজের জয়লাভ প্রায় একই প্রকার। সুতরাং বন্‌কার্‌হিলে ইংরাজ জয়সম্বন্ধে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকারের +

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 309.

† এই যুদ্ধে ইংরাজের হতাহত সংখ্যা ২৪১৫।

‡ Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 310.

§ The Commander-in-chief's despatch.

¶ The Calcutta Review, Vol. VI. p. 282.

\+ Washington Irving's Life of George Washington, Vol. I. pp. 337-338.

সন্নীতিপূর্ণ উক্তি অনুকরণ করিয়া, ভারতীয় ইতিহাসকার বলিতে পারেন যে, যদি এই যুদ্ধ তোমরা জয়স্বরূপ অনুমান কর, তাহা হইলে হে ইংরাজ—এরূপ জয়লাভ, সচরাচর পরাজয় অপেক্ষা অতীব ভয়ঙ্কর ও অবমানজনক; অপর পক্ষে যদি কেহ বলেন যে, ফিরোসহরের যুদ্ধে শিখগণ পরাজিত, তাহা হইলে হে শিখগণ! এরূপ বিপর্য্যয় তোমাদের জয়লাভের সমতুল্য।

ক্রোধে ও ক্ষোভে ইংরাজ প্রতিশোধ লইতে সাতিশয় ইচ্ছুক হইলেন। তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা সাতিশয় ভীতিসঙ্কুল হইলেও ইংরাজ প্রফুল্ল; কারণ মহাবীর হার্ডিঞ্জ ও সুপ্রসিদ্ধ রনবীর গফের প্রশান্ত ও আনন্দময় প্রকৃতি, অতিমাত্র সাহসোদ্দীপক ও শান্তিজনক। এইরূপে মহাবিপদ হতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, মহোদয় হার্ডিঞ্জ ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রদানে সমুদায় বাহিনীকে আদেশ করেন। তৎপরে তিনি ঘোষণা করিলেন, "এতদ্বারা বিঘোষিত হইতেছে যে, লাহোর রাজ্যের সৈনিকেরা মাননীয় গভর্ণর জেনেরলের নিকট উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত বদান্যতায় পুরস্কৃত হইবে, এবং অকর্ম্মণ্য হইলে অক্ষমতার নিমিত্ত বৃত্তিভোগের সুবিধা পাইবে, আর বৃটিস বিচারালয়ে কোন মামলা মকদ্দমায় লিপ্ত হইলে তাহাদের মকর্দ্দমার সর্ব্বাগ্রে বিচার হইবে। অধিকন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শনে সতত সচেষ্ট থাকিবেন। তাহারা যেন নিশ্চিন্ত থাকে যে, এই স্থানে আসিলেই তাহারা পুরস্কৃত হইবে।" *

ব্রিটিস সৈন্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হরীরকীর সন্নিকটে ইংরাজ, সৈন্য সন্নিবেশিত করিলেন। যদিও ইংরাজপক্ষ পরিবর্দ্ধিত,

---

* Major Smith's Reigning Family of Lahore, introduction, p. xxi. এই ঘোষণার পর মহামৎ আলী নামক শিখ গোলন্দাজের এক সৈনিক ব্রিটিস শিবিরে আইসে। কিন্তু সে কিছুই পুরস্কার বা কর্ম্ম পায় নাই। মেজর স্মিথ্ তাহাকে তাঁহার স্বীয় ব্যয় হইতে আহারাদি এবং বস্ত্র দেন। পরিশেষে মেজর লরেন্সের দয়াগুণে সে ইংরাজশিবিরে এক কর্ম্ম পায়। Ibid. p. xxvi.

তথাপি বারুদ ও বৃহৎ কামানাভাবে তাঁহাদিগকে কিছুকাল নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে হয়। শিখগণ ইংরাজদিগের এই প্রকার কার্য্যপরাঙ্মুখতা দেখিয়া প্রোৎসাহিত হইল। যে শতদ্রুপুলিনস্থ সামন্ত নৃপতিগণকে, ইংরাজ পূর্ব্বে পঞ্জাবের শাসনাধীন হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া, আশ্রয়দানে অগ্রসর হইয়াছিলেন—সেই সামন্ত নরপতিগণ সমূহবিপদে পতিত ইংরাজের সাহায্য করিলেন না; বরং কেহ কেহ লুক্কায়িত-ভাবে নবপ্রভুর বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। লডোয়ার রাজা অজিত সিংহ প্রকাশ্যভাবে ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন।* কিছুকাল পূর্ব্বে এব্যক্তি ইংরাজ-আশ্রয়ে থাকিয়া রাজদ্রোহী বলিয়া পদচ্যুত হইলে, তিনি শিখগণের সহিত মিলিত হয়েন। লাহোর দরবার হইতে বদোয়াল্ নামক জায়গীর তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। এই স্থানে তিনি একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইংরাজসেনানী হুইলার্ কর্ত্তৃক এই দুর্গ অধিকৃত হইলে, অজিত সিংহ পলায়ন করিলেন। কিন্তু যখন চতুর অজিত দেখিলেন যে, মুদ্‌কি ও ফিরোসহরের যুদ্ধের পর ইংরাজগণ লুদিয়ানা হইতে অধিকতর আবশ্যকীয় স্থানে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন তিনি স্বীয় পরিত্যক্ত জায়গীরে তাঁহার অবস্থিত রমণীগণের পুনরুদ্ধার মানসে সত্বর তথায় প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদিগকে সমুদ্ধার করিলেন; এবং শিখসহায়ে লুদিয়ানাস্থ ইংরাজ সৈন্যের বস্ত্রাবাসের কতকাংশ ভস্মীভূত করিয়া পরিশেষে বদোয়াল্ পুনরধিকার করিলেন।†

এদিকে শিখসৈন্য নির্ভয়ে পুনরায় শতদ্রু উত্তীর্ণ হইল, এবং গন্তব্য পথ নিরাপদ করিবার উদ্দেশে সেতুর অগ্রভাগ দৃঢ় করিতে আরম্ভ করিল। অনিচ্ছা ও বিষাদে ইংরাজ সেনানীগণ দেখিলেন যে, শিখসেনা শতদ্রু উত্তীর্ণ হইতেছে। অরাতির এই স্পর্দ্ধার সমুচিত শাস্তিপ্রদানের ইচ্ছা থাকিলেও, তাঁহারা তাহা হইতে সম্প্রতি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; কারণ রণোপকরণের অভাব দেখিয়া তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 311

† M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol. II, p. 132.

যে, তৎকালে শিখগণের সহিত সমরে জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। শিখগণ এইরূপে নিরাপদে শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়া আহ্লাদে পুলকিত হইল। তাহারা সগর্ব্বে বলিল যে, বিদেশীয়গণকে পুনরায় তাহারা আক্রমণ করিবে। তাহারা বৃথা আস্ফালন করে নাই, কারণ সীমান্তদেশ নিকটবর্ত্তী ফিরোজপুরের অবস্থা অতিশয় ভীতিদায়ী। এইস্থান হইতে রসদাদি পাইতে ইংরাজগণকে সাতিশয় ক্লেশ অনুভব করিতে হয়। তাঁহারা এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, তীক্ষ্ণধার অসির সাহায্য ব্যতিরেকে, যে পররাষ্ট্রভুক্ত প্রদেশ-গুলি লেখনীর এক আঘাতে তাঁহারা স্বরাষ্ট্রভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে উপকারের সম্ভাবনা এইরূপ। চতুর্দ্দিকেই বিভীষিকামূর্ত্তি ইংরাজ-হৃদয় বিমথিত করিতে লাগিল। যে ক্ষুদ্রদুর্গ হইতে পুণ্যশ্লোক গোবিন্দ, মোগল সৈন্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই মুক্তেশ্বরের দুর্গদ্বার এক্ষণে ইংরাজের বিরুদ্ধে রুদ্ধ হইল। ধরম্‌কোটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গও এইরূপে ইংরাজসৈন্যের বিরুদ্ধ হইল। এইরূপ অপরাপর দুর্গও ইংরাজের বিরোধী হইয়া, তত্রত্য অধিবাসিগণকে ভয়প্রদর্শন ও ইংরাজগণের সাহায্য নিমিত্ত প্রেরিত সৈন্যগণের গতিরোধ করিতে ত্রুটি করিল না। *

১৮৪৬ খৃঃ অব্দের জানুয়ারীমাসের ১৭ই তারিখে স্যার্ হ্যারি স্মিথ এক ব্রিগেড সৈন্য সমভিব্যাহারে ধরম্‌কোট্ অবরোধ করিতে প্রেরিত হইলেন। ধরম্‌কোট্ বিনাযুদ্ধে ও বিনারক্তপাতে ইংরাজকরে প্রদত্ত হইল। সামরিক রসদাদির গতায়াত মার্গও নির্ব্বিঘ্ন হইল। বহুসংখ্যক কামান বারুদ ও মুদ্রার রক্ষক হইয়া, যে সমুদায় সৈন্য ফিরোজপুরাভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের রণযাত্রা শিখসেনা হইতে প্রচ্ছন্ন রাখাই, স্যার্ হ্যারি স্মিথের এই রণযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, রণজোর্ সিংহ শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়া লুদিয়ানা আক্রমণের ভয়প্রদর্শন করি-তেছেন, তখন অগত্যা তাঁহাকে সেই প্রদেশ রক্ষা করিতে যাইতে হইল। জানুয়ারীমাসের বিংশতি দিবসে তিনি গন্তব্য স্থান হইতে প্রায় স্বার্দ্ধ দ্বাদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী জগ্‌রাওন্ নগরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই স্থানের

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 312.

শাসক ফতেসিংহের পুত্রের ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারিগণ, সাদরে ইংরাজ সেনাপতিকে তাঁহাদের সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করিতে অনুমতি দিলেন। সেই দিবসেই স্মিথ্ জ্ঞাত হইলেন যে, রণজোর্ সিংহ ঠিক লুদিয়ানার পশ্চিমে অবস্থান করিতেছেন; এবং জগ্রাওন্ হইতে প্রায় নয় ক্রোশ দূরে বদোয়াল্ নামক গ্রামে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

রজনীর মধ্যভাগে ইংরাজসেনানী চারি রেজিমেণ্ট পদাতি তিন রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী ও ১৮টি কামান সমভিব্যাহারে রণযাত্রা করিলেন। এবং পর দিবস প্রত্যূষে ইংরাজ সেনাপতি সংবাদ পাইলেন যে, পূর্ব্বদিবসে প্রায় দশসহস্র শিখসৈন্য বদোয়ালে গমন করিয়াছে। তখনও সেই স্থান ইংরাজসৈন্যের পুরোভাগ হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূর। সার্ হ্যারি স্মিথ্ অনুমান করিলেন, যদি তিনি দক্ষিণপার্শ্বে সরিয়া শিখ সেনা হইতে তাঁহার বামপার্শ্ব, প্রায় দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী রাখিয়া চলেন, তাহা হইলে লুদিয়ানার সৈন্যের সহিত অবাধে সম্মিলনে সক্ষম হইবেন। যাহাতে রসদাদির রক্ষকগণ, বাহিনীর অগ্রে যাইতে সক্ষম হয় তন্নিমিত্ত কিছুকাল সেনাগণের রণযাত্রা স্থগিত করা হইল, এবং ইহা নির্দ্ধারিত হইল যে, রসদাদির রক্ষকগণ প্রচ্ছন্নভাবে বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বে সমরেখায় যাইবে, কারণ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক তাহাদের গতি প্রচ্ছন্ন রাখা, ইংরাজ সেনানীর নিতান্ত অভিলাষ। ইংরাজেরা যত বদোয়ালের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই সুস্পষ্টরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, শিখগণ ইংরাজের গতিরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ ইংরাজের অভিপ্রেত ছিল না, সে নিমিত্ত স্যার্ হ্যারি স্মিথ্ আরও দক্ষিণ পার্শ্বে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু শিখগণ যুদ্ধ করিতে উৎসুক হইয়া ইংরাজ অশ্বারোহী সৈন্যোপোরি গোলাবর্ষণ করিল। তত্রত্য বালুকাস্তুপরাশি এই অশ্বারোহী সৈন্যের যৎসামান্য আশ্রয় স্থল হইল। ইংরাজ এইরূপে রক্ষিত হইয়া গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলে শিখগণের অগ্রগতি ক্ষণকাল নিমিত্ত প্রতিহত হইল। ইংরাজেরা এক্ষণে অনুমান করিলেন যে, তাহাদিগের পদাতির আক্রমণে শিখগণ বিতাড়িত হইবে এবং ইত্যবসরে রসদাদিও নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিবে;

অধিকন্তু এই সময় মধ্যে লুদিয়ানা হইতে সৈন্য তাঁহাদের সাহায্যার্থে আগমনে সক্ষম হইবে। ইংরাজের এই আশা ঘোর নিরাশায় পরিণত হইল। সবিস্ময়ে ইংরাজ দেখিলেন যে, সুচতুর কার্য্যবিৎ শিখগণ অদৃশ্যভাবে তোপ, বালুকা স্তুপরাশির পশ্চাতে, অর্থাৎ ইংরাজের পৃষ্ঠদেশে, লইয়া গিয়াছে। শিখগণ ইংরাজসৈন্যের বামপার্শ্ব অতিক্রম করিয়া তাহাদিগের পশ্চাতে আক্রমণ করিল। তাহাদের তোপের অব্যর্থ সন্ধানে নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত-গোলা মহাবেগে ইংরাজসৈন্যোপরি পতিত হইতে লাগিল। সেই আক্রমণে শত শত ইংরাজ এককালে নিহত হইতে ছিল। স্বন্ স্বন্ শব্দায়মান সেই জ্বলন্ত লৌহ বৃষ্টিধারায় সমাচ্ছন্ন হইয়া এককালে সমুদায় বিভাগস্থ ইংরাজ নিশব্দে শূরোচিত শয্যায় শায়িত হইতেছিল। নয় ঘটিকাকাল অবিরাম রণযাত্রায় পরিশ্রান্ত ইংরাজ অন্য উপায় না দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। তৎক্ষণাৎ পদাতিসমূহ সুনিপুণ অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া লুদিয়ানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। শিখগণ পলায়নপর অরির অনুসরণ করিল না, কারণ তাহাদের স্বদেশ রক্ষা মহাব্রতে দীক্ষিত সুনিপুণ নায়কের সম্পূর্ণ অভাব ছিল, অথবা ইংরাজ পরাজয় দর্শনেচ্ছু কোন সেনানী তাহাদিগকে পরিচালিত করে নাই।

রণজোর্ সিংহ রণক্ষেত্রে শিখগণকে কেবল সমরে লিপ্ত হইতে দিয়া ছিল মাত্র, কিন্তু সে যে স্বয়ং সেই অজেয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল, তাহা অতীব সন্দেহের বিষয়; এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, দুর্বৃত্ত স্বীয় সহচর-গণের জয়লাভের নিমিত্ত আদৌ প্রয়াস পায় নাই। যাহাতে পরাজিত-প্রায় ইংরাজগণের সম্পূর্ণরূপ বিপর্য্যয় ঘটে, রণজোর্ সিংহ তৎসম্পাদনে আদৌ চেষ্টা করে নাই। বৃটিস রসদাদি সমীপবর্ত্তী, সুতরাং নেতাহীন সৈন্যগণের লুণ্ঠন ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। ইংরাজের যুদ্ধকরণোপযোগী সমুদায় দ্রব্য ও রসদাদি বিজেতার করায়ত্ত হইল। এই সমরে ইংরাজ-গণের হতাহত সংখ্যা প্রায় দুই শত হইবে।

ইংরাজের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, শিখ সেনা তাহাদের জয়লাভের পর দিল্লী অভিমুখে পরিচালিত হয় নাই। রণজোর সিংহ যদি এরূপ করিত তাহা হইলে অবাধে শিখসৈন্য দিল্লী পৌছিতে পারিত এবং পথিমধ্যে

ইংরাজের সাহায্যার্থ প্রেরিত কামান বারুদ ও গোলা সমুদায় তাহাদের হস্তগত হইত, কারণ যে অল্পসংখ্যক রক্ষক এই সমুদায় ইংরাজ-শিবিরে আনয়ন করিতেছিল, তাহারা কোন ক্রমেই বহুসংখ্যক ও সশস্ত্র শিখসৈন্যের সম্মুখে তৎসমুদায় রক্ষা করিতে সক্ষম হইত না। রণজোর সিংহ এরূপ করিবার পরিবর্ত্তে শিখসৈন্যকে শতদ্রুতীরে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। *

এইরূপে শিখসৈন্য বিশ্বাসঘাতকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াও, বিশ্বপ্রশংসিত মহাবীর ইংরাজগণকে বদোয়ালের চিরস্মরণীয় ক্ষেত্রে পরাজিত করিল। ইংরাজশিক্ষিত সুবিখ্যাত সিপাহীসৈন্য গোপনে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল, অথবা সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলস্থ গৃহাভিমুখে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। ইংরাজগণের আর সে দম্ভ নাই। যাঁহারা কিয়ৎকাল পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছিলেন যে, কতিপয় গোলাবর্ষণে, ও দুই এক বার অপ্রতিহত আক্রমণে সমগ্র শিখসেনা ইতস্ততঃ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইবে, এক্ষণে তাঁহাদের বিজয়ে বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িল। বরং অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ সমরের বিষয় ভাবিয়া, নির্ভীক ইংরাজের শুভ্র ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল, তাঁহাদের প্রশস্ত শ্বেত ললাটে কালিমার সঞ্চার হইল। বিপক্ষ পক্ষের ভীষণ আঘাতে প্রতিহত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন ইংরাজ গণের সাহায্যনিমিত্ত বারুদ সমভিব্যাহারী রক্ষকগণের নিরাপদহেতু, মাহাবীর গভর্ণরজেনেরল ও প্রধান সেনাপতি কম্পান্বিত হইলেন। সবিশেষ চিন্তা না করিয়া, যে প্রসিদ্ধ ইংরাজ সৈন্য শিখ সৈন্যোপরি বেগে প্রক্ষিপ্ত হইয়া ছিল, তাহারা এক্ষণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া, অতি শোচনীয় অবস্থায় পাতিত। সাহায্য ব্যতীত এক্ষণে তাহারা, শিখগণকে সমরে আহ্বান করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সেই সাহায্যের নিমিত্ত প্রেরিত কামান, বারুদ ও রক্ষকগণের অবস্থাও নিতান্ত শঙ্কটময়। †

পরাজিত ইংরাজ সৈন্যের নেতা গৌরবে জীবনের উত্তমাংশ অতিবাহিত করিয়া, অবশেষে অদৃষ্টে দুরপনেয় কলঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না এবং আশু প্রতিশোধে যে, তাঁহার যশোমালিন্য তিরোহিত হইবে,

---

* Edwards' Reminiscences of a Bengal Civilian, p. 88.

† Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp. 315-316.

তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখিতে না পাইয়া নিরতিশয় বিষণ্ণ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। এদিকে শিখসেনানী তেজসিংহ ও লালসিংহ তাহাদের দুর্জয় বাহিনীলব্ধ জয়লাভে সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং নিদারুণ আশঙ্কায় শঙ্কিত ও চিন্তিত হইল; তাহাদের নীচ বিশ্বাসঘাতকতাও বদোয়াল ক্ষেত্রে, জয়লক্ষ্মীকে শিখসেনার অঙ্কচ্যুত করিতে সক্ষম হয় নাই। ক্ষমতাশালী গোলাপ সিংহ তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিত্ব ও সেনানায়কের পদে নির্ব্বাচিত হইলে, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে তিনি লাহোরে উপস্থিত হয়েন। তিনি দেখিলেন যে, রণদুর্ম্মদ ও প্রভূতক্ষমতাশালী খালসা সৈন্যের শাসন, তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষেও দুরূহ। *

তেজসিংহের সৈন্যগণ শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়াছে। শতদ্রুপরি যে সেতু ছিল, তাহার পূর্ব্বভাগ সুরক্ষিত করিয়া, শিখগণ ইংরাজকে তাহাদেরই অধিকৃত স্থানে, আক্রমণে প্রস্তুত হইল। শিখগণ পুনরায় বিজাতীয় ভূমে সমর করিতে উদ্যত। জানুয়ারী মাসের দ্বাবিংশ দিবসে রজনী যোগে রণজোর সিংহ বদোয়াল হইতে, লুধিয়ানার নিম্নস্থ প্রায় সার্দ্ধ সপ্তক্রোশ দূরবর্ত্তী এক স্থানে প্রস্থান করিল। এই রণযাত্রার গূঢ় উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই জানা যায় না; তবে এই মাত্র বোধ হয় যে, শিখগণ স্বীয় সৈন্যসংখ্যার ন্যূনতা দেখিয়া, শত্রুসৈন্য অপেক্ষা বলীয়ান হইবার নিমিত্তই এরূপ উপায় অবলম্বন করে। তথায় শিখসৈন্যের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া, সর্ব্বসমেত প্রায় পঞ্চদশ সহস্র হইল। স্যার হ্যারিস্মিথ্ তৎক্ষণাৎ রণজোর সিংহের পরিত্যক্ত ভূমি অধিকার করিলেন। তথায় তাঁহারও সৈন্য সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইল। জানুয়ারী মাসের ২৮শে তারিখে একাদশসহস্র ইংরাজ সৈন্য শিখদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। শিখগণ এই সময়ে প্রায় পঞ্চক্রোশ দূরবর্ত্তী এক স্থানে অবস্থান করিতেছিল। প্রায় সার্দ্ধ দুইক্রোশ অতিক্রম করিয়া ইংরাজেরা জ্ঞাত হইলেন যে, শিখসৈন্যের কিয়দাংশ প্রকাশ্যভাবে গুঙ্গরাণার দুর্গ রক্ষায়, বা তাহার সমীপবর্ত্তী জগরাওন সহর অধিকারে অভিলাষী। স্যার হ্যারিস্মিথ সসৈন্যে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন এমত সময়ে তিনি দেখিলেন

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849. p. 316.

যে, শিখ সৈন্যের এক দল তদভিমুখে পদ চালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা যে পথ অবলম্বন করিয়া আসিতেছিল, তাহাতে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক তাহাদের বাম পার্শ্ব আক্রান্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। সুচতুর শিখসৈন্য সেই বিপদ দেখিয়া, স্বীয় পার্শ্বদেশ রক্ষা হেতু বুন্দ্রী ও আলিওয়াল গ্রাম অধিকার করিয়া তাহাদের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব রক্ষা করিল। অসাধারণ পরিশ্রমী শিখসৈন্য আপন বিভাগ সুদৃঢ় ও নিরাপদ করিবার মানসে, এবং বিপক্ষ পক্ষের গোলাবর্ষন ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে, সম্মুখস্থিত মৃত্তিকায় এক প্রাকার নির্ম্মাণ করিল। বিপক্ষ বাহিনী সম্মুখে নির্ভীক শিখগণ এইরূপ পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র ভীত হয় নাই।

ইংরাজ সেনানী স্যার হ্যারিস্মিথ অবিলম্বেই দেখিলেন যে, আলিওয়াল অধিকার করাই সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য; তৎক্ষণাৎ পদাতিক বিভাগের দক্ষিণাংশ ঐ উদ্দেশ্য সাধনে প্রেরিত হইল। শিখসৈন্য সুদৃঢ় ও অবিচলিত, তাহাদিগের ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণও অনিবার্য্য; কিন্তু শিখ বিভাগের সমুদায় সৈনিক প্রকৃত শিখ নহে, রণমূর্খ পার্ব্বতীয় অস্ত্রধারীগণ আলিওয়াল রক্ষার্থ দণ্ডায়মান ছিল। এই প্রয়োজনীয় বিভাগ রক্ষণে ঈদৃশ রণমূর্খ ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাচিত করিবার শিখসেনাপতির মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা হিতৈষী খাল্‌সার মঙ্গল দর্শনে একান্ত অনিচ্ছুক। একবার ইতস্ততঃ মাত্র গুলি বর্ষণ করিয়া এই অস্ত্রধারীগণ, তাহাদিগের নেতা রণজোর সিংহের সহিত বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিল, এবং সাহসী শিখগোলন্দাজগণকে বিজেতৃহস্তে বিনষ্ট হইতে রাখিয়া গেল। * এই মুষ্টিমেয় গোলান্দাজগণ বিপুল অরি সেনার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া একে একে সমুদায়ই নিহত হইল। জীবন থাকিতে কেহ তাহাদের প্রাণ-প্রিয় কামান পরিত্যাগ করে নাই। এক গোলন্দাজ সবলে তাহার কামান জড়াইয়া থাকে। কোনমতে তাহাকে তাহার কামান হইতে পৃথক করা যায় নাই। পরিশেষে তরবারি প্রহারে গতাসু হইয়া সেই বীরপুরুষ ভূতলে লুণ্ঠিত হইলে তাহার কামান বিজেতার করায়ত্ত হইল। †

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 318.

† M. 'Gregor's History of the Sikhs, Vol II, p. 141

রণজোর সিংহ পলায়ন করিলে পর, দক্ষিণ বিভাগের ইংরাজ অশ্বারোহীগণ ভীমবেগে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিল। সেই দুর্ব্বার আক্রমণে বিপক্ষ পক্ষের প্রায় অর্দ্ধাংশ ভঙ্গ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল, কিন্তু দক্ষিণ বিভাগস্থ শিখ সৈন্য অতিমাত্র সাহসে স্বকীয় বিভাগে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল; ইংরাজ পদাতির অশেষ প্রয়াসে, ও তাঁহাদিগের কামানের ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণে কিছুমাত্র ভীত ও বিচলিত না হইয়া, শিখসৈন্য অসীম বীরত্বে বিপক্ষ পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া শত্রুর পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। পুণ্যশ্লোক নানকের শিষ্যগণ, "সহজে বিত্রাসিত হইবার নহে"। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি নির্ব্বাচিত অপরাপর সৈন্য পলায়ন করিলে, এবং শিখবিভাগের প্রায় অর্দ্ধাংশ পরাজিত হইয়া ইতস্ততঃ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইলেও, খালসাসৈন্য এতাবৎকাল অলৌকিক বীরত্বে দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজ সৈন্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, তাহাদিগের দারুণ উৎপাতকেতু স্বরূপ রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। ইংরাজ আর বৃথা কালক্ষয় না করিয়া, সেই শিখগণকে এককালীন আক্রমণে প্রস্তুত হইলেন। অমনি বীরদর্পে একরেজিমেণ্ট বর্ষাধারী ইউরোপীয় অশ্বারোহী সৈন্য, এক রেজিমেণ্ট ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, প্রচণ্ড বেগে লাহোর পদাতির বিরুদ্ধে ধাবমান হইল। অনতিবিলম্বে এককালীন প্রায় দুই রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী, সংহারমূর্ত্তিতে শিখপদাতির নিকটবর্ত্তী হইলে, শিখগণ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া গুলি বর্ষণ করিল। পরক্ষণেই ভূতলে বন্দুক নিক্ষেপ করিয়া এই নির্ভীক ও সাহসী সেনা তরবারী নিষ্কোষিত করিয়া, ইংরাজ অশ্বারোহীর সহিত ভয়ঙ্কর সমরে লিপ্ত হইল, এবং অসির প্রচণ্ড প্রহারে বহুল অরাতি সেনাকে ভূতলে বিলুণ্ঠিত করিল। পুনঃপুনঃ তিনবার ইংরাজ অশ্বারোহী শিখ বিভাগ বিদীর্ণ করিলে পর, সেই রণ দুর্ম্মদ সেনার পরাজয় সাধিত হয়। কিন্তু সমরভূমি, বিদলিত শিখপদাতির মৃত দেহ অপেক্ষা বিজয়ী ইংরাজ অশ্বারোহীর মৃতদেহে, অধিকতর পরিব্যাপ্ত রহিল। অবশিষ্ট শিখগণ বুন্দ্রীর নিকটে আর একবার একত্রিত হইবার প্রয়াস পায়, কিন্তু ঐ প্রয়াস সফল হইয়া উঠে নাই; তাহারা বিজেতাগণ কর্ত্তৃক শতদ্রুর অপর পারে বিতাড়িত হইল। শতদ্রুনীর মৃতদেহসঙ্কুল হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল।

পঞ্চাশতের অধিক সংখ্যক কামান বিজেতার হস্তগত হইল। ইংরাজ সেনাপতি স্যার হ্যারিস্মিথ তাঁহার পূর্ব্বানুশোচনা বিস্মৃত হইলেন, ইংরাজ সৈন্য-গণেরও অসহনীয় ক্ষোভ বিদূরিত হইয়া গেল। *

এই যুদ্ধের পর পটর নামে শিখ পক্ষীয় এক ইংরাজ গোলন্দাজ, ইংরাজ শিবিরে আনীত হয়। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে ইংরাজের পক্ষে এক তোপ রক্ষক ছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের পর সে ইংরাজ পক্ষ হইতে পলায়ন করিয়া শিখ পক্ষ অবলম্বন করে। তথায় সে এতাবৎ কাল তোপ রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। বদোয়াল যুদ্ধের পর সে রণজোর সিংহের শিবির হইতে পলায়ন করিয়া ইংরাজ শিবিরে আইসে. ও পুনরায় ইংরাজের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করে। কিন্তু তাহাকে উত্তরে বলা হইল. শিখ শিবিরে প্রত্যাগমন করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর, কারণ তথায় সে ইংরাজের উপকারে আসিতে পারে; সে তাহাই করিল। ২৮ তারিখে ইংরাজ শিবিরে নীত হইলে, সে সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে যে, আলিওয়ালের যুদ্ধে সে শিখ তোপ এরূপ উচ্চে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল, যে যাহাতে ইংরাজের কোন ক্ষতি না হয়। বাস্তবিকই শিখ তোপ এইরূপ প্রকারে সজ্জিত হইয়া ছিল; কিন্তু ইহা পটরের বন্দোবস্তে হইয়া ছিল কিনা, তাহা ঠিক বলাযায় না। †

আলিওয়ালের যুদ্ধে অষ্টাদশজন ইংরাজ শিখ সৈন্যকরে বন্দী হয়। শিখ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দরবারস্থ চিকিৎসক ডাক্তার হনিগ্‌বর্জর সাহেবকে, তাঁহার নিজ আলয়ে এই বন্দী গণকে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় অভ্যর্থনা ও সম্মানের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আদেশ দেন। উক্ত আদেশ পত্র পারস্য ভাষায় লিখিত হয়। ডাক্তার হনিগ্‌বর্জর স্বীয় গ্রন্থে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। শিখ সৌজন্যের কি চূড়ান্ত নিদর্শন! ‡

আলিওয়াল ক্ষেত্রে শিখগণ পরাজিত হইলে, সুচতুর গোলাপসিংহ

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp. 318,319. Cf. also M. 'Gregor's History of the Sikhs, Vol. II, p. 138.

† M. 'Gregor's History of the Sikhs, Vol. II, pp. 140-141.

‡ Dr. Honigburger's Thirtyfive Years in the East, Vol. I, p. 122.

পরাভূত শিখ সেনাকে উত্তেজিত করা দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগের তেজ হ্রাস করিবার মানসে, তাহাদিগকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন। ক্ষমতাশালী ও রণকুশল জম্মুপতি ইচ্ছা করিলেই, শিখযুদ্ধের আশু অবসানের অন্তরায় হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি খালসা সৈন্যের উচ্ছেদ বাসনায়, ইংরাজের সহিত এক গোপনীয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। * কথিত আছে, শিখ যুদ্ধ অবসানে যখন লর্ড হার্ডিঞ্জ লাহোরে অবস্থান করিতে ছিলেন, গোলাপসিংহ তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "যদি আমি যুদ্ধ চালাইতাম, তাহা হইলে যুদ্ধ অন্যপ্রকারে শেষ হইত; তাহা হইলে আমি স্বেচ্ছায় সোব্‌রাওনে ফাঁদ মধ্যে মূষিকের ন্যায় রুদ্ধ থাকিতাম না। এবং ইচ্ছা করিলেই অশীতি সহস্র অশ্বারোহী, ফিরোজপুর ও দিল্লীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে সন্নিবেশ করিতে পারিতাম"। মহাবীর সিন্ধুবিজেতা নেপিয়র বলিয়াছেন যে, গোলাপসিংহ যদি এরূপ করিত, তাহা হইলে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ সমগ্র ইংরাজ সেনা নিঃসন্দেহ শিখ কৃপাণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইত। † গোলাপসিংহ আপনার প্রচুর ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত থাকিলেও, অরাতির সহিত গোপনে খালসা সৈন্যের বধোপায় উদ্ভাবনে অগ্রসর হইলেন।

ইংরাজ শাসনকর্ত্তা লর্ড হার্ডিঞ্জ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, কয়েক মাস মধ্যেই পঞ্জাব ব্রিটিস অধিকারে আনয়ন, নিজ বিপুল সৈন্যের সমসংখ্যক ও সমশক্তিশালী এক প্রতিদ্বন্দী শত্রুসেনারে পরাজয় সাধন, এবং এক সুবিস্তৃত রাজধানী অধিকার, নিতান্ত দুঃসাধ্য ও বিপদ জনক। আর যে সমরদক্ষ সাহসী সেনা ইংরাজ সেনার সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহারা যদি স্বদেশহিতৈষী কোন সুদক্ষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যে সেই সৈন্যের পরাজয় সাধনও নিতান্ত অসম্ভব। "সেই নিমিত্ত গভর্ণর জেনেরল গোলাপ সিংহকে জ্ঞাত করিলেন যে, শিখসৈন্য বিনষ্ট হইলে পর, তিনি শিখ রাজ্যের স্বাধীনতাস্বীকারে প্রস্তুত আছেন।" কিন্তু গোলাপসিংহ বলিলেন

---

* Cf. The Governor General to the Secret Committee, of the 19th February, 1846.

† Defects civil and military of the Indian Government by Sir Charles James Napier G. C. B. p. 375

যাহাদিগের ভয়ে তিনি স্বয়ং ভীত ও তাঁহার মত রণজিৎরাজ্যের অপরাপর মঙ্গলাকাঙ্খী ব্যক্তিগণ সশঙ্কিত, সেই রণদুর্ম্মদ সৈন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে তিনি অসমর্থ। কিন্তু কালবিলম্ব করিবার সময় নাই। সুবিখ্যাত ব্রিটানীয়ার গৌরব রক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। উভয় পক্ষে মধ্যে এরূপ এক প্রকার বন্দোবস্ত হইল যে, "ইংরাজ কর্ত্তৃক শিখ সৈন্য আক্রান্ত হইলে, তাহারা শিখ নায়কগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে। এবং এইরূপে তাহাদের পরাজয় সাধন হইলে, লাহোর দরবার প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। অধিকন্তু শতদ্রূপরি গন্তব্য পথ ও রাজধানী প্রবেশ মার্গ বিজেতাগণের সম্মুখে অবারিত থাকিবে। এইরূপ বিচিত্র চাতুর্য্যে ও ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতায়, সোবরাওনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।" * এই সন্ধি অতি গোপনে হইয়াছিল, যাঁহারা এই গোপনীয়সন্ধিতে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারাই কেবলমাত্র ইহার মর্ম্ম জানিতেন। বলা বাহুল্য যে ক্যাপ্তেন কানিংহ্যাম্ ইঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি সেই সময়ে গভর্ণর জেনেরলের এডিকং ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা পীটার কানিংহ্যাম্ বলিয়াছেন যে, এইসন্ধি পত্র প্রচার করায়, কানিংহ্যাম্ পদচ্যুত হন। †

পুনরায় শিখগণ শতদ্রু উত্তীর্ণ হইল। ইংরাজকে এক সুদৃঢ় বিভাগ হইতে সমরে আহ্বান করিবার মানসে তাহারা সোবরাওন অধিকার করিল। এবং প্রাকারে ও পরিখায় উহা সুদৃঢ় করিয়া, ৬৭টি তোপ এইস্থানে স্থাপিত করিল। প্রায় পঞ্চদশ সহস্র শিখসৈন্য স্বদেশ রক্ষাব্রতে দীক্ষিত হইয়া সেইস্থানে দণ্ডায়মান। অন্যান্য সমরক্ষেত্রের ন্যায় সোবরাওন রণভূমেও, শিখসেনাগণের অতুল বিক্রম, সাহস, ও ক্ষিপ্রকারিতা, পূর্ণ বিকাশ পায়। জন্মভূমি রক্ষা নিমিত্ত আন্তরিক প্রয়াস ও অভিলাষে, প্রায় সমুদায় শিখ সৈনিকের হৃদয় প্রোৎসাহিত ছিল ; কিন্তু হৃদয়োন্মত্তকারী উত্তেজনা বাক্য দ্বারা সেই বীর সেনাগণের পরিচালনে, কোন সেনাপতিই অগ্রসর হয় নাই। সেনা বিভাগে নিম্ন পদস্থ সেনানীগণ প্রাণপণ যত্নে স্বীয় বিভাগের অগ্রভাগ রক্ষা

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp. 321, 322.

† Ibid, Second edition, 1853, p. 317.

করিতে ব্যস্ত। মধ্যবিভাগ স্থিত সুশিক্ষিত শিখসেনা স্বীয় বিভাগ সুদৃঢ় করিবার অভিলাষে, তাহাদের সম্মুখ দেশ, উচ্চে সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমাণ প্রাকার দ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাহা কামান সমূহে সজ্জিত করিল। সমুদায় সেনা-বিভাগে সামরিক সজ্জা সমভাবে পরিলক্ষিত হয় নাই। শিখ বিভাগের দক্ষিণ পার্শ্বে, শতদ্রু পুলিনস্থ অনন্ত বালুকা রাশি বিস্তৃত, সুতরাং এস্থানে প্রাকার নির্ম্মাণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বিপক্ষ পক্ষ হইতে এই স্থল আক্রান্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। সুশিক্ষিত সৈন্যের দ্বারা এই অতিমাত্র প্রয়োজনীয় স্থল রক্ষা না করিয়া, শিখসেনাপতিগণ অতি রণমূর্খ সৈন্যের উপরেই ইহার রক্ষার ভার দিয়াছিল। এই স্থান রক্ষার সম্পূর্ণ অযোগ্য ব্যক্তিগণ বলপূর্ব্বক ইহাতে নিয়োজিত হইল। দুইশত মাত্র উষ্ট্রারোহী গোলন্দাজ এই স্থানে স্থাপিত হইল। শতদ্রুর অপর পারের বৃহৎ তোপ কথঞ্চিৎ এই স্থান রক্ষাকরিতেছিল। *

তেজসিংহ সোবরাওনে শিখগণের পরিচালক। অনতিদূরে লালসিংহ স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত বিশৃঙ্খল ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। জনৈক ইংরাজ রাজপুরুষ বলিয়াছেন যে, লালসিংহ সোবরাওনের শিখ সেনানিবেশের বিবরণ, ইংরাজ শিবিরে লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট প্রেরণ করে। ইহা ইংরাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ হইয়াছিল। লালসিংহ আরও বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, শিখসেনা বিভাগের দক্ষিণাংশ অতি দুর্ব্বল ও এই বিভাগের প্রাকারও অতি নিম্ন ও ক্ষীণ, সেই নিমিত্ত ইংরাজের ভয়ঙ্কর আক্রমণ এই স্থলেই নিহিত হয়। †

আলিওয়ালের যুদ্ধের বিপর্য্যয়ে শিখগণ কিছুকাল নিমিত্ত বিচলিত হয়, শতদ্রুনীরে অকৃতসৎকার সহচরগণের ভাসমান শব রাশি দর্শনে দুর্জ্জয় খালসার নির্ভীক হৃদয়ও, ক্ষণকাল নিমিত্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। কিন্তু স্বদেশ উদ্ধাররূপ মহাব্রতে, তাহারা সে সমুদায় ভুলিয়া গিয়া প্রফুল্লান্তকরণে স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল। শিখগণ ইংরাজের এক আবশ্যকীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইংরাজেরা রজনী যোগে এই স্থান

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 322.

† Edward's Reminiscences of a Bengal Civilian, p. 99.

পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় শিখগণ উহা অধিকার করে। এমন কি, অগ্রবর্ত্তী ব্রিটিশ সেনাগণের অতিমাত্র সমীপ দেশে থাকিয়াও, অজেয় খালসা সদস্তে সামরিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। এইরূপ অলোকসামান্য নির্ভীকতার দৃষ্টান্ত আর একবার অতীত সাক্ষী ইতিহাস বক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। থর্মাপলির সুবিখ্যাত তিনশত বীরগণ অসংখ্য জারক্সিস্ সেনা সম্মুখে এইরূপ বিস্ময়কর সামরিক ক্রিয়াকলাপে বীরেন্দ্র সমাজে স্বীয় নাম প্রথিত করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশ হিতৈষী শূরগণের এরূপ আচরণ বীরত্ব লীলাভিনয়ে বিরল নহে।

যদিও খালসা সৈন্য স্বদেশের নিমিত্ত মহাযুদ্ধে অকাতরে জীবন বিসর্জ্জনে প্রস্তুত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিন্তু ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতা ও আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বৈষম্যে, তাহাদের বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, পঞ্চনদে তাহা কয়জন জানিত। কেবল কতিপয়মাত্র বহুদর্শী প্রাচীন ব্যক্তির হৃদয়ে, শিখ সৈন্যের আশু সংহারের ভীষণ চিত্র সুস্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত হয়। তাঁহারা দেখিলেন স্বদেশীয় বিশৃঙ্খলতা এবং ভবিষ্যতে বিদেশীয় শাসন হইতে নিস্তার নাই। আতারির সরদার বৃদ্ধ শ্যামসিংহ * তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জন সমাজে ঘোষণা করিলেন যে, মাতৃভূমির মঙ্গল হেতু জাতীয় অরির সহিত ঘোর সমরে তিনি আত্মোৎসর্গ করিবেন। মহাত্মা গুরুগোবিন্দের পবিত্র আত্মার শান্তি ও খালসার গৌরব বর্দ্ধন নিমিত্ত শ্যামসিংহ রণক্ষেত্রে শায়িত হইবেন। আত্মোৎসর্গের মহাব্রতে সেই নরবীর প্রথমেই স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিবেন। এই ব্যক্তি পঞ্চনদের লিওনিডাস এবং সোব্রাওন্ তাঁহার থর্মাপলি। †

ব্রিটিশ শিবিরে কেহই শ্বেতদ্বীপের গৌরব রক্ষায় হতাশ হইতেছে না। সকলেই স্ফীত বক্ষে বিজয়াশায় আশ্বস্ত। আলিওয়াল সমরের জয়লাভে ইংরাজ শিবির গৌরবে প্রফুল্ল। বৃহৎ তোপ ও প্রচুর রসদাদি ফেব্রুয়ারি

---

* এই ব্যক্তি রণজিৎ সিংহের সমসাময়িক। স্বীয় গুণগ্রামে তিনি অতি অল্পকাল মধ্যেই পঞ্জাব কেশরীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ১৮৩৭ খৃঃঅব্দে রণজিতের পৌত্র কুমার নওনিহাল্ সিংহ ইঁহার কন্যার পানিগ্রহণ করেন।

† Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 323

মাসের প্রাক্কালে দিল্লী হইতে আনীত হইলে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ই তারিখে শিখ সেনা বিভাগ আক্রান্ত হইবে। আশু প্রতিশোধ গ্রহণের, ও বিজয় কৃতনিশ্চয় করণের নানাবিধ উপায় আলোচিত হইল। পরিশেষে লাল সিংহের দূত মুখে সোব্‌রাওনে শিখ সেনানিবেশের বিবরণ সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, শত্রু বিভাগ ১২০ সুবৃহৎ তোপের অনর্গল গোলা বর্ষণে বিচলিত হইলে পর, তাহাদের দুর্ব্বল দক্ষিণ পার্শ্ব, স্যার্ রবর্ট্ ডিকের পরিচালিত সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে। স্যার্ ওয়াল্‌টর্ গিল্‌বার্টের সৈন্য ডিকের দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করিবে। স্যার্ হ্যারিস্মিথের সৈন্য, গিল্‌বার্টের দক্ষিণে অবস্থান করিবে। এইরূপে প্রায় ১৬,০০০ সেনা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া শিখসৈন্যকে আক্রমণে নিযুক্ত হইল। এতদ্ব্যতীত লালসিংহের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত বহুসংখ্যক অশ্বারোহী এবং ফিরোজপুরের নিকটস্থ দুই দল বাহিনীও সমরার্থ প্রস্তুত ছিল। আক্রমণের প্রকৃত উপায় প্রকাশ করা হয় নাই, কারণ অনবধান বশতঃ যে স্থান তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছে, সেই স্থান প্রকাশ্য আক্রমণে নহে, কিন্তু সহসা আক্রমণে অধিকার করাই ইংরাজের আন্তরিক অভিলাষ। ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ই তারিখের রজনীতে ব্রিটিস সৈন্য নীরবে রণসজ্জা করিল। নিঃশব্দে সেনানীগণ সেই নিস্তব্ধ নিশীথে আদেশ প্রদানে নিযুক্ত। নৈশশান্তিমগ্ন ইংরাজ-শিবির হইতে সংগ্রামদুর্দ্ধর্ষ ইংরাজ সেনা নিঃশব্দে বহির্গত হইল। এই অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া ইংরাজসেনা শিখ বিভাগ সহসা আক্রমণে অগ্রসর হইল। *

ব্রিটিশ সেনা সেই গভীর অন্ধকারে নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। রজনীর তখনও অবসান হয় নাই; সহসা গভীর কুজ্‌ঝটিকায় সেই নৈশ-তমোরাশি গাঢ়তর হইয়া উঠিল। ইংরাজ এই ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, সোব্‌রাওনে উপস্থিত হইল। রজনী তখন অবসান হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু গভীর কুজ্‌ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হওয়ায় এখনও তমোরাশি তিরোহিত হয় নাই। ইংরাজ আনন্দের সহিত অভীপ্সিত ভূমি শিখগণ কর্ত্তৃক অনধিকৃত দেখিল। সমগ্র শিখসেনা একাকালীন

* Edwards' Reminiscences of a Bengal Civilian, p. 99. Cf. also, Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 324.

আক্রান্ত হইল। শিখগণ, এইরূপে আক্রান্ত হইলেও, শীঘ্র সশস্ত্র হইতে রণবাদ্য করিল। আনন্দপ্রদ রবিও সেই সময়ে পূর্ব্বাঞ্চল রঞ্জিত করিয়া উদিত হইলেন।

সার্দ্ধ ছয় ঘটিকার পূর্ব্বেই শতাধিক ইংরাজ তোপ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিল। * অনবরত তিন ঘটিকা কাল শিখ বিভাগের উপর ইংরাজ তোপের ভয়ঙ্কর গোলা-বর্ষণ হইতে লাগিল। সেই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে শিখ বিভাগস্থ অস্ত্রশকট চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া, ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া গেল। আবার ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণে কখন কখন শিখ বিভাগের স্তূপাকার বালুকাময় প্রাকার, শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অনলময় ভয়াবহ গোলাভ্যন্তর হইতে বহুল শাণিত অস্ত্র, মহাশব্দে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, অজস্র ধারায় শিখ বিভাগে পতিত হইতে ছিল; কিন্তু সকলি ব্যর্থ হইল। দুর্জ্জয় খালসা কিছুতেই বিচলিত হইল না। নির্ভীকচিত্তে শিখসেনা ইংরাজের প্রত্যেক আক্রমণের যথোচিত প্রত্যুত্তর দানকরিল। উভয় পক্ষীয় সেনার সেই অত্যদ্ভুত গোলাবৃষ্টি, কখন ভারত যুদ্ধে পরিলক্ষিত হয় নাই। ধূমাচ্ছন্ন রণক্ষেত্র হইতে প্রোজ্জ্বল সামরিক বেশ বিভূষিত সৈনিকের শাণিত কৃপাণের জ্যোতি এক একবার সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পুনরায় গম্ভীর শব্দায়মান কামানের ধূম পুঞ্জে আবরিত হইতে ছিল। বৃহদাকার কামানের শ্রবণভেদী বিকটরব ও অস্ত্রঝঞ্ঝনা, বীরহৃদয় প্রোৎসাহিত করিতেছিল। বীরদর্পে যোদ্ধৃগণ অলৌকিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে যশোরাশি গ্রহণে সোৎসুক।

বেলা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইল। ভীষণ উৎসাহে ও অটল উদ্যমে উভয়পক্ষীয় রণোন্মত্ত সৈন্যগণ মুহুর্মুহু অসামান্য রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া পরস্পরের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিল। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী কোন পক্ষই অবলম্বন করিলেন না। ইংরাজ তোপের ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণে দুর্জ্জয় খালসা অবিচলিত; তাহাদেরও ভয়াবহ গোলা বর্ষণ, ইংরাজ সৈন্যোপরি নিদারুণ উৎপাত করিতে লাগিল। দুর্জ্জয় অরির পরাজয় সাধন নিমিত্ত ইংরাজ আর তোপের উপর নির্ভর করি-লেন না। † ব্রিটিশ সেনা বিভাগের বামাংশ হইতে স্যার রবর্ট্ ডিক্ সসৈন্যে দৃঢ়পদে শিখ বিভাগের দক্ষিণাংশ আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। ডিক্ লালসিংহের দূতগণের বাক্যমত দেখিলেন, শিখ বিভাগের দক্ষিণাংশ অতি ক্ষীণ

* The Commander-in-chief's despatch. † Ibid.

ও দুর্ব্বল, এই স্থলের প্রাকারও সহজে উল্লঙ্ঘনীয়। ইংরাজ সৈন্য বন্দুক স্কন্ধদেশে রাখিয়া অবাধে এই স্থলে প্রবেশ করিল। এইরূপে কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলে পর তাহারা অন্য বিভাগের শিখসেনার নয়নগোচর হয়। তাহাদের দক্ষিণ বিভাগ রক্ষক শূন্য দেখিয়া দ্রুতবেগে শিখগণ দলে দলে তদভিমুখে অগ্রসর হইল। ইংরাজ সৈন্য সেই দুর্ব্বার আক্রমণে বিতাড়িত হইল। ডিক্ অতি সাংঘাতিক রূপে আহত হইলেন। ডিকের সৈন্যের এইরূপ বিপর্য্যয় দেখিয়া, গিল্‌বার্ট্ পরিচালিত মধ্য সেনা বিভাগের সৈন্যগণ,পরাজিত ডিক্ সৈন্যের সাহায্য নিমিত্ত অমনি প্রেরিত হইল। ইংরাজসেনাকে প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মধ্য বিভাগস্থ শিখগণ ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই আক্রমণে প্রতিহত হইয়া, ইংরাজ সেনা বহুল ক্ষতি সহ্য করিয়া পলায়নে বাধ্য হয়। ইংরাজ সেনা উপর্য্যুপরি তিনবার শত্রুবিভাগ আক্রমণ করিল, কিন্তু প্রতিবারেই তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়নে বাধ্য হইল। অনুসরণকারী শিখ অশ্বারোহীর শাণিত তরবারিতে তাহাদের বহুল সৈন্য রণক্ষেত্রে বিলুণ্ঠিত হইল। স্যার্ হ্যারি স্মিথের সৈন্য গিল্‌বার্টের সৈন্যের ঠিক-দক্ষিণে না থাকিয়া কিছু দূরে গিয়া পড়ে। সেই স্থান হইতে স্মিথের সৈন্য বাম বিভাগস্থ শিখ সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। শিখগণ অমনি আক্রমণকারীগণকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিতে কাল বিলম্ব করিল না। সেই আক্রমণে স্মিথের সৈন্য ঘোরতররূপ পরাজিত হইয়া বিতাড়িত হইল। *

এইরূপে প্রথম আক্রমণে পরাজিত হইলেও ইংরাজ ভগ্নোদ্যম হইলেন না। যে এক মাত্র অধ্যবসায় গুণে, ইংরাজ ঘোর বিপর্য্যয় সত্বেও, সুবিখ্যাত ওয়াটার্‌লু ক্ষেত্রে মহাবীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল, সেই অলোকসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে আজ তাহারা শিখ বিক্রমে প্রতিহত হইয়াও পুনরায় সম্মীলিত হইয়া আক্রমণে উদ্যত হইল। এই রণবীরগণের অধ্যবসায় গুণ, তাহাদের বিজাতীয় ঐতিহাসিকগণও গৌরবে ঘোষণা করিবে। এদিকে শিখগণ তাহাদের মধ্য ও বাম বিভাগে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে

* Edwards' Reminiscences of a Bengal Civilian, pp. 99-100.; Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 326 ; and M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol II, p. 163

তাঁহাদের দুর্ব্বল দক্ষিণ বিভাগ হইতে পূর্ব্বপ্রেরিত সৈন্যের অধিকাংশই আনয়নে বাধ্য হয়। বিশ্বাসঘাতক লালসিংহ যদি এই স্থল নির্ব্বাচিত সৈন্যবলে সুরক্ষিত রাখিত, তাহা হইলে মধ্য ও বাম বিভাগের শিখসেনাগণকে এই ক্লেশ সহ্য করিতে হইত না। এই ব্যাপারের সুযোগ লইয়া ডিকের পরাজিত সৈন্য শিখ প্রাকারের ক্ষীণ দক্ষিণাংশাভিমুখে পুনরায় অগ্রসর হইল এবং অনায়াসেই এই স্থল অধিকার করিল। এই সৈন্যগণ আক্রমণোদ্যত গিল্‌বার্টের সৈন্যের বিলক্ষণ সহায় স্থল হয়। মধ্য বিভাগস্থ সেনা বামপার্শ্বে এইরূপ রক্ষিত হইয়া, পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণাভিলাষে মহাক্রোধে অগ্রসর হইল; এবং ঘোরতর সংগ্রাম পরে, কেবলমাত্র তাহাদের সম্মুখস্থ শত্রু তোপ অধিকার করিল। গিল্‌বার্টের সেনাগণকে এইরূপ ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত দেখিয়া, দক্ষিণ বিভাগস্থ ইংরাজ সৈন্য পুনরায় সম্মুখস্থ অরি বিভাগ আক্রমণ করিল। শিখসেনা তৎক্ষণাৎ ইংরাজের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে অগ্রসর হইল। অচিরাৎ এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সেই অপ্রতিহত আক্রমণে অসংখ্য ইংরাজ সৈন্য চিরকালের নিমিত্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। অগ্রবর্ত্তী ইংরাজ সেনা, পরবর্ত্তী সেনার উপর বেগে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পুনরায় তাহারা আক্রমণে অগ্রসর হইল। এই সময়ে গিল্‌বার্টের সেনাগণ, ডিকের সৈন্যের সহায়ে তাহাদিগের অপযশ অপনোদন করিল। অমনি বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতি ইংরাজ বিভাগ হইতে তাহাদের সাহায্য নিমিত্ত প্রেরিত হইল। বেগে ধাবমান এই আক্রমণকারীগণের সহায়তায়, ইংরাজ সেনাপতি এককালীন একশত বিংশতি তোপ হইতে শত্রুপক্ষে ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে রক্ষিত হইয়া এই সমুদায় অশ্বারোহী ও পদাতি শিখ প্রাকারে প্রবেশ করিল; শিখ বিভাগ এককালীন চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইল। *

* Edwards' Reminiscences of a Bengal Civilian. p. 100; Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp. 326-7; M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol II pp. 164-5; The Commander-in-chief's despatch

যদিও খালসা সৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত, তথাপি তাহারা কিছু মাত্র বিচলিত হইল না; প্রত্যুত বিপুল ইংরাজ সৈন্যের সহিত অলৌকিক সংগ্রাম করিয়া প্রাণপণে বীরত্বের ভূরি ভূরি পরিচয় প্রদান করিল। প্রত্যেক কামান এখনও শিখ সৈন্যের প্রসিদ্ধ অধ্যবসায় গুণে অনলোদ্গীরণ করিতেছে। সুযোগ পাইলেই খালসা বিজয়োন্মত্ত ইংরাজের অপ্রতিহত গতি প্রতিহত করিতেছিল। প্রতি পদে অরাতির সহিত তাহারা ঘোরতর সমর করিতে ছিল। কিন্তু মহাবীর সেনানীদ্বয় পরিচালিত সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ইংরাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে, বিশ্বাসঘাতক সেনানী পরিচালিত এই সাহসীসৈন্যগণ কিরূপে অধিক কাল দণ্ডায়মান থাকিবে? এমন কি যখন সাহায্য ব্যতীত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন বিশ্বাসঘাতক শিখ সেনাপতিগণ যাহাতে শীঘ্র তাহাদের দুর্দ্দমনীয় বাহিনীর পরাজয় সম্পন্ন হয় তৎসম্পাদনে ত্রুটি করিল না; যাহাদিগের হস্তে যুদ্ধার্থ বারুদ ও শস্ত্রাদি ছিল তাহারা সুবর্ণ লোভে মুগ্ধ হইয়া, তৎসমুদায় সমরলিপ্ত সৈন্যগণের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিল না। সতেজ বাহিনী পরিচালন করিয়া পরাজিত শিখসেনার সহায়তা করা দূরে থাকুক, তেজসিংহ শত্রুর প্রথম আক্রমণেই পলায়ন করিল। কেবল পলায়নই দুর্ব্বৃত্তের মনঃপূত হইল না। অশ্রুতপূর্ব্ব বিশ্বাসঘাতকতায়, যে সেতু, সোব্‌রাওন্ সেনা বিভাগ ও শিখরাজ্যের একমাত্র সংযোগ স্থল, যে সেতু, শিখগণের পরাজয় হইলে পলায়নের একমাত্র উপায়, তেজসিংহ সেই সেতুর মধ্যভাগ ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল। *

এইরূপ ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতায় শিখ সেনার পরাজয় সাধন হইল। বিজয়োন্মত্ত ইংরাজ দলে দলে সমগ্র শিখ বিভাগাভ্যন্তর আক্রমণ করিল। খালসা অনন্যোপায় হইয়া পঞ্জাবের মঙ্গল হেতু, জীবন বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইল। ইফাইল্‌টিসের বিশ্বাসঘাতকতায় যখন অসংখ্য জারক্‌সিস্ সেনা, লিওনিডাসের মুষ্টিমেয় সৈন্যকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করে, তখন সেই রণবীর গ্রীকগণ এইরূপ জীবন বিসর্জ্জনে একবার প্রস্তুত হইয়াছিল। তখন স্বদেশহিতৈষী বীরশ্রেষ্ঠ লিওনিডাস্ তরবারি হস্তে বীর সেনা সহ সিংহ লম্ফে পারস্য সেনার উপর পতিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে স্বদেশ রক্ষাব্রতে থর্মাপলির চিরস্মরণীয় ক্ষেত্রে শায়িত হয়েন। সোব্‌রাওনে শিখ

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp. 327, 329.

সেনাপতি গণের এইরূপ ঘৃণিত ও নীচ বিশ্বাসঘাতকতায় যখন খালসা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইল, তখন সোব্‌রাওনের লিওনিডাস্ বীরবেশে সজ্জিত হইলেন। প্রাচীন শ্যামসিংহ স্বদেশরক্ষা নিমিত্ত আত্মোৎসর্গের প্রোজ্জ্বল চিহ্ন স্বরূপ স্বীয় বপু শ্বেত বস্ত্রে মণ্ডিত করিলেন। পরাজিত সহচর গণকে সম্বোধন করিয়া সেই নরবীর বলিলেন, "যে গুরুগোবিন্দ, বীর সন্তানগণের অনন্ত সুখ লাভ, গম্ভীরে ঘোষণা করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের স্বর্গীয় আত্মার মঙ্গল হেতু, তাঁহাদের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।" এই উদ্দীপনা বাক্যে বীর হৃদয় সাহসে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সিংহ বিক্রমে শ্যাম সিংহ তাঁহার অত্যল্প সেনা পরিচালন করিয়া, বিপুল ইংরাজ সৈন্যোপরি পতিত হইলেন। অবশেষে সেই ভয়াবহ শোণিত স্রোত ব্যাপারে বীর শ্রেষ্ঠ শ্যামসিংহ বিদেশীয় ও স্বদেশীয় গণের স্তূপাকার শবরাশি শয্যার উপর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিলেন। এইরূপ বীর শয্যায় কোন্ মহাবীর নিদ্রিত থাকিতে কাতর !!! এইরূপ শয্যায় ভারতের মহাবীরগণ শয়ন করিয়াছেন। সমগ্র জগতের স্বদেশ প্রেমিক বীর পুরুষগণ এরূপ শয্যা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে পঞ্চনদের বীরগর্ব্ব সেই দিবস কালের অনন্ত গর্ভে মগ্ন হইয়া গেল। *

ভয়ঙ্কর গোলাবৃষ্টি মধ্যেও নির্ভীক খালসাসৈন্য অসি উত্তোলন করিয়া, শত্রুকে ঘৃণা সহকারে আহ্বান করিতেছে। জ্বলন্ত অনলময় বৃষ্টিপাত কিছুতেই বীর প্রতিম খালসার হৃদয় বিচলিত করিতেছে না। যে যে স্থলে ইংরাজ দলে দলে বিচরণ করিতেছিল, সেই সেই স্থানে তাহারা গোলন্দাজগণকে কামান লক্ষ্য করিতে বলিতে ছিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা কাল, শিখসেনাবিভাগের প্রবল অর্দ্ধাংশে যুদ্ধ অতীব গম্ভীর অথচ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। এই গাম্ভীর্য্য ও ভীষণ ভাবের সমাবেশ, ভয়ঙ্কর শোণিত স্রোতে ভয়াবহরূপে পরিব্যক্ত হয়। শিখ প্রাকারের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত, বীর সৈনিকের উত্তপ্ত শোণিতে রঞ্জিত হইল; শিখ পরিখা হত ও আহতে পরিপূর্ণ হইল। কামানের শ্রবণভেদী গর্জ্জন ও অসংখ্য বন্দুকের দূরব্যাপী শব্দ ভেদ করিয়া, জয়ের হুঙ্কার ও দারুণ ঘৃণার

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 327.

আস্ফালন তখনও শুনা যাইতেছিল ; তখনও অসির উজ্জ্বল আভা সূর্য্যালোকে প্রতিভাতিত হইতে ছিল। কখন কখন বারুদ প্রজ্জ্বলিত হইয়া মহাশব্দে জ্বলন্ত অস্ত্র ইতস্ততঃ নিক্ষেপ, ও বিভাগস্থ বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড ও স্তূপাকার মৃত্তিকা রাশি রণস্থলের ধূমপুঞ্জ ভেদ করিয়া শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিল।

সমরভূমির এই লোমহর্ষণ দৃশ্য বীরগণের হৃদয় স্তম্ভিত করিল। অসংখ্য সেনা এই ভয়ঙ্কর সংহার ব্যাপারে চিরকালের নিমিত্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। ক্রমশঃ প্রত্যেক রক্ষণীয় স্থল ইংরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, শিখ সৈন্য পূর্ণতোয় ও স্ফীতবক্ষ শতদ্রু পৃষ্ঠ দেশে রাখিয়া, বিপুল অরির প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইল। বিশ্বাসঘাতক তেজসিংহ এই বীর সৈনিকগণের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়, পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছে। শতদ্রু এক্ষণে পূর্ণবক্ষ, সুতরাং এ অবস্থায় সন্তরণ করিয়া অরাতি সম্মুখে প্রাণরক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। উভয় পার্শ্ব হইতে বিপক্ষ সৈন্য দলে দলে আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু পশ্চাতে তাহাদের পলায়নের পথ একেবারে রুদ্ধ। যদিও চতুর্দ্দিক হইতে বিজয়োন্মত্ত ইংরাজ পদাতি ও অশ্বারোহী কর্ত্তৃক অতি ভয়াবহরূপে আক্রান্ত, তথাপি গোবিন্দের কোন শিষ্যই শত্রু করে জীবন ভিক্ষা করিল না। কেহই 'বিজেতার আশ্রয়প্রার্থী হইল না ; প্রত্যুত তাহারা অরির সহিত লোকত্রাস সমরে নিযুক্ত রহিল। তৎকালে সোব্‌রাওনে এক লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইল। এক একজন করিয়া অনেকেই অসংখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে বেগে অগ্রসর হইল ; এবং এক কালীন অসংখ্য ইংরাজগণের সহিত অলৌকিক যুদ্ধ করিয়া, পরিশেষে একে একে বীরশয্যায় নিদ্রিত হইতে লাগিল। অবশিষ্ট শিখ সেনা ধীরে ধীরে অতিমাত্র দুঃখিত চিত্তে শতদ্রুতীরে উপস্থিত হইল। জেতাগণ সাশ্চর্য্যে বিজিতগণের এই দুর্জ্জয় সাহস স্তম্ভিতচিত্তে নিরীক্ষণ করিল। নিরাশ্রয় মরণোন্মুখ অরির অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণে ইংরাজেরা ক্ষণকালের নিমিত্ত অস্ত্র চালনায় নিরস্ত হইয়া, কৃপাণ হস্তে অবিচলিত ছিল বটে, কিন্তু তখনও তাহাদের ক্রোধ ও সংহার লালসা পরিতৃপ্ত হয় নাই। রাশি রাশি শবের উপর দণ্ডায়মান থাকিয়াও ইংরাজ, যে দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যগণ তাঁহাদের দুর্ব্বার ক্ষমতায় ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছিল,

তাহাদের সম্পূর্ণরূপ বিনাশ মানসে, শতদ্রু নীরে ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শতদ্রুনীর বীর শোনিতে রঞ্জিত ও পলায়মান সৈন্যের মৃত-দেহে পরিব্যাপ্ত রহিল। পানিপথের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পর, এরূপ ভয়াবহ রক্তস্রোত আর কখন ভারত বক্ষ প্রক্ষালন করে নাই। ইংরাজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইল। মুহূর্ত্ত কাল ইংরাজসৈন্য, ধূম, মৃত্তিকা ও শোনিতে রঞ্জিত হইয়া, নীরবে নিস্পন্দের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল; পরমুহূর্ত্তেই বিজয় গৌরব তাহাদের অন্তঃকরণে জাগরূক হওয়ায়, তাহারা বিজয়ী সেনানীদ্বয়ের প্রশংসায় ঘোর হুঙ্কার করিল; সেই হুঙ্কারে পঞ্চনদ প্রকম্পিত হইল। পঞ্চ সহস্র হইতে অষ্ট সহস্র শিখ সেই ঘোর দুর্দ্দিনে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা হেতু জীবন বিসর্জ্জন করিল। হত ও আহত সর্ব্বসমেত দুই সহস্র চারি শত তিনজন ইংরাজ সেই দিবস তাহাদিগের জাতীয় গৌরব রক্ষা হেতু সোব্‌রাওনে পতিত রহিল।*

এইরূপে চিরস্মরণীয় সোব্‌রাওন্ সমরের অবসান হয়। এইরূপে স্বদেশের নিমিত্ত সহস্র সহস্র শিখ সেই পুণ্যক্ষেত্রে অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করে। ভারতীয় ইতিহাস এই সমরের অমর কীর্ত্তি, হল্‌দিঘাট্ ও ডিউরীর সহিত সমস্বরে বিঘোষিত করিবে। প্রতীচ্য জগতের থর্ম্মাপলি, ম্যারাথন্ ও মর্গার্‌টন্ এই পুণ্য রণ ক্ষেত্রের সহিত গৌরবে সমতুল।

*** এই অধ্যায়ে "ইংরাজ সৈন্য" এই বাক্যটি অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমগ্র সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন সেনায় বিভক্ত; ইহা সুবিখ্যাত সিপাহী, মহাবল গুর্‌খা ও রণকুশল ইংলণ্ডীয় সৈন্যে সমষ্টিকৃত। শিখ সৈন্যের গৌরবের বিষয় কম নহে যে, কি সিপাহী, কি গুর্‌খা, কি ইংরাজ, সকলেই পঞ্জাব সমরে খালসার অসীম বিক্রমে স্তম্ভিত হইয়াছিল। এই সমুদায় প্রসিদ্ধ সৈন্যের পরিচালক স্যার্ হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ্ ও স্যার্ হিউ গফ্, বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ, ইংলণ্ড হইতে সমুচ্চ লর্ড পদবীতে ভূষিত হইলেন।

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp. 327-8 যথায় এই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় তাহার প্রকৃত নাম সব্‌রাহান্। সব্‌রাহান্ জাতি তাহার সন্নিকটে বাস করিত বলিয়া, এই যুদ্ধ সোব্‌রাওন্ নামে খ্যাত।

চতুর্থ অধ্যায়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ্ ও ভইরওয়াল্ সন্ধি, ১৮৪৬-১৮৪৭ খৃঃ।

ইংরাজ সৈন্যের শতদ্রু উত্তীর্ণ হওন—কসুর হইতে গভর্ণর জেনারলের ঘোষনা—ললিয়ানায় হার্ডিঞ্জ ও দলিপ সিংহের প্রথম সাক্ষাৎ—ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখে ইংরাজ কর্ত্তৃক লাহোর অধিকার—দলিপ সিংহের নব অভিষেক—হার্ডিঞ্জের প্রতিশ্রুতি রক্ষা—শিখ সৈন্যের দলচ্যুতি—৯ই মার্চ্চের সন্ধি—মহারাণী ঝিন্ধন ও দরবারের আবেদন—হার্ডিঞ্জের সদুপদেশ—১১ই মার্চ্চের সন্ধি—লাল সিংহের সচিব পদাভিষেক—গোলাপ সিংহের পুরস্কার—কাশ্মীরে তাঁহার স্বাধীন রাজত্ব—তেজ সিংহের পুরস্কার—লাল সিংহের মন্ত্রীত্ব-তাহার অধঃপতন-ভইরওয়াল্ সন্ধি—লাহোরে প্রথম ইংরাজ রেসিডেণ্ট স্থাপন—হেন্‌রী লরেন্সের সুশাসন—ঝিন্ধনের অন্যায় আচরণ—লাহোর হইতে তাঁহার স্থানান্তরন—হার্ডিঞ্জ ও হেন্‌রী লরেন্সের স্বদেশ যাত্রা।

যে দিবস পঞ্চনদের বীরসন্তানগণ সোব্‌রাওনে চিরনিদ্রায় সমাচ্ছন্ন রহিল, সেই দিবসের রজনীযোগেই ইংরাজ সৈন্যের কতকাংশ শতদ্রুর অপর পারে প্রেরিত হইল। পর দিবস সমুদায় ইংরাজ সৈন্য শতদ্রু উত্তীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল, এবং তিন দিবসের মধ্যেই তাহারা সকলে কসুরে একত্রিত হইল। ১৪ই তারিখে, কসুর্ হইতে গভর্ণর্ জেনারল্ এই ঘোষণা করিলেন—"যে অবধি শিখগণ ইংরাজ-রাজের সহিত তাহাদের সন্ধি ভঙ্গ নিমিত্ত সমুচিত দণ্ড না দিবে, তদবধি পঞ্চনদ ইংরাজের অধিকারে থাকিবে। পঞ্চনদ রাজ্য বৃটিস ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভূত করা ইংরাজের অভিপ্রেত নহে। যাহাতে যুদ্ধের ব্যয় আদায় হয় ও ভবিষ্যতে কোন উপদ্রব না ঘটে, তজ্জন্য লাহোর রাজ্য হইতে কতিপয় প্রদেশ বৃটিশ শাসনাধীনে আনীত হইবে। যদিও দরবারের অপরাধের নিমিত্ত সমুচিত শাস্তি বিধান করা কর্ত্তব্য, তথাপি গভর্ণর্ জেনারল্, শিখ দরবার ও সরদারগণকে তাহাদের রাজ্য সংস্করণের এক সুযোগ দানে ইচ্ছুক। সে

নিমিত্ত তিনি ইংরাজের সুবিশ্বস্ত পরম সুহৃদ্ মহারাজ রণজিৎ সিংহের বংশধরের অধীনে, শিখ দরবার ও সরদারগণের সহায়ে, এক নূতন সংস্কৃত শিখ রাজ্য সংস্থাপনে অভিলাষী। কিন্তু যদি শিখ জাতিকে বর্ত্তমান অরাজকতা হইতে উদ্ধারের এই নবোপায় অবহেলা করা হয়, ও যদি পুনরায় ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আয়োজন করা হয়, তাহা হইলে গভর্ণর্ জেনেরল্ যাহা করিলে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের মঙ্গল হইবে, পঞ্চনদের ভবিষ্যৎ রাজ শাসন সম্বন্ধে সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন।"*

সোব্রাওনের জয় লাভের এত শীঘ্র পরেই যে, ইংরাজ শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়া লাহোর অভিমুখে পদচালনা করিয়া দিবে. লাহোর বাসীগণ ইহা আদৌ মনে স্থান দেয় নাই। এক্ষণে গভর্ণর্ জেনারল্কে কসুর হইতে এই ঘোষণা করিতে শুনিয়া লাহোর দরবার বিজেতার সহিত কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাহাতে ইংরাজসৈন্য রণজিৎ রাজধানীতে না আগমন করে, তন্নিমিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইল। এই নিমিত্ত গোলাপ সিংহ শীঘ্র কসুরে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু গভর্ণর্ জেনারল্ গোলাপ সিংহের কোন অনুরোধই রক্ষা করিলেন না। লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্ গম্ভীরে বলিলেন, "লাহোর ব্যতীত অন্য কোন স্থানে, তিনি শিখ দরবারের সহিত সন্ধি করিবেন না। রণজিৎ রাজধানীতেই যুদ্ধের ব্যয় গৃহীত হইবে, এবং সেই স্থানেই ইংরাজ রক্তপাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে।"† গোলাপ সিংহ নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। কসুর হইতে দুই তিন দিবসের মধ্যেই ইংরাজ সৈন্য লাহোরে উপস্থিত হইবে। গোলাপ সিংহ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, যদি তিনি শিশু দলিপ্ সিংহকে গভর্ণর্ জেনারলের শিবিরে লইয়া যান, তাহা হইলে হয়ত রাজধানীতে ইংরাজের আগমন রহিত হইতে পারে। এই আশায় তিনি লাহোর হইতে দলিপ্ সিংহকে লইয়া ইংরাজ শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইতি মধ্যে ইংরাজ সৈন্য কসুর হইতে ললিয়ানায় অগ্রসর

---

* The Proclamation of the Right Hon. the Governor General of India, dated, Kussoor, the 14th February, 1846.

† M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol. II. p 202.

হইয়াছে। তথায় গভর্ণর্ জেনারলের সহিত রণজিৎ সন্তানের প্রথম সাক্ষাৎ হইল। মহামনা দয়ার্দ্রচেতা হার্ডিঞ্জ্ সাদরে দলিপ্ সিংহকে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, "যে নরপতি ত্রিংশৎ বৎসর কাল অবিচ্ছিন্ন ও পবিত্র সদ্ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধর পঞ্চনদ শাসন করিবে, ইহা এখনও তাঁহার অভিলাষ।"* তৎপরে গোলাপ সিংহ, দেওয়ান দীননাথ, ফকির নুর্উদ্দিন্ প্রভৃতি সরদারগণকে বলা হইল যে, দলিপ্ সিংহকে তাঁহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে; কিন্তু বিয়াস্ ও শতদ্রু মধ্যস্থ সমুদায় প্রদেশ গুলি বিজেতার করায়ত্ত হইবে; এবং সামরিক ব্যয় স্বরূপ স্বার্দ্ধ এক কোটি টাকা ইংরাজ করে দিতে হইবে। অনেক বাগবিতণ্ডার পর শিখ প্রতিনিধিগণ অনিচ্ছায় ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করা হইল যে, শিখ রাজধানীতে এই সন্ধি স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত হইবে। রণজিৎ রাজধানীতে ইংরাজের যাইবার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র ভারতবর্ষ সম্যক বিদিত হউক যে, দাম্ভিক শত্রুর সম্পূর্ণরূপ পরাজয় সাধিত হইয়াছে। অগত্যা গোলাপ সিংহ দলিপ্কে লইয়া লাহোরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের বিংশতি দিবসে ইংরাজ সৈন্য শিখ রাজধানীতে উপস্থিত হইল। সেই দিবসেই গভর্ণর্ জেনারলের নিদেশানুসারে, স্যার্ হেন্‌রী লরেন্স্, স্যার্ ফ্রেডেরিক্ করি ও উইলিয়ম এড্ওয়ার্ডস্ দলিপ্ সিংহকে তাঁহার প্রত্যর্পিত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রেরিত হইলেন। গোলাপসিংহ সমভিব্যাহারে এই রাজ পুরুষগণ প্রাসাদে নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিয়া, মহা সমারোহে দলিপ্ সিংহকে পঞ্চনদ রাজ সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। পর দিবস রাজ প্রাসাদে মহা সমারোহে এক দরবার হইল; তথায় মহারাজ দলিপ্ সিংহ ও তাঁহার পারিষদবর্গ সাদরে ও সম্ভ্রমে গভর্ণর্ জেনারলকে সম্ভাষণ করিয়া, তাঁহার সদয় আচরণের নিমিত্ত ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। দরবার কালীন লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্ সুবিখ্যাত কহিনুর্ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গোলাপ সিংহ স্বয়ং উহা আনয়ন করিলেন। গভর্ণর জেনারল্ এই মহার্ঘমণির সবিশেষ প্রশংসা করিয়া, ইহা ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারীগণকে দেখাইতে

* M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol. II, p. 203.

বলিলেন। শতাধিক ইংরাজ রাজ পুরুষ সবিস্ময়ে এই অতুল হীরক দেখিলে পর, ইহা গোলাপ সিংহকে প্রত্যর্পিত করা হইল।*

গভর্ণর্ জেনারল্ শিখগণকে পরাজিত করিয়া পঞ্চনদ রাজ্য যে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভূত করিলেন না, ইহা তাঁহার মহান চরিত্র ও রাজ্য শাসন শক্তির সুন্দর পরিচায়ক। যে সমুদায় মহাপুরুষগণ, পঞ্চনদ বাজেয়াপ্ত না করিবার জন্য তাঁহার রাজশাসন শক্তির উপর দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহাদের ইহা উপলব্ধি হয় নাই যে, তখনও অমৃতসহরাভিমুখে বিংশতি সহস্র শিখ সজ্জিত ছিল। যদি এই সৈন্যগণ কোন সুনায়ক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, স্বদেশের মধ্যে ইংরাজকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে ইংরাজের আর বিপদের পরিসীমা থাকিত না। সুশাসক লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্ ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। ভয়ঙ্কর শত্রুর সহিত সমরে তিনি যে ঘোরতর ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন,তন্নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ; এবং সেই দুর্দ্দান্ত অরি যে শাসিত হইয়াছে তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। সুতরাং পঞ্চনদ রাজ্য অধিকার করিতে গিয়া, বিপুল অর্থ ও সৈন্যের নাশ করা, তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না ; এবং ইহাও সুনিশ্চিত যে, তৎকালে পঞ্চনদে ইংরাজের সহিত যে সৈন্য ছিল, তাহাদের সাহায্যে, পঞ্চনদ বৃটিশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভূত করা অতি অসম্ভব। অধিকন্তু এই মহামনা ব্যক্তি, যে প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ইংরাজের সহিত আজীবন অবিচ্ছিন্ন মিত্রতা ও সৌহার্দ্দ্যে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহার বংশধরকে একেবারে পৈত্রিক রাজ্য হইতে বঞ্চিত করা, কোন ক্রমেই ন্যায় সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। বিশেষতঃ এই সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সোব্রাওন্ যুদ্ধের পূর্ব্বে, গোলাপ সিংহের নিকট শিখ রাজ্য বজায় রাখিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন ; এখন বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি যে, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন ইহা তাঁহার সরল অন্তকরণে স্থান পায় নাই। †

ফেব্রুয়ারি মাসের ২২এ তারিখে, প্রাসাদের কতকাংশে ইংরাজ সৈন্য

---

* Edwards' Reminiscences of a Bengal Civilian, pp. 107,-110.

† Ibid. p. 105 ; M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol. II. pp. 204-5 ; & Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 329.

স্থাপিত হইল। যখন বিংশতি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে গভর্ণর্ জেনারল্ ও প্রধান সেনাপতি লাহোরে সমাসীন ছিলেন, সেই সময়ে যে সমুদায় শিখ সৈন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে বক্রী বেতন দিয়া দলভঙ্গ করিবার নিমিত্ত লাহোরে আনয়ন করা হইল। খালসার ক্ষমতা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সমুদায় কামানই বিজেতার করায়ত্ত হইয়াছে। বিশ্বাস-ঘাতক সেনানীগণ কর্ত্তৃক তাহারা ঘোরতর রূপ প্রতারিত হইয়াছে। যদি এ সময়ে কোন সুনিপুণ সেনানী তাহাদিগের পরিচালনে উত্থিত হইতেন, তাহা হইলে এইরূপ হীন অবস্থা সত্ত্বেও, তাহারা অরাতি বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে কিছুমাত্র ভীত হইত না। কিন্তু এরূপ কোন সেনাপতির অভ্যুত্থান দূরে যাউক, তৎপরিবর্ত্তে তাহারা দারুণ ক্রোধে ও ঘৃণায় দেখিল যে, তাহাদিগের বিশ্বাস-ঘাতক ও ভীরু সেনানীগণ বিজেতার নিকট তাহাদের ইংরাজ হিতৈষিতার নিমিত্ত পুরস্কার ও পদোন্নতি নিমিত্ত লালায়িত। অনন্যোপায় এই সাহসী সৈন্যগণ মর্ম্মন্তুদ যাতনায় ব্যথিত হইয়া, জীবনোপম সামরিক ব্যবসা হইতে বিচ্যুত হইতে রাজধানীতে আগমন করিল। "তৎকালে দেশ হিতৈষী এই সৈন্যগণের প্রশান্ত আননে, নৈরাশ ব্যঞ্জক ভাব, বা দাম্ভিকতা আদৌ পরি-লক্ষিত হয় নাই। প্রত্যুত যে অলৌকিক সাহসের বিকাশে বিজেতাগণ ইতি-পূর্ব্বে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, এবং যাহা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই, সেই অসীম সাহস ও নির্ভীকতা এক্ষণে তাহাদিগের প্রশান্তও গম্ভীর ভাবে বিলক্ষণ অলঙ্কৃত হইয়াছিল। তাহারা পরাজয়কে যুদ্ধের অনিশ্চিত ফলাফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিল; এবং এইরূপ বিপর্য্যয় ও অবমাননা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে অদৃষ্টের প্রসন্নতার আশায়, তাহারা উৎসাহিত ও উল্লসিত ছিল। তাহারা আপনাদিগকে গোবিন্দের অযোগ্য শিষ্য বলিয়া বিবেচনা করিত, এবং বলিত যে, খালসা এক্ষণে বালক, এবং শিখ সাধারণতন্ত্র যেমন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, গোবিন্দ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার শিষ্যগণকে অপ্রতি-হত বিক্রমে প্রোৎসাহিত করিয়া পরিচালনা করিবেন। এইরূপে বীর হৃদয় শান্তি অন্বেষণ করিল। এইরূপে ব্রিটানিয়ার দুর্ব্বার বিক্রম ও সমুন্নত শাসন প্রণালী সমীপে বীর মস্তক অনিচ্ছায় অবনত হইল।"*

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, pp. 333-4.

অবশিষ্ট শিখ সৈন্য এইরূপে দলভঙ্গ হইলে পর বিজেতাগণ, যে সমুদায় তোপ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়াছিল এবং যাহা তখনও তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই, তৎসমুদায় তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে শিখসেনানীগণকে বলিলেন। ঐ সমুদায় তোপের মধ্যে দুইশত, অগ্রেই ইংরাজের করায়ত্ত হইয়াছিল; কেবল ৩০টী মাত্র তোপ তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই। অবিলম্বেই এই সমুদায় তোপ বিজেতাকরে প্রদত্ত হইল। যখন এই তোপগুলি একে একে বিজেতার নিকট সমর্পিত হইল, তখন তোপ রক্ষক সুল্তান্ মাহমুদ্ ক্রোধে ও ক্ষোভে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই প্রাচীন বীর পুরুষের মর্ম্মন্তুদ যাতনায়, শিখ নামের অযোগ্য ও কুলাঙ্গার কতকগুলি ব্যক্তি বিদ্রুপ ও হাস্য করিতে লাগিল।*

মার্চ্চ মাসের ৯ই তারিখে শিখদরবার ও ইংরাজের সহিত প্রথম সন্ধি হইল। ইতিপূর্ব্বে ইহা এক প্রকার ললিয়ানায় স্থির হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা তথায় সাব্যস্ত হয় নাই। এই সন্ধির ধারা অনুসারে, শিখ মহারাজ শতদ্রুর দক্ষিণস্থ প্রদেশগুলিতে তাঁহার সত্ত্ব ও সম্বন্ধ, চির কালের নিমিত্ত ত্যাগ করিলেন। এতদ্ব্যতীত বিয়াস্ ও শতদ্রু মধ্যস্থ সমুদায় প্রদেশগুলি ইংরাজ হস্তে অর্পিত হইল। লাহোর দরবার ইংরাজের সামরিক ব্যয় নিমিত্ত দেড় কোটী টাকা দানে অসমর্থ হওয়ায়, আপাততঃ এক ক্রোর টাকার পরিবর্ত্তে কাশ্মীর ও হাজারা সমেত বিয়াস্ ও সিন্ধু নদের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় প্রদেশ গুলির সত্ত্ব বিজেতার হস্তে সমর্পণ করিল; এবং বক্রী পঞ্চাশ লক্ষ শীঘ্রই পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হইল। এই সময় হইতে লাহোরের সৈন্য, বিংশতি সহস্র পদাতি ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যে সংখ্যাবদ্ধ হইল। বৃটিস গভর্ণমেণ্টের অভিমত ব্যতীত কখন এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে না। ইংরাজ তাঁহাদের পক্ষে স্বীকার করিলেন যে, লাহোর দরবারের আভ্যন্তরীণ রাজ কার্য্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না; কিন্তু যদি কোন বিষয়ের মধ্যস্থতা নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হয়, তাহা হইলে গভর্ণর্ জেনারল্,

---

* M Gregor's History of the Sikhs, Vol 11. pp. 211 214, 223-4

পঞ্জাবের মঙ্গল হেতু, তাঁহার পরামর্শ দানে শিখ দরবারকে সাহায্য করিবেন। উভয় পক্ষ হইতে এই সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত ও সাব্যস্ত হইল।*

দরবার সর্ব্বাগ্রে ইংরাজের সামরিক ব্যয়ের বক্রী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সংগ্রহে ব্যস্ত হইল। কিন্তু ধনাগার এই বক্রী টাকা দানেও অসমর্থ হওয়ায় পঞ্জাবের প্রত্যেক সরদারগণকে ইহা পূরণ করিতে বলা হইলে, যাহারা দরবার হইতে ভূরি ভূরি মুদ্রা পাইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল যে, তাহাদের সমুদায় সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রাজ্যের মঙ্গল ও শান্তি প্রয়াসী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই, অসঙ্কোচ চিত্তে তাঁহাদের অংশ দানে কাতর হইলেন না। ইহাঁদের মধ্যে আতারীর সরদার, ছত্র সিংহের নাম সুবিখ্যাত।† এইরূপে লাহোর দরবার ইংরাজের বক্রী প্রাপ্য পূরণ করিল।

এইরূপে গভর্ণর্ জেনারলের মহান কার্য্যের সমাধান হইল; এইরূপে শিখ রাজ্যের নূতন প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু সেই মহান ব্যক্তিকে এখনও রণজিৎ রাজ্যের মঙ্গল হেতু আরও কিছু করিতে হইবে। মহারাণী ঝিন্ধন তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে পুনস্থাপিত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, যে প্রবলপরাক্রান্ত মহান ব্যক্তি শিখ সেনাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার তনয়কে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছেন, সেই মহাপ্রতাপশালী ব্যক্তির অবর্ত্তমানে, অবশিষ্ট শিখ সেনা কুমন্ত্রণায় চালিত হইয়া রাজ্য বিপ্লব ঘটাইতে পারে। তাঁহার স্বর্গীয় পতির মৃত্যু হইতে এতাবৎ কাল পঞ্চনদের ইতিহাস তিনি স্তরে স্তরে পাঠ করিয়াছিলেন। অতীতের লোমহর্ষণ ঘটনাবলী তাঁহার স্মৃতিতে সম্যক জাগরূক ছিল। এই আশঙ্কায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মহারাণী গভর্ণর্ জেনারলকে জ্ঞাত করিলেন যে,"তাঁহাকে ও তাঁহার তনয়কে শিখগণের হস্তে রাখিয়া পঞ্চনদ পরিত্যাগ করা অপেক্ষা, উভয়কে বৃটিস সীমানায়, কিংবা তাঁহার সহিত

* Vide. Treaties, Engagements & Sunnuds; by C. U. Aitchison, B. C. S., revised and continued up to the present time by Lieutenant A. C. Talbot, B. S. C., 1876. Vol. VI. pp. 38-41.

† M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol. 11. p. 215.

কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট্ হাউসে লইয়া যাওয়াই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলকর।" ইহার পর রাম সিংহ, রাজা লাল সিংহ, সরদার তেজ সিংহ, দেওয়ান দীননাথ, ফকির নুর উদ্দিন, এই বিশ্বস্ত রাজ কর্ম্মচারীগণের হস্তে, শিশু নরপতির নামাঙ্কিত এক পত্র গভর্ণর্ জেনারলের নিকট প্রেরিত হইল। সেই পত্রে মহারাণীর অনুরোধ মত দরবারস্থ রাজ পুরুষগণ, গভর্ণর্ জেনারল্‌কে অনুনয় করিলেন যে, "লাহোর দরবার, রাজ কার্য্য ব্যাপারের সংস্করণ কালীন যাহাতে কোন বিদ্রোহিতার অভ্যুত্থানে বিপন্ন না হয়, তদবিষয়ে চেষ্টা করা অতীব প্রয়োজনীয়। এই নিমিত্ত ইহা তাঁহাদের অভিলাষ যে, বৃটিস সৈন্য দরবারের রক্ষার্থ যেন রাজধানীতে কয়েক মাসের জন্য অবস্থানে আদিষ্ট হয়। সুশৃঙ্খলায় দরবারের ব্যাপার নিষ্পন্ন হইলে পর, এই সৈন্যের সাহায্যের আর আবশ্যক হইবে না"। গভর্ণর্ জেনারল্ মহামনা হার্ডিঞ্জ্, মহারাণী ঝিন্ধন্ ও দরবারের প্রস্তাব অতি ন্যায় সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। *

মার্চ্চ মাসের নবম দিবসে বেলা চারি ঘটিকার সময় গভর্ণর্ জেনারলের শিবিরে এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। তথায় ইংরাজ পক্ষে গভর্ণর্ জেনারল্, প্রধান সেনাপতি ও তাঁহাদের রাজকর্ম্মচারীগণ, এবং শিখ পক্ষে, দলিপ্ সিংহ, রাজা গোলাপ সিংহ, সরদার তেজ সিংহ এবং অপর ত্রিশ জন সরদার ও রাজ কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। গভর্ণর্ জেনারল্ শিখ রাজ কর্ম্মচারীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৃটিস গভর্ণমেণ্ট আপনাদের আভ্যন্তরীণ রাজ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহে; প্রত্যেক বৃটিস সৈনিক লাহোর হইতে স্থানান্তরিত করিতে আমি প্রস্তুত ও অভিলাষী ছিলাম, কিন্তু শিখ দরবারের বিশেষ অনুরোধে আমি শিখ রাজধানীতে বৃটিস সৈন্য স্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছি। এই গুরুতর রাজকার্য্য সংশোধন ব্যাপারে কৃতকার্য্য বা অকৃতকার্য্য হওয়া আপনাদেরই হস্তে নির্ভর করিতেছে। এ বিষয়ে আমার সহায়তার কোন ত্রুটি হইবে না; কিন্তু আপনারা যদি এই সুযোগে রাজকার্য্য সংস্করণে অবহেলা করেন, তাহা হইলে বৃটিস গভর্ণমেণ্টের কোন সহায়তাই শিখ দরবারকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় পারদর্শিতা, এবং সন্ধির সর্ত্ত

* M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol. II. pp. 220, 225-6

রক্ষণে অচল প্রতিজ্ঞাই, শিখ দরবারকে মাননীয় ও তাহার স্বাধীনতা রক্ষায় সক্ষম করিবে। চল্লিশ বৎসর কালাবধি রণজিৎ সিংহ উভয় রাজ্য মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাঁহার রাজ-শাসন-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন; সেই সময়ে শিখ জাতিও স্বাধীন ও সুখী ছিল। সেই সুদক্ষ ব্যক্তির রাজনীতি আপনাদের ভবিষ্যৎ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার দৃষ্টান্ত স্থল হউক"। * এরূপে এই মহান ব্যক্তি তাঁহার সদুপদেশে শিখসরদারগণকে উপকৃত করিলেন। সরদারগণও মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া, গভর্ণর্ জেনারলের সদুপদেশ মত কার্য্য করিবেন স্বীকার করিলেন।

পরদিবস গভর্ণর জেনারল্ ও প্রধান সেনাপতি, অপরাপর রাজকর্ম্মচারীগণ সমভিব্যাহারে রাজ প্রাসাদে দলিপ্ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় দেওয়ান দীননাথ সর্ব্বজন সমক্ষে, গভর্ণর্ জেনারলের প্রশংসায় এক লিখিত পত্র পাঠ করিলেন। "শিখ রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করায় গভর্ণর জেনারল্, যে মহান ও দয়ার কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কৃতজ্ঞতা বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা অসম্ভব। গত কল্য, দয়া ও বন্ধুতা নিবন্ধন তিনি যে সদুপদেশ দিয়াছেন, এবং দরবারের অনুরোধে শিশু নরপতি ও লাহোর বাসীর রক্ষার্থে তিনি যে, রাজধানীতে বৃটিস সৈন্য স্থাপিত করিতে সম্মত হইয়াছেন, দরবার তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ। ইহা দরবারের শেষ নিবেদন যে, তিনি যেন সতত রণজিৎ রাজ্য সম্বন্ধে এই মহান উদার নীতি অবলম্বন করেন; এবং নরপতির অল্প বয়স নিবন্ধন তাঁহার উপর দয়া করিয়া তিনি স্বর্গীয় মহারাজের সহিত যেরূপ মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, সেইরূপ সম্বন্ধ এখনও অনুগ্রহ করিয়া রক্ষা করিবেন, ইহা দরবারের একান্ত অভিলাষ।" † এইরূপে লাহোর দরবার গভর্ণর্ জেনারলের মহৎ আচরণে মুগ্ধ হইয়া স্বীয় কৃতজ্ঞতা সেই সদাচার ব্যক্তির সমীপে জ্ঞাপন করিল। পর দিবস ১১ই তারিখে উভয় পক্ষ মধ্যে এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল যে, শিখ সেনার সংশোধন ও সংস্করণ কালীন, বৃটিস্ গভর্ণমেণ্ট্ বর্ত্তমান বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত, মহারাজ ও লাহোর বাসীগণের রক্ষার্থ, আবশ্যকীয় সৈন্য লাহোরে স্থাপিত করিবেন।

* M 'Gregor's History of the Sikhs, Vol. II. pp. 231-4

† Ilid. pp. 242-3

লাহোর দরবার এতদ্বারা সম্মত হইল যে, রাজধানী এবং দুর্গ এই সৈন্যগণের সম্পূর্ণরূপ করায়ত্ত থাকিবে, শিখ সৈন্য রাজধানী হইতে স্থানান্তরিত হইবে, এবং ইংরাজ সৈন্যের রক্ষার্থে বিদেশীয় রাজ্যে ইংরাজের যে ব্যয় হইবে তৎসমুদায় দরবার পূরণ করিবে। *

এইরূপে বৃটিস্ গভর্ণমেণ্ট পঞ্জাবে শিখরাজ্য রক্ষা করিলেন। কিন্তু এই নবীন শিখ রাজ্যের শীর্ষস্থানে থাকিয়া শিশু নরপতির প্রতিনিধি স্বরূপ কে রাজকার্য্য সংস্করণের ভার গ্রহণ করিবে? গোলাপ সিংহ যদিও পঞ্চনদ রাজ্যের ঘোর দুর্দ্দিনে শিখগণ কর্ত্তৃক প্রধান মন্ত্রীপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি এক্ষণে স্বীয় অদৃষ্টের সুন্দর ভবিষ্যে সন্দিহান হইলেন; কারণ মহারাণীর স্নেহে বর্দ্ধিত ও দৃপ্ত লাল সিংহ সচিব পদ প্রাপ্তির আশায়, জম্মু রাজের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। অধিকন্তু লাল সিংহ মনে ইহা স্থান দিয়াছিল যে, পঞ্জাব সমরে তাহার ইংরাজ হিতৈষীতার কার্য্য নিমিত্ত সে বিজেতা কর্ত্তৃক উপকৃত ও পুরস্কৃত হইবে। কনিংহাম্ বলেন, ইংরাজ যদি এ সময়ে বলিতেন যে, তাঁহারা গোলাপ সিংহকেই মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে অভিলাষী, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এক সুন্দর এবং ক্ষমতাপন্ন শিখরাজ সংস্থাপিত হইত। কিন্তু ইংরাজ লাল সিংহের উন্নতিপথের অন্তরায় হইলেন না। †

এইরূপে মহারাণীর প্রভাবে লাল সিংহ পঞ্চনদ সিংহাসনের প্রধান সচিবপদে অধিরূঢ় হইল। গোলাপ সিংহ বিফল মনোরথ হইয়া ইংরাজের সাহায্য ব্যতীত স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অক্ষম হইলেন। কিন্তু ইংরাজ তাঁহাকে সচিব পদাভিষিক্ত করিবেন বলিয়া, পূর্ব্বে কোন প্রকার আশা দেন নাই। রাজপত্র পাঠে কেবল ইহাই জ্ঞাত হওয়া যায় যে, লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্

---

* Vide, Aitchison's Treaties, Engagements & Sunnuds, Revised edition, 1876, Vol. VI. p. 42.

† Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 330.

গোলাপ সিংহের বিষয়ে কিছু বিবেচনা করিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন। * ইংরাজ বিজয় লাভের প্রথম আনন্দ উচ্ছ্বাসে, গোলাপ সিংহের সহিত কোনরূপ বন্দোবস্ত করা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে গোলাপ সিংহ ভারতীয় ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধিকে বলিয়া পাঠাইলেন, ইংরাজের নিমিত্ত তিনি যে হিতৈষীতার কার্য্য করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তিনি কি প্রত্যুপকার আশা করিতে পারেন? গোলাপ সিংহের ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট রাখা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। গোলাপ সিংহ ইচ্ছা করিলে এক দিবসেই পঞ্চনদের অবশিষ্ট শিখসেনা একত্রিত করিয়া, প্রবল উৎপাতকেতু হইতে পারেন। অধিকন্তু কস্থরে গভর্ণর জেনারলের সহিত সাক্ষাৎ কালে গোলাপ সিংহ বলিয়াছিলেন যে, "যদি আমি যুদ্ধ চালাইতাম, তাহা হইলে যুদ্ধ অন্য প্রকারে শেষ হইত, তাহা হইলে আমি স্বেচ্ছায় সোব্‌রাওনে ফাঁদ মধ্যে মূষিকের ন্যায় রুদ্ধ থাকিতাম না। এবং ইচ্ছা করিলেই অশীতি সহস্র অশ্বারোহী, ফিরোজপুর্ ও দিল্লীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে সন্নিবেশিত করিতে পারিতাম।" অতএব দূরদর্শী ইংরাজ গোলাপ সিংহকে সন্তুষ্ট করিতে উদ্যোগী হইলেন। গভর্ণর্ জেনারল্ এক কোটি মুদ্রার পরিবর্ত্তে, শিখ রাজ্য হইতে কাশ্মীর সমেত বিয়াস্ ও সিন্ধু মধ্যবর্ত্তী যে সমুদায় পার্ব্বতীয় রাজ্য লইয়া ছিলেন, তৎসমুদায় গোলাপ সিংহকে এক কোটি টাকায় বিক্রয় করিয়া উক্ত রাজ্যে তাঁহাকে স্বাধীন নরপতি করিবার প্রস্তাব করিলেন। গোলাপ সিংহ এইরূপে আশ্বস্ত হইলেন।

মার্চ্চ মাসের ১৫ই তারিখে অমৃতসহরে, ইংরাজ গোলাপ সিংহকে মহারাজ উপাধি প্রদান করিলেন। এই মহা সমারোহ কালীন গোলাপ সিংহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত বৃটিস্ প্রতিনিধির সম্মুখে কর যোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, "আমি আপনাদের স্বর্ণক্রীত দাস।" এইরূপে মহারাজ গোলাপ সিংহ ব্রিটানিয়ার প্রতিনিধি সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ইংরাজ প্রথমে গোলাপ

---

‡ Cf. Governor General's letters to the Secret Committee, of the 3rd & 19th, February, 1846.

সিংহকে যে সমুদায় প্রদেশের স্বাধীন নরপতি করিবেন বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ না দিয়া কিয়দংশ আপনাদের অধিকারে রাখিলেন; এবং তাহার পরিবর্ত্তে গোলাপ সিংহকে তাঁহার দেয় মুদ্রার চতুর্থ ভাগের এক ভাগ হইতে অব্যাহতি দিলেন। অর্থাৎ সিন্ধু ও রাভি মধ্যে কাশ্মীর প্রভৃতি যে সমুদায় পার্ব্বতীয় রাজ্য আছে তৎসমুদায় গোলাপ সিংহকে ৭৫ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিয়া, তাঁহাকে উহার স্বাধীন নরপতি করিলেন। * এতদ্ব্যতীত ইংরাজ গোলাপ সিংহকে, তাঁহার ভ্রাতা সুচৎ সিংহের ফিরোজ পুরে যে নিহিত মুদ্রা ছিল, তাহার স্বত্তাধিকারী স্থির করিলেন; কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সাধারণ নিয়মানুসারে এই সম্পত্তি লাহোর দরবারের প্রাপ্য। † সে যাহা হউক গোলাপ সিংহকে এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করায়, তাঁহাকে ইংরাজের প্রাপ্য মুদ্রা পরিশোধে বিলক্ষণ সহায়তা করা হয়। ‡

গোলাপ সিংহ এইরূপে পঞ্জাব নৃপতির শাসন হইতে মুক্ত হইয়া, কাশ্মীরের স্বাধীন নরপতি হইলেন। গোলাপ সিংহের এইরূপ স্বাধীনতা প্রাপ্তি লাহোর দরবারের অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিল। কারণ ইংরাজের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার পূর্ব্বে, গোলাপ সিংহ দণ্ড স্বরূপ লাহোর দরবারে ৬,৮০০,০০০ টাকা দানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এপর্য্যন্ত তিনি এই মুদ্রা লাহোর দরবারে অর্পণ করেন নাই। দরবারের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি কতদূর রক্ষা করিবেন, তৎসম্বন্ধে রাজ্যের কর্ম্মচারীগণ অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ছিলেন। § পুনরায় সাধারণ প্রথানুসারে, সামন্ত নৃপতিগণ অন্তর্বিপ্লবে বা বিজাতীয় সমরে, প্রধান নৃপতিকে সাহায্য করিতে

---

* Aitchison's Treaties, Engagements, and Sunnuds, Revised edition, 1876, Vol. VI. p. 165. † পূর্ব্বে ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 333.

§ গোলাপ সিংহ পরে যে, এই মুদ্রা আর প্রত্যর্পণ করিয়া ছিলেন, তাহা শিখ জাতির সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কনিংহাম পঞ্চনদে অবস্থান কালীন কখন শ্রবন করেন নাই।

বাধ্য। এই চিরন্তন প্রথানুযায়ী শিখ রাজ্যের সামন্তনৃপতি গোলাপ সিংহ, পঞ্জাব সমরের ব্যয় নিমিত্ত তাঁহার প্রধান নৃপতিকে সাহায্য করিতে বাধ্য; কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে এক্ষণে গোলাপ সিংহ পঞ্চনদ রাজ্য হইতে আছিন্ন কতিপয় প্রদেশের স্বাধীন নৃপতি হইলেন। সুতরাং শিখ জাতির ইহা অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠে। *

গোলাপ সিংহের স্বাধীনতা প্রাপ্তি দর্শনে, পঞ্জাবের অপরাপর দাম্ভিক সর্দ্দারগণের উচ্চপদাকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তেজ সিংহ অর্থের মোহিনী শক্তি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল; সে রণজিৎ রাজ্য হইতে আচ্ছিন্ন অপর এক প্রদেশের স্বাধীন ভূপতি হইবার নিমিত্ত ইংরাজকে ২,৫০০,০০০ টাকা দানের প্রস্তাব করিল। ইংরাজ আচরণ সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ ধারণা নিমিত্ত, তেজসিংহ ইংরাজ কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইল। কিন্তু দুর্বৃত্ত সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয় নাই; সে সিয়াল্‌কোটে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত এবং অবশিষ্ট শিখ সেনার সৈন্যাধক্ষ্য পদে বরিত হইল। †

যদিও গোলাপ সিংহ ইংরাজ সহায়ে কাশ্মীরের স্বাধীন নরপতি, তথাপি কাশ্মীরবাসীগণ সশঙ্কে এই ব্যক্তির রাজ্যাভিষেক শ্রবণ করিল। তাহারা সকলেই জ্ঞাত ছিল যে, গোলাপ সিংহ কিরূপ নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয়প্রকৃতির লোক; সুতরাং স্বভাবতঃ তাহারা এই ব্যক্তিকে নৃপতি স্বরূপ গ্রহণ করিতে সাতিশয় অনিচ্ছুক হইল। অগত্যা ইংরাজ তাঁহাদের মিত্রকে কাশ্মীর সিংহাসনে অধিরোহণ করাইতে,ব্রিগেডিয়ার্ হুইলারের অধীনে একদল ব্রিটিশ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ‡

এইরূপে যাহারা পঞ্জাব সমরে শিখসেনা বিনাশের প্রবর্ত্তক হইয়াছিল, তাহারা পুরস্কৃত হইল। বলিতে লজ্জা ও ঘৃণা হয় যে, লাল সিংহ তেজ সিংহ প্রভৃতি ঘোর বিশ্বাসঘাতকগণ তাহাদের ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতায় কৃতকার্য্য

---

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 332

† Vide. Dr. Honigburger's Thirty-five Years in the East, Vol. I. p. 124.

‡ Ludlow's History of British India, Vol. II. p. 146. Adventures of an Officer in the Punjaub by Major H. M. L. Lawrence, Vol. II p. 75.

ও পুরস্কৃত হইয়া আপনাদিগকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বিবেচনা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।* জাতীয় গৌরব অবসানের এই ঘোর দুর্দ্দিনে, স্বাধীনতা হ্রাসের উৎসবহীন আনন্দশূন্য এই মহাশোকপূর্ণ দিবসে, দুর্দ্দৈবের পূর্ব্বছায়ারূপী এই মহাপুরুষগণ, স্বজাতীয় ভ্রাতৃ শোণিতের উজ্জ্বল কলঙ্ক টীকা অভিশপ্ত ললাটে ধারণ করিয়া, বিজেতাদত্ত মহামূল্য পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া, মহোল্লাসে ও তীব্রকণ্ঠে আপনাদের অমর কীর্ত্তি ঘোষিত করিতে লাগিল।

লাল সিংহ পঞ্চনদের প্রধান মন্ত্রী হইল বটে, কিন্তু সে দরবারের অপ্রিয়, ও শিখ সাধারণের ঘৃণাভাজন হইয়া উঠিল। রাজ্য শাসন শক্তির কিছুমাত্রও এই ব্যক্তিতে পরিলক্ষিত হয় নাই। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, শিখরাজ্য সংস্কারের ভার, এই অনভিজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তির হস্তেই সমর্পিত হয়। এই গুরুতর ব্যাপার নির্ব্বাহে, তাহা অপেক্ষা অযোগ্য ব্যক্তি আর দরবারে ছিল না। শূন্য ধনাগার কে পূর্ণ করিবে? এই ঘোরতর পরিবর্ত্তনের পর, কে সেই হতশ্রী, অবসন্নপ্রায় শিখ রাজ্যে, পুনরায় নব জীবনের বীজ রোপন করিবে? এইরূপ গুরুতর ব্যাপার সম্পাদন কি লাল সিংহের সাধ্যায়ত্ত? মূর্খ কণ্টকহীন পুষ্প বিকীর্ণ সম্ভোগের পথে বিচরণে মাত্র সক্ষম, কিন্তু রাজ কার্য্যের কঠিন, বন্ধুর পথে সহস্র বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি তাহার কোথায়? রাজ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু তাহার অর্থের অভাব ছিল না। সাধারণ প্রজাবৃন্দের দারিদ্র্য বিনিময়ে মূর্খ, আপন উচ্ছৃঙ্খল-বিলাসিতার পথ সজ্জিত করিবার জন্য সুবর্ণ সঞ্চয় করিতেছিল। রাজ্যের ধনবানেরা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছিল বটে, কিন্তু সচিবের জ্ঞাতিবর্গ ও চাটুকারগণের নীচ জঘন্য অর্থ লিপ্সা সুন্দররূপে চরিতার্থ হইতেছিল। দুর্বৃত্ত সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য লাল সিংহ এইরূপে তাহার ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিতেছিল; ও এইরূপে শিখ সাধারণের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া স্বকীয় উন্নতি সাধন করিতেছিল। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, পঞ্জাবেশ্বরীর স্নেহ ছায়ায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত এই অকর্ম্মণ্য শিখ

* Cunningham's History of the Sikhs 1849, p. 331.

কুলাঙ্গার, সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কামিনীর গুণ গ্রামের কণামাত্রও সঞ্চয়ে সক্ষম হয় নাই। সেই ক্ষীণ অবশিষ্ট মাত্র শিখ সৈনিক সম্মুখেও, ব্রিটানয়ার রণবীর কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইলে, লাল সিংহের রাজ্য পরিচালনের সাধ্য কি? এরূপ সহায়ে পরিরক্ষিত না থাকিলে, কখনই বীর শিখ জাতি সেই অত্যাচার সহ্য করিত না। তাহা হইলে কোন্ কাল পূর্ব্বেই হতভাগ্য লাল সিংহের ঘৃণিত পার্থিব জীবনের অবসান হইত। সিপাহী যুদ্ধের সুবিখ্যাত ইতিহাসকার কে সাহেব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, লাল সিংহ বৃটিস সাঙ্গিণে রক্ষিত না হইলে, শিখজাতি কখন তাহাকে এরূপ অত্যাচার, করিতে দিত না।* লাল সিংহ লাহোরে অবস্থিত ইংরাজ রাজপুরুষগণের সন্তোষ বর্দ্ধনে ত্রুটী করিল না; বিনয় ও শিষ্টাচারের আতিশয্যে মূর্খ যদিও ইংরাজ কর্ম্মচারী ও অতিথিগণের মনোহরণ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইত, ও নানা উপায়ে লাহোর স্থিত ইংরাজ সৈন্যের ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিয়া, তাহাদের সমাজে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সে একটী বিষয় কোনরূপে গোপন করিয়া রাখিতে পারে নাই। শিখ রাজ্যের সমৃদ্ধি সংরক্ষণ লাল সিংহের মন্ত্রিত্বে অসম্ভব ইহা সকলেই বুঝিয়াছিল। †

অচিরাৎ লাল সিংহের অধঃপতন হইল। যে দৃঢ় ভিত্তির উপর মূর্খ দণ্ডায়মান ছিল, তাহারি বিনাশে সে প্রথমে অগ্রসর হইল। ইংরাজের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র বিস্তার করিয়া, লাল সিংহ তাহার পাণ্ডিত্যের সবিশেষ পরিচয় দেয়। গোলাপ সিংহ তাঁহার নূতন রাজ্য কাশ্মীরের ভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই, ইমামুদ্দীন নাম জনৈক ব্যক্তি, তাঁহার ক্ষমতার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। সেই বিদ্রোহ বিস্তারিত হইবার পূর্ব্বেই দমন নিমিত্ত, কর্ণেল্ লরেন্স বহুল সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক, আগতপ্রায় শীতকাল উপেক্ষা করিয়া, হিমানীমণ্ডিত কাশ্মীর রাজ্যে ভীমপদে অগ্রসর হইলেন। সেই অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ও কার্য্যকারিতায়

---

* History of the Sepoy War, Vol I. pp. 4, 5.

† I bid. pp. 4 5

ইমামুদ্দীনের বিদ্রোহ বিদলিত হইল। লাহোর মন্ত্রীর উপদেশানুসারে, তাহার কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে ও উক্ত সচিবের উত্তেজনাতেই এই বিদ্রোহ সংগঠিত হইয়াছে প্রমাণ করিতে পারিলে, লাহোর দরবার এই অপরাধ নিমিত্ত তাহাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান বা তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে আদেশ করিবেনা, ইংরাজের নিকট হইতে প্রথমে এই প্রতিশ্রুতি লইয়া ইমামুদ্দীন আত্ম সমর্পণ করিল। বৃটিস আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া ইমামুদ্দীন, বিদ্রোহ ধ্বজা ধারণ করিতে, লাল সিংহের লিখিত আদেশ, ইংরাজ করে প্রদান করিল। লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্ তৎক্ষণাৎ লাল সিংহের এইরূপ আচরণের সম্যক তথ্যানুসন্ধানে তৎপর হইলেন। ৬৫ জন শিখ সর্দারের সম্মুখে এই শিখকুলাঙ্গরের, আচরণের সম্যক অনুসন্ধান করিতে, তিনি এক ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর কমিসন্ স্থাপন করিলেন। মাননীয় করি এই সভার সভাপতি হইলেন। হেন্‌রি লরেন্স্, জন লরেন্স্, জেনারল্ লিট্‌লর্ ও কর্ণেল্ গল্ডি, এই সভার সভ্য পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। ন্যায় বিচারে লাল সিংহের বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণীকৃত হইল; ও তৎ সঙ্গেই তাহার পদচ্যুতি হইল। যে শিখ সৈন্যগণ ইতিপূর্ব্বে তাহার শরীর রক্ষক ছিল, লাল সিংহ এক্ষণে সেই সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বন্দীভাবে রক্ষিত হইয়া দরবার পরিত্যাগ করিল। দুই সহস্র টাকামাত্র মাসিক পেন্‌সন্ ভোগী হইয়া, সে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইল। এই রূপে জাতি কলঙ্ক বিশ্বাসঘাতকের অধঃপতন হইল। *

ভীরু লালসিংহের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার এইরূপ পরিণাম ঘটিল। এইরূপে শিখ রাজ্যের প্রথম সংস্করণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দরবারের অবশিষ্ট সভ্যগণ, শিখ রাজ্য সংস্করণ সম্বন্ধে কিয়ৎকাল চিন্তার পর, উপায়ান্তর না দেখিয়া শিশু দলিপ্ সিংহের অপ্রাপ্ত বয়স পর্য্যন্ত ইংরাজগণকে সমুদায় রাজ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। দয়ার্দ্র চেতা মহামনা হার্ডিঞ্জ্ শিখ দরবারের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন।

১৮৪৬খৃঃ ডিসেম্বর মাসের ১৬ই তারিখে উভয় পক্ষ মধ্যে এই সন্ধি হইল;—

* Cunningham's History of the Sikhs, 1849. p. 416; Lives of the Indian Officer's by John William Kaye. Vol. II. p. 296.

"গভর্ণর্ জেনারল্ তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ লাহোরে এক ইংরাজ রেসিডেণ্ট্ নিযুক্ত করিবেন, এই প্রতিনিধির রাজ্যের প্রত্যেক ব্যাপার পরিচালনায় ও শাসনে পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে। কতকগুলি সুদক্ষ ব্যক্তি এই রেসিডেণ্টের সহকারী পদে নিযুক্ত হইবেন। যাহাতে পঞ্চনদবাসিগণের জাতীয় প্রথা ও আচার ব্যবহার রক্ষা হয় এবং যাহাতে সমুদায় লোকের ন্যায্য সত্ব বজায় থাকে, এইরূপে রাজ শাসনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে। এই সমুদায় বিষয়ে রেসিডেণ্টের সাহায্য নিমিত্ত নিম্ন লিখিত সর্দারগণ নিযুক্ত হইলেন। সরদার তেজ সিংহ, আতারীর সরদার্ সের সিংহ, দেওয়ান দীননাথ, ফকির নুরউদ্দীন, সরদার্ রণজোর সিংহ, ভায়ী নিধন সিংহ, সর্দার উত্তর সিংহ, সর্দার সম্সের সিংহ, এই কয়জন ব্যক্তি প্রতিনিধি সভার সভ্য হইলেন। ইঁহারা বৃটিস্ রেসিডেণ্টের আদেশ ও উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন। বৃটিস্ রেসিডেণ্টের অনুমতি ব্যতীত এই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সভার সভ্যগণ মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। রাজ্যের প্রত্যেক বিষয় শাসনে ও সম্পাদনে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন রেসিডেণ্টের পরামর্শানুসারে এই সভ্যগণ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন। মহারাজের রক্ষা ও রাজ্যের শান্তি রক্ষা নিমিত্ত গভর্ণর্ জেনারল্ যত বৃটিস্ সৈন্য লাহোর রাখা উপযুক্ত বিবেচনা' করেন, তাহা রাজধানীতে অবস্থান্ করিবে। রাজ্যের রক্ষা ও শান্তি নিমিত্ত যদি কখন লাহোর রাজ্যের কোন দুর্গে ইংরাজ সৈন্য স্থাপিত করা আবশ্যক বোধ হয়, তৎসম্পাদনে গভর্ণর্ জেনারলের পূর্ণ ক্ষমতা রহিল। লাহোর দরবার এই সৈন্যগণের রক্ষা ও ইংরাজের অপরাপর খরচ নিমিত্ত বাৎসরিক দ্বাবিংশতি লক্ষ নূতন নানক সাহী টাকা বৃটিস্ গভর্ণমেণ্টকে দিবেন। মহারাজ দলিপ্ সিংহের জননী ও তাঁহার পরিচারিকাবর্গের ভরণপোষণ নিমিত্ত, মহারাণীকে বাৎসরিক দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। দলিপ্ সিংহের নাবালকত্ব কাল পর্য্যন্ত উভয় পক্ষকে এই সন্ধি পত্রের ধারাগুলি, রক্ষা করিতে হইবে; এবং ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে সেপ্টম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে, মহারাজ ষোড়ষ বৎসরে পদার্পণ করিলে, এই সন্ধি ধারা হইতে উভয় পক্ষই মুক্ত হইবেন। যদি মহারাজ সাবালক হইবার পূর্ব্বে, কোন সময়ে গভর্ণর্ জেনারল্ ও দরবার বিবেচনা করেন, যে মহারাজের রাজ্য রক্ষা নিমিত্ত আর ইংরাজসহায়তার প্রয়ো-

জন নাই, তাহা হইলে, সেই সময়ে এই সন্ধিধারা হইতে উভয় পক্ষকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা গভর্ণর্ জেনারলের রহিল।" * এই অতীব প্রয়োজনীয় সন্ধি গভর্ণর্ জেনারল্ কর্ত্তৃক রাভির বামপুলিনে ভইরওয়াল্ ঘাটে মঞ্জুর ও সাব্যস্ত হইয়াছিল বলিয়া, ইহা ইতিহাসে ভইরওয়াল্ সন্ধি নামে প্রখ্যাত।

এইরূপে রণজিৎকুমার বৃটানিয়ার আশ্রয়ক্রোড়ে নিহিত হয়েন। এইরূপে উদারচেতা হার্ডিঞ্জ্ শিশু নরপতির অপ্রাপ্তবয়স পর্য্যন্ত তাঁহার অভিভাবকত্ব ও পঞ্চনদের শাসন ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার মহৎ চরিত্রের সম্যক পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু ইহা করিয়াই এই মহানুভাব ব্যক্তি ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি সাধারণ্যে ঘোষণা করিলেন যে, "বালক কুমারের শিক্ষাদানে এবং অভিভাবকতা কার্য্যে তিনি পিতার ন্যায় যত্ন লইতেছেন; এবং পঞ্জাবের শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপন, এবং শিশু মহারাজ ও তাঁহার আমাত্যগণের সম্মান রক্ষা করাই তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ।" †

তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ শিখ রাজ্যের শাসন ভার লর্ড হার্ডিঞ্জ্ যে ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিলেন তদপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি ঐ সমুচ্চ পদ ধারণ করিতে ভারতবর্ষে পরিলক্ষিত হয় নাই। হেন্‌রি লরেন্স্ এই সমুচ্চপদ অলঙ্কৃত করিলেন। কপটতা আদৌ এই মহানুভাবের দেবচরিত্রে পরিলক্ষিত হয় নাই। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, সূক্ষ্মদর্শিতা, গভীররাজকার্য্যপর্য্যালোচনা শক্তি, এই বীরচরিত্রের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ছিল। প্রাচ্য চরিত্র তিনি অক্ষরে অক্ষরে পাঠ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপেই তাঁহার আন্তরিক সরলতা ও মহান উদারতা পরিব্যক্ত হইত। বিপক্ষ সুযোগ লউক তাহাও স্বীকার, তথাপি এই সদাচারী ব্যক্তি কোনরূপ উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত, কখন নীচ চাতুরী বা শঠতার বশবর্ত্তী হইতেন না। সমুদায় লোকেই তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত; কারণ তাহারা ইহা বিলক্ষণ জানিত যে, স্বার্থপরতা বা নীচ লোলুপতা, সেই নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে কলুষিত করে নাই। যে কোন প্রদেশের শাসন ভার তিনি হস্তে লইতেন, সেই প্রদেশের

---

* Treaties, Engagements and Sunnuds; Revised edition, 1876. Vol. VI. pp. 44-6.

† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 53.

সর্ব্বাঙ্গীন উপকার সাধনই, তাঁহার পবিত্র জীবনের একমাত্র ব্রত। পরোপকার সাধনে এইরূপ মুক্ত হস্ত হইলেও তিনি সর্ব্বদা ন্যায় ও বিচারের অধীন হইতেন। পরের সুখের জন্য তিনি আত্মস্বার্থ বলি দিয়াছিলেন। সাধারণের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া আত্মোন্নতির অভিলাষ, কখন সে উন্নত-হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কুশাসন নিমিত্ত দেশীয় নৃপতিগণের আয় বা সম্পত্তি নাশের অপূর্ব্ব নীতি তিনি ন্যায়ানুগত বিবেচনা করিতেন না। কতিপয় সহস্র ক্রোশ পরিধি ব্যাপ্ত রাজ্য বৃটিস্ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিবার, বা আরও কতিপয় লক্ষ মানবে অসংখ্য বৃটিস্ প্রজার সংখ্যা পরিবর্দ্ধন করিবার পরিবর্ত্তে, বৃটানিয়ার অমূল্য রাজ্য শাসন নীতি ও দণ্ড পরিচালনে, সেই রাজ্যগুলির সংস্করণ, এবং সদুপদেশে সেই রাজ্যের নরপতিগণের সংশোধনই তাঁহার নিতান্ত অভিলাষ। যোদ্ধৃজনোচিত গুণগ্রাম তাঁহার সুন্দর ও ধীর চরিত্র অলঙ্কৃত করিয়া ছিল। তাঁহার বীরোচিত কঠোর ও বলিষ্ঠ দেহমধ্যে রমণী সুলভ কোমল হৃদয় গুপ্ত ছিল। কথোপকথনে বা আচার ব্যবহারে তাঁহার প্রকৃতিগত দয়াশীলতা সুস্পষ্টরূপ দৃষ্ট হইত। এই অশেষগুণবিভূষিত ব্যক্তি অতি অল্পকাল মধ্যেই সাধারণের প্রিয়ভাজন হইয়া উঠিলেন। *

এইরূপ অশেষগুণসম্পন্ন মনীষির হস্তে উদারচেতা হার্ডিঞ্জ্ রণজিৎ রাজ্য সংস্করণের ভার অর্পণ করেন। সমগ্র ভারতে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ অপেক্ষা কোন ব্যক্তি সেই মহাবীরের অধিকতর প্রিয় ও বিশ্বাস ভাজন ছিলেন না। অধিক কি, পরিবার মণ্ডলীর বহির্ভূত কোন ব্যক্তিই হেন্‌রি লরেন্স্ অপেক্ষা তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিলেন না। তিনি স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্‌কে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। স্যার হেন্‌রিও তাঁহাকে স্নেহের উপযুক্ত প্রতিদানে ও তাঁহার মহান প্রভুকে প্রগাঢ় ভক্তি করিতে ত্রুটি করেন নাই। †

---

* Kaye's History of the Sepoy War, Vol. I. p. 9.

† Kaye's Lives of the Indian Officers, Vol. II. p. 299. Life of Sir Henry Lawrence, K. C. B., by Sir Herbert Edwardes & Herman Merivale, Vol. II. p. 118.

জুলাই মাসের তৃতীয় দিবসে গভর্ণর্ জেনারল্ রেসিডেণ্ট্কে জ্ঞাত করিলেন যে "ভইরওয়াল্ সন্ধির ধারা অনুসারে, লাহোরস্থ বৃটিস্ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগের সমুদায় ব্যাপার পরিচালনা ও শাসন করিতে পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন। রেসিডেণ্ট যে, প্রতিনিধি সভার দেশীয় সভ্যগণের সহিত কার্য্য করিবেন, ইহা সন্নীতির অনুমোদিত। কিন্তু এই সভার সভ্যগণ রেসিডেণ্টের সম্পূর্ণ শাসনাধীন ও আদেশাধীন; তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারেন। তাঁহার ক্ষমতা, দেওয়ানি রাজ্য শাসনে যেরূপ, সামরিক ব্যাপারাদিতেও সেইরূপ অসীম। তিনি পঞ্জাবের প্রত্যেক বিভাগে, শিখ সেনার পরিবর্ত্তে ইংরাজ সেনা স্থাপন করিতে সক্ষম।" *

অক্টোবর মাসের ২৩এ তারিখে তিনি রেসিডেণ্টকে পুনরায় লিখিলেন যে, "দলিপ্ সিংহের নাবালকত্ব কাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যে আমরা অবশ্য স্মরণ রাখিব যে, ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসের সন্ধিধারানুসারে পঞ্চনদ রাজ্য কখন স্বাধীন নহে। এই সন্ধির ধারানুসারে রাজ্যের সমুদায় কর্ম্মচারিগণ, যুদ্ধ বা সন্ধি করিতে এমন কি রাজ্যের অত্যল্পাংশ মাত্রও ভূমি বিনিময় বা বিক্রয়ে ক্ষমতাপন্ন নহে। বস্তুত আমাদের অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতে তাহারা সক্ষম নহে। অধিকন্তু ইহাদের নৃপতি আমাদের রক্ষণাধীন, তাঁহার কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই।" †

এইরূপে মহানুভাব প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞ ও প্রভুভক্ত স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ পঞ্জাবের রাজকার্য্য অতিসুন্দররূপে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুশাসন প্রভাবে, রণজিৎ রাজ্য অচিরাৎ শান্তির প্রশান্ত ছায়ায় নিহিত হইল। প্রজাগণ সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে কালাতিপাত করিয়া নূতন শাসকের গুণগান করিতে লাগিল। দুরন্ত শিখ সেনা তাহাদের রুদ্র ও উগ্রভাব ত্যাগ করিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। হেন্‌রি লরেন্স, দেওয়ানী কার্য্যে নানাপ্রকার সুব্যবস্থা স্থাপন করিলেন। কোন কোন প্রদেশ অনিষ্পত্ত্য ছিল, কোন কোন প্রদেশ বহুকাল নৃপতির শাসনাভাবে নিষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল।

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849. p. 32

† Life of Sir. H. Lawrence, K, C. B. Vol. II. p. 100

এই সমস্ত প্রদেশের উন্নতি ও সমুদ্ধার নিমিত্ত হেন্‌রি লরেন্স্ ইংরাজের বহু মান্য দণ্ডনীতি ও রাজনীতি প্রয়োগ করিলেন। এই সমস্ত অমূল্য কার্য্যের নিমিত্ত যে কতিপয়, রাজকার্য্য বিশারদ ব্যক্তি, সেই উদার চেতা ব্যক্তির নিম্নস্থ পদ বিভূষিত করেন, তাঁহারা বৃটিস্ ইণ্ডিয়ার সমুজ্জ্বল রত্ন। এড্‌ওয়ার্ডেস্, নিকল্‌সন্, রেনল্ টেলর্, লেক, লম্‌স্‌ডন্, বেচর্, জর্জ্জ লরেন্স্, ভান্‌স্ আগ্‌ন্, আর্থর কক্‌স্ প্রভৃতি রাজ-কার্য্য-বিৎ ও যুদ্ধবীর ব্যক্তিগণ হেন্‌রি লরেন্সের সহকারিতায় নিযুক্ত হইলেন। এই সমুদায় সুবিখ্যাত ব্যক্তি এবং প্রতিনিধি সভার সাহায্যে, স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স, রণজিৎ রাজ্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে লাগিলেন। যে সমুদায় শিখ সৈন্য পদচ্যুত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া স্কন্ধোপরি লাঙ্গল ফলক ধারণ করিল, কেহ কেহ বা বাণিজ্যে প্রবিষ্ট হইল। আর যে সমুদায় শিখ সৈন্য পঞ্চনদ রাজ্যে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারাও স্বীয় আচরণে রেসিডেণ্টের সন্তোষ বর্দ্ধন করিতেছিল।* অতি অল্পকাল মধ্যেই, রেসিডেণ্ট্ প্রতিনিধি সভার কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইয়া, এই মত প্রকাশ করেন যে, "প্রতিনিধি সভার সমুদায় সভ্য গণ, ন্যায় সঙ্গত ও আশানুরূপ সাহায্য আমায় করিতেছেন। অধিকাংশ বিষয়েই তাঁহারা আমার মতাবলম্বী; এবং অন্ততঃ বাক্যেও, আমি যতদূর ইচ্ছা করি, ততোধিক, তাঁহারা ব্যক্ত করেন যে, তাঁহারা যেরূপ আদিষ্ট হইবেন সেইরূপ আদেশ প্রতিপালন করিতে তাঁহারা রাজ্যের কর্ম্মচারী মাত্র।" †

এইরূপে প্রতিনিধি সভা, অসীম ক্ষমতাপন্ন রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, রাজ্যশাসন ও প্রজারঞ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের সৌম্য ও ধীর নেতার শাসনাধীনে, উত্তরোত্তর রণজিৎরাজ্যের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে শান্তির রমণীয় দৃশ্য লক্ষিত হইল। হেনরি লরেন্সের সুশাসন প্রভাবে পঞ্চনদের শান্তি ও উন্নতি দেখিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ্ যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া উপর্য্যুপরি কয়েক খানি পত্রে এই

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849. p. 10; The Governor General to the Secret Committee of the East India Company; May 25th, 1847.

† Papers relating to the Punjab, 1847-1849. p. 32

সুসমাচার বিলাতে ভারতীয় রাজসভায় জ্ঞাপন করিলেন। তিনি সিমলা হইতে ১৮৪৭ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসের ৫ ই ও ২০ তারিখের পত্রে লিখিলেন যে, "প্রতিনিধি সভার সভ্যগণ রেসিডেণ্টের আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া শান্তভাবে কার্য্য করিতেছেন। প্রতিনিধি সভার সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ ব্যক্তি দেওয়ান দীন নাথ পারদর্শিতার সহিত লরেন্স্‌কে সহায়তা করিতেছেন। সমুদায় বিভাগে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে।" *

জুলাই মাসের ৭ই তারিখের পত্রে গভর্ণর্ জেনারল্ পুনরায় লিখিলেন যে, "পঞ্জাব সম্বন্ধে সমুদায় ব্যাপার অতি সন্তোষদায়ক। ইহার দেওয়ানি ও সমরিক রাজ শাসন কার্য্য উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে। পূর্ণ শান্তি, এক্ষণে পঞ্চনদে বিরাজ করিতেছে।" †

যখন রাজ্যের চতুর্দ্দিকে প্রশান্ত শান্তি বিরাজ করিতে ছিল; যখন প্রজাগণ হেনরি লরেন্সের সুন্দর রাজশাসনে সুখে ও সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে ছিল, যখন মহান উদারস্বভাব গভর্ণর্ জেনারল্, রেসিডেণ্ট্ ও তাঁহার সহকারীগণ, একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, রণজিৎ রাজ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে ছিলেন, তখন পঞ্জাবেশ্বরী মহারাণী ঝিন্দন্ বুঝিলেন না যে, স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্, তাঁহার প্রাণোপম পুত্র শিশু দলিপের মঙ্গল হেতু, এরূপ করিতেছেন। তিনি বর্ত্তমান থাকিতে, তাঁহার স্বর্গীয় পতির রাজ্য বিজাতীয়গণ কর্ত্তৃক শাসিত হইবে, এই নিদারুণ ভ্রমে পতিত হইয়া, বীরজায়া, যে প্রাচ্য মহানুভাব তাঁহার বীর পতির রাজ্যের শ্রীবর্দ্ধন করিতে ছিলেন সেই মহাপুরুষের ও প্রতিনিধি সভার বিরোধী হইতে লজ্জিত হইলেন না।

হেন্‌রি লরেন্স্ মহারাণীর মঙ্গল নিমিত্ত তাঁহাকে এই পত্র প্রেরণ করিলেন—"ভইরওয়াল্ সন্ধির ধারানুসারে মহারাণীর পঞ্চনদ রাজকার্য্যে

---

* The Governor General to the Secret Committee of the East India Company; 5th and 20th April, 1847.

† The Governor General to the Secret Committee of the East India Company; July 7th. 1847.

হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। যাহাতে তিনি স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত বাৎসরিক তাঁহাকে দেড় লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। কিন্তু এইরূপ জনরব যে, মহারাণী একেবারে ১৫ হইতে ২০ জন সরদারকে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতেছেন; এবং কোন কোন সরদার এবং কর্ম্মচারীকে গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেছেন। গত মাস হইতে মহারাণী প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রত্যহ ৫০ জন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ভোজন করাইতেছেন এবং স্বয়ং তাহাদের পদ প্রক্ষালন করেন, শুনিলাম। এবং পরমণ্ডলে ১০০ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়াছেন এই রূপ সম্বাদও পাওয়া গেল। রণজিৎ পরিবারের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা, এবং রাজ্যের কি উচ্চ কি নিম্ন প্রত্যেক বিভাগে শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা স্থাপন করিবার আন্তরিক অভিলাষ থাকায়, আমি ইহা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেছি যে, সম্মান ও নম্রতার সহিত আমি মহারাণীকে দেখাইয়া দিব, কি করিলে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে তাঁহার মঙ্গল সাধন হইবে। সে নিমিত্ত আমি লিখিতেছি যে, উপরোক্ত ঘটনাগুলিতে মহারাণীর আচরণ অসঙ্গত এবং অনাবশ্যক বলিয়া অভিহিত হইবে; অধিকন্তু ইহা রমণীজনোচিত সভ্যতা ও রাজোচিত সম্ভ্রমের বিরোধী। মহারাণীর সুখ্যাতি ও সম্মান রক্ষা নিমিত্ত বিশেষ ইচ্ছা থাকায়, আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ভবিষ্যতে উপরোক্ত সন্ধি ধারানুসারে তিনি এরূপে জীবন অতিবাহিত করিবেন যে, তাঁহার পরিচারিকা এবং বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ ব্যতীত আর কেহই, যে পদস্থব্যক্তি হউন না কেন, যেন তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আদিষ্ট না হয়।”

“যদি মহারাণী দরিদ্রগণকে দানে বা ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে তিনি যেন প্রত্যেক মাসের প্রথম দিবসে কিম্বা বিতরণের পক্ষে শাস্ত্রসঙ্গত কোন সুদিনে এরূপ কার্য্য করেন। স্থূলতঃ তিনি যেন মহারাজ রণজিৎ সিংহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। সম্মানপ্রদর্শন ও অভিবাদন নিমিত্ত যদি কোন সরদার মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েন, তাহা হইলে রমণী জনোচিত নম্রতা ও শীলতা অনুসারে, তিনি যেন মাসে একবার মাত্র পাঁচ কিম্বা ছয় জন সরদারের সহিত এককালীন সাক্ষাৎ করেন এবং সেই সময়ে তিনি যেন যোধপুর,

জয়পুর, এবং নেপালের রাজ কুমারীগণের ন্যায় পরদার অন্তরালে অবস্থান করেন। যদি মহারাণী ইহাতে অনুগ্রহ করিয়া সম্মত হয়েন, এবং প্রাসাদের অন্তঃপুরে অপরিচিত গণকে প্রবেশ করিতে না দেন, তাহা হইলে এক্ষণে ও ভবিষ্যতে রাজ্যের সর্দার ও রাজকর্ম্মচারীগণের পরিশ্রম অনেক লাঘব হইবে।" *

জুন মাসের ৯ ই তারিখে, মহারাণী রেসিডেণ্টকে প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—"আমি আপনার পত্র সবিশেষ আদ্যোপান্ত যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছি। আপনি বলিয়াছেন, রাজ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমার কোন অধিকার নাই। উভয় রাজ্য মধ্যে বহুকাল স্থাপিত মিত্রতার উপর নির্ভর করিয়া আমি, রাজ্যের বিদ্রোহী কর্ম্মচারীগণের শাসন, এবং মহারাজ, আমার ও প্রজাগণের রক্ষা নিমিত্ত লাহোরে ইংরাজ সৈন্য ও ইংরাজ কর্ম্মচারী স্থাপন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আপনি রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনে আমার সম্পর্কমাত্র না রাখিয়া কেবল আমার কর্ম্মচারীগণের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। যে অবধি শিশু মহারাজ তাঁহার রাজ্যের নরপতি, তদবধি আমিও পঞ্চনদের অধিশ্বরী ইহাতে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু যদি সম্প্রতি সংঘটিত এই নূতন সন্ধি অনুসারে রাজ্যেরমঙ্গল নিমিত্ত কোন উত্তম উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট আছি।

"আপনার উল্লিখিত আমার বাৎসরিক স্বার্দ্ধ এক লক্ষ টাকার বৃত্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ইহা উত্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ ব্যক্তি মাত্রেই, যে অবস্থায় পতিত হউক না কেন, তদনুযায়ী কালাতিপাত করে। তাহারা কি রূপে জীবন অতিবাহিত করে ইহা জানিবার কি প্রয়োজন? তৎপরে মহারাজের অপ্রাপ্ত বয়স কাল পর্য্যন্ত পঞ্চনদ শাসনের নিমিত্ত আপনি যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা বোধ হয় নিঃসন্দেহ কেবল তাঁহারই সুবিধা ও মঙ্গলের নিমিত্ত।

"সর্দারগণকে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের হিতপরামর্শ গ্রহণ ও গোপনে তাহাদিগের সহিত কথোপকথন সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা এই যে, আমি কেবল দুইবার সর্দারগণকে আমার সহিত পরামর্শ করিতে আহ্বান করি;—প্রথমতঃ

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 26

অমৃত সহর হইতে লাহোরে প্রত্যাগমন পরে, আমি তাহাদিগকে আমার মন্তব্য অবগত করি যে, লাহোরে প্রেমার * আগমনে কোন মঙ্গল নাই; দ্বিতীয়তঃ মহারাজের স্বকীয় খরচের এক বন্দোবস্ত করিতে আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম। সর্‌দার তেজ সিংহ ও দেওয়ান দীননাথের সহিত বিষয় কর্ম্মের ব্যাপার পরামর্শ করিতে কখন কখন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি; কিন্তু ভবিষ্যতে আপনার উপদেশ মত, যখন আমার কোন পরামর্শের প্রয়োজন হইবে আমি পাঁচ ছয় জন সর্‌দারকে কেবল আহ্বান করিব। আপনার আদেশ মত, আমার সুবিশ্বস্ত অনুচরগণই কেবল আমার সহিত অবাধে সাক্ষাৎ করিবে, এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এই অনুচরগণ ব্যতীত আরও চারি বা পাঁচটি লোক আমার অধীনে আছে, তাহাদিগকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ইহাদের বিষয় আমি সে দিবস আপনার সহিত সাক্ষাৎ কালে বলিয়াছিলাম; এই সমুদায় লোক ব্যতীত আর কেহই আমার সহিত সাক্ষাতে আদিষ্ট হয় না।

"পুনরায়, আপনি লিখিয়াছেন যে, আমি প্রত্যহ ৫০ জন ব্রাহ্মণের পাদ ধৌত করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইতেছি; কিন্তু ইহা অতি সামান্য ব্যাপার, শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া আমরা সর্ব্বথা ইহার সম্মান করিয়া থাকি। এ মাসেও আমি পূর্ব্বমত কার্য্য করিতেছিলাম; কিন্তু যে দিবস হইতে আপনার উপদেশ আমি জ্ঞাত হইলাম, সেই দিবস হইতেই ঐরূপ করিতে আমি বিরত হইয়াছি; এবং ইহাও বলিতেছি যে, ভবিষ্যতে আপনার নির্দ্দিষ্ট সময়ে, আমার দান কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

"পরমণ্ডলজি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, অতি পবিত্র স্থান বলিয়া তথায় ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করা হয়। আপনি লিখিয়াছেন যে, পঞ্চনদে সুব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা স্থাপন ও রণজিৎ পরিবার এবং আমার সম্মান ও খ্যাতি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে বিশেষ প্রয়াসী। আমার সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যে, এত যত্ন লইতেছেন, তন্নিমিত্ত আমি ইংরাজের নিকট বাধিত রহিলাম। আপনি জয়পুর, যোধপুর এবং নেপালের রাজ কুমারীগণের ন্যায়, আমাকে

* প্রেমা, তেজ সিংহের এক প্রধান শত্রু।

পরদার অন্তরালে থাকিতে বলিয়াছেন। উক্ত রাজকুমারীগণের রাজকার্য্যে নির্লিপ্ত থাকিয়া অন্তঃপুরবাসিনী হওয়া অতি সহজ, কারণ তাহাদের রাজ্যে প্রভুভক্ত, সুবিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারীগণ তাহাদের অধিপতির মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়া থাকে; কিন্তু এ স্থানে কি প্রকার রাজকর্ম্মচারীগণ বিরাজ করিতেছে, আপনাকে বোধ হয় তাহা জ্ঞাত করিতে হইবে না।

"সে যাহা হউক আপনি এই বিষয়ে বিশ্বাস রাখিবেন যে, অপরিচিতগণকে কখন আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিই নাই এবং কখন দিব না। কিন্তু যখন আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সম্মানরক্ষার ভার লইয়াছেন, তখন আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি কতকগুলি সুবিশ্বস্ত সরদার নিযুক্ত করুন; ইহারা আমার সম্বন্ধে সকল বিষয় আপনাকে জ্ঞাত করিবে। কিন্তু দরবারের একটিও সরদার যেন এই কার্য্যে নিযুক্ত না হয়। ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইংরাজের সহিত যে মিত্রতা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অমিয় ফল শিশু মহারাজ এবং আমি ভোগ করিতেছি আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমায় উপদেশ দিতে বিরত হইবেন না।" *

সূক্ষ্মদর্শী অপক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, মহারাণী এই পত্রে তিনি যে একজন সুদক্ষ কূটরাজনীতিজ্ঞ রমণী, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মহোদয় হেন্‌রি লরেন্সের সরল সদযুক্তি ও সদুপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ভইরওয়াল্ সন্ধি অনুসারে পঞ্চনদ রাজ্য দলিপের অপ্রাপ্ত বয়সাবধি, ইংরাজের সম্পূর্ণ শাসনাধীন থাকিবে, তদ্বিষয়ে যেন অজ্ঞ হইয়া তিনি লিখিলেন, "যে অবধি শিশু মহারাজ তাঁহার রাজ্যের নরপতি, তদবধি আমিও পঞ্চনদের অধিশ্বরী ইহাতে কোন প্রভেদ নাই"। পুনরায়, তিনি যে, প্রতিনিধি সভার বিরোধী তাহার কিছু মাত্রও এই পত্রে গোপন করিলেন না। মহারাণী যদি বস্তুত হেনরি লরেন্সের উপদেশ মত কার্য্য করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় ভবিষ্যতে তিনি বিপন্ন হইতেন না।

ইহার পর মহারাণী অতি শান্ত ভাব ধারণ করিলেন বটে, কিন্তু প্রতিনিধি সভার প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ তাঁহার অন্তরে জাগরূক রহিল। জননীর

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849. pp. 26-7

নিকটে অষ্টবর্ষীয় দলিপও দরবারের বিরোধী হইতে শিক্ষা পাইতে লাগিল। এই সময়ে মহারাণীর এক অনুচরী মুলতান হইতে এক শ্বেতইক্ষু লইয়া প্রত্যাগত হইল। যদিও ইহা হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র পদার্থ, তথাপি জনশ্রুতিতে এই শ্বেতইক্ষু আনয়ন, মহারাণীর মুলতানে মুলরাজের সহিত গোপনে বার্ত্তা আদান প্রদানের এক উপায় বলিয়া গণিত হইল। যাহাহউক মহারাণী কয়েক মাস শান্ত ভাবে অতিবাহিত করিলেন। *

আগষ্ট মাসের ৭ই তারিখে কতকগুলি সর্‌দারকে তাঁহাদের সুকার্য্য নিমিত্ত উপাধিদানে পুরস্কৃত করিবার জন্য, প্রাসাদে মহাসমারোহে এক দরবার হইল। এই সভায় লাহোর সেনাপতি তেজ সিংহকে রাজা উপাধি দিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করা হয়। এইরূপ উপাধি দান কালে প্রথামত নরপতি নিজ হস্তে রাজটীকা ললাটে চিহ্নিত করিয়া দেন। এই চিরন্তন প্রথানুসারে দলিপ্ সিংহকে এরূপ সময়ে উপস্থিত থাকিতে হইবে। কিন্তু তেজ সিংহের সহিত মহারাণীর বিষম শত্রুতা ছিল। সুতরাং মহারাণী স্বীয় সন্তানকে দরবারে প্রেরণে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। সভার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। রেসিডেণ্ট্, ইংরাজ কর্ম্মচারী ও সর্‌দারগণ, মহারাজের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিলম্বে মহারাজ দরবারে উপস্থিত হইলেন। হেন্‌রি লরেন্স্ সাদরে তাঁহাকে তেজ সিংহের ললাটে রাজটীকা চিহ্নিত করিতে বলিলে, শিশু দলিপ্ কোন ক্রমেই তাহা প্রতিপালন করিলেন না, তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র হস্ত পশ্চাতে লুক্কাইত করিয়া রাখিলেন। দলিপকে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে এইরূপ বিরত দেখিয়া রেসিডেণ্ট জনৈক শিখপুরোহিতকে রাজটীকা তেজ-সিংহের ললাটে চিহ্নিত করিতে বলিলেন। সেই সায়ংকালে নবউপাধিধারী সরদারগণের সম্মান জন্য, অগ্নি-ক্রীড়া দেখান হয়; কিন্তু সে সময়েও মহারাণী দলিপকে এই অগ্নি-ক্রীড়া দেখিতে যাইতে নিষেধ করিলেন। মহারাণীর এই-রূপআচরণে রেসিডেণ্ট অতি অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হইলেন। †

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 25.

† Private Papers of the late Sir F. Currie, published by the permission of Lady Currie, by Lady Login. Cf. also Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 34

ইহার কিছুকাল পরে প্রেমা নামক জনৈক ব্যক্তি রাজা তেজ সিংহকে হত্যা করিবার মানসে এক ষড়যন্ত্র বিস্তার করিল। এই চক্রান্তে মহারাণীর বিশ্বস্ত সেক্রেটরী লিপ্ত ছিল। ইহা হইতে প্রতিনিধি সভা অনুমান করিলেন যে, মহারাণী এই চক্রান্তের নেতা। কিন্তু সুক্ষ্মদর্শী গভর্ণর জেনারল এই ব্যাপারের ঘটনাবলী তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান পরে, এই অনুমান অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ্ সেপ্টেম্বর মাসের ৫ই তারিখে বিলাতের ভারত-রাজসভায় জ্ঞাত করিলেন যে, "মহারাণীকে তাঁহার বিশ্বস্ত সেক্রেটরীর অপরাধ জন্য দোষী স্থির করা, তিনি উচিত বিবেচনা করেন না। প্রত্যুত মহারাণীকে অপরাধী স্থির করিবার কোন প্রমাণ নাই, তন্নিমিত্ত তিনি মহারাণীকে দোষী স্থিরকরা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন না।" *

যদিও মহারাণী এই চক্রান্তে নির্লিপ্ত ছিলেন সত্য বটে, কিন্তু রেসিডেণ্ট ও প্রতিনিধি সভার বিরুদ্ধে তাঁহার বিরোধী ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; এবং এই বিরোধীভাব তিনি তাঁহার তনয়ের অন্তরে বদ্ধমূল করিতে লাগিলেন। মহারাণী প্রকাশ্যভাবে রাজ্যের অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ ও ফকির দিগকে স্বীয় আলয়ে একত্রিত করায়, বর্ত্তমান রাজ্যের অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণকে একপ্রকার জানিতে দিয়াছিলেন যে, তিনিই তাহাদিগের আশ্রয় স্থল। এতদ্ব্যতীত বলিতে ঘৃণা হয় যে, চরিত্র দোষ হেতু মহারাণী প্রজাবৃন্দের ভক্তি ও সম্মান হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। †

লর্ড হার্ডিঞ্জ এই সমুদায় ব্যাপার আলোচনা করিয়া দলিপ্‌কে অন্তঃপুরে তাঁহার জননীর নিকট বাস করিতে দেওয়া কোন ক্রমেই মঙ্গলদায়ক বিবেচনা করিলেন না। তিনি মহারাণীকে প্রাসাদ হইতে স্থানান্তরিত করিতে কৃত সংকল্প হইয়া, এবিষয় রেসিডেণ্টকে জ্ঞাত করিলেন। হেন্‌রি লরেন্সও মহারাণীর রাজধানীতে উপস্থিতি, রাজ্যে সুবন্দোবস্ত ও শৃঙ্খলা স্থাপনের অন্তরায় দেখিয়া, এবিষয়ে গভর্ণর জেনারলের সহিত একমত হইলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ্ হেন্‌রি

---

* The Governor General to the Secret Committee of the East India Company, September 5th, 1847.

† I bid.

লরেন্সকে আগষ্ট মাসের ১৬ই তারিখে লিখিলেন যে, মহারাণীকে স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে দরবারের সুস্পষ্ট সম্মতি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দীননাথ, তেজসিংহ প্রভৃতি সরদারগণ মহারাণীকে তাঁহার পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করা উচিত বিবেচনা করিলেন। এখন কোন্ স্থানে মহারাণীকে স্থানান্তরিত করা হইবে সে বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। অবশেষে বিশেষ চিন্তার পর হেন্‌রি লরেন্স্ সেক্‌হোপুর দুর্গে মহারাণীর বাসস্থল নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সেক্‌হোপুর লাহোর হইতে প্রায় স্বার্দ্ধদ্বাদশ ক্রোশ দূর, ইহা মুসলমান অধিবাসিবেষ্ঠিত। ইহার দুর্গে পূর্ব্বে মহারাজ খড়্গ সিংহের জননী বন্দিনী ছিলেন। এক্ষণে এই দুর্গ পুনরায় দলিপ্ সিংহের জননীর আবাস স্থল হইল। প্রতিনিধি সভার সভ্যগণ সকলেই ইহা অনুমোদন করিলেন। এদিকে রেসিডেণ্ট গভর্ণর জেনারলকে জ্ঞাত করিলেন যে, সরদারগণ সকলেই মহারাণীকে সেক্‌হোপুরে স্থানান্তরিত করিতে সম্মত হইয়াছেন। *

মহারাণীর ভ্রাতা সর্‌দার হীরা সিংহ ভগিনী সমীপে এই দণ্ডাজ্ঞা জ্ঞাত করিতে প্রেরিত হইলেন। এই নিদারুণ আদেশ শ্রবণে তেজস্বিনীর কমনীয় আননে কোন প্রকার চিত্তবিকার পরিলক্ষিত হয় নাই; প্রাণোপম পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, রাজ প্রাসাদ হইতে মুসলমানঅধিবাসিবেষ্ঠিত এক অজানিত স্থানে স্থানান্তরিত হইতেছেন বলিয়া, কোন প্রকার ক্লেশ সূচক বাক্য সেই রমণীর মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না, এক বিন্দু অশ্রুও তাঁহার আয়ত নয়নে দৃষ্ট হইল না, প্রত্যুত অকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন যে, "তাঁহাকে যাহা করিতে বলা হইবে তাহা প্রতিপালনে তিনি প্রস্তুত আছেন।" †

মহারাণী লাহোর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে রেসিডেণ্টের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন; কিন্তু রেসিডেণ্ট মহারাণীর প্রার্থনা পূরণ করিলেন না। রেসিডেণ্ট মহারাণীকে তাঁহার সহিত তাঁহার অলঙ্কার ভূষণাদি লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন; এবং আরও বলিলেন যদি মহারাণী সমুদায় একবারে লইয়া যাইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি যেন তাঁহার দুই বিশ্বস্ত অনুচরকে বক্রী সমুদায় লইয়া যাইতে রাখিয়া যান।

* Papers relating to the Punjab 1847-1849, pp. 49-50.
† Ibid pp. 51, 52.

ইহার কারণ স্বরূপ রেসিডেণ্ট নির্দ্দেশ করিলেন, মহারাণী যেন পরিশেষে বলিতে না পারেন যে, তিনি কোন দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এইরূপে রাজা তেজ সিংহের মতে, মহারাণী প্রায় ছয় লক্ষটাকা মূল্যের জহরত, সুবর্ণাদি হস্তগত করেন। হেন্‌রি লরেন্স অতি সম্ভ্রমে ও সসম্মানে মহারাণীকে লাহোর হইতে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। *

আগষ্ট মাসের উনবিংশ দিবসে মহারাণী লাহোর হইতে সেক্‌হোপুরে স্থানান্তরিত হইলেন। † সেক্‌হোপুর দুর্গের তত্তাবধারণ ভার সর্‌দার বুর সিংহের হস্তে অর্পিত হইল; কিন্তু প্রতিনিধি সভার সভ্যগণ রেসিডেণ্টকে বলিলেন যে, বুর সিংহ বিশ্বাসী লোক নহে; মহারাণীর তত্ত্বাবধারনের ভার সের সিংহের হস্তে অর্পিত হউক ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। সেক্‌হোপুরে স্থানান্তরিত করিবার পরে মহারাণীর বৃত্তি দরবারের অভিমত্যানুসারে, মাসিক ৪০০০টাকা নিরূপিত হইল। এইরূপে মহারাণী ঝিন্ধন্ তাঁহার অপরাধের ফলভোগ করিলেন। ‡

মহারাণী ঝিন্ধনের স্থানান্তরনে রণজিৎ রাজ্যে পুনরায় শান্তি স্থাপন হইল। দলিপসিংহ জননীর স্থানান্তরণে বিশেষ দুঃখিত হন নাই। এই অল্পবয়সেই তিনি গর্ভধারিণীর আচার ব্যবহারে বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি মহারাণীর স্থানান্তরণ পরে অভ্যাস মত স্বীয় ক্রীড়ায় নিযুক্ত রহিলেন; এবং রেসিডেণ্টকে তাঁহার সেলাম্ জানাইলেন। § জননী হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পর দলিপ জননীর শয়নাগার পরিত্যাগ করিয়া অন্য গৃহে শয়ন করিতে লাগিলেন। বালক দলিপ পূর্ব্বের মত নম্রতা ও শিষ্টাচারে ইংরাজ কর্ম্মচারীগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া, অন্ততঃ ইহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইতেন যে, তিনি তাঁহার মাতার স্থানান্তরণ নিমিত্ত ইংরাজ

---

* Papers relating to the Punjab 1847-1849 pp. 51, 52.

† এক জনরব উঠিল যে, মহারাণীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রাসাদ হইতে বহির্গত করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা নিতান্ত অলীক। Papers relating to the Punjab, 1847-1849 p. 65.

‡ Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 56.

§ Ibid. p. 52.

প্রতিনিধির উপর বিরক্ত নহেন। বোধ হয় এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে তিনি শিক্ষিত হয়েন। *

আগষ্ট মাসের ২০এ তারিখে গভর্ণর জেনারল ঘোষনা করিলেন "বৃটিস এবং লাহোর রাজ্য মধ্যে মিত্রতা নিবন্ধন ও মহারাজ দলিপ সিংহের অল্প বয়স হেতু, তিনি এই বালকনৃপতির শিক্ষা দানে এবং অভিভাবকত্বে, জনকের ন্যায় যত্ন লইতেছেন। সেই নিমিত্ত গভর্ণর জেনারল, মহারাজকে তাঁহার জননী হইতে পৃথক রাখা অতীব প্রয়োজন বোধ করায়, এবং দরবার তাহাতে সম্মত হওয়ায়, মহারাণীকে আগষ্ট মাসের ১৯ এ তারিখে লাহোর হইতে সেক্‌হোপুরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। †

পঞ্চনদের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় স্থলেই, প্রজা বৃন্দ হেনরি লরেন্সের সুশাসনের অমিয় ফল অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু রণজিৎ রাজ্যের অদৃষ্ট লক্ষ্মী নাকি নিতান্ত অপ্রসন্ন, সেই নিমিত্ত যখন মার্কুইস্ অব্ ডেলহাউসি ভারত-ভূমের সমীপবর্ত্তী, সেই সময়ে পঞ্চনদ হেন্‌রি লরেন্সের ন্যায় নিঃস্বার্থ মিত্র ও মহান শাসক হইতে বঞ্চিত হইল। অসীম পরিশ্রমে ও অসাধারণ উদ্যমে কার্য্য করায়, হেন্‌রি লরেন্সের স্বাস্থ্য বহুকাল হইতে ভগ্ন হইতেছিল। কিন্তু পরহিতে রত সেই ভারত মিত্র, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, অটল উৎসাহে সেই গুরুতর ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিকিৎসকগণ তাঁহাকে স্থান পরিবর্ত্তন হেতু স্বদেশ যাইতে বিশেষ রূপ অনুরোধ করিলে, মহামতি হেন্‌রি লরেন্স্ অতিশয় অনিচ্ছায় রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে গমনে প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে ভারত রাজ্যের অপ্রতিম শাসনকর্ত্তা মহাবীর হার্ডিঞ্জ গৌরবে ভারতবর্ষ শাসন করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর লইলেন। তিনি তাঁহার অশেষ স্নেহাস্পদ হেন্‌রি লরেন্স্‌কে তাঁহার সহযাত্রী হইতে অনুরোধ করিলে, হেন্‌রি লরেন্স্ সাহ্লাদে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে একই সময়ে বৃটিস ইণ্ডিয়ার

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 56.

† Ibid. p. 53.

দুইটি সমুজ্জ্বল রত্ন, ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া, প্রিয় জন্মভূমির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। *

বিষাদে ও শোকে ভারতবাসী লর্ড হার্ডিঞ্জকে চিরদিনের জন্য বিদায় দান করিল। এই মহাবীর শ্বেতদ্বীপের একটি উজ্জ্বল রত্ন; সদাশয় হার্ডিঞ্জ্ শিখ রাজ্যের মঙ্গল হেতু যে সন্নীতি অবলম্বন করিয়া ছিলেন, তাহা রণজিৎ রাজ্য কখন বিস্মৃত হইবে না। তিনিই, হেন্‌রি লরেন্স্‌কে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত দেখিয়া শিখ রাজ্য শাসনের ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। তিনি শিশু দলিপের রক্ষা এবং শিক্ষাভার পিতার ন্যায় গ্রহণ করিয়া ছিলেন; এবং শিখরাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট করিবার পরিবর্ত্তে ইংরাজ সহায়ে তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া, তাঁহার মহানুভবতা ও উদারতার জ্বলন্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। পরাজিত জাতির প্রতি এরূপ সদাশয়তা নিমিত্ত পঞ্চনদবাসী শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিবে; বিজেতার এইরূপ আচরণ, বীরবর পুরুর প্রতি মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের মহান সদ্ব্যবহার স্মরণ করাইয়া দেয়। †

---

* Kaye's Lives of the Indian Officers, Vol. II. p. 299; Kaye's History of the Sepoy War, Vol. I. p. 15.

† Major Herbert B. Edwardes, A Year on the Punjab Frontier, Vol. I. p. 4.

পঞ্চম অধ্যায়।

মার্কুইস্ অভ্ ডেল্হাউসি—১৮৪৮ খৃঃ অঃ।

নূতন গভর্ণর জেনারল মার্কুইস অভ্ ডেল্হাউসি—ভারতবর্ষের তাৎকালীন অবস্থা—তাঁহার রাজ্য সংহারিণী নীতি—ভারতীয় সুবিখ্যাত রাজশাসনবিৎগণের রাজনীতির সহিত উহার তুলনা।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের উনবিংশ দিবসে, কলিকাতা দুর্গের প্রাকারস্থ তোপের গর্জ্জনে দিগন্ত মুখরিত করিয়া, মার্কুইস্ অভ্ ডেল্হাউসি চাঁদ পাল ঘাটে প্রথম ভারত পৃষ্ঠে পদার্পণ করিলেন। ভারত পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই লর্ড হার্ডিঞ্জ্ তাঁহার্ পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লর্ড ডেল্হাউসিকে মনুষ্য-ভবিষ্যদর্শনশক্তিতে যতদূর সম্ভবে, ততদূর নিশ্চয় করিয়া বলিলেন যে, "আগামী সাত বৎসরের মধ্যে, ভারতবর্ষে একটি বন্দুকের আওয়াজও প্রয়োজন হইবে না।" *

যখন হিমানী মণ্ডিত অচলশ্রেষ্ঠ হিমাচল হইতে, অনন্ত বারিধি বেষ্টিত কুমারিকা, এবং সুদূর সুবর্ণভূম ব্রহ্মদেশ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের বিংশতি কোটি মানব শান্তির বিরাট ছায়ায় সুখে নিদ্রিত ছিল, এবং পূর্ণ শান্তির একমাত্র উৎপাৎকেতু বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছিল, যখন সিন্ধু হইতে কুমারিকা মধ্যে একখানি কৃপাণও ইংরাজ বিরুদ্ধে উত্তোলিত হয় নাই, যখন ভারত সম্পূর্ণরূপ শান্তির অমৃত আস্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, তখন লর্ড ডেল্হাউসি ভারতে পদার্পণ করিলেন। †

যে সমুদায় মহোচ্চগুণ গ্রামে হার্ডিঞ্জের মহান চরিত্র অলঙ্কৃত ছিল, তাঁহার উত্তরাধিকারীতে তাহার কিছুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় নাই।

* Life of Lord Lawrence, by Bosworth Smith, M. A. Vol. I. p. 214.

† The Friend of India, 20th January, 1848; Cf. also, The Morning Herald

দেশীয় রাজ্য বিনষ্ট না করিয়া, ইংরাজ শাসনবিধি প্রয়োগে তাহার সংস্করণ হার্ডিঞ্জের রাজ শাসন নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু লর্ড ডেল্হাউসি এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণের পরিবর্ত্তে, দেশীয় রাজ্য বিনষ্ট করিয়া বৃটিস্ রাজ্যের সীমাবর্দ্ধন করা, তাঁহার রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য করিলেন। কিছুকাল পরে ভারতবাসিগণ সাতিশয় ভীতচিত্তে লর্ড ডেল্-হাউসির এই অপূর্ব্ব মন্তব্য শুনিল;—"উত্তরাধিকারী অভাবে পররাজ্য অধিকার করিয়া, আমাদের রাজ্য বিস্তারের ন্যায়সঙ্গত নীতির বিরোধী মতাবলম্বী হওয়া যে কাহারও সম্ভবে, ইহা আমি কখন বিশ্বাস করি না। পুনরায়, বৃটিস্ রাজ্য মধ্যে বিকীর্ণ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গুলি আমার মতে কখনও আমাদিগের উপকারে না আসিয়া বরং আমাদিগের অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে, উহাদের বিনাশের ন্যায়সঙ্গত সুযোগ লইবার যে, কেহ বিরোধী হইবে তাহাও সম্ভবপর বিবেচনা করি না।"

লর্ড ডেল্হাউসির এই মন্তব্য শ্রবণে ভারতীয় নৃপতিগণ স্বস্ব সিংহাসনে বিচলিত হইলেন। এই অভিনব ওঅদ্ভুত রাজনীতি ভারতের বহুদর্শী সুবিজ্ঞ রাজ-শাসন বিৎগণের সমুন্নতনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। ডেল্হাউসি বলিয়াছেন, বৃটিস-রাজ্য-বিস্তার নীতির বিরোধী হওয়া যে কাহারও সম্ভবে, তাহা তিনি বিবেচনা করিতে পারেন না। অথচ তাঁহার পূর্ব্বে ভারতীয় বিচক্ষণ রাজশাসন-বিশারদ ব্যক্তিগণ কি বলিতেছেন পাঠক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

ব্রিটানিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও সুবিখ্যাত যুদ্ধবীর ডিউক্ অব্ওয়ে-লিংটন বলিয়াছেন—" যে যে স্থানে, আমরা আমাদের রাজ্য বিস্তার করি, সেই সেই স্থানে আমরা আমাদের শত্রু সংখ্যা বর্দ্ধন করিতে থাকি, অধিকন্তু যে পরিমাণে আমাদের রাজ্য বর্দ্ধন হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের রাজ্য রক্ষা ও আত্মরক্ষার উপায় হ্রাস হইবে।" স্যার্ টমাস্ মন্রো বলিয়াছেন "যদিও সমুদায় ভারতবর্ষ বৃটিস শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তথাপি এরূপ পরিবর্ত্তন আমাদের এবং দেশীয় গণের পক্ষে মঙ্গলকর কিনা তাহা অতি সন্দেহজনক; অধিকন্তু দেশীয় নৃপতিগণের শাসনের পরিবর্ত্তে ইংরাজ শাসনে প্রজাগণের অবস্থা যে অধিকতর উন্নত হইবে, সে বিষয়েও আমার অত্যন্ত সন্দেহ আছে।"*

* Gleig's Life Sir Thomas Munro, Vol. II. p. 33

স্যার জন্‌ ম্যালকম্‌ বলিতেছেন—"আমার এই স্থির বিশ্বাস যে, আমাদের সুবৃহৎ ভারতীয় রাজ্যের শান্তি ও মঙ্গল, আমাদের অধীনস্থ ও আশ্রিত দেশীয় রাজ্যগুলির সংরক্ষণের উপর নির্ভর করিতেছে। যে পরিমাণে দেশীয় নৃপতিগণের রাজ্যগুলি আমাদের সম্পূর্ণ শাসনাধীন হইবে, আমাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখা ততই শঙ্কটময় হইয়া পড়িবে।" মন্‌ষ্টুয়ার্ট্‌ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ বলেন, "আমার এরূপ বোধ হয় যে, মিত্র-রাজ্য রক্ষা করিতে প্রত্যেক উপায় অবলম্বন করা যে, কেবল আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এরূপ নহে, ইহা আমাদিগের রাজ্যের পক্ষেও মঙ্গলপ্রদ। স্বাধীন রাজ্যগুলির রক্ষাও আমাদের অত্যন্ত মঙ্গলকর।" স্যার্‌ হেন্‌রি রসল্‌ বলিয়াছেন যে, "আমাদের রাজ্য-সীমা বর্দ্ধনের সহিত আমাদের বিপদের সীমাও অবশ্য বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।" ভারতের পূর্ব্বশাসক লর্ড আক্‌লণ্ডও এই পররাষ্ট্রলোলুপতার বিরোধী ছিলেন। * তাঁহার পরবর্ত্তী ভারত-শাসক লর্ড এলেন্‌বরা বলিয়াছেন যে, "তিনি দেশীয় রাজ্য বাজেয়াপ্তের সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন; এবং যত দূর সম্ভব দেশীয় রাজ্য রক্ষায় বিশেষ মনোযোগী হইবেন।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, "দেশীয় রাজ্য রক্ষা করিলে ইংরাজের ক্ষমতা প্রভূত রূপে বর্দ্ধিত হইবে" † লর্ড মেট্‌কাফ্‌ বলিয়াছেন যে, "উত্তরাধিকারী অভাবে কোন রাজ্য সমুচ্চ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে, সেই রাজ্যের প্রজাগণকে তাহাদের মধ্য হইতে নৃপতি নির্ব্বাচন করিতে দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

ডেলহাউসি কি, এই সমুদায় সুবিখ্যাত রাজ্য-শাসন-বিৎগণের মন্তব্যের অজ্ঞতা হেতু বা তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, তাঁহার রাজ্যশাসনের প্রথম বৎসরেই তাঁহার অপূর্ব্ব রাজ-শাসন-নীতি সদম্ভে বিঘোষণ করিয়াছিলেন? ‡ অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ভারতে পদার্পণ করিবার কিছুকাল

* The Rebellion in India and how to prevent another, by J. B. Norton, pp. 82-88; The English in India, by Major Evans Bell, p. 50; Ludlow's History of British, India, Vol II. p. 157.

† No. 4 of the Indian Reform Tracts—"The Native States of India."

‡ Ludlow's History of British India, Vol II. pp. 157-158.

মধ্যেই কি রূপে এই শাসকের ধারণা হইল যে, দেশীয় নরপতিগণ কখন বৃটিস গভর্ণমেণ্টের সহায়স্থল না হইয়া রাজ্যের মঙ্গলের বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। অথচ তাঁহারই দেশীয়-রাজ্য-সংহারিণী নীতি সমুদ্ভূত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ বিদ্রোহ কালে, সিন্ধিয়া, হোলকার, গুইকোয়ার, নিজাম, রেওয়া প্রভৃতি নৃপতিগণ তাঁহাদের স্বীয় জ্ঞাতিবর্গ ও অধীন সামন্তগণের প্ররোচনা ও প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া, ইংরাজ গণের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন, এবং পরিশেষে তাঁহারাই ইংরাজের রাজ্যরক্ষার একমাত্র উপায়স্থল হয়েন। পাতিয়ালা ঝিন্দ, ও ভরতপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগণও, লোকসাহায্য দ্বারা, ইংরাজের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে যথার্থ সাময়িক সাহায্য করেন। ডেলহাউসির উক্ত এই অপদার্থ ও ঘৃণিত রাজাগণ ইংরাজের ঘোর বিপদ কালে অতীব বিশ্বস্ত মিত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। * ইংরাজ পুরুষ ও রমণীগণ, ডেলহাউসির কঠোর শাসনে বাজেয়াপ্ত পঞ্জাব, ঝান্সি ও অযোধ্যায় যে রূপ ঘোরতর ক্ষতি সহ্য করে, হোলকার ও সিন্ধিয়া প্রভৃতি রাজ্যে, তাহার অত্যল্প মাত্রও সহ্য করে নাই। † অধিক কি তাঁহার বিচিত্র রাজনীতি সম্ভূত ভয়াবহ বিদ্রোহের বিষময় ফল ভারত রাজ্য এখনও ভোগ করিতেছে। ‡ নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, লর্ড হার্ডিঞ্জের পর এই রূপ অদূরদর্শী ও দেশীয়রাজ্য-বিদ্বেষী শাসকের হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার অর্পিত হইল। এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপে তাঁহার এই ভয়ঙ্কর রাজ্য-নাশিনী-শক্তি, রণজিৎ রাজ্যকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার করায়ত্ত করিল।

---

* Bell's English in India, p. 81.

† The Empire in India, by Major Evans Bell, p. 26.

‡ The Bankruptcy of India, by H. M. Hyndman, pp. 28-9.

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—০—

মুলতান বিদ্রোহ—১৮৪৮ খৃঃ অঃ।

মুলরাজের দেওয়ানীপদ ত্যাগ—তাহার কারণ—সর্দার খান্ সিংহের দেওয়ানী পদপ্রাপ্তি—মুলরাজ কর্ত্তৃক মুলতান দুর্গের ভার খান্ সিংহের হস্তে সমর্পণ—মুলতানবাসিগণের বিদ্রোহ—মুলরাজ ও বিদ্রোহী সেনা—ভান্স্ আগ্নু ও এণ্ডার্সনের হত্যা,—খান্সিংহের বন্দীত্ব—বিদ্রোহের কারণ—এড্-ওয়ার্ডিশ্এর সময়োচিত কার্য্য—ইংরাজ সৈন্য সহায়ে ঐ বিদ্রোহ দমনে রেসিডেণ্টের অনিচ্ছা প্রকাশ—বৃটিস সহায়তা ব্যতীত বিদ্রোহদমনে সরদারগণের অপারগতা—গভর্ণর জেনারল ও প্রধান সেনাপতির এই সময়ে মুলতানে ইংরাজ সৈন্য প্রেরণে অমত—এড্ওয়ার্ডিশ্ ও মুলরাজ—ডিরাগাজি, কিনেরি ও সুদসোমের যুদ্ধ—মুলতান দুর্গ অবরোধের জন্য রেসিডেণ্টের নিকট এড্ওয়ার্ডিশের সাহায্য প্রার্থনা—গভর্ণর জেনারল ও প্রধান সেনাপতির পূর্ব্বমত ইংরাজ সৈন্য প্রেরণে অমত—ইহার বিষময় ফল।

লর্ড ডেলহাউসি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, সমুদায় শান্তিময়। নববর্ষাগমে পঞ্চনদ শান্তির ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছে। নূতন গভর্ণর জেনারল্ বিলাতের ভারতীয় রাজ সভায় পত্র লিখিলেন যে, "তিনি কেবল পঞ্জাব সম্বন্ধে কাগজাদি প্রেরণ করিতেছেন; অর্থাৎ পঞ্জাবের কোন গোলযোগ সম্বন্ধে নহে"। হেনরি লরেন্সের পদে নিযুক্ত নূতন রেসিডেণ্ট স্যার্ ফ্রেডেরিক করিও এই বৎসরের এপ্রিল মাসের ৬ই তারিখে গভর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করিলেন যে, লাহোররাজ্যভুক্ত সমুদায় প্রদেশেই সম্প্রতি সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে; এবং প্রজাগণের সন্তোষ যে অলীক

এরূপ বিশ্বাসের পক্ষেও কোন প্রমাণ নাই। সাধারণের মনোভাব এইরূপ বোধ হয় যে, সমুদায় শ্রেণীর লোক, বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট আছে। ইউরোপীয় মাত্র কি রাজকর্ম্মচারী, কি পথিক, কি ক্রীড়া প্রদর্শক, সকলেই যেরূপ ভদ্রতা ও সদাশয়তার সহিত ব্যবহৃত হয়, তাহা অতি সুন্দর।" *

এইরূপে শান্তিক্রোড়ে লালিত রাজ্য হইতে, সহসা মে মাসের প্রাক্কালে কলিকাতায় সম্বাদ পঁহুছিল যে, রণজিৎরাজ্য এক অভিনব বিপদে আক্রান্ত, লাহোর দরবারের অধীনস্থ রাজ্য মুলতানে বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। ডেলহাউসির তীব্রদৃষ্টি অমনি সীমান্ত দেশ বহির্ভূত পঞ্চনদে পতিত হইল।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুলতান, লাহোর দরবারের অধীন একটি উপরাজ্য; মুলরাজ তাহার দেওয়ান। মুলরাজ তাঁহার নৃপতিকে নজর স্বরূপ অষ্টাদশ লক্ষ টাকা দানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরেই শিখ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হওয়ায় মুলরাজ অঙ্গীকার অপলাপ করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। শিখযুদ্ধের অবসান হইল; তথাপিও মুলরাজ তাঁহার নৃপতিকে নজর বা কর কিছুই প্রদান করিলেন না। ১৮৪৬খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে, রাজা লাল সিংহ, লাহোরের প্রধান সচিব পদে অভিষিক্ত ছিল। মুলরাজের দেওয়ানী পদ প্রাপ্তির নজর, ও চলিত বৎসরের করের কিয়দংশ সংগ্রহ করিতে, লাল সিংহ একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল। ঝঙ্গের সমীপবর্ত্তী সমরে, মুলরাজ দরবার প্রেরিত সৈন্যের পরাজয় সাধন করেন। গভর্ণর জেনারলের এজেণ্ট এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করিলে পর ইহা স্থির হইল যে, মুলরাজ তাঁহার সমুদায় সম্পত্তির তৃতীয়াংশের একাংশ এবং ঝঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী পদ প্রাপ্তির নজর ও বক্রী দেয় কর নিমিত্ত বিংশতি লক্ষ মুদ্রা দিবেন। আর ইহাও সাব্যস্ত হইল, যে সকল প্রদেশ এখনও তাঁহার দেওয়ানীর অধীনে রহিল, তাহার করও, এক তৃতীয়াংশ হারে বর্দ্ধিত হইবে। এই বন্দোবস্তে, তাঁহার দেয় কর, ১,৫৪৭,১৮৩ টাকা হইতে ১,৯৬৮,০০০ টাকায় বর্দ্ধিত হইল। মুলরাজ, এই বন্দোবস্তে সাতিশয় সন্তুষ্ট, ইহা ব্রিটিশ এজেণ্টকে জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপে মুলরাজের অবাধ্যতার দমন হইয়াছিল।†

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849. p. 127.
† Edwardes'—Punjab Frontier, Vol. II. p. 39.

ভইরওয়াল্ সন্ধির পর পঞ্চনদের শাসনভার ইংরাজের হস্তে অর্পিত হইলে, বৃটিস্ রেসিডেণ্ট মুলরাজকে বিশ্বস্ত প্রজার ন্যায় এই বর্দ্ধিত কর, সম্পূর্ণরূপে লাহোর দরবারে প্রদান করিতে দেখিলেন। * মুলরাজ এইরূপে বৎসরাধিক শান্তভাবে বাধ্য সামন্তের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে বুঝিতে পারিলেন এই বর্দ্ধিত হারে করদানে তিনি অপারক। দরবার সঙ্ঘটিত বন্দোবস্ত তাঁহার অতীব দুরূহ বলিয়া বোধ হইল। পরিশেষে লাহোরদরবারে গমন করিয়া ইহা অপেক্ষাকৃত লঘুতর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। † তিনি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, স্বদেশে গমনোন্মুখ মহানুভাব হেন্‌রি লরেন্সের নিকট বিদায় গ্রহণ নিমিত্ত লাহোর যাইতে অনুমতি প্রর্থনা করিলে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। মুলরাজ লাহোরে আসিয়া শুনিলেন যে, হেন্‌রি লরেন্স্ ভারত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্য তিনি জন্ লরেন্সকে জ্ঞাপন করিলেন। জন্‌লরেন্স্ হেন্‌রি লরেন্সের ভ্রাতা। তিনি নূতন রেসিডেণ্ট স্যার্ এফ্ করির আগমনাবধি, লাহোরে সহকারী রেসিডেণ্টের কার্য্য করিতেছিলেন। মুলরাজ ইঁহাকে তাঁহার পদ-ত্যাগের অভিপ্রায় জানাইলেন। জন্ লরেন্স, তাঁহাকে সদুপদেশ দিয়া ইহা বুঝাইলেন যে বিবেচনা না করিয়া সহসা এরূপ কার্য্য করা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। দরবারে জন্‌লরেন্স্ বলিলেন—যদি মুলরাজ বাস্তবিক ইচ্ছা করেন তিনি পদত্যাগ করিতে পারেন; দরবারস্থ সভ্যগণ ইহাতে সম্মত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহারা অনুমান করিলেন যে, মুলরাজ প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন না। কিছুকাল পরে মুলরাজ পুনরায় জন্‌লরেন্সকে তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগের অভিপ্রায় জানাইলেন; এবং উহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিলেন—প্রথমতঃ পঞ্জাবে নূতন কর প্রথা, তাঁহার আয়ের বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে, কারণ তাঁহার প্রজাগণ যে সমুদায় কর অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে তৎসমুদায় মুলতানে দিতে অনিচ্ছুক। দ্বিতীয়তঃ কোন অভিযোগের নিষ্পত্তির

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849. p. 88.

† Kaye's History of the Sepoy War, Vol. I. p. 19.

নিমিত্ত মুলতানবাসিগণকে লাহোরে আপিল করিবার ক্ষমতা দেওয়ায় প্রজাগণকে দমন করিবার ক্ষমতা তাঁহার হ্রাস হইয়াছে। মুলরাজের বিরুদ্ধে, লাহোর দরবারে কতকগুলি আপিল হয়। তাহার মধ্যে দুইটী মকর্দ্দমায় তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েন। ইহার মধ্যে একটিতে তাঁহাকে প্রায় পঞ্চলক্ষ টাকা দিতে হয়। মুলরাজ দেখিলেন যে, এইরূপ আপিল প্রথা, তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা পথের বিঘ্নস্বরূপ। মুলরাজ আরও বলিলেন যে, উপরোক্ত অনুযোগদ্বয় মধ্যে, শেষোক্তটি অত্যন্ত ক্ষতিজনক। তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে, তিনি রাজস্ব সম্বন্ধীয় ক্ষতি স্বীকারে প্রস্তুত আছেন, যদি মুলতান হইতে কোন প্রকার অভিযোগ শ্রুত না হয়। জন্ লরেন্স্ মুলরাজের প্রথম অনুযোগের উত্তরে বলেন যে, ইংরাজ করপ্রথা মুলতানে প্রচলিত করিলে মুলরাজ ঠকিবেন না। দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে বলেন যে, সামান্য ব্যাপারে তিনি মুলরাজের বিচারে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু কাহাকেও দরবারের নিয়ম ও আইনের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে বা দরবারের সমুচ্চ বিচারালয়ের ক্ষমতার বহির্ভাগে অবস্থান করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। মুলরাজ জন্ লরেন্সের নীতিসঙ্গত উপদেশে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার পদ-ত্যাগে অধিকতর কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং জন লরেন্সের নিকট এই দুইটি বিষয় প্রার্থনা করিলেন; প্রথমতঃ পদত্যাগ করিলে তাঁহাকে যেন এক জাইগির দেওয়া হয়, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার এই কর্ম্মত্যাগের কথা দরবার হইতে যেন গোপন রাখা হয়। জন্ লরেন্স্ বলিলেন মুলরাজের প্রথম প্রার্থনা পূরণে তিনি অপারগ, কিন্তু আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, দরবারের সমুদায় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ যখন উত্তমরূপে পুরস্কৃত হইয়া থাকে, তখন মুলরাজ সেই পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইবেন, তাহা তিনি বোধ করেন না। মুলরাজের দ্বিতীয় প্রার্থনার উত্তরে তিনি বলিলেন যে, স্বীয় গভর্ণমেণ্ট অধীনস্থ রাজ্য শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ ব্যতীত, তিনি ইহা সকলের নিকট হইতে গোপন রাখিবেন। * মুলরাজ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

---

* Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 43-6.

রসিডেণ্ট স্যার্ এফ্‌ক্যরির লাহোরে পঁহুছিতে কিছু বিলম্ব হয়; হত্যবসরে জন লরেন্স্ মুলরাজকে একপত্র লিখিলেন যে,যদি "মুলরাজ স্বীয় পদ-ত্যাগের জন্য পরিতাপ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পদ পুনঃ প্রাপ্তির এখনও সুবিধা আছে।" মুলরাজ ইহার উত্তরে লিখিলেন যে, তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই। মার্চ্চ মাসের ৬ই তারিখে স্যার্ এফ্‌ক্যরি লাহোরে পঁহুছিলেন। সমুদায় রাজ্য শাসনের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল। জন্ লরেন্স্ ক্যরিকে মুলরাজের পদত্যাগের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ক্যরি মুল-রাজকে লিখিলেন যে, যদি এখনও তাঁহার পুনরায় পদ প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে, তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। মুলরাজ পূর্ব্ববৎ স্থির রহিলেন এবং ক্যরির উত্তরে স্পষ্ট লিখিলেন যে, তিনি পদত্যাগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। * রেসিডেণ্ট বলিলেন যে, মুলরাজ ইচ্ছা করিলে, পদত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু কোন প্রকার পারিতোষিক বা বৃত্তি তাঁহাকে দেওয়া যাইবে না। তৎপরিবর্ত্তে মুলরাজের নিকট হইতে, দশবৎসরের হিসাব দাবী করিলেন। উত্তরে মুলরাজ বলিলেন, "আমি কিরূপে পিতার হিসাব কাগ-জাদি সংগ্রহ করিব, সমস্তই কীটে ভক্ষণ করিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে, তাহাতে আপনাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। তাহার পর তিনি সবিনয়ে বলিলেন যে, "আমি আপনার ক্ষমতা মধ্যেইত আছি।" †

মুলরাজ শীঘ্রই জ্ঞাত হইলেন যে, তাঁহার পদে নূতন দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন। সর্দ্দার খাঁন্‌সিংহ একজন সাহসী এবং বুদ্ধিমান সৈনিক পুরুষ, তিনি নির্দ্ধারিত বেতনে মুলতানের শাসক পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। এপ্রেল মাসের ১৮ই তারিখে, রাজকর্ম্মবিৎ ভান্স্ আগ্নু এবং লেফটেনণ্ট এণ্ডার্‌সন্, এই দুই জন বিচক্ষণ ইংরাজের সহিত, নূতন দেওয়ান পঞ্চশত সেনা সমভি-ব্যাহারে মুলতানে পঁহুছিলেন। সেই দিবসেই মুলরাজ উপস্থিত নূতন দেওয়ানের সহিত দুইবার সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমবার অভ্যর্থনা ও দ্বিতীয়বার বিষয়কর্ম্ম নিমিত্ত। দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকালে বৃটিস

---

* Edwardes' A year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 47-49.

† Torrens' Empire in Asia, pp. 337-8.

কর্ম্মচারিদ্বয় তাঁহার হিসাব পত্র দাবী করায় মুলরাজ কিছু বিরক্ত হয়েন। * পরিশেষে এই নিষ্পত্তি হইল যে, মুলরাজ পরদিবস প্রত্যূষে নূতন দেওয়ানের হস্তে মুলতান সমর্পণ করিবেন। পরদিবস প্রত্যূষে মুলরাজ ধীর চিত্তে, বৃটিস কর্ম্মচারিদ্বয় এবং খাঁন্‌সিংহকে লইয়া মুলতান দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তথায় দুর্গের প্রত্যেক অংশ তাঁহাদিগকে দেখাইলেন ও দুর্গের চাবি তাঁহাদিগের হস্তে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের দুই দল গুরখা পদাতি দুর্গে স্থাপিত হইল এবং তাঁহাদের প্রহরী মুলতান দুর্গদ্বার শোভিত করিল। দুর্গস্থিত মুলরাজের অনুচরগণ কর্ম্মচ্যুতির আশঙ্কায়, ক্রুদ্ধ হইয়া ছিল। কিন্তু কর্ম্ম প্রদানের অঙ্গীকার করায় তাহাদিগের আশঙ্কা দূর হইল। এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে ও ধীরভাবে মুলতান দুর্গের ভার নূতন দেওয়ানের হস্তে সমর্পিত হইল। †

ইহার পর খাঁন্‌সিংহ ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ইংরাজ কর্ম্মচারিদ্বয়, দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া আপনাদের শিবিরাভিমুখে চলিলেন। মুলরাজও শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁহাদের সহিত আসিলেন। তাঁহারা পরিখোপরি সেতুতে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে বৃটিস কর্ম্মচারিদ্বয় সহসা আক্রান্ত ও সাংঘাতিক রূপে আহত হইলেন। মুলরাজ এই ইংরাজদ্বয়কে রক্ষা করিতে কোন প্রয়াস করিলেন না; বরং দ্রুতপদে অশ্ব চালনা করিয়া, জনতা ভেদ করিয়া তাঁহার উদ্যান বাটী আমখাসে চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে মুলরাজের শ্যালক রঙ্গরামের সাহায্যে সর্দ্দার খাঁন্‌সিংহ ও কতিপয় গুরখা সৈন্য, সেই আহত ইংরাজদ্বয়কে, তাঁহাদের শিবিরে আনয়নে সক্ষম হইলেন। ‡

এইরূপে দুর্বৃত্ত মুলতানবাসিগণ বিদ্রোহ ধ্বজা স্থাপন করিল। এইরূপে তাহারা দরবার প্রেরিত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণকে আক্রমণ ও আহত করিল। মুলরাজ এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন না। তাঁহার শ্যালক সেই দিবস

---

* Kaye's History of the Sepoy War, Vol. I. pp. 19, 20.

† Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. I. pp. 57-56.

‡ Ibid. pp. 58-63.

নূতন রেসিডেণ্ট স্যার্ এফ্‌ক্যারির লাহোরে পঁহুছিতে কিছু বিলম্ব হয়; ইত্যবসরে জন লরেন্স্ মুলরাজকে একপত্র লিখিলেন যে,যদি "মুলরাজ স্বীয় পদ-ত্যাগের জন্য পরিতাপ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পদ পুনঃ প্রাপ্তির এখনও সুবিধা আছে।" মুলরাজ ইহার উত্তরে লিখিলেন যে, তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই। মার্চ্চ মাসের ৬ই তারিখে স্যার্ এফ্‌ক্যারি লাহোরে পঁহুছিলেন। সমুদায় রাজ্য শাসনের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল। জন্ লরেন্স্ ক্যারিকে মুলরাজের পদত্যাগের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ক্যারি মুল-রাজকে লিখিলেন যে, যদি এখনও তাঁহার পুনরায় পদ প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে, তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। মুলরাজ পূর্ব্ববৎ স্থির রহিলেন এবং ক্যারির উত্তরে স্পষ্ট লিখিলেন যে, তিনি পদত্যাগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। * রেসিডেণ্ট বলিলেন যে, মুলরাজ ইচ্ছা করিলে, পদত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু কোন প্রকার পারিতোষিক বা বৃত্তি তাঁহাকে দেওয়া যাইবে না। তৎপরিবর্ত্তে মুলরাজের নিকট হইতে, দশবৎসরের হিসাব দাবী করিলেন। উত্তরে মুলরাজ বলিলেন, "আমি কিরূপে পিতার হিসাব কাগ-জাদি সংগ্রহ করিব, সমস্তই কীটে ভক্ষণ করিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে, তাহাতে আপনাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। তাহার পর তিনি সবিনয়ে বলিলেন যে, "আমি আপনার ক্ষমতা মধ্যেইত আছি।" †

মুলরাজ শীঘ্রই জ্ঞাত হইলেন যে, তাঁহার পদে নূতন দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন। সর্দ্দার খাঁন্‌সিংহ একজন সাহসী এবং বুদ্ধিমান সৈনিক পুরুষ, তিনি নির্দ্ধারিত বেতনে মুলতানের শাসক পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। এপ্রেল মাসের ১৮ই তারিখে, রাজকর্ম্মবিৎ ভান্স্ আগ্নু এবং লেফটেনণ্ট এণ্ডারসন্, এই দুই জন বিচক্ষণ ইংরাজের সহিত, নূতন দেওয়ান পঞ্চশত সেনা সমভি-ব্যাহারে মুলতানে পঁহুছিলেন। সেই দিবসেই মুলরাজ উপস্থিত নূতন দেওয়ানের সহিত দুইবার সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমবার অভ্যর্থনা ও দ্বিতীয়বার বিষয়কর্ম্ম নিমিত্ত। দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকালে বৃটিস

---

* Edwardes' A year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 47-49.

† Torrens' Empire in Asia, pp. 337-8.

কর্ম্মচারিদ্বয় তাঁহার হিসাব পত্র দাবী করায় মুলরাজ কিছু বিরক্ত হয়েন। * পরিশেষে এই নিষ্পত্তি হইল যে, মুলরাজ পরদিবস প্রত্যূষে নূতন দেওয়ানের হস্তে মুলতান সমর্পণ করিবেন। পরদিবস প্রত্যূষে মুলরাজ ধীর চিত্তে, বৃটিস কর্ম্মচারিদ্বয় এবং খাঁন্‌সিংহকে লইয়া মুলতান দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তথায় দুর্গের প্রত্যেক অংশ তাঁহাদিগকে দেখাইলেন ও দুর্গের চাবি তাঁহাদিগের হস্তে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের দুই দল গুরখা পদাতি দুর্গে স্থাপিত হইল এবং তাঁহাদের প্রহরী মুলতান দুর্গদ্বার শোভিত করিল। দুর্গস্থিত মুলরাজের অনুচরগণ কর্ম্মচ্যুতির আশঙ্কায়, ক্রুদ্ধ হইয়া ছিল। কিন্তু কর্ম্ম প্রদানের অঙ্গীকার করায় তাহাদিগের আশঙ্কা দূর হইল। এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে ও ধীরভাবে মুলতান দুর্গের ভার নূতন দেওয়ানের হস্তে সমর্পিত হইল। †

ইহার পর খাঁন্‌সিংহ ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ইংরাজ কর্ম্মচারিদ্বয়, দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া আপনাদের শিবিরাভিমুখে চলিলেন। মুলরাজও শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁহাদের সহিত আসিলেন। তাঁহারা পরিখোপরি সেতুতে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে বৃটিস কর্ম্মচারিদ্বয় সহসা আক্রান্ত ও সাংঘাতিক রূপে আহত হইলেন। মুলরাজ এই ইংরাজদ্বয়কে রক্ষা করিতে কোন প্রয়াস করিলেন না; বরং দ্রুতপদে অশ্ব চালনা করিয়া, জনতা ভেদ করিয়া তাঁহার উদ্যান বাটী আমথাসে চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে মুলরাজের শ্যালক রঙ্গরামের সাহায্যে সর্দ্দার খাঁন্‌সিংহ ও কতিপয় গুরখা সৈন্য, সেই আহত ইংরাজদ্বয়কে, তাঁহাদের শিবিরে আনয়নে সক্ষম হইলেন। ‡

এইরূপে দুর্বৃত্ত মুলতানবাসিগণ বিদ্রোহ ধ্বজা স্থাপন করিল। এইরূপে তাহারা দরবার প্রেরিত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণকে আক্রমণ ও আহত করিল। মুলরাজ এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন না। তাঁহার শ্যালক সেই দিবস

---

* Kaye's History of the Sepoy War, Vol. I. pp. 19, 20.

† Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. I. pp. 57-56.

‡ Ibid. pp. 58-63.

প্রাতে ইংরাজগণের জীবনদান করিয়াছিলেন। রঙ্গরাম মুলতানের দুর্বৃত্ত বিদ্রোহীগণের শাণিত কৃপাণে তাঁহার এই নিঃস্বার্থ বীরোচিত আচরণের পুরস্কার পাইলেন। দুরাত্মা বিদ্রোহীগণ তিন স্থানে এই ব্যক্তিকে আহত করিল। ইহা করিয়াও তাহারা ক্ষান্ত হইল না। ফিরিঙ্গিগণের বিরুদ্ধে মুলরাজকে উত্থিত হইতে তাহারা জেদ করিলে, মুলরাজ সে দিবস স্বীকৃত হইলেন না। * তখন বিদ্রোহী সৈন্যগণ মুলরাজের অবাধ্য হইল। ইচ্ছামত তাহারা কামান সজ্জিত ও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। অধিক কি তাহারা স্বয়ং যুদ্ধ ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মুলরাজ তাহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অক্ষম; তাঁহার জীবন বিদ্রোহীগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। বিদ্রোহীরা বল পূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগের অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। †

এই শোচনীয় ব্যাপারের পরদিবস প্রত্যূষে মুলতান বাসিগণের বিদ্রোহ, চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। দুর্বৃত্ত বিদ্রোহীরা পরদিবস আহত ইংরাজগণের প্রাণহননে যত্নপর হইল; দুরাচারেরা বলিল যে, "গুরু আমাদিগকে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়াছেন, গুরুর পবিত্র পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে"। ‡ এইরূপে দুরাত্মারা পুণ্যশ্লোক গুরুগোবিন্দের সুন্দর গাথার সমুচিত অবমাননা করিয়া, ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিল।

এদিকে ভান্স্ আগ্নু, মুলতানের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণকে, মহারাজের আদেশ প্রতিপালনে ও নূতন দেওয়ানকে গ্রহণ করিতে বলিলে, তাঁহারা এই প্রত্যুত্তর দেন যে, হিন্দু এবং শিখ সকলেই ধর্ম্ম পুস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছে যে, তাহারা মুলরাজকে নায়ক বলিয়া মান্য করিবে এবং তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিবে। ইংরাজ ও সর্দ্দার খাঁনের ক্ষুদ্র শিবিরস্থ সৈনিকগণও মুলতানবাসিগণের এই বিদ্রোহে যোগদান করিল। পঞ্চশত রক্ষক সমন্বিত এই ক্ষুদ্র শিবির মধ্যে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কেবল ছয়জন

---

* Papers relating to the Punjab. 1847-1849, p. 150.

† মুলতান দুর্গস্থ মুস্তাফা খাঁর লেফ্‌টেনণ্ট এড্‌ওয়ার্ডিসের নিকট প্রেরিত আর্জি দেখ। Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 159-60.

‡ Ibid. p. 150.

মাত্র সৈনিক ও কতিপয় ভৃত্য, সেই নিরাশ্রয় ইংরাজদ্বয় ও নূতন দেওয়ান খানসিংহের নিকট বিদ্রোহীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে থাকে। অবশিষ্ট সমুদায় রক্ষক বিদ্রোহী সৈন্যের বলবর্দ্ধন করিল। ইত্যবসরে আগ্নু এক দ্রুতগামী বার্ত্তাবহ হস্তে তাঁহাদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সংবাদ, রেসিডেণ্ট এবং হার্‌বার্ট এড্‌ওয়ার্ডিসের সমীপে প্রেরণ করিতে সক্ষম হয়েন। অনতিবিলম্বে মুলতানবাসিগণ বিকট আরাবে নিরাশ্রয় ইংরাজগণের আবাস স্থল আক্রমণ করিল। ইংরাজদ্বয়ের এই বিপদ দেখিয়া সর্দ্দার খাঁন্ তাঁহাদের রক্ষার্থে আত্মজীবন দানে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু আগ্নু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলন যে, তাঁহার জীবন নাশে কোন ফল হইবেনা। তিনি একাকী কিছুই করিতে পারিবেন না, শত্রুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর। সর্দ্দারের অনুচরগণ ইতিপূর্ব্বে বহির্দ্দেশে গমন করিয়া শত্রুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল। বিদ্রোহীসৈন্য সর্দ্দারের আবাসস্থলে প্রবেশ করিয়া সমস্ত লুণ্ঠন করিল। পরে তাহারা সর্দ্দারের নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি বলিলেন "আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে বধ করিও না"। তিনি বিস্তর অনুনয় করিয়া আহত কর্ম্মচারিদ্বয়ের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিল।* সর্দ্দার খান্ সিংহকে বন্দী করিয়া বিদ্রোহীরা যথায় সেই আহত ইংরাজদ্বয় অবস্থান করিতে ছিলেন সেই স্থানে গমন করিল। ইংরাজদ্বয় তৎকালে রণবেশে শয্যোপরি শায়িত ছিলেন; শত্রুর আগমন দেখিয়া তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করতঃ পরস্পরের সহিত শেষ করমর্দ্দন করিলেন, এবং চিরকালের নিমিত্ত বিদায় লইয়া বীরলম্ফে আক্রমণকারিগণের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। এককালে বহুসংখ্যক অরাতিগণের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় মুহূর্ত্ত মধ্যে ইংরাজদ্বয়ের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তাঁহারা মৃত্যুকালে একবার গম্ভীরে বিদ্রোহীগণকে, বলিলেন যে, আমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে সহস্র সহস্র ইংরাজ আগমন করিবে। পাষণ্ড মুলতান

---

* কুতবসাহ নামক জনৈক মুসলমান এই আক্রমণ দেখিয়াছিলেন; এই ঘটনা তাঁহার বর্ণনা হইতে উদ্ধৃত হইল।

বাসিগণ তাঁহাদের দেহদ্বয় খণ্ড খণ্ড করিল। * সেই দিবস সর্দ্দার খাঁন্ আমখাসে বন্দী রহিলেন। পর দিবস তাঁহাকে দুর্গে লইয়া যাওয়া হইল, তথায় তিনি তাঁহার পুত্রের সহিত গুরু লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। †

এইরূপে মুলতান বৃটিস শোণিতে সিক্ত হইল; এইরূপে লাহোর দরবার প্রেরিত নূতন দেওয়ানের অধঃপতন হইল। মুলরাজ অগত্যা বিদ্রোহী হইতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু ইংরাজকর্ম্মচারিদ্বয়ের বিরুদ্ধে মুলতানবাসিগণের প্রথম আক্রমণে ও পশ্চাৎ তাঁহাদের হত্যাকাণ্ডে তিনি যে লিপ্ত ছিলেন এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন প্রমাণ নাই; বরং এই শোচনীয় ঘটনার পরে. বিদ্রোহী নেতাগণের লিখিত ঘোষণা সুস্পষ্টরূপে তাঁহাকে উক্ত অপরাধ হইতে মুক্ত করিতেছে। এই বিদ্রোহ সৈনিক এবং পুরোহিত সম্প্রদায় হইতে প্রথম সমুদ্ভূত হয়, ইহা পূর্ব্বসঙ্কল্পিত নহে। ‡ এই বিষম বিদ্রোহ মুলতানে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পূর্ব্বে দেওয়ান মুলরাজ ইংরাজাদেশানুসারে, প্রায় তাঁহার সমুদায় শিক্ষিত সৈন্যগণকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া ছিলেন। এইরূপে সৈন্যগণকে দলচ্যুত করিবার আদেশ, পঞ্জাবের সমুদায় বিভাগেই বিঘোষিত হইয়াছিল; মুলরাজ এই আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের পূর্ব্বে, প্রায় বিংশ সহস্র সৈন্যকে দলচ্যুত করেন; এবং সেই মাসের শেষে পদাতি বিংশতি সহস্র হইতে পঞ্চদশ সহস্র ও অশ্বারোহী দ্বাদশ সহস্র হইতে দশ সহস্রে সংখ্যাবদ্ধ করেন। § নূতন দেওয়ানের সহযাত্রী আগ্নু, মুলরাজের নিকট হইতে দেওয়ানত্ব ভার গ্রহণ করিয়া, সমুদায় অনাবশ্যকীয় সৈন্যের হ্রাসে মনোনিবেশ করিতে ও মুলতানস্থ শিখসেনা হইতে উৎকৃষ্ট সেনা নির্ব্বাচন করিয়া, লাহোরে প্রেরণ করিতে এবং অবশিষ্ট সৈন্যগুলিকে বেতন দিয়া কর্ম্মচ্যুত করিতে আদিষ্ট হয়েন। + এইরূপে মুলতানের সৈনিকগণ এই নূতন

---

* Kaye's History of the Sepoy War, Vol. I. p. 21.

† Papers relating to the Punjab, 1847-1849. pp. 462, 463.

‡ Torrens' Empire in Asia, p. 339.

§ Papers relating to the Punjab, 1847-1846. pp. 2, 6.

\+ Ibid. p. 126.

দেওয়ান নিযুক্ত হইলে, তাহাদের ভাগ্যে, কি ফল ফলিবে, এবং নূতন শাসনে তাহাদের কি দশা ঘটিবে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। সম্ভবতঃ কর্ম্মচ্যুতির আশঙ্কাতেই মুলতানসৈন্য বিদ্রোহী হয়। এদিকে মুলরাজ দরবারের শীর্ষস্থানে আসীন ইংরাজের দয়ার উপর আত্ম সমর্পণ করিবার উদ্যোগ করিলে বিদ্রোহীপ্রজাকরে তাঁহার মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়া, অনিচ্ছায় বিদ্রোহে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইলেন। *

মুলতানে বৃটিস কর্ম্মচারি দ্বয়ের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ সংবাদ, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসের ২১শে তারিখে লাহোর দরবারে রেসিডেণ্টের নিকট পঁহুছিল। ২২ শে তারিখে, তিনি গভর্ণর জেনারলকে জ্ঞাত করিলেন যে, বিদ্রোহ দমন ভার তিনি স্বহস্তে লইয়াছেন। ২৩শে তারিখে তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, মুলতানে, বিদ্রোহানল ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত তিনি এক ব্রিগেড্ ইংরাজ সৈন্য সহায়ে, শিখ-সৈন্য প্রেরণের সঙ্কল্প করিলেন। ২৪শে তারিখে তিনি প্রধান শিখ সর্দ্দারগণকে শিখ সৈন্য সমভিব্যাহারে মুলতানে যাইতে আদেশ করিলেন এবং পঞ্চনদ বিভাগস্থ সেনানায়ক হুয়িস্‌কে অনতিবিলম্বে তৎসঙ্গে ইংরাজসৈন্য পাঠাইতে বলিলেন। †

ইতি পূর্ব্বে ২২ শে তারিখে বন্নুর আয় ব্যবস্থাপক মেজর এড্‌ওয়ার্ডিসের নিকট আগ্নুর পত্র পঁহুছিল; পত্র পাঠ করিয়া তিনি জ্ঞাত হইলের যে, আগ্নু এবং এণ্ডার্‌সন্ আহত হইয়াছেন, আগ্নুর পৃষ্ঠদেশ ক্ষত হইয়াছে, এণ্ডার্‌সন্ তরবারির পাঁচটী আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন; আগ্নু সাহায্যের নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিতে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন; এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুলরাজ এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বলিয়া, তিনি যেন মনে না করেন। ‡ সেই রজনীতে দুইটি কামান, ২০টি উষ্ট্রারোহী গোলন্দাজ, ১২ জন পদাতি ও ৩৫০

---

* The Retrospects and Prospects of Indian Policy by Major Evans Bell, p. 131; Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. p. 100.

† Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II, pp. 146, 148, 151, 152.

‡ Ibid. pp. 76-80.

মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া এড্ওয়ার্ডিস্ অসংখ্য শত্রুমধ্যে হইতে স্বজাতি গণের উদ্ধারে যাত্রা করিলেন। এই বীরপুরুষ ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার রণ যাত্রার বিষয় রেসিডেণ্ট এবং আগ্নুকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিয়াছিলেন। কিন্তু আগ্নু ও এণ্ডারসেনের ভাগ্যে এই পত্র দেখা ঘটে নাই; ইহা পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা চির নিদ্রায় অভিভূত হয়েন। বহুদূর অতিক্রম করিয়া ২৪ শে তারিখে সিন্ধুর বামপুলিনে এড্ওয়ারডিস্ শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই স্থানে তিনি প্রথমতঃ জ্ঞাত হইলেন যে, আগ্নু ও এণ্ডারসন্ নিহত হইয়াছেন। পর দিবস প্রত্যূষে তিনি লিয়াতে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। মুলরাজের সৈন্যগণ তাঁহার গতি রোধ করিল না। প্রত্যুত তাহারা এড্ওয়ার্ডিস্কে নির্ব্বিবাদে লিয়া অধিকার করিতে দিয়া চলিয়া গেল। লিয়া হইতে এডওয়ার্ডিস্ সেই দিবসেই রেসিডেণ্টকে পত্র লিখিলেন যে, যদি মুলতান আচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হয়, তবে লাহোরস্থ ইংরাজ ও শিখসৈন্য কর্ত্তৃকই তাহা সম্পন্ন হইবে; এবং আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাহারা ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। ইহা না হইলে, পার্ব্বতীয় জাতি সমেত সমুদায় ব্যক্তি মুলরাজের আদেশে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিবে সন্দেহ নাই।*

রেসিডেণ্টের আদেশানুসারে শিখসর্দ্দারগণ, মুলতানাভিমুখে পদচালনা করিয়া দিলেন এবং বৃটিস সৈন্য তৎসমবিভ্যাহারে না যাইতে যাইতে ২৫ শে তারিখে প্রত্যূষে ভাওলপুর হইতে সংবাদ পঁহুছিল যে, নূতন দেওয়ানের সহিত প্রেরিত রক্ষকগণ শত্রুদল বর্দ্ধিত করিয়াছে, দেওয়ান সর্দ্দার খাঁন্ বন্দী, এবং বৃটিস কর্ম্মচারিদ্বয় নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া রেসিডেণ্ট শিখ সৈন্যের সহিত ইংরাজ সৈন্য প্রেরণে আর ইচ্ছুক হইলেন না। শিখসৈন্যের সহিত ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ, আর ন্যায়সঙ্গত বলিয়া, তাঁহার বোধ হইলনা। দরবারের সৈন্য বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে এই অনুমান করিয়া রেসিডেণ্ট মুলতানে ইংরাজসৈন্যের প্রেরণ নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি আরও বলিলেন যে "শিখ রাজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যেরূপ অবস্থাই ঘটুক না কেন,

* A year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 83, 87, 89.

আমি কোনক্রমেই এইরূপ রণযাত্রায় ইংরাজ সৈন্যের প্রেরণে সম্মত হইতে পারি না।" *

রেসিডেণ্টের পূর্ব্বাদেশানুসারে যে যে সর্দ্দারগণ বৃটিসসৈন্যের সাহায্য প্রত্যাশী হইয়া, মুলতানাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা রেসিডেণ্টের আদেশে প্রত্যাগত হইতে বাধ্য হইলেন। এপ্রেল মাসের ২৬ শে তারিখে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহারা প্রত্যুষে রেসিডেণ্টের নিকট যাহা শুনিলেন, তাহা অতি বিস্ময়জনক। রেসিডেণ্ট ক্যারি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, "রাজ্য রক্ষার এই একমাত্র উপায় তাঁহাদের হস্তে রহিয়াছে; তাঁহাদিগকে স্বীয় উপায়ে মুলতান বিদ্রোহ দমন করিতে হইবে এবং স্বকীয় সেনাপতি এবং সৈন্য সাহায্যে অপরাধী দিগকে সমুচিত শাস্তি দিতে হইবে।" † সর্দ্দারগণ এই কথা শুনিয়া, এ বিষয়ের পরামর্শ নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সায়ংকালে প্রত্যাগত হইয়া অনেক বাদানুবাদ পরে বলিলেন যে, "বৃটিস সহায়তা ব্যতীত মুলতানে মুলরাজকে দমনে এবং বিদ্রোহিগণকে শাস্তি দানে তাঁহারা অক্ষম। তাঁহারা আরও বলিলেন যে, তাঁহাদের সৈন্য, বিশেষতঃ দরবারের সৈন্য, মুলরাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ তাহারা বিশ্বাসী নহে। তাঁহারা আরও স্থির করিলেন যে, শান্তিরক্ষার্থ এবং যতদূর সম্ভব বিদ্রোহের বিস্তার নিবারণার্থ, এই সৈন্যগণকে তাহাদের স্ব স্ব স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। সর্দ্দারগণের অধীনে এরূপ কার্য্য প্রতিপালনে, শিখসৈন্যগণকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে, যদি মুলতান অধিকার নিমিত্ত ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক আশু উপায় অবলম্বন করা হয়।" ‡ এই পরামর্শ যে সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত ও সেই সময়োচিত সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি এই উপদেশ গৃহীত হইত, তাহা হইলে এই বিদ্রোহের শীঘ্রই দমন হইত; কিন্তু ইহা পরিত্যক্ত হইল। সর্দ্দারগণ নিরাশ হইয়া স্ব স্ব সৈন্য লইয়া মুলতানে যাইলেন। এই বাদানুবাদ, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের ২৬শে তারিখে হয়; কিন্তু আগষ্ট মাসের ১৮ই তারিখের পূর্ব্বে, কোন ইংরাজ

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 139.

† Ibid. p. 140.

‡ Ibid. p. 140.

সৈন্য মুলতানে প্রেরিত হইল না। ইহা হইতে ইত্যবসরে রাজ্যে প্রভূত অমঙ্গল ঘটিল।

সর্দ্দারগণ যে অতি উত্তম পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই; কারণ দরবারস্থ সৈন্যগণের উগ্রস্বভাব হেন্‌রিল্‌ন্সের সুশাসনে যদিও এক প্রকার প্রশমিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা একেবারে তাহাদের সর্ব্বনাশ ভুলিয়া যায় নাই। শতদ্রু সমরে তাহাদের ভ্রাতৃগণের বিনাশ কাণ্ডের লোম-হর্ষণ চিত্র তাহারা বিস্মৃত হয় নাই। তাহারা আরও দেখিল যে, বৃটিস শাসনে তাহাদের প্রভূত ক্ষমতা বিনষ্ট, তাহাদের বেতন হ্রাস এবং তাহাদের অনেকেরই কর্ম্মচ্যুতি হইল। সুতরাং তাহারা ইংরাজ শাসনে বড় সন্তুষ্ট ছিল না। * ইহাদের সেনাপতি রাজা তেজসিংহ রেসিডেণ্টকে দুই বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, এই সৈন্যগণ বিশ্বাসী নহে, এবং ইহাদের পরিবর্ত্তে এক নূতন সৈন্য প্রস্তুত করা শ্রেয়স্কর; কিন্তু ইংরাজ প্রতিনিধি এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তিনি এক নূতন সৈন্য প্রস্তুত করিবার পরিবর্ত্তে প্রাচীন সৈন্যগণের হস্তে রসদ ও তোপ সমুদায় রাখিয়াছিলেন। † সুতরাং এই সদুপদেশ অবহেলা করিবার নিমিত্ত যে বিষময় ফল ঘটিল তন্নিমিত্ত কে দায়ী হইবে?

মেজর এডওয়ার্ডসিও রেসিডেণ্টকে জ্ঞাত করেন যে, "পঞ্জাববাসিগণ আমাদের আশ্রয়ে সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে, কিন্তু শিখ সৈন্যেরা আমাদের বিরোধী।" ‡ এমন কি রেসিডেণ্ট স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, "যে শিখসর্দ্দারগণকে আমি মুলতানে প্রেরণ করিয়াছি তাঁহারা সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাসী এবং তাঁহারা তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যগুলিকে দমনে রাখিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইবেন, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস; কিন্তু শিখসৈন্যেরা সর্দ্দারগণের ন্যায় বিশ্বাসী নহে, তাহারা তাহাদের অদৃষ্টে এবং সর্দ্দারগণের প্রতি সন্তুষ্ট নহে এবং যেরূপ বোধ হয় তাহারা আমাদেরও প্রতি বড় প্রীত নহে"। §

---

* Papers respecting the late Hostilities, 1846, pp. 95, 96.

† Papers relating to the Punjab, 1847-49, pp. 377, 217.

‡ The unpublished correspondence of Sir F. Currie; cf. also, Papers relating to the Punjab, 1847-49, p. 254.

§ Papers relating to the Punjab, 1847-49, p. 137.

জুন মাসের ২২ তারিখে রেসিডেণ্ট পুনরায় লিখিলেন, "ইহা আমার বিশ্বাস যে, সর্দ্দারগণ বিশ্বস্ত কিন্তু সৈন্যিকেরা তদ্বিপরীত"। * এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য যে শিখসৈন্য বিশ্বাসী নহে, ইহা স্বয়ং জানিয়াও এবং সর্দ্দারগণের মুখে অবগত হইয়া, কেন রেসিডেণ্ট এই সৈন্য সর্দ্দারগণের পরামর্শ বিরুদ্ধে মুলতানে প্রেরণ করিলেন এবং কেনইবা সর্দ্দারগণের পরামর্শমত ইহাদের সহিত ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করিলেন না ?

রেসিডেণ্ট লর্ড ডেলহাউসিকে লিখিলেন যে, "পঞ্জাব রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যেরূপ অবস্থাই ঘটুকনা কেন, আমি কোনক্রমেই এই বিদ্রোহদমনে, ইংরাজ-সৈন্য প্রেরণ করিতে সম্মত হইতে পারি না।" অথচ সন্ধিধারানুসারে পঞ্জাবের শান্তি বিধানার্থই বৃটিস সৈন্য সংস্থাপিত হয় এবং তন্নিমিত্ত বৃটিসরাজ প্রতি বৎসরই লাহোর দরবার হইতে প্রভূত মুদ্রা গ্রহণ করিতে-ছিলেন। রেসিডেণ্ট পুনরায় বলিয়াছেন যে, "আমরা শিখরাজ্যের পূর্ব্বপ্রভাব অনেকটা নষ্ট করিয়াছি বটে,কিন্তু আমরা ইহার বিশ্বাস ঘাতকতা বা সন্ধিভঙ্গ নিমিত্ত দায়ী নহি।" † রেসিডেণ্টের এই উক্তি কখনই সত্য নহে। মুলরাজ ও মুলতানবাসী ব্যতীত কোন সর্দ্দার বা কোন সৈন্য এসময়ে বিশ্বাসঘাতকতা বা নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে নাই। মুলরাজ বিদ্রোহী হইলেন ইহা কিছু আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নহে,অথচ রেসিডেণ্ট এই বিদ্রোহ.অশ্রুতপূর্ব্ব ও ভয়ঙ্কর বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়া,যে শিখদরবারের শীর্ষস্থানে তিনি সমাসীন,যে শিখদরবারে তাঁহার অসীম ক্ষমতা অক্ষুণ্ণভাবে বিস্তৃত, সেই দরবারকে তাহার একজন বিদ্রোহী সামন্তের দোষে, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ‡ দরবারের সভ্যগণ বৃটিস-সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত বিদ্রোহী মুলরাজকে দমনে অক্ষম জানিয়াও, তিনি বলিলেন শিখ্‌দরবারকে ইংরাজসৈন্যের সহায়তা ব্যতীত স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমন করিতে হইবে। রেসিডেণ্ট ব্যতীত দরবারে কোন শাসনকর্ত্তাই ছিল না; সন্ধিধারানুসারে অসীম ক্ষমতাধারী রেসিডেণ্ট দরবারের শীর্ষস্থানে আসীন. তিনি রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক ; প্রতিনিধি সভার সভ্যগণ কেবল তাঁহার আজ্ঞাবহ কর্ম্মচারী মাত্র। রাজ্যের শান্তি বিধানার্থ ইংরাজ সৈন্য

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-49, p. 220.

† Ibid. p. 140. ‡ Ibid. p. 141.

পঞ্জাবে স্থাপিত ছিল; সে নিমিত্ত লাহোর ধনাগার প্রভূত অর্থ ইংরাজকে দিতে ছিল; কিন্তু রেসিডেণ্ট বৃটিসসৈন্য তখন মুলতানে প্রেরণ করিলেন না। ইহার যে বিষময় পরিণাম ঘটিল, তন্নিমিত্ত দায়ী কে—রেসিডেণ্ট ইহার নিমিত্ত দায়ী, ইহা তাঁহারই কার্য্য।

রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন যে, "আমরাই পঞ্জাবকে দুর্ব্বল করিয়াছি"। পঞ্জাব কখনই দুর্ব্বল নহে। ইহার সমুদায় ক্ষমতা বৃটিস রেসিডেণ্টের হস্তে ন্যস্ত। বিশেষতঃ ইহার ক্ষমতা রক্ষার্থ ইংরাজ সৈন্য সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সৈন্যের সহায়তা ব্যতীত শিখরাজ্য দুর্ব্বল। রেসিডেণ্ট তাঁহার রক্ষাধীন রাজ্যের মঙ্গল হেতু এই সৈন্য নিযুক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। সুতরাং ইহা রেসিডেণ্টের বাক্য একপ্রকার সমর্থন করিতেছে যে,ইরাজ পঞ্জাবকে দুর্ব্বলতায় পরিণত করিয়াছেন। *

শিখরাজ্যের রক্ষা ও শান্তি বিধানার্থ ইংরাজসৈন্য পঞ্জাবে সংস্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এপ্রেল মাসের সপ্তবিংশ দিবসে, রেসিডেণ্ট গভর্ণর জেনারলকে লিখিলেন, "যাহা ঘটিয়াছে তৎপরে আমি অনুমান করি, যদি এই সমুদয় ব্যাপার কেবলমাত্র শিখরাজ্যের মঙ্গল ও শান্তির বিরোধী হয়, তাহা হইলে এরূপ ব্যাপারে, অধিক বৃটিস শোণিত ও অর্থব্যয় কখনই আমাদের কর্ত্তব্য নহে।" † রেসিডেণ্ট শিখদরবারের শীর্ষস্থানে অবস্থান করিয়াও, সেই রাজ্যের অমঙ্গলে, কিছুমাত্র ক্ষতি বোধ করিলেন না, কিন্তু বৃটিস শোণিতে মুলতান সিক্ত হইয়াছে—ইহা তাঁহার অসহনীয় হইল। ইহার সমুচিত শাস্তি প্রদানকরা সাতিশয় কর্ত্তব্য! তন্নিমিত্ত তিনি বৃটিসসৈন্যের প্রেরণ বিষয়ে গভর্ণর জেনারলের ও প্রধান সেনানীর মত জিজ্ঞাসা করিলেন। ‡ লর্ড গফ্ এ সময়ে মুলতানে যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তিনি এক ব্রিগেড্ সৈন্যও প্রেরণে সম্মত হইতে পারিলেন না; সমরোপযোগী শীত ঋতু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। § লর্ড ডেলহাউসিও সেই সঙ্গে মুলতানে সৈন্য প্রেরণে অমত প্রকাশ করিলেন। লর্ড ডেলহাউসি বলিলেন যে, একপক্ষে মুলতানে

---

* Retrospects & Prospects of Indian Policy, pp.144-145

† Papers relating to the Punjab, 1847-49, p. 140.

‡ Ibid. pp. 140-2. § Ibid pp. 238-9.

বিদ্রোহ নিবারণে বিলম্ব করিলে, পঞ্জাবে বিদ্রোহ হইতে পারে; অপর পক্ষে, প্রাবৃট্ ও নিদাঘে, বৃটিসসৈন্য মুলতানে প্রেরণ করিলে, তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইবে। * এই যুক্তি দেখাইয়া, লর্ড ডেলহাউসি মুলতানে সৈন্য প্রেরণে অমত করিলেন। মেজর্ এভেন্স্ বেল্ বলিয়াছেন যে, "ইহা বোধ হয় গভর্ণর জেনারল এবং প্রধান সেনাপতির মনে উদয় হওয়া উচিত ছিল যে, গ্রীষ্ম ও প্রাবৃটে এক বৃগেড্ সৈন্য প্রেরণ করিলে সম্ভবতঃ যে ক্ষতি হইত, সমুদয় পঞ্জাবে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্যের, ও পঞ্জাবের সাধারণ অধিবাসিগণের তদপেক্ষা অধিকতর সর্ব্বনাশ হইত।" † মহামতি হেন্‌রি-লরেন্স্ এই সৈন্য প্রেরণের বিলম্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "লর্ড ডেলহাউসি শীতকালে স্বয়ং শিকারে যাইবেন বলিয়াই যেন এই বিলম্ব করিলেন।" ‡ এই মহান ব্যক্তি পুনরায় বলিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষে যদি না আমরা প্রত্যেক ঋতুতে, রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে পারি তাহা হইলে, আমাদের ভারতে আর স্থান হইবে না।" § মেজর এভেন্স্ বেল্ পুনরায় বলিয়াছেন যে, "যদি এই সৈন্য প্রেরণে বিলম্ব, সরল অন্তঃকরণে আদিষ্ট হইয়া থাকে, এবং আমার বিশ্বাস যে, সামরিক নেতাগণ কর্ত্তৃক ইহা ঐ রূপেই আদিষ্ট হইয়াছিল, তাহা হইলে আমি এইরূপ বিলম্বকে অরাজনৈতিক ও ভ্রমাত্মক বলিয়া নিন্দা করিতে সঙ্কুচিত হইব না; কিন্তু ইতস্ততঃ বিদ্রোহ বিস্তারের দ্বারা, গভর্ণমেণ্টকে সমুদায় রণজিৎরাজ্য বাজেয়াপ্তের সুবিধা প্রদানের গোপনীয় আশা, যদি এই বিদ্রোহ দমনে বিলম্বের কারণ হয়, ‖ তাহা হইলে, ইহা নিতান্ত সন্নীতি বহির্ভূত ও অন্যায় বলিয়া অভিহিত হইবে। কিন্তু এই বিলম্ব অরাজনৈতিক বা সন্নীতিবহির্ভূত হউক, ইহা ভ্রমময় বা দূষণীয় হউক, কিম্বা তদ্বিপরীতে যদি ইহা অত্যন্ত সুন্দর ও প্রত্যেক অংশে ন্যায্য

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-49, p. 656.

† Retrospects & Prospects of Indian Policy, pp. 146-7.

‡ Marshman's History of India, Vol. II. p. 658.

§ Kaye's Lives of Indian Officers, Vol. II. pp. 397-8.

‖ J. L. Trotter's History of India, Vol. I. p. 134.

বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলেও ইহা সম্পূর্ণরূপে ইংরাজেরই কার্য্য। ইহা প্রতিনিধিসভার পরামর্শ বিরুদ্ধে রেসিডেণ্ট ও গভর্ণর-জেনারেল্ কর্ত্তৃক স্থিরচিত্তে গৃহীত হইয়াছিল। ইহা সমুদায় পাঞ্জাবের অসীম রাজ্যশাসন পরিচালক লর্ড ডেলহাউসির নীতি; ইহা রক্ষণীয় নাবালক শিশুর বিষয়কার্য্যাধ্যক্ষ অভিভাবকের নীতি।" * যদিও লর্ড-ডেলহাউসি এই সমুদায় কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী, তথাচ তাঁহার কার্য্য উদ্ভূত, যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, তিনি তাহার বিলক্ষণ সুবিধা লইয়া রণজিৎরাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

যখন প্রধান সেনাপতি সিমলা শৈলবিহারী হইয়া, শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে মুলতানে সৈন্য প্রেরণের মতামত বিচার করিতে ছিলেন এবং সমগ্র ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিপতি গভর্ণর জেনারল প্রধান সেনাপতির সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতেছিলেন, তখন কার্য্যবিৎ এড্ওয়ার্ডিস্ স্বীয় দায়িত্বে স্বল্প মাত্র সৈন্য লইয়া মুলতানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা শেষবার তাঁহাকে লিয়াতে দেখিয়া আসিয়াছি। তথায় ১৮৪৮ খৃঃ মে মাসের চতুর্থ তারিখে, জেনারল্ কোর্টল্যাণ্ড সুবান্ খাঁর পদাতি সৈন্য ও ছয়টি বৃহৎ তোপ সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। মে মাসের ৯ই তারিখে, রেসিডেণ্ট সন্গর ও ডেরাঘাজির জমীদারগণকে আদেশ করিলেন, যে ভবিষ্যতে তাঁহারা জেনারল্ কোর্টল্যাণ্ডের নিকট তাঁহাদের কর দিবেন। মে মাসের ১২ই তারিখে রেসিডেণ্টের আদেশে কোর্টল্যাণ্ড ছয়টী তোপ, দুই রেজিমেণ্ট পদাতি এবং দুই শত অশ্বারোহী লইয়া, এড্ওয়ার্ডিস্কে পরিত্যাগ করিয়া ডেরাঘাজি দেশাভিমুখে চলিয়া গেলেন। এদিকে ১১ই তারিখে, মন্গ্রোটার দুর্গ বিনা যুদ্ধে এড্ওয়ার্ডিসের করায়ত্ত হইল। ১৬ই তারিখে লিয়াতে এডওয়ার্ডিসের রাজকীয় সৈন্যের সহিত বিদ্রোহী সৈন্যের এক যুদ্ধ হয়। রাজকীয় সৈন্য এক শতও ছিল না, বিদ্রোহী সৈন্য প্রায় পাঁচ শত অশ্বারোহী হইবে। এডওয়ার্ডিস লিয়াতে সংস্থাপিত তাঁহার সৈন্যের এই শঙ্কটময় অবস্থা শুনিয়া পূর্ব্ব রজনীতেই দুই শত সৈন্য তাঁহাদিগের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এইরূপে মিলিত হইয়া, তাহারা অধিক সংখ্যক বিদ্রোহী সেনার সম্পূর্ণরূপ পরাজয় সাধন করে।

* Retrospects & Prospects of Indian Policy, p. 142.

বিদ্রোহী সেনার অস্ত্র ও তোপ, বিজেতার হস্তগত হইল। ১৬ই তারিখের সায়ংকালে এডওয়ার্ডিস্ নিজের স্কন্ধে দায়িত্ব লইয়া, ভাওলপুরের নবাবকে, সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ এডওয়ার্ডিসের সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইলেন। ১৭ই তারিখের প্রত্যূষে এডওয়ার্ডিস্ সেনাপতি কোর্টল্যাণ্ডের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে, ত্রিংশৎ ক্রোশ দূরে পিরণওয়ালা নামক পারঘাটায় অন্যূন ছয় সহস্র বিদ্রোহী সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্রোহী সৈন্য তখন ঐ পারঘাটা উত্তীর্ণ হয় নাই; যদি বিদ্রোহী সেনা এই সময়ে পিরণওয়ালা উত্তীর্ণ হইয়া কোর্টল্যাণ্ডকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে তিনি কখনই তাঁহার অত্যল্প সৈন্য লইয়া বিদ্রোহী সৈন্যের সম্মুখীন হইতে পারিতেন না, এবং এডওয়ার্ডিসের নিকট প্রত্যাগমনে বাধ্য হইতেন। এডওয়ার্ডিস্ বলিতেছেন "এরূপ হইলে আমাদের অবস্থা অতিশয় বিপদজনক হইত।" এড্ওয়ার্ডিস কালবিলম্ব না করিয়া কোর্টল্যাণ্ডের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ১৮ই তারিখের সায়ংকালে তাঁহার সমুদায় সৈন্য ও চারিটি তোপ লইয়া যাত্রা করিলেন এবং পরদিবস সায়ংকালে অশেষ পরিশ্রমে ৩২ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া পিরণওয়ালায় কোর্টল্যাণ্ডের সহিত মিলিত হইলেন। এড্ওয়ার্ডিস্ প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় অত্যল্প মাত্র সৈন্য লইয়াও তাঁহার তোপ হইতে একবিংশতি বার আওয়াজ করিয়া বিপুল শত্রুসৈন্যকে সমরে আহ্বান করিলেন; শত্রুগণ তাহার উত্তর দিল না। *

ইতিমধ্যে ২১ তারিখে এড্ওয়ার্ডিস্ সংবাদ পাইলেন যে, ডেরাগাজিতে তাঁহার পক্ষীয় খাউস্গণের সহিত বিদ্রোহী সেনার এক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। খাউস্গণের নেতা কাওরা খাঁন অসীম বীরত্বে তিন ঘটিকা কাল যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহী সৈন্যের পরাজয় সাধন করিয়াছেন। বিদ্রোহীসৈন্যের নেতা লঙ্গমল্ল বন্দী, তাঁহার তোপ ও অস্ত্র শস্ত্রাদি ও ডেরাগজি দুর্গ বিজেতার করায়ত্ত হইয়াছে। মুলরাজ এই যুদ্ধে তাঁহার সমুদায় সিন্ধুতীরস্থ রাজ্যগুলি হারাইলেন। কাওরাখাঁন তাঁহার এই প্রশংসনীয় রাজভক্তির উপযুক্ত পারিতোষিক

* A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 141, 205, 212, 214, 221-2, 226-8, 230, 240-3.

পাইলেন। অতি সম্মানসূচক বস্ত্রাদি, খাউস প্রধানগণকে প্রদত্ত হইল। রেসিডেণ্ট এবং বালক মহারাজ উভয়েই, খাউসপতি কাওরা খাঁনকে ধন্যবাদ প্রেরণ করিলেন, এবং অতি সম্মানসূচক পদে খাউসনেতা ও তাঁহার তনয়কে বিভূষিত করিলেন। ইহার পর কাওরা খাঁন কিছুমাত্র লভ্য না পাইয়াও বিলোচি অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে বহুকাল অতিমাত্র ক্লেশ সহ্য করিয়াও এড্ওয়ার্ডিসের সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। *

এদিকে ভাওলপুর নবাব দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া এড্ওয়ার্ডিসের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। চতুঃপার্শ্বস্থ জমীদারগণ ভাওলপুর নবাবের এই প্রশংসনীয় কার্য্যের অনুকরণ করিয়া এড্ওয়ার্ডিসের পক্ষ অবলম্বন করিল। ভাওলপুর নবাবের নিতান্ত ইচ্ছা যে, কোন বৃটিসসেনানী কর্ত্তৃক তাঁহার বাহিনী পরিচালিত হয়। এ বিষয় তিনি বৃটিস গভর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করিলে, জুন মাসের ৯ই তারিখে রেসিডেণ্ট লেফ্টেনণ্ট লেককে ঐ সৈন্যের সেনাপতি পদে বরণ করিয়া, তাঁহাকে এডওয়ার্ডিসকে সাহায্য করিতে বলিলেন। † ভাওলপুর বাহিনীর সহিত তত্রত্য রাজ সভার দরবার পক্ষীয় এজেণ্ট কার্য্যবিৎ সুবিশ্বাসী ইব্রাহিম খাঁন বাহাদুর গমন করিলেন। এই অশেষগুণালঙ্কৃত ব্যক্তিই ভাওলপুরের নাম মাত্র সেনাপতি রণমূর্খ মহম্মদ খাঁনের পরিচালক হইলেন। ১৭ই জুন ভাওলপুর সৈন্য চিনাব নদীর বাম পুলিনে শিবির সন্নিবেশিত করিল। এড্ওয়ার্ডিস্ ও কোর্টল্যাণ্ডের অধীনে প্রায় ছয় সহস্র সৈন্য, ১০টি তোপ লইয়া চিনাবের দক্ষিণ তীরে বিরাজ করিতেছিল। দ্বাদশ সহস্র বিদ্রোহী সেনা রঙ্গরামের অধীনে চিনাবের অপর পারে দশটি তোপ সমেত দণ্ডায়মান ছিল। রঙ্গরাম, এড্ওয়ার্ডিসের সৈন্য ভাওলপুর সৈন্যের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে, পরদিবস প্রত্যূষে কিনেরি অধিকারে মানস করিলেন; কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় পীর ইব্রাহিমের রণকৌশলে ব্যর্থ হয়। এই ব্যক্তি প্রস্তাব করিলেন যে, ভাওলপুর সৈন্য অগ্রে কিনেরির পারঘাটা অধিকার করিয়া, এড্ওয়ার্ডিসের উত্তীর্ণ হওনে সাহায্য করিবে।

---

* A Year on the Punjab Erontier, Vol. II. pp. 247-50.

† Papers relating to the Punjab, 1847-49, p, 204.

পীর ইব্রাহিম রজনীর মধ্যভাগে কিনেরির নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেই রজনীতে এড্‌ওয়ার্ডিস ফৌজদার খাঁনের অধীনে প্রায় তিন সহস্র পাঠান পদাতি ও পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী, ভাওলপুর সৈন্যের সাহায্যের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে তাহারা ঐ সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। পর দিবস প্রত্যূষে এড্‌ওয়ার্ডিস্, জেনারল কোর্টল্যাণ্ডের বক্রী সৈন্য যত শীঘ্র সম্ভবে, অপর পারে প্রেরণ করিতে আদেশ দিয়া, স্বয়ং কতিপয় অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে, অপর পারে পৌছিলেন।

এ দিকে বিদ্রোহী সেনানী রঙ্গরাম উষাগমের পূর্ব্বেই কিনেরির পারঘাটা অধিকার করিতে আসিয়া দেখিলেন যে, ইহা বিপক্ষ দল কর্ত্তৃক অগ্রেই অধিকৃত হইয়াছে। সমরবিৎ রঙ্গরাম স্বীয় বিভাগ সুদৃঢ়রূপে রক্ষা করিয়া শত্রু সৈন্যোপরি গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সাহসী ভাওলপুর সৈন্য স্বীয় রণমূর্খ সেনাপতি মহম্মদ খাঁনের দোষে, নিতান্ত বিশৃঙ্খলাবস্থায় বিদ্রোহী সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হওয়ায়, পরাজিত হইয়া পলায়নে বাধ্য হইল। সুবিখ্যাত পীর ইব্রাহিম খাঁন ও ভাওলপুর নবাবের অপরাপর প্রাচীন-সেনানিগণ, এই রণমূর্খ সেনাপতির দোষে বিশৃঙ্খলাবস্থাপন্ন সাহসী সৈন্যগণ মধ্যে শৃঙ্খলাস্থাপনে প্রয়াস পাইলেন। এডওয়ার্ডিস্, পীর ইব্রাহিম ও ভাওলপুরের অপরাপর সেনানীকে বলিলেন যে, "এরূপ বিশৃঙ্খল সৈন্য লইয়া কিছুই হইতে পারে না। এক্ষণে জেনারল কোর্টল্যাণ্ডকে অপর পার হইতে কামান প্রেরণ করিতে লেখা যাউক, কামান পঁহুছিবার পূর্ব্বে, শত্রু-বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হইবে না। ইত্যবসরে তোমাদের সেনানিগণ মধ্যে শৃঙ্খলাস্থাপনে নিযুক্ত হও, শত্রুপরি মুহুর্মুহুঃ গোলাবর্ষণ কর, বিশেষতঃ সুদৃঢ় ও ধীরভাবে স্বীয় পক্ষে দণ্ডায়মান থাক।" সেনানিগণ সাহ্লাদে তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালনে স্বীকৃত হইলেন। এড্‌ওয়ার্ডিস্ স্বীয় বিভাগে প্রত্যাগমন করিয়া, সেনাপতি কোর্টল্যাণ্ডকে তাঁহার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা জানাইয়া, দুইখানি পত্র দুই জন অশ্বারোহী হস্তে প্রেরণ করিলেন। তিনি লিখিলেন যে, "তিনটা অবধি আমি শত্রুগণের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিব, ইহা আমার বিশ্বাস, তৎপরে কামান প্রাপ্ত না হইলে, যুদ্ধে পরাজয় হইবে।" ইহার পর তাঁহাকে সাত ঘণ্টাকাল শত্রুর ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ

সহ্য করিতে হইয়াছিল। * ছয়ঘটিকাকাল উভয়পক্ষে ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ হইল, শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ এতাবৎকাল ভাওলপুর সৈন্যকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। রঙ্গরাম এক্ষণে ঐ সৈন্যগণকে এইরূপে উৎপীড়িত করিয়া, জেনারল এড্ওয়ার্ডিসের বিভাগ আক্রমণ করিল। এড্ওয়ার্ডিসের নূতন শিক্ষিত পাঠান-সৈন্য, শত্রুর এই ভয়ঙ্কর আক্রমণে অস্থির হইল। কোর্ট-ল্যাণ্ডের সহায়তা অপেক্ষা করিয়া, এডওয়ার্ডিস্‌কে শত্রুর দুর্ব্বিসহ আক্রমণ সহ্য করিতে হইল। এই ঘোর বিপদকালে, কোর্টল্যাণ্ড দুই রেজিমেণ্ট পদাতি ও ছয়টি তোপ সমভিব্যাহারে, এড্ওয়ার্ডিসের সহিত মিলিত হইলেন। এইরূপে রক্ষিত হইয়া এড্ওয়ার্ডিস্ তাঁহার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। ঘোরতর সংগ্রামপরে, বিদ্রোহীসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। শত্রুর আটটি তোপ বিজেতার করায়ত্ত হইল। এইরূপে কিনেরির যুদ্ধে মুলরাজের সৈন্যের পরাজয় সাধন হয়। †

কিনেরির যুদ্ধে মুলরাজ তাঁহার সিন্ধু এবং চিনাব মধ্যস্থ সমগ্র প্রদেশ-গুলি হারাইলেন। এইরূপে পরাস্ত হইয়া মুলরাজ হতাশ হইলেন না, প্রত্যুত তিনি পুনরায় অরাতির সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে আয়োজন করিতে লাগিলেন। এড্ওয়ার্ডিস্ পুনরায় বিদ্রোহী-সেনার পরাজয় সাধনে তৎপর হইলেন। এই সময়ে তিনি সমরব্যয়ের অর্থের জন্য ভাওলপুর নবাবের নিকট চল্লিশ বা পঞ্চাশ সহস্র টাকা কর্জ্জ প্রার্থনা করেন। সদাশয় নবাব উল্লিখিত মুদ্রা তৎক্ষণাৎ প্রেরণে স্বীকৃত হইলেন। ‡ ১৮ই জুন ইমামুদ্দীন ৪০০০ সৈন্য লইয়া, এড্ওয়ার্ডিসের বলবর্দ্ধন করিলেন। ইমামের সৈন্য ও ভাওলপুরের সৈন্য একত্র হওয়ায় এড্ওয়ার্ডিসের সৈন্য সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টাদশ সহস্রে পরিণত হইল।

জুন মাসের ২৮শে তারিখে, এড্ওয়ার্ডিস্ মুলতান-দুর্গ হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরস্থিত সদুসম্ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। মুলরাজ আর

---

* A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 383, 387-89.

† Papers relating to the Punjab, 1847-49, pp. 218, 219.

‡ A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 430, 431.

একবার এড্‌ওয়ার্ডিসের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হইয়া, স্বয়ং ১১,০০০ সৈন্য এবং ১০টি তোপ লইয়া, এড্‌ওয়ার্ডিসের ১৮,০০০ সৈন্য ও ২২টি তোপের সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলেন। জুলাই মাসের ১লা তারিখে, সদুসমে এই দুই সৈন্যের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষণ হইল। উভয়পক্ষ মধ্যে ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ পরে, ভাওলপুর সৈন্য মহাবীরত্বে বিদ্রোহী সেনার সম্মুখীন হইল। সুবিখ্যাত পীর ইব্রাহিম খাঁন এই সময়ে এড্‌ওয়ার্ডিসের অশেষ সহায়তা করেন। তাঁহারই সামরিক ক্রিয়াকলাপে, কামান রণস্থলে শীঘ্র আনয়ন করা হয়। যদিও ফৌজদার খাঁন কিনেরি সমরে তরবারির আঘাত প্রাপ্ত হয়েন, তথাপি তিনি সদুসমের যুদ্ধে এড্‌ওয়ার্ডিসের পদাতিসৈন্যের পরিচালক হইয়া, ভূরি ভূরি বীরত্বের অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। বিদ্রোহী-সেনা বিপুলবাহিনী-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মহাবীরত্বে যুদ্ধ করিল; সহসা হাওদায় এক গোলা পতিত হইলে, মুলরাজ হস্তী পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণপূর্ব্বক দ্রুত পলায়ন করিলেন। এই সময়ে এড্‌ওয়ার্ডিসের সমুদায় সেনা শত্রু-পরি ধাবিত হইল। বিদ্রোহীসেনা এইরূপে এককালীন অরির বিপুল-বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সদুসম্ সমরে, বিজেতাগণের হতাহত সংখ্যা ২৮১ জন মাত্র, বিদ্রোহীসেনার সমূহ ক্ষতি হয়। এইরূপে সদুসম্ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপ পরাস্ত হইয়া মুলরাজ দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। *

মুলতান দুর্গের অবরোধ এখন এড্‌ওয়ার্ডিসের হস্তে নির্ভর করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে কিনেরির বিজয়কিরীট মস্তকে ধারণ করিবার অব্যবহিত পরেই, তিনি জুন মাসের ২২শে তারিখে, সুজাবাদের শিবির হইতে রেসিডেণ্টকে লিখিলেন, অন্ততঃ যেন বৃহৎ কামান ও সেই সমেত কতকগুলি ইঞ্জি-নিয়ার প্রেরণ করা হয়; বিশেষতঃ অবরোধ উপায় উদ্ভাবন নিমিত্ত মেজর নেপিয়রকে † প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রেসিডেণ্ট এই পত্র পাইয়া, মেজর নেপিয়রের সহিত এইরূপ অবস্থায় মূলতান দুর্গ অবরোধ সম্বন্ধে পরামর্শ

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-49, pp. 239-242.

† এই ব্যক্তি পরিশেষে ভারতের প্রধান সেনানী পদ ভূষিত করিয়া, লর্ড নেপিয়র্ অভ্ মেগ্‌ডালা নামে বিখ্যাত হয়েন।

করিলেন। মেজর নেপিয়র্ বলিলেন যে, "এই সময়ে অবরোধ সম্পূর্ণরূপ সম্পাদিত হইতে পারে; এবং এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে, বিজয়েরও পূর্ণ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।" * জুন মাসের ২৮শে তারিখে রেসিডেণ্ট বৃটিস ইণ্ডিয়ার প্রধান সেনাপতিকে জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন যে, এই সময়ে মুলতান-দুর্গ অধিকার করিলে, রাজশাসনের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। † কিন্তু প্রধান-সেনাপতি পূর্ব্ববৎ এই ঋতু সমরোপযোগী নহে বলিয়া ইংরাজ সৈন্যপ্রেরণে অস্বীকার করিলেন। ভারতশাসক লর্ড ডেলহাউসিও পুনরায় প্রধান সেনাপতির সহিত একমত হইলেন। ‡ ১১ই জুলাই ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়কের মুলতানে এই সময়ে ইংরাজ সৈন্যপ্রেরণের অসম্মতি সংবাদ পঞ্জাবে পঁহুছিল। মেজর জেনারল স্যার্ জে এইচ্ লিট্‌লার্ জি, সি, বি, সৈন্য প্রেরণ সম্বন্ধে, গফ্ ও ডেলহাউসির মতেরই পোষণ করিলেন। §

এইরূপে এড্‌ওয়ার্ডিসের প্রার্থনামত অবরোধ উপযোগী বৃহৎ কামান প্রেরণ করা হইল না, কারণ বৃটিস সৈন্যের সহায়তা ব্যতীত মুলতানে ইংরাজ তোপ প্রেরণ করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচিত হইল না। এদিকে এই সময় সমরোপযোগী নহে বলিয়া মুলতানে ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করা হইল না। এইরূপে এডওয়ার্ডিস্ বিফল-মনোরথ হইলেন। মুলতান অবরোধের সুন্দর সুযোগ এইরূপে এই সমর-বিশারদ বীরগণের অসামরিক এবং ভারতের প্রধান শাসকের অরাজনৈতিক নীতির সম্মিলনে বিনষ্ট হইল। এই অরাজনৈতিক ও অসামরিক নীতির বিষময় ফল অতীত সাক্ষী ইতিহাসে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। মুলরাজ এপ্রেল মাসের ২০শে তারিখে বিদ্রোহী হয়েন। সেই সময় হইতে ১৮ই আগষ্ট তারিখের

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-49, p. 221.

† Ibid. p. 225. ‡ Ibid. pp. 238, 253.

§ Ibid. p. 252. স্যার চার্লস্ নেপিয়র্ স্বীয় পুস্তকে এই ব্যাপারে প্রধান সেনাপতির সহিত তাঁহার মতের ঐক্য দেখাইয়াছেন। Defects of the Indian Government, p. 222.

পূর্ব্বাবধি মুলতানে ইংরাজ-সৈন্য প্রেরিত হইল না। ইতিমধ্যে বহুবিধ ব্যাপার ঘটিল, মুলরাজ মুলতান দুর্গ সুদৃঢ় ও বৃহৎ প্রাকারে বেষ্টিত করিলেন। তাঁহার ভগ্নোদ্যম-সৈন্যের পরিবর্ত্তে এক্ষণে লাহোর হইতে শিখ-সৈন্য তাঁহার দলবর্দ্ধন করিল। সংক্ষেপতঃ সমুদায় ঘটনাই পরিবর্ত্তিত হইল। * এড্ওয়ার্ডিস্ লিখিয়াছেন,—"ইহা তাঁহার ও পঞ্জাবের অপরাপর রাজকর্ম্মচারীর স্থির বিশ্বাস যে, যদি মুলতান বিদ্রোহের শীঘ্র দমন হইত, তাহা হইলে, ইহা হইতে কখনই দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ উদ্ভূত হইত না। যদি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন বা জুলাই মাসে, মুলতান বৃটিস সৈন্যের করায়ত্ত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় রণজিৎ রাজ্যের অবসান হইত না।" † আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, "ইহা আমার স্থির বিশ্বাস, যদি বৃগেডিয়ার ক্যাম্বেলের অধীনে কতিপয় ইউরেপৌয় সৈন্য এপ্রেল মাসের ২৬শে তারিখে মুলতানে আসিত, তাহা হইলে বিস্তারিত হইবার পূর্ব্বে এই বিদ্রোহের দমন হইত, এবং মুলরাজ পলায়ন বা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইতেন। শিখেরা তাঁহাকে সাহায্য করিবে এ প্রত্যাশায় মুলরাজ বিদ্রোহী হয়েন নাই, কিন্তু বৃটিস গবর্ণমেণ্ট মুলরাজকে দমন না করায়, তিনি শিখগণের বিদ্রোহের প্রবর্ত্তক হয়েন। মুলতান বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত যে শিখ-সৈন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহা হইতেই শিখ-বিদ্রোহ সম্ভূত হয়।" ‡

"এইরূপে এক সহসা সংঘটিত সামান্য অভ্যুত্থান, মুলরাজকে শাস্তি প্রদানে এই সুদীর্ঘকাল বিলম্ব হেতু, ক্রমশঃ এক ভয়ঙ্কর বিদ্রোহে পরিণত হয়। এই বিলম্ব হেতুই মুলরাজ সামান্য পদবী হইতে মহাবীরপদে আরোহণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন, এবং মহারাজের সৈন্যের পরিচালক এড্ওয়ার্ডিস্ ও কোর্টল্যাণ্ড্ বিজয় লাভের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সমুদায় ব্যাপারের পর ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, সর্দ্দার ও সৈনিক-সমাজে শীঘ্রই এক জনরব হইল যে, ইংরাজ সম্প্রতি এই বিদ্রোহে, পঞ্জাববাসী সৈন্যগণের দুর্ব্যবহারে পঞ্জাব হারাইল, এইরূপ ঘোষণা করিতে

---

* Year on the Punjab Frontier, Vol. II. p. 487.

† Ibid. pp. 174-5.

‡ Life of Sir Herbert Edwardes, Vol. I. pp. 145, 147.

মনন করিতেছেন। এই জনরব সত্য।" * রেসিডেণ্ট কেন তাঁহার রক্ষণীয় রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে এরূপ অন্যায় বিলম্ব করিয়াছিলেন, তাহা বিলাত হইতে তাঁহার নিকট প্রেরিত গোপনীয় পত্র পাঠে বিলক্ষণ জ্ঞাত হইয়া যায়। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে, অতি গোপনে ক্যরিকে জ্ঞাত করেন যে, "বিলাতে যেরূপ আন্দোলন হইতেছে তাহাতে পঞ্চনদ যে, পরিশেষে রাজায়াপ্ত হইবে তাহা সুনিশ্চিত"। † ইহা অবগত থাকায় ক্যরির শিখরাজ্যের মঙ্গল হেতু ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করিতে বিশেষ মনোযোগী হইলেন না।

যখন রেসিডেণ্ট এইরূপে দরবারের শীর্ষস্থানে থাকিয়া, তাঁহার আচরণে পঞ্জাববাসিগণকে বিস্ময়াপন্ন করিতেছিলেন, তখন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণের অভিনব উৎপীড়নে, শিখসৈন্যের পূর্ব্বসঞ্চিত ক্রোধ ও বিদ্বেষ ভয়াবহরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ইহা হইতেই দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ সমুৎপন্ন হয়।

---

* Bell's Retrospects & Prospects of Indian Policy, p. 151.

† The Unpublished Correspondence of Sir F. Currie.

সপ্তম অধ্যায়।

—০—

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের কারণ নিচয় ১৮৪৮ খৃঃ।

মুলতান বিদ্রোহ দমনে বিলম্ব—মহারাণী ঝিন্ধনের দুরবস্থা, তাঁহার আবেদন ও লর্ড ডেলহাউসি কর্ত্তৃক উহার প্রত্যাখ্যান—খাঁন্ সিংহ ও গঙ্গারামের চক্রান্ত—মহারাণীর বারাণসীতে নির্ব্বাসন—মহারাণীর শোচনীয় অবস্থা—মহারাণীর নির্দ্দোষিতার প্রমাণ—নিউমার্চ্চ সাহেবকে মহারাণীর উকিল পদে নিয়োগ—মহারাণীর মাসিক ব্যয়ের তালিকা, নিউমার্চ্চের আবেদন, লর্ড ডেলহাউসির কঠোর উত্তর—শিখজাতির অসন্তোষ ও আশঙ্কা—মহারাণীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার সম্বন্ধে সমালোচনা—দলিপ সিংহের সহিত ছত্র সিংহের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে রেসিডেণ্টের মত—ছত্র সিংহ ও কাপ্তেন এবট—এবটের চরিত্র—পল্লিতে তাঁহার নিতান্ত গর্হিত আচরণ—কনোরার, শাস্তি—এবটের ক্রিয়াকলাপে রেসিডেণ্টের উক্তি—ছত্র সিংহের সর্ব্বনাশ—ছত্র সিংহের বিদ্রোহ।

মুলতান বিদ্রোহ দমনে বিলম্ব ব্যতীত অপরাপর যে যে অন্যায় ও অব্যবস্থিত ক্রিয়াকলাপে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ সমুপস্থিত হয়, তন্মধ্যে মহারাণীর নির্ব্বাসন, দলিপ সিংহের সহিত ছত্র সিংহের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে রেসিডেণ্টের মত, এবং সর্দ্দার ছত্র সিংহের প্রতি দুর্ব্যবহার এই তিনটিই প্রধান।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, মহারাণী সেখোপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। যাহাতে মহারাণীর এই স্থানান্তরণ ক্লেশকর না হয়, তদ্বিষয়ে হেনরি-লরেন্স্ সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু হতভাগিনী ঝিন্ধনের অদৃষ্টে সুখ নাই বলিয়াই,

তাঁহার স্থানান্তরণের অব্যবহিত পরেই, হেনরি লরেন্স্ ও লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পর পঞ্চনদ ও ভারতবর্ষের শাসনভার যাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইল, তাঁহাদের রাজত্বে মহারাণীর কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিল, তদ্বর্ণনে এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সেখোপুরে স্থানান্তরিত হইবার কিছুকাল পরেই, মহারাণী কতকগুলি আচরণে স্যার্ এফ্ ক্যরির ক্রোধভাজন হয়েন। স্যার্ এফ্ ক্যরি জ্ঞাত হইলেন যে, কর্ম্মচ্যুত সাহেব সিংহ নামক রাজা লালসিংহের এক আরদারলিকে, মহারাণী গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিয়াছেন। স্যার্ এফ্ ক্যরি মহারাণীকে ভবিষ্যতে যেন এরূপ ঘটনা আর না হয়, এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন এবং সাহেব সিংহকে জ্ঞাত করিতে বলিলেন যে, ভবিষ্যতে যদি সেখোপুর দুর্গের নিকটে পুনরায় তাহাকে দেখা যায় সে দণ্ডিত হইবে। *

ইহার কিছুকাল পরে মহারাণী সেখোপুর দুর্গের রক্ষকগণের এক জমাদার ও হাবিলদারকে তাঁহার প্রীতি উপহার স্বরূপ প্রত্যেক ৬০ টাকা মূল্যের দুইটি কণ্ঠী প্রদান করেন। রেসিডেণ্ট ইহা অবগত হইয়া, মহারাণী প্রদত্ত কণ্ঠী দ্বয় প্রত্যর্পণ করিতে বলিয়া, এই সমুদায় দুর্গ রক্ষকগণের স্থলে নূতন দুর্গরক্ষক নিযুক্ত করিতে বলিলেন, এবং আরও আদেশ করিলেন, যে কোন সৈনিক বা সেনানী মহারাণীর নিকট উপহার লইবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। † যে সমুদায় সর্দ্দার এক্ষণে মহারাণীর তত্ত্বাবধারণে নিয়োজিত হইল, তাহারা তাঁহার পরম শত্রু। ‡ রেসিডেণ্ট আরও জ্ঞাত হইলেন যে, মহারাণীর লোক এই পরিচয় দিয়া, এক ফকির কাশ্মীরে গোলাপ সিংহের নিকট, এবং অপরেক ব্যক্তি বুন্‌লরের মহারাজের নিকট যায়, কিন্তু উভয় স্থান হইতে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। § বাস্তবিক ইহারা মহারাণীর অনুচর কি না, তদ্বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কিছুই নাই; কিন্তু সে যাহা হউক, মহারাণীর

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-49, p. 65.

† Ibid. p. 65. ‡ Ibid. p. 108. § Ibid. p. 74

সেখোপুরে বাস অপেক্ষাকৃত কঠোর হইল। রেসিডেন্টের আদেশে মহারাণীর স্বকীয় পরিচারিকা ব্যতীত আর কাহারও সহিত ব্যাক্যালাপ রহিত হইল; এবং কাহাকে পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে সেখোপুর দুর্গের তত্ত্বাবধারক ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা পত্রাদি প্রেরণে মহারাণী নিষিদ্ধ হইলেন। *

এইরূপে মহারাণীর অবস্থা বস্তুতঃ বন্দিনীর ন্যায় হইয়া উঠিল। রাজমাতা ও রাজমহিষীর ইহা নিতান্ত অসহনীয়। তিনি স্বীয় অবস্থা তাঁহার উকীল জীবনসিংহেরদ্বারা গবর্ণমেন্টকে জ্ঞাত করিলেন। জীবন সিংহ কলিকাতা হইতে ফেব্রুয়ারি মাসের ২রা তারিখে, গবর্ণর জেনারলকে লিখিলেন—"আমি মহারাণীর পক্ষে নিযুক্ত হইয়া আপনাকে ইহা বিদিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, মহারাণী কিরূপ নিষ্ঠুর ও অনার্য্যরূপে প্রপীড়িত হইতেছেন। কি অপরাধে মহারাণী বৃটিস কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক এরূপে দণ্ডিত হইতেছেন, তাহা এখনও তিনি সম্পূর্ণরূপ অবগত নহেন। যাহাতে ইহার পূর্ণ ও পক্ষপাত শূন্য বিচার হয় তন্নিমিত্ত তিনি ইংরাজের শরণার্থী। তাঁহার আরও অনুরোধ যে, যত দিন এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান না হয়, তদবধি তাঁহার অবরোধ যেন রাজমহিষী ও রাজমাতার উপযুক্ত হয় এবং সেই সময় পর্য্যন্ত তাঁহার নিরাপদ হেতু যেন তাঁহাকে মিত্র ও সৎপরামর্শদাতাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়; ইহা তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যাপার নির্ণয়ের পক্ষে অতি আবশ্যক" †

লর্ড ডেলহাউসি ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি জীবনসিংহকে মহারাণীর উকীল বলিয়া গ্রাহ্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং ১৮ই তারিখে জীবন সিংহকে ইহা জানাইতে আদেশ দিলেন যে, "মহারাণীকে যেন জীবন সিংহ জ্ঞাত করেন যে, গভর্ণর জেনারল জীবন সিংহকে মহারাণীর উকীল বলিয়া স্বীকার করিতে অগ্রাহ্য করিলেন; এবং মহারাণীর যাহা কিছু জানাইবার আছে তাহা যেন রেসিডেন্টেরদ্বারা জ্ঞাত করা হয়।" ‡

২৩এ তারিখে জীবন সিংহ পুনরায় গভর্ণমেন্টকে লিখিলেন যে, "যেরূপ অবরোধে মহারাণীকে এখন রাখা হইয়াছে তাহা অতি কঠোর। তিনি

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 144.

† Ibid. p. 107. ‡ Ibid. p. 107.

সেখোপুর দুর্গে অবরুদ্ধ আছেন। এই স্থান পূর্ব্বে সাধারণ অপরাধিগণের কারাগার ছিল। যে সমুদায় সর্দ্দারের তত্ত্বাবধারণে মহারাণী রক্ষিত হইয়াছেন, তাহাদের ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র হইতে আপনার ও সন্তানের জীবন রক্ষা নিমিত্ত, তিনি প্রথমতঃ ইংরাজ সৈন্যের সহায়তা প্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহার মিত্র কিম্বা সৎপরামর্শদাতাগণের সহিত কোন প্রকার সাক্ষাৎ, এমন কি তাঁহার ধর্ম্ম গুরুর সহিত সাক্ষাৎ, একেবারে রহিত হইয়াছে। অধিক কি যে কতিপয় মাত্র পরিচারিকা তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আদিষ্ট, তাহারাও মহারাণী কর্ত্তৃক না হইয়া তাঁহার রক্ষকগণদ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এরূপ কঠোর ভাবে মহারাণী ব্যবহৃত হইতেছেন যে, আহার সামগ্রীও তাঁহার ইচ্ছাধীন নহে। মহারাণীর লাহোরস্থ বন্ধু সকলকে এরূপ ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, তাহারা রেসিডেণ্টকে মহারাণীর ক্লেশ ও যাতনা সম্বন্ধে জ্ঞাপন করাইতে সাহস করে না।

"মহারাণীর হইয়া আমি অনুনয় করিতেছি যে, আমার উক্তি সত্য কি না, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিতে লাহোরস্থ রেসিডেণ্টকে যেন অনুরোধ করা হয় এবং যদি তিনি আমার উক্তি সত্য দেখেন, তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি মহারাণীকে এরূপ নিষ্ঠুরতা ও অসম্মানের সহিত ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে তাঁহাকে যেন অবিলম্বে মুক্ত করা হয়; এবং তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার এক বৃটিস কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত হয়।" *

গভর্ণর জেনারল জীবন সিংহের আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না। জীবন সিংহের বাক্য সত্য কিনা, এবিষয়ের কেন অনুসন্ধান করা হইল না; আর কেনই বা তাঁহার উপদেশ মত মহারাণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার এক ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পিত হইল না, তাহা লর্ড ডেলহাউসির কূট রাজনীতির এক বিষম সমস্যার প্রশ্ন। প্রত্যুত লর্ড ডেলহাউসি বলিলেন "রঞ্জিৎ সিংহের বিধবা ও বর্ত্তমান মহারাজের জননী বলিয়া, তিনি আমাদের নিকট যাহা প্রত্যাশা করিতে পারেন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই তিনি আমাদের নিকট পাইবেন না।" †

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 108.

† Ibid. p. 144.

রণজিৎ সিংহের বিধবা ও রাজমাতা বলিয়া কি ঝিন্ধন ডেলহাউসির নিকট এইরূপে কঠোর অবরোধ বাস প্রত্যাশা করিবেন। রাজমাতা ও রাজবনিতা বলিয়াই কি, লর্ড ডেলহাউসি মহারাণীকে অপরাধিনীর ন্যায়, তাঁহার অনুচর ও পরিচারিকাবর্গ ব্যতীত অপর কাহারও সহিত কোন প্রকার ব্যাক্যালাপ এবং গোপনে কোন প্রকার পত্রাদি প্রেরণ রহিত করিয়াছিলেন? ঝিন্ধন এতদ্ব্যতীত কি আর কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারেন না। তিনি কি পঞ্চনদের অদ্বিতীয় শাসক রেসিডেন্টের নিকট তাঁহার ক্লেশ মোচনার্থ আবেদন করিতেও অক্ষম। যে বৃটিস সুবিচারের নিকট ভারতবর্ষের সমগ্র ব্যক্তি বহুল প্রত্যাশা করে, রাজবনিতা ও রাজমাতা বলিয়া কি, ঝিন্ধন সেই মহোচ্চ সুবিচারের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারেন না। হতভাগিনী এরূপ প্রত্যাশায় নৈরাশ হইল। তিনি স্বীয় উকীল নিযুক্ত করিয়া, আপনার ক্লেশকর অবস্থা গভর্ণর জেনারলকে জানাইলেন, কিন্তু লর্ড ডেলহাউসি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

সহসা ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, কতকগুলি চক্রান্তকারী মহারাণীর নামে, মুলতানে ইংরাজ বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত করে; ইহা সৌভাগ্যক্রমে প্রকাশিত ও চক্রান্তকারিগণ ধৃত হইল। শিখগণের জনৈক কর্ম্মচ্যুত সেনানী খানসিংহ ও মহারাণীর উকীল গঙ্গারাম এই চক্রান্তের প্রধান নায়ক। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দুইজন সহকারীও তৎসঙ্গে ধৃত হইল। ন্যায়বিচারে খানসিংহ ও গঙ্গারামের ফাঁশি হইল। অপেক্ষাকৃত অল্পদোষী তাহাদের সহকারিদ্বয় নির্ব্বাসিত হইল। * ইংরাজ যদি ইহা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে ন্যায়ের ও সন্নীতির সম্যক মর্য্যাদা রক্ষিত হইত; কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে রেসিডেন্ট, মহারাণী এই অপরাধে লিপ্ত, অনুমান করিয়া একমাত্র সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাণীর শাস্তিবিধানে অগ্রসর হইলেন।

রেসিডেন্ট আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে, "মহারাণীকে দোষী স্থির করিবার কোন প্রমান নাই, কিন্তু মহারাণী যে, মুলতান বিদ্রোহের উত্তেজক ইহা অনুমান করিবার কতক কারণ আছে।" এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, রেসিডেন্ট মহারাণীকে পঞ্চনদ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 168.

উদ্যোগী হইলেন। মহারাণী আত্মরক্ষার নিমিত্ত বারম্বার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করা হইল না। রেসিডেণ্ট ডেল-হাউসির নিদেশানুসারে লেখনীর এক আঘাতেই পঞ্জাবমহিষীকে নির্ব্বাসিত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। মহারাণীর এই নির্ব্বাসনদণ্ডলিপি, প্রতি-নিধি সভার তিনজন মাত্র সভ্য কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে রাজা তেজসিংহ মহারাণীর একজন প্রধান শত্রু। এই দণ্ডলিপি দরবার সম্মত অর্থাৎ প্রতিনিধি সভার বহুসংখ্যকের মতানুযায়ী, দেখাইতে যাহাতে কোন ত্রুটী না হয়, সেই নিমিত্ত সেরসিংহের অনুপস্থিতিতে তাঁহার ভ্রাতা গোলাপ সিংহের স্বাক্ষর গৃহীত হইল। যদিও এই দণ্ডলিপি, সভার তিনজন মাত্র উপস্থিত সভ্য এবং অনুপস্থিত একজনের ভ্রাতা কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়, তথাপি এই পত্রে ইহা প্রকাশিত যে, স্যারফ্রেডরিক ক্যারি এবং নুর-উদ্দীনের পরামর্শ অনুসারে, এই দণ্ডাদেশ প্রচারিত হয়। *

এইরূপ রূঢ় আচরণে কি ভয়াবহ অভ্যুত্থান হইতে পারে, রেসিডেণ্ট তাহা একপ্রকার জ্ঞাত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "মহারাজ রণজিৎ সিংহের বিধবার প্রকাশ্য বিচার, হয়ত পাঞ্জাববাসিগণের অতিশয় অপ্রিয় হইবে।" † তাহা হইলে রেসিডেণ্ট ক্যারি কি, স্থির করিয়া ছিলেন যে, রণজিৎ সিংহের বিধবাকে তাঁহার পুত্রের রাজ্য হইতে, নিয়মিতরূপ বিচার না করিয়া, যে কোন প্রকারে হউক, শীঘ্র নির্ব্বাসিত করিলে, শিখ সাধারণের অপেক্ষাকৃত অল্প অসন্তোষকর হইবে? নিয়মিতবিচার ব্যতীত অন্য কি উপায় ছিলনা? বারম্বার প্রার্থনা করিয়াও মহারাণী কেন আত্মরক্ষা করিতে পাইলেন না? মহারাণীর কোন প্রকাশ্য বিচার না করিবার আর এক কারণ ছিল; রেসিডেণ্ট তাহা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, "মহারাণীর অপরাধ সাব্যস্ত করিতে বোধ হয়, কোন প্রকার আইন সঙ্গত প্রমাণ পাওয়া যাইবে না।" ‡ সম্ভবতঃ তিনি নির্দ্দোষী প্রমাণ হইয়া মুক্তিলাভও করিতে পারিতেন।

সে যাহা হউক মহারাণীর নির্ব্বাসন দণ্ড রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক এইরূপে

* Papers relating to the Panjab, 1847-1849, p. 228.
† Ibid. p. 168. ‡ Ibid. p. 168.

লিপি বদ্ধ হইল,—"রাজদ্রোহিগণের যেরূপ পদ ও অবস্থা হউক না কেন, তাহাদের শাস্তিদানে ও এইরূপে বৃটিস গভর্ণমেণ্টের সম্মান ও মর্য্যাদা-রক্ষণে, যেরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইবে, সেইরূপ কার্য্য করিতে ইতস্ততঃ করিবার এখন সময় নহে; কিন্তু ন্যায় সঙ্গত বোধে যখন আমরা কোন কার্য্য করি, তখন যাহাতে সৈনিক সম্প্রদায় ও সাধারণে অসন্তুষ্ট হইবে, সেইরূপে কার্য্য করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। আমরা অবশ্য ইহা স্মরণ রাখিব যে, মহারাণী পাঞ্জাব বাসিগণের ভূপতির মাতা, এবং আমাদের মিত্র রণজিৎসিংহের বিধবা। উচ্চশ্রেণীর ললনাগণের পবিত্র অন্তঃপুর সম্মানরক্ষা সম্বন্ধে পঞ্জাববাসিগণের যেরূপ মত ও আচার ব্যবহার, তাহা আমরা অবশ্য রক্ষা করিব। সেজন্য আমি স্থির করিলাম যে, মহারাণী প্রবল রক্ষকে রক্ষিত হইয়া বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইবেন। মহারাণী তাঁহার সহিত মণি-রত্নাদি ও তাঁহার বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয় সামগ্রী লইয়া যাইতে পারিবেন; তাঁহার গৃহপরিচারিকাগণও তাঁহার সহিত যাইতে পারিবে। মৃত মহারাজ রণজিতের মিত্র ও পরামর্শদাতা এবং সাধারণের সম্মানার্হ, মাননীয় ফকীর নুরউদ্দীন তাঁহার সহিত যাইবেন। মহারাণী বারাণসীতে এরূপ সতর্কে ও রক্ষকে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিবেন যে, পারিচারিকা ও অনুচরবর্গ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না; এবং গভর্ণর জেনারলের এজেণ্ট মেজর ম্যাক্‌গ্রেগর ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা রাণী পত্রাদি প্রেরণে সক্ষম হইবেন না। মহারাণী মেজর ম্যাক্‌গ্রেগরের আদেশ অবহেলা এবং গোপনে ষড়যন্ত্র করিবার ভাব প্রকাশ করিলেই, তৎক্ষণাৎ চুনারে বন্দিনী স্বরূপ প্রেরিত হইবেন এবং তথায় তাঁহার কারাবাস আরও কঠোর হইবে।" *

এইরূপে মহারাণীর নির্ব্বাসনদণ্ড রাজপত্র অলঙ্কৃত করিল, কিন্তু মহারাণীকে তাঁহার নির্ব্বাসনস্থল সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত করা হইল না। রেসিডেণ্ট মে মাসের ১৪ই তারিখে, মহারাণীকে এই পত্র প্রেরণ করিলেন—"আমার সহকারী দ্বয় কাপ্তেন লমস্‌ডন্ ও লেফটেনেণ্ট হড্‌সনের সহিত দরবারের এই কতিপয় বিশ্বস্ত ও ক্ষমতাপন্ন সরদারকে আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি, ইহাঁরা

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 169.

আপনাকে সেখোপুর হইতে স্থানান্তরন সম্বন্ধে যাহা করিতে বলিবেন, আপনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিবেন। তাঁহারা আপনাকে সম্মানের সহিত লইয়া যাইবেন। আপনার শারীরিক কোন হানি বা অবমাননা ইহাঁদের অভিপ্রেত নহে।" *

রেসিডেন্ট প্রেরিত এই ব্যক্তিগণ, নাবালক মহারাজের মোহরাঙ্কিত নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা মহারাণীর করে অর্পিত করিলে, ঝিন্ধন অবিচলিত হৃদয়ে লম্‌স্‌ডন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,"তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইবে।" লম্‌স্‌ডেন্‌ বলিলেন, "এ বিষয় মহারাণীকে জ্ঞাত করিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই, কিন্তু মহারাণীর রক্ষা ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং তিনি তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন যে, মহারাণী বিপদান্বিত বা অবমানিত হইবেন না।" "মহারাণী বলিলেন, তিনি ইহার জন্য ভাবিত নহেন কিন্তু কোন স্থানে তাঁহাকে যাইতে হইবে তাহা জানিতে তিনি নিতান্ত অভিলাষী।" †

লম্‌স্‌ডন মহারাণীর অনুরোধ পুরণ করিতে পারিলেন না। এমন কি মহারাণীর অনুচরগণও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তৎকালীন সংবাদ পত্র পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মহারাণীকে বলা হইয়াছিল যে, তাঁহাকে লাহোরে লইয়া যাওয়া হইবে। মহারাণী এই আশ্বাসে সেখোপুর পরিত্যাগ করিলেন। রেসিডেন্টও এবিষয় স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন—"আমি কোনরূপে ইহা অসম্ভব বিবেচনা করিতে পারি না, যে, সর্দ্দারগণ মহারাণীকে লাহোরে আসিবার আশ্বাস দিয়াছিলেন। যদিও আমি তাঁহাদিগের সকলকে বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম যে, তাঁহারা যেন মহারাণীকে কোনরূপ প্রতারণা না করেন।" ‡ সে যাহাহউক মহারাণী এইরূপে আশ্বস্থ হইয়া সেখোপুর পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু কানকচ্‌ অবধি আসিয়া মহারাণী জানিতে পারিলেন যে, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। তিনি লম্‌স্‌ডন্‌কে ডাকাইয়া বলিলেন যে, "আমি এখন বুঝিলাম তোমরা আমাকে পঞ্চনদ হইতে বৃটিস রাজ্যে লইয়া যাইতেছ। যেদিকে আমরা যাইতেছি ইহা ফিরোজপুর যাইবার পথ, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে,

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849. p. 228.
† Ibid. p. 229. ‡ Ibid p. 229.

"তুমি রেসিডেট ক্যারিকে জ্ঞাত করিও যে, আমাকে বৃটিস রাজ্যে নির্ব্বাসিত করিবার নিমিত্ত আমি অত্যন্ত বাধিত ও সুখী হইলাম।" *

যে পঞ্চনদের তিনি অধিশ্বরী ছিলেন, যাহার সুবিখ্যাত সিংহাসন তিনি কিছুকাল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেই পঞ্চনদ রাজ্যে হইতে জন্মেরমত নির্ব্বাসিত ও প্রাণপ্রতিম দলিপ হইতে বহুদূরে স্থানান্তরিত হইতেছেন বলিয়া, কোন প্রকার বিকার চিহ্ন তাঁহার অতুল কমনীয় আননে পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি রেসিডেন্টের এই কঠোর আদেশ বিরুদ্ধে কিছু মাত্র আপত্তি করিলেন না। প্রত্যুত যে অটলতা ও ধীরতা তাঁহার চরিত্রগত মহদ্‌গুণ এবং বিপদের সহায় ছিল, এই বিপদকালেও সেই বীরজায়াকে পরিত্যাগ করিল না। নির্ভীক চিত্তে মহারাণী বলিলেন যে, তাঁহার নির্ব্বাসন হেতু তিনি রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ দিতেছেন, এই ধন্যবাদ যেন রেসিডেন্ট সমীপে পৌছে। †

এইরূপে রণজিৎ রমণী বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইলেন। রেসিডেন্ট লিখিলেন—"সৌভাগ্য ক্রমে এরূপ সময়ে কিছুমাত্রও গোলোযোগ ঘটে নাই। মহারাণী হইতে তাঁহার অনুচরবর্গ সকলেই সৌজন্য ও ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছিল। কেহই আমার আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় নাই। বোধ হয় কিছুদিন পূর্ব্বে অপরাধিগণের প্রাণদণ্ডই, তাহাদিগকে এরূপ করিতে প্রণোদিত করে।" ‡ রেসিডেন্ট আর এক স্থলে বলিয়াছেন যে, "মহারাণী বোধ হয় তখন ভাবিয়া থাকিবেন যে, তাঁহারও ঐ দশা ঘটিবে।" §

অপক্ষপাতী মহামতি এভেন্স্ বেল্ বলিতেছেন—"এইরূপে রাজমাতা ও আমাদিগের মিত্রের বিধবা, প্রাণদণ্ডের দারুণ আশঙ্কায় নিক্ষিপ্ত হইলেন ও দুই জন মাত্র ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারী, এক জন মুসলমান সর্দ্দার এবং বহুল রক্ষকে পরিবৃত হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন। শিখ সাধারণ ও সৈনিকগণ যাহাতে প্রমত্ত না হয় এবং উচ্চশ্রেণী ললনাগণের যাহাতে অন্তঃপুর

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 229.

† Kaye's History of the Sepoy War, Vol. I p. 30

‡ Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 169.

§ Ibid. p. 229.

সম্মান রক্ষা হয়, তন্নিমিত্ত বৃটিস শাসক এই উপায় অবলম্বন করিলেন।" *

শিখ সাধারণের মনস্তুষ্টি ও ভদ্র মহিলাগণের অন্তঃপুর সম্মান রক্ষার নিমিত্ত কি সুন্দর উপায় অবলম্বন করা হইল? ইহাতেও ইংরাজ পরিতৃপ্ত হইলেন না, তাঁহারা অবিলম্বে মহারাণীর বৃত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিলেন। ভইর্‌ওয়াল্ সন্ধির দশম ধারানুসারে, মহারাণীর বৃত্তি বাৎসরিক ১৫০,০০০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, ঝিন্ধনের সেখোপুরে স্থানান্তরণ কালীন এই বৃত্তি ৪৮,০০০ সহস্র টাকায় পরিণত হয়; গভর্নর জেনারল এক্ষণে এই বৃত্তি আরও হ্রাস করিতে আদেশ করায়, ইহা বাৎসরিক ১২,০০০ মাত্র টাকায় পরিণত হইল। এই দ্বিতীয়বার বৃত্তি হ্রাসের কারণে, ইংরাজ রাজপত্রে নির্দ্দেশ করিলেন যে, "মহারাণী তাঁহার সহিত বহুমূল্য মাণিক্যাদি ও অর্থ লইয়া যাইতেছেন।" † এমন কি, এই মণি রত্নাদি ও অর্থও অধিক দিন মহারাণীর অধিকারে রহিল না। বারাণসীতে তাঁহার পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, জুনমাসের ৩০ শে তারিখে রেসিডেন্ট লিখিলেন যে, "ষড়যন্ত্র সম্বন্ধীয় কতকগুলি কাগজ পাওয়া গিয়াছে, ঐ সমস্ত যদি যথার্থ হয়, (এবং ইহা অন্যথা হইবে তাহা অসম্ভব,) তাহা হইলে, সম্প্রতি এই ষড়যন্ত্রে ও অন্যান্য রাজদ্রোহিতার চক্রান্তে যে, মহারাণী লিপ্ত তাহা সম্পূর্ণরূপ প্রমাণিত হইবে। লাহোরে প্রাপ্ত এই আবশ্যকীয় কাগজাদির মধ্যে মহারাণীর নিমিত্ত কতকগুলি মৌলিক পত্রছিল; তাঁহাকে সহসা নির্ব্বাসিত করায় সেইগুলি তঁহার নিকট প্রেরণ করা হয় নাই।"‡ ইহাতেই সিদ্ধান্ত হইল যে, মহারাণী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। "তাঁহার নামোদ্দেশে আর কতকগুলি পত্রের নকল ছিল।" ইহাও রেসিডেন্ট মহারাণীর দোষ সাব্যস্ত করিবার অকাট্য প্রমাণ স্থির করিলেন।

---

* Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 106.

† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 179, 577.

‡ Ibid. p. 235.

আর কোনও প্রমাণের প্রয়োজন হইল না। এই বিচিত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া রেসিডেন্ট গভর্ণর জেনারলের নিদেশানুসারে আদেশ দিলেন যে, বারাণসীতে পঁহুছিয়া মহারাণীর কারাবাস পূর্ব্বে যেরূপ মনস্থ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা অধিকতর কঠোর হইবে। রাজবন্দী বলিয়া তাঁহার অর্থোপরি কোন অধিকার থাকিবে না। অধিকন্তু তিনি যে মহারাণীর নামোদ্দেশে কতকগুলি নকল পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার সাবেকগুলি মহারাণীর নিকট আছে, এই বিশ্বাসে রেসিডেন্ট মহারাণীর নিকট হইতে তাঁহার সমুদায় আবশ্যকীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন; আরও বলিলেন, এই উদ্দেশে গভর্ণর জেনারলের এজেন্ট দ্বারা নিযুক্ত সম্ভ্রান্ত রমণীগণ কর্ত্তৃক মহারাণীর ও তাঁহার বিশ্বস্ত পরিচারিকাগণের পরিধেয় বস্ত্রাদি পর্য্যন্তও অন্বেষণ করা হইবে।* জুলাই মাসের ১৪ই তারিখে, মহারাণীর সমুদায় সম্পত্তি ও কাগজ পত্রাদি হস্তগত করিতে, গভর্ণর জেনারলের দণ্ডাদেশ প্রেরিত হইল। †

গভর্ণর জেনারলের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালিত হইল। মহারাণীর সম্পত্তি, কাগজ সমুদায় ও অনেক পেটারা বহুমূল্য জহরত তাঁহার হস্তচ্যুত করা হইল। গভর্ণর জেনারলের নিদেশানুসারে মহারাণী ও তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরীগণের বস্ত্রাভ্যন্তর অন্বেষণ নিমিত্ত, মেজর ম্যাক্‌গ্রেগর এলোন্ এবং ষ্টান্‌লী নাম্নী দুইজন সম্ভ্রান্ত বিবিকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদিগকে ইহা বলা হইল যদি তাঁহারা এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিবেন। পুরস্কার লোভে এই বিবিদ্বয় তন্ন তন্ন করিয়া এই লজ্জাস্কর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু বিদ্রোহজ্ঞাপক কিছুই মহারাণী বা তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরীগণের নিকট পাইলেন না। এতদ্ব্যতীত মহারাণীর বাক্স হইতে আরও কতিপয় পত্র সংগৃহীত হইল, কিন্তু মেজর ম্যাক্‌গ্রেগর তৎসমুদায় পাঠ করিয়া, গভর্ণর জেনারলকে বিদিত করিলেন যে, "এই পত্রগুলিতে বিদ্রোহজ্ঞাপক কিছুই নাই।" আগষ্ট মাসের ১২ই তারিখে তিনি রেসিডেন্টকে লিখিলেন, ৩৩টি পত্র

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 235, 236.
† Ibid. p. 255.

পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এই গুলিতে বিদ্রোহসূচক কিছুই দেখিতে পাইলেন না। *

মহারাণীর সম্বন্ধে বিদ্রোহসূচক পত্র কিছুই পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু তাঁহার বন্দীত্ব পূর্ব্বমত কঠোর রহিল। সমুদায় সম্পত্তি ও অলঙ্কার হইতে বঞ্চিত হইয়া, রাজ্যেশ্বরীর অযোগ্য মাসিক সহস্র টাকা বৃত্তিতে কালযাপন করা, ঝিন্দনের পক্ষে অতি ক্লেশকর হইয়া উঠিল। এ দুরবস্থার বিষয় কে গভর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করিবে? মহারাণী তাঁহার অনুচরগণ ব্যতীত আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিষ্ট ছিলেন না। জীবন সিংহ বারাণসীতে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিলেন না। †

জীবনসিংহ অনন্যোপায় হইয়া কলিকাতার নিউমার্চ্চ সাহেবকে মহারাণীর উকীলপদে নিযুক্ত করিলেন। নিউমার্চ্চ সাহেব উকীলস্বরূপ মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলে, গভর্ণমেণ্ট নিউমার্চ্চ সাহেবকে একাকী মহারাণীর সহিত বারাণসীতে সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিলেন না। ‡ নিউমার্চ্চ তাহাতেই সম্মত হইয়া, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা তারিখে, বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। এবং তথায় আট দিন অবস্থান করিয়া মহারাণীর সহিত বহুবার সাক্ষাৎ করিলেন; এবং মহারাণীর বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, অলঙ্কার ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া, বর্ত্তমান বৃত্তিতে মহারাণীর কালযাপন করা অতি দুরূহ। মহারাণীর যে মাসিক খরচ তাহা এই বৃত্তিতে কিছুই সঙ্কুলান হয় না। তিনি মহারাণীর মাসিক খরচের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া ১২ই তারিখে, মেজর ম্যাক্‌গ্রেগরের নিকট পাঠাইলেন এবং লিখিলেন যে, "ইংরাজী হিসাবে মহারাণীর ব্যয়ের কতকাংশ অপ্রয়োজনীয়, এমন কি কতক পরিমাণে হাস্যাস্পদ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে মহারাণী এরূপ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। যদিও তাঁহার আয় অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে, তথাপি মহারাণী বলেন, যদি এরূপ ব্যয় করিবার উপায় হইতে তিনি বঞ্চিত

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 263-4, 260.
† Ibid. p. 335. ‡ Ibid. p. 335.

হয়েন, তাহা হইলে অনুচরবর্গের নিকট তাঁহার সম্মানের প্রভূত হানি হইবে। আমি আপনাকে আরও অনুরোধ করিতেছি যে, আপনার অধিকারে মহারাণীর যে জহরত ও সম্পত্তি আছে, তাহার এক তালিকা আমাকে দিবেন। যদি লাহোর দরবার বা অপর কাহারও এই জহরত ও সম্পত্তির কোন অংশে দাবী থাকে, তাহাও আমাকে জ্ঞাত করিবেন; এবং আপনি ইহার কোন অংশ আমাকে তত্ত্বানুসন্ধানের সুযোগ না দিয়া ছাড়িয়া দিবেন না। নিম্নে মহারাণী ঝিন্ধনের মাসিক খরচের এক তালিকা দেওয়া হইল।"— *

	টাকা
মহারাণীর নিমিত্ত পোষাক	৩০০
তাঁহার আশ্রিত এক শিশুর জন্য পোষাক	১০০
মেঠাই	১০০
খাদ্য সামগ্রী	৫০০
পান, সুপারি ইত্যাদি	৫০
আতর	৮০
পূজার খরচ	৩০
বাতি, ধুনা ইত্যাদি	৮০
তৈল	৩০
ঘোটক, অশ্বতর ও গাভীর খাদ্য	২২০

অনুচরবর্গ।

	টাকা
তিনটি পরিচারিকা প্রত্যেক ৩০ টাকা হিসাবে ...	৯০
৯টি ঐ ঐ ১০ ঐ	৯০
ধূলা সিং জমাদার	২০
চারিজন বেহারা প্রত্যেক ৬ টাকা হিসাবে	২৪
বাবর্চ্চিখানার জমাদার	২০
চারিজন পাচক ৮ টাকা হিসাবে	৩২

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 576.

পাল্কি বেহারাগণের জমাদার	২০
দশজন বেহারা ৬ টাকা হিসাবে	৬০
রাম কিসন্	৩০
খণ্ড সিং	৩০
গোলাব সিং	৩০
মোদি খোসালি...	২০
নারায়ণ সিং	১৫
ছয়জন জেল্‌ওয়ালা* ৬ টাকা হিঃ	৩৬
গাড়ি জমাদার	১২
উহার অধীনস্থ এক ব্যক্তি	৬
ঢোলির বেতন ৭ টাকা এবং মসলার নিমিত্ত প্রত্যহ এক টাকা	৩৭
দরজি	৮
মেথর	৬
বারাণসীতে নিযুক্ত চারিজন সহিস	১৬
ফরাস্‌গণের জমাদারগণ	১৫
দুইজন ফরাস প্রত্যেক ৬ টাকা হিঃ	১২
ঘড়ি ওয়ালা	১৫
তাহার অধীনস্থ এক ব্যক্তি	৬
ক্ষৌরকার	১০
ভিস্তিগণ	৮
মেতা সিং	১০
একজন ইণ্টরপ্রেটর্	৪০
মোট	২২০৮†

মেজর ম্যাক্‌গ্রেগর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে তারিখে, গভর্ণরজেনারলকে মহারাণীর ব্যয়ের এই তালিকা প্রেরণ করিয়া, মহারাণীর বর্ত্তমান বৃত্তি বৃদ্ধি

* মিষ্টকণ্ঠ পক্ষিগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 576-7.

করিতে অনুরোধ করিলেন।* ইহার প্রত্যুত্তরে ৫ই নভেম্বরে, গভর্ণর জেনারল বলিলেন "মহারাণীকে তাঁহার বর্ত্তমান আয়ের মধ্যে অবশ্য কালাতিপাত করিতে হইবে।"† এইরূপে মহারাণী ঝিন্দন নিরাশ হইলেন। মহারাণীর মাসিক আয় সহস্র টাকা মাত্র,কিন্তু তাঁহার মাসিক খরচ উক্ত আয়ের দ্বিগুণের অধিক; অধিকন্তু তাঁহার স্বকীয় সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করাতে তাঁহার ব্যয় সঙ্কুলান অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি নিউমার্চ্চের দ্বারা স্পষ্টই গভর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন যে, তিনি এরূপ বন্দিনী অবস্থাতেও যেরূপ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন, তাহা এই বৃত্তি হ্রাসের নিমিত্ত তিনি বজায় রাখিতে অক্ষম হইলে, অনুচরবর্গের নিকট তাঁহার সম্মানের বিলক্ষণ হানি হইবে। তাঁহাকে অর্থাভাবে তাহাদিগের অনেককে কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে হইবে। ইহা তাঁহার পক্ষে অতি ক্লেশকর; সে জন্য তিনি বর্ত্তমান বৃত্তি বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গভর্ণরজেনারল তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এইরূপ সঙ্কীর্ণ আয়ের মধ্যে ব্যয় সঙ্কুলান, এবং এরূপ দুরবস্থায় কালযাপন করা, রণজিত মহিষীর নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হওয়াবধি তাঁহাকে কিরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিতে হইতেছে, কি অপরাধে তাঁহাকে এরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে এবং কি অপরাধে তিনি দণ্ডিত হইলেন, তাহা জানিবার জন্য গভর্ণর জেনারলকে অনুনয় করিলেন।‡

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের ১৪ই তারিখে, মেজর ম্যাক্‌গ্রেগর মহারাণীকে জ্ঞাত করিতে আদিষ্ট হইলেন যে, "গভর্ণর জেনারল মহারাণীর বিষয় পুনরায় তত্ত্বানুসন্ধানের কোন কারণ দেখিতেছেন না; সে নিমিত্ত তিনি মহারাণীর আবেদন অস্বীকার করিলেন।"§ এইরূপে নিরাশ হইয়া

---

* Papers relating to the Punjab,1847-49, p. 577. †Ibid. p. 577.

‡ The Governor General to the Secret Committee, February 7, 1849; Cf. also Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 578.

§ Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 578.

মহারাণী নিউমার্চ্চের পরামর্শানুসারে, কলিকাতার সমুচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ সুপ্রিমকোর্টে সুবিচারপ্রার্থী হইয়া, স্বীয় দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু উক্ত শ্রেষ্ঠ বিচারালয়েও মহারাণীর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইল। ভারতবর্ষে সুবিচার প্রাপ্তির কোন আশা না দেখিয়া, নিউমার্চ্চ বিলাতে ডিরেক্টরগণের মহা সভায় মহারাণীর বিষয় উত্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া, মহারাণীর নিকট ৫০,০০০ টাকা প্রার্থনা করিলেন। * কিন্তু ঝিন্ধন এ মুদ্রা কোথায় পাইবেন। যদিও সেখোপুরে অবস্থানকালীন মহারাণীর নিকট পঞ্চাশলক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি ও নগদ দুইলক্ষ টাকা ছিল। † কিন্তু বারাণসীতে স্থানান্তরিত হইবার পরে ইহার কিছুই তাঁহার নিকট ছিল না। গভর্ণর জেনারলের নিদেশানুসারে, সমুদায় সম্পত্তি তাঁহার অধিকার চ্যুত হইয়াছিল। সুতরাং অর্থাভাবহেতু তিনি নিউমার্চ্চকে বিলাতে প্রেরণ করিতে পারিলেন না। এইরূপে ইংরাজ তাঁহাদের পরম মিত্র মহারাজ রণজিত সিংহের রমণীকে আপ্যায়িত করিলেন; এইরূপে মহারাণীর নির্ব্বাসন ও কারাবাসের কঠোর ভাব অক্ষুণ্ণ রহিল।

"মহারাণীর নির্ব্বাসনে শিখগণ অন্তরে নিদারুণ ব্যথিত হইল। মহারাণীকে স্বীয় শিশু ও প্রজাগণ হইতে স্থানান্তরিত করায়, শিখগণ ঘৃণা প্রদর্শন অপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিয়াছিল।" ‡ "শিখ সমাজে তিনি বরণীয়া, এবং সাধারণ প্রজাবৃন্দের স্মৃতিতে তিনি চিরদিন জাগরূক ছিলেন।" § সুতরাং মহারাণীর নির্ব্বাসনে খালসা সৈন্য নিতান্ত অধীর হইল। রেসিডেন্ট স্বয়ং এবিষয়ে, গভর্ণর জেনারলকে লিখিয়াছেন—"রাজা সেরসিংহের শিবির হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, খালসা সৈন্য মহারাণীর নির্ব্বাসনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছে যে, মহারাণী খালসার জননী, এবং যেহেতু তিনি নির্ব্বাসিত হইয়াছেন ও শিশু দলিপ সিংহ আমাদের হস্তে রহিয়াছে, অতএব তাহাদের রক্ষণীয় আর কিছুই নাই,

* The Governor General to the Secret Committee, February 7th, 1849. † Papers relating to the Punjab, 1847-49, pp. 581-2.

‡ The Marquis of Dalhousie's Administration of British India, by Sir Edwin Arnold, Vol. II. p. 115.

§ Edwardes' A year on the Punjab Frontier, Vol. II. p. 497.

এবং কাহার নিমিত্ত যুদ্ধ করিবে তাহাও দেখিতেছে না। মুলরাজের বিরোধী হইবার আর তাহাদের ইচ্ছা নাই। যদি মুলরাজ আক্রমণ করিতে আইসেন, তাহা হইলে তাহারা সর্দ্দার ও সেনানিগণকে বন্দী করিয়া, তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবে।" *

১৮৪৮ খৃঃ অঃ ২৪ নভেম্বরে, সেরসিংহ ও অপরাপর সর্দ্দারগণ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, "মহারাণীর নির্ব্বাসনাবধি রাজ্যের বিষয় কার্য্যাদি পর্য্যালোচনায় কোনই সুবিধা হইতেছে না। এবং তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা ইংরাজের মিত্রতার অতি অল্প পরিচায়ক। পঞ্জাববাসী কি উচ্চ কি নিম্ন সকল শ্রেণীর লোকই মহারাণীর নির্ব্বাসনে ভীত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছে।"†

কাবুলের শাসনকর্ত্তা দোস্ত মহম্মদ, কাপ্তেন এবটকে লিখিয়াছিলেন যে, "পঞ্জাব বিদ্রোহের প্রধান কারণ—মহারাণীর নির্ব্বাসন। এ নিমিত্ত শিখগণ দিন দিন যে, অসন্তুষ্ট হইতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কোন কোন ব্যক্তি কর্ম্মচ্যুত হইতেছে, অপর কেহ কেহ হিন্দুস্থানে নির্ব্বাসিত হইয়াছে; বিশেষতঃ মহারাজ দলিপের জননী কারারুদ্ধ ও প্রপীড়িত হইয়াছেন। এইরূপ আচরণ সমুদায় জাতিরই অন্যায় ও অবিধেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। কি উচ্চ, কি নিম্নশ্রেণীর লোক, সকলেই ইহা অপেক্ষা মৃত্যুকে বহুমান্য করে।" ‡

ঝিন্ধনের বিরুদ্ধে কল্পিত অপরাধ সম্বন্ধে যে কেবল মাত্র আইনসঙ্গত প্রমাণ পাওয়া গেল না এমন নহে, এমন কি মহারাণী যে বাস্তবিক এরূপ অপরাধে অপরাধিনী, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। আর মহারাণী ঝিন্ধন যে, প্রতিনিধি সভার বিরোধী ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। "কিন্তু তাঁহার অপকার করিবার ক্ষমতা একবারে নিঃশেষিত হইয়াছিল। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহার প্রভাবেরও অবসান হইয়াছিল; তাঁহার আদেশে কৃপাণ ধারণ করে, এমত

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 179.

† Ibid. p. 434.

‡ Ibid. p. 512.

লোক পাঞ্জাবে দৃষ্ট হয় নাই।" * অধিকন্তু সেই সুবিখ্যাত চতুরা রমণী দুর্দ্দান্ত বৃটিস ক্ষমতা সম্বন্ধে এতই কি অন্ধ হইবেন, তাঁহার বর্ত্তমান শাস্তি কি এতই বিস্মৃত হইবেন, তাঁহার পুত্রের স্বার্থের বিষয়, যে স্বার্থের উপর তাঁহার ও তাঁহার তনয়ের অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে, এতই কি জ্ঞান শূন্য হইবেন যে, তিনি শিখরাজ্যে ইংরাজ ও খালসার সহিত অপর এক সমর উত্তেজিত করিবেন। এইরূপ ধীর গম্ভীরা ললনার নিকট হইতে এরূপ প্রত্যাশা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। †

সুবিখ্যাত ইংলিসমান পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক, মহারাণীর নির্ব্বাসন ও কারাবাস সম্বন্ধে সেই সময়ে এইরূপ পক্ষপাত শূন্য উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন,—"মহারাণীর কারাবাস ও নির্ব্বাসন এক ভয়ানক অত্যাচারের কার্য্য। যখন রাজ্যের অতি দরিদ্র প্রজাও অভিযুক্ত হইলে সুবিচার পাইতে বাধ্য, তখন এক স্বাধীন রাজ্ঞী, যাঁহার সহিত আমাদের রাজ্য পবিত্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ, তাঁহার সম্বন্ধে এক অপক্ষপাতী তথ্যানুসন্ধান হইবে, অন্ততঃ ইহা প্রত্যাশা করিতে পারেন। অবশ্য এমন জটিল বিষয় উপস্থিত হইতে পারে, যাহা জাতীয় আইন বা প্রচলিত প্রথার সাহায্যে সম্যক মীমাংসিত হয় না বলিয়া, ক্ষমতাপন্ন রাজকর্ম্মচারিগণের বিচারাধীনে ন্যস্ত হয়; কিন্তু এরূপ সময়ে এই কর্ম্মচারিগণ, কেন তাঁহারা সাধারণ ও প্রকাশ্য বিচারের বশবর্ত্তী না হইয়া, এরূপ পৃথক উপায় অবলম্বন করিলেন, অবশ্য দেখাইতে বাধ্য; তাহা না দেখাইতে পারিলে তাঁহারা অপরাধী ও দোষী বলিয়া বিবেচিত হইবেন। এই রমণীর প্রতি যেরূপ কঠোর আচরণ করা হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত আমাদিগের জাতীয় কলঙ্কের এক উদাহরণ। তিনি তাঁহার মিত্রগণের সহিত কোনপ্রকার বাক্যালাপ করিতে আদিষ্ট ছিলেন না, এমন কি ঘোরতর অপরাধিগণের যেটুকু স্বাধীনতা থাকে তাহাও তাঁহার ছিল না। তিনি একাকী গোপনে তাঁহার উকীলের সহিত পরামর্শ করিতে পাইতেন না। তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার নিকট হইতে আচ্ছিন্ন করাতে মহারাণীর আত্ম রক্ষার উপায়ও নষ্ট হইয়াছে। মেজর ম্যাক্‌গ্রেগর

* Edwardes' A year on the Punjab Frontier, Vol. II. p. 497.
† Bell's Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 109.

স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, মহারাণীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যে তথ্যানুসন্ধান হইল, তাহা হইতে মহারাণী যে, রেসিডেণ্টকে হত্যা করিবার চক্রান্তে, মুলতান বিদ্রোহে কিম্বা বৃটিস শাসনবিরুদ্ধে সর্দ্দারগণের বিদ্রোহে লিপ্ত, তাহার কিছুই প্রমাণ নাই। এরূপ স্থলে মহারাণীকে কারামুক্ত এবং তাঁহাকে তাঁহার সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিলেই যথার্থ সুবিচার করা হয়। কিন্তু একবার কোন অন্যায় কার্য্য করিলে উহা সংশোধন করিয়া স্বীয় মহত্বের পরিচয় প্রদান করিতে গভর্ণমেণ্টকে কদাচ দেখা যায়। যাহাতে অন্যায় কার্য্যের স্বীকার না করিতে হয়, এ নিমিত্ত অবিচার একবার হইলে—তাহাই বজায় রাখা হয়।"*

লর্ড ডেলহাউসি ঘোষণা করিলেন যে, "মহারাণীর নির্ব্বাসন ও কারাবাস কেবল সাবধানতার কার্য্য নহে,ইহা শাস্তির এক দৃষ্টান্ত হইয়াছে।"† অপক্ষপাতী মহাত্মা বেল্ বলিয়াছেন যে, "এইরূপ শাস্তিদান যেরূপ অবিচার পূর্ণ, ইহা সেইরূপ অসঙ্গত ও ন্যায় বহির্ভূত। যাঁহারা রণজিৎ রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদিগের চক্ষে মহারাণীর নির্ব্বাসন, জাতীয় অবমাননা ও রণজিৎ পুত্রের রাজ্যনাশের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া লক্ষিত হইল।" ‡ এইরূপে পঞ্চনদ দুর্ব্বিসহ শোকে ও ত্রাসে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বিসর্জ্জন দেখিল। নীরবে পঞ্জাব ইংরাজের অসীম ক্ষমতার প্রসর অনুভব করিল; এইরূপ সাধারণ নীরব নিশ্চেষ্টতা সকল সময়ে শান্তির লক্ষণ নহে, ইহা এক আন্তর্জাতিক অন্তর্গূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনের সূচনা মাত্র।

শিখজাতির এই প্রচ্ছন্ন ক্রোধাগ্নি ইংরাজের অভিনব ক্রিয়াকলাপে অধিকতর সন্দীপিত হইয়া উঠিল। বালক মহারাজের সহিত হাজারার শাসনকর্ত্তা ছত্রসিংহের কন্যার পরিণয়ের বাগ্দান হইয়াছিল। বালক মহারাজের ভাবী পত্নী রাজকীয় সৈন্যাধ্যক্ষ সেরসিংহের ভগিনী। ছত্রসিংহ মুলতানে স্থিত তাঁহার পুত্র সেরসিংহের হস্ত দিয়া বিবাহের দিন স্থির করিতে রেসিডেণ্টকে আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন।

---

* The Englishman, 2nd. January, 1849.

† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 575, 578.

‡ Retrospects and Prospects of the Indian Policy, p. 109.

মেজর এডওয়ার্ডিস ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, ছত্রসিংহের আবেদন পত্র সমর্থন করিয়া, রেসিডেন্টকে লিখিলেন যে, "কল্য রাজা সেরসিংহ আমার সহিত গোপনে সাক্ষাৎকালে, তাঁহার ভগিনীর সহিত দলিপ-সিংহের বিবাহ সমাধান সম্বন্ধে, তাঁহার পিতার অভিলাষ, আমার সম্মুখে ব্যক্ত করেন। ছত্রসিংহ তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ, বৃদ্ধ বয়সের উপযুক্ত ধর্ম্মকর্ম্মে অতিবাহিত করিতে অভিলাষী, ইহা আপনাকে জানাইবার নিমিত্ত আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। পৃথিবীতে তাঁহার কেবল দুইটি মাত্র কার্য্য অবশিষ্ট আছে; একটি তীর্থপর্য্যটন, অপরটি তাঁহার কন্যার বিবাহ সম্পাদন। এই শেষোক্তটিই তিনি অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন; কিন্তু ইহা বৃটিস গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি মহারাজের বিবাহ কার্য্য, আগামী দ্বাদশ মাসের মধ্যে সম্পাদনে আপনার মত না হয়, তাহা হইলে সর্দ্দার ইচ্ছা করেন যে, হাজারায় শাসন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দুই বৎসর তীর্থপর্য্যটন করিতে যেন তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হয়। আর যদি এই বৎসরেই বিবাহ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে সর্দ্দারের প্রার্থনা এই যে, আপনার অনুমতি অনুসারে দরবার, মহারাজের পক্ষে উপযুক্ত জ্যোতির্ব্বিদ নিযুক্ত করিয়া, কন্যাপক্ষের জ্যোতিষ্কের সহিত ঐক্যমতে, এক শুভ মাস ও দিনস্থির করিবেন। সের সিংহ ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন যে, তাঁহার পিতা এই বিবাহ উপলক্ষে যে বহুমূল্য উপহার দিবেন, তাহা প্রস্তুত হইতে প্রায় এক বৎসর লাগিবে। তিনি আপনার নিকট হইতে দশদিনের মধ্যে ইহার উত্তর পাইবার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া অনুনয় করিয়াছেন। নিঃসন্দেহ, অনেকেরই এক্ষণে এই বিশ্বাস যে, সম্প্রতি এই বিদ্রোহে ও সৈন্যগণের দুর্ব্যবহারে পঞ্জাব বাসীরা পঞ্জাব হারাইল, এইরূপ ঘোষণা করিতে ইংরাজ মনন করিতেছেন। সে নিমিত্ত আমার বিবেচনায়, এক্ষণে বালক মহারাজের বিবাহে অনুমোদনই, ইংরাজের সন্ধি রক্ষার ইচ্ছা ও সদভিপ্রায়ে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিবার একমাত্র সুন্দর উপায় হইবে। এইরূপ করিলে, নিঃসন্দেহই সাধারণের মনস্তুষ্টি হইবে।" *

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 270, 271.

রেসিডেন্ট এই আবেদনের যে প্রকাশ্য উত্তর প্রদান করিলেন, তাহাতে ছত্রসিংহের মনোরথ পুর্ণ হইল না। রেসিডেন্ট প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—"বিবাহের শুভ ব্যাপারের সমস্ত বন্দোবস্ত হইলে, সাধারণ প্রথামত বিবাহের দিনস্থির করা, বাস্তবিক কন্যাপক্ষের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু মহারাজের সম্বন্ধে, রেসিডেন্টের সম্মতি ও অভিমত ব্যতীত এবিষয়ের কিছুই হইতে পারেনা। তিনি বিবাহের দিনস্থির সম্বন্ধে; দরবারে সভ্যগণের সহিত, গোপনে পরামর্শ করিবেন; এবং মহারাজ ও তাঁহার ভাবী পত্নী ও কন্যা পক্ষীয়গণের যাহাতে সম্মানানুযায়ী কার্য্য হয়, তৎ সম্পাদনে বৃটিস গভর্ণমেন্ট মনোযোগী থাকিবেন, সেরসিংহ যেন এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন।" তৎপরে এই নিদারুণ বাণী রেসিডেন্টের লেখনী হইতে নির্গত হইল। "গভর্ণমেন্ট বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে পঞ্চনদ শাসন সম্বন্ধে যে রাজনীতি অবলম্বন করা উচিত বিবেচনা করেন,মহারাজের এই পরিণয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ, কিরূপ তাহার পরিচায়ক হইবে বুঝিতে পারিতেছিনা। তজ্জন্য আমি এই বিবাহ কার্য্য, যে সময়ে ও যে প্রকারে সম্পন্ন করিলে উভয় পক্ষের সন্তোষ জনক হয়, সেই সময়ে ও সেই প্রকারে, ইহা সম্পাদিত হওয়াতে কোন আপত্তি দেখিতেছি না।"*

এই সরল আবেদনের, কি রাজনৈতিক উত্তর, রেসিডেন্টের লেখনী হইতে বহির্গত হইল। মেজর এড্ওয়ার্ডিস বলিয়াছেন, "নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই আবেদনের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা হইল না।" † এড্ওয়ার্ডিসের সরল পত্রে, রেসিডেন্ট ছত্রসিংহের আবেদনের প্রকৃত ভাব যে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্যক্ বিবেচিত প্রত্যুত্তর প্রকটিত করিতেছে। যদিও এডওয়ার্ডিস অতি সতর্কতার সহিত রেসিডেন্টের প্রত্যুত্তরের ভাব ব্যক্ত করিলেন, তথাপি সের সিংহ ও ছত্রসিংহ, এই বিবাহে রেসিডেন্টের মত সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহাদের এই সন্দেহ ছত্রসিংহের কনিষ্ঠপুত্র গোলাপ সিংহের পত্রপাঠে, সম্যক্ বর্দ্ধিত হইল। রেসিডেন্টের নিকট গতায়াত গোলাপ সিংহের অবারিত ছিল।

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 272, 273.

† A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. p. 541.

তিনি তাঁহার জনকের ও অগ্রজের প্রয়োজনীয় আবেদনে, রেসিডেণ্টের প্রত্যুত্তরের প্রকৃত মর্ম্ম জানাইলেন। এইরূপে ছত্রসিংহ তাঁহার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন।

রেসিডেণ্ট স্বীকার করিবেন না যে, মহারাজের বিবাহ, রাজনীতির পরিচায়ক বা সাধারণের হিতকর। তিনি বিবাহের দিন স্থির করিতে, আশু উপায়ও অবলম্বনে স্বীকৃত হইলেন না; প্রত্যুত তিনি বলিলেন যে, প্রকৃত পক্ষে রেসিডেণ্টের সম্মতি ও অনুমোদন ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না; তিনি গোপনে, দরবারের সভ্যগণের সহিত ইহার পরামর্শ করিবেন। এইরূপ প্রত্যুত্তরে ছত্রসিংহ কিরূপে আশ্বস্ত হইতে পারেন। সর্দ্দার ছত্রসিংহ যে কেবল এসময়ে বিফলমনোরথ হইলেন এমন নহে, ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা ঘোরতর দুঃখ তাঁহার জন্য সঞ্চিত হইতেছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সর্দ্দার ছত্রসিংহ হাজারার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হাজারা দুর্দ্দমনীয় দুরন্ত মুসলমানগণের অধিবাসভূমি। শিখ নামধারী প্রত্যেক ব্যক্তিই, এই অবাধ্য মুসলমানগণের চক্ষুশূল। এই অদম্য জাতির শাসনে, ছত্রসিংহকে সহায়তা ও মন্ত্রণাদান নিমিত্ত রেসিডেণ্টের সহকারী কাপ্তেন এবট্ তথায় প্রেরিত হইলেন। এবটের একটি মহৎ দোষ, তিনি প্রত্যেক খাত্যাপন্ন ভারতীয়গণের সহিত বিরোধ করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহাকে এক গুরুতর ব্যাপার সম্পন্ন করিতে উল্লিখিত পদে থাকিতে দেওয়া হয়। হেন্‌রিলরেন্স এই ব্যক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্ব লিখিয়াছিলেন যে, "কাপ্তেন এবট্ প্রত্যেক ব্যাপারেই বিদ্বেষ ভাব গ্রহণে সতত তৎপর। আমার বোধ হয়, তিনি সম্যক্ না বুঝিয়াই দেওয়ান জোয়ালা সাহীর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। জোয়ালা সাহী একজন উৎকৃষ্ট ব্যক্তি; তাঁহার শিক্ষা, সমাজ ও কাল অনুযায়ী তিনি একজন অতি মাননীয় ও দক্ষ লোক ছিলেন।"*

হেন্‌রিলরেন্সের এই নিন্দাবাদেও সন্দিগ্ধচিত্ত এবটের চরিত্র সংশোধিত হয় নাই। অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি সর্দ্দার ঝন্দা সিংহকে বিদ্রোহী বলিয়া স্থির করিলেন। হেন্‌রিলরেন্সর পরবর্ত্তী রেসিডেণ্ট

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 30.

স্যার ফ্রেডরিক ক্যারি, এবটের এই অমূলক সন্দেহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "সর্দ্দার ঝন্দা সিংহের অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট বিভাগের কতকাংশ বিদ্রোহী হইলে, যদিও সর্দ্দার এই ব্যাপারে লিপ্তছিলেন না, তথাপি এবট্ বলেন যে, ঝন্দাসিংহ এক ঘোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সর্দ্দার এই বিদ্রোহী-দিগকে মুলরাজের সহায়তা নিমিত্ত মুলতানে প্রেরণে ইচ্ছুক ইহাও তাঁহার বিশ্বাস।" ইহা যে কতদূর অমূলক তাহা রেসিডেণ্ট স্বয়ং এবট্‌কে লিখিয়াছিলেন; "সর্দ্দার ঝন্দাসিংহের বিদ্রোহ সম্বন্ধে আপনার মত নিতান্ত অমূলক; কারণ এই সর্দ্দার আমার উপদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতেছেন।"*

কাপ্তেন এবটের পরবিদ্বেষিতাসম্বন্ধে রেসিডেণ্ট গভর্ণর জেনারলকে এইরূপ লিখিলেন—"আপনি এবটের চরিত্র সম্বন্ধে অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন যে,তিনি ষড়যন্ত্র,রাজদ্রোহ ও চক্রান্তের প্রত্যেক জনশ্রুতি মাত্রই বিশ্বাস করিতে তৎপর। নিকটস্থ বা দূরস্থ প্রত্যেকেরই প্রতি এমনকি তাঁহার স্বীয় ভৃত্যবর্গেরও প্রতি তিনি সন্দিগ্ধচিত্ত। স্বীয় ধারণায় তাঁহার অকাট্য বিশ্বাস এবং উহা পুনঃ পুনঃ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তিনি তৎসম্বন্ধে অটল বিশ্বাস হইতে কিছুমাত্রও বিচলিত হয়েন না।"† আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই অধীর প্রকৃতি সন্দিগ্ধচেতা ব্যক্তি এক দুরূহ ব্যাপার সাধনে, হাজারায় রেসিডেণ্টের প্রতি নিধিস্বরূপ ছিলেন। আর তিনি যাঁহার মন্ত্রণা দানে নিযুক্ত হয়েন, সেই ব্যক্তি এই বিপরীতবুদ্ধি হটপ্রকৃতি রাজকর্ম্মচারীর কিরূপে বিশ্বাসভাজন হইবেন। রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন যে, "ছত্রসিংহ প্রাচীন ও অক্ষম, তিনি মহা-রাজের ভাবী শ্বশুর, পঞ্জাবে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে আর কেহই ছিল না। তিনি ও তাঁহার সন্তানেরা বৃটিস প্রসাদে সহসা উন্নতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা রণজিতের প্রাচীন সর্দ্দারগণের অপ্রিয়। তাঁহারা সৈন্যগণেরও প্রিয় নহেন; সাধারণ অধিবাসীর নিকট তাঁহাদের কিছুই প্রভাব নাই।"‡ জন্‌লরেন্সও ছত্রসিংহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 328.

† Ibid. p. 285.

‡ Ibid. pp. 279, 380.

যে, "তিনি একজন নিরীহ প্রাচীন ব্যক্তি, অধিকন্তু তিনি এক্ষণে দীর্ঘকালস্থায়ী এক রোগে আক্রান্ত হওয়াতে অপটু হইয়াছেন।"* এইরূপ ভদ্র ও নির্দ্দোষী বৃদ্ধ কিরূপে এবটের চক্ষে দীর্ঘকাল দোষশূন্য বোধ হইবে?

পল্লিতে দরবারস্থ যে শিখ সৈন্য ছিল, তাহার অতি অল্পাংশ মুলতানের বিদ্রোহিগণের সহিত মিলিত হইবার বাসনা করে। এই সৈন্যগণের সংখ্যা অতি অল্প এবং সেনানিগণের মধ্যে কেহই এই সৈন্যগণের চক্রান্তে যোগ দেন নাই, বরং তাঁহারা এই বিদ্রোহভাব দমনে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়াই এবটের ধারণা হইল যে, ছত্রসিংহ এই চক্রান্তের নেতা। কিন্তু এইরূপ ব্যাপারে সর্দ্দারকে লিপ্ত করিবার কোন প্রমাণ ছিল না। সে যাহাহউক, কোনরূপ বিচিত্র ধারণা একবার এবটের বৃহৎ মস্তকে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে সহজে তাহা দূর হইত না। সুতরাং আর কোন প্রমাণের আবশ্যক হইল না; অমনি সিদ্ধান্ত হইল যে, ছত্রসিংহ একজন ঘোরতর বিদ্রোহী, তিনি লাহোর হইতে ইংরাজগণকে দূরীভূত, ও লাহোরস্থ ইংরাজসৈন্যের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে এই সৈন্যচালনা করিতে, উপক্রম করিবেন। এই অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া কাপ্তেন এবট্ ছত্রসিংহের নিকট অবস্থিতি, আর ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না; এবং কালবিলম্ব না করিয়া, সেই স্থান হইতে প্রায় ১৮ ক্রোশ দূর সিরওয়ানে তাঁহার বাসস্থল নির্দ্দেশ করিলেন। ছত্রসিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও পত্রাদি প্রেরণ অবিলম্বে রহিত হইল।†

ছত্রসিংহ তাঁহার পরামর্শদাতার এইরূপ আচরণে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন; কেন এবট্ এরূপ করিতেছেন তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এ বিষয়ের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত তিনি স্বীয় উকীলকে এবটের নিকট পাঠাইলেন। এবট কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সর্দ্দারের উকীলকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রভুকে বিশ্বাস করেন না। ছত্রসিংহ উন্মত্ত ও কোপনস্বভাব এবটের এই অভদ্রোচিত আচরণে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, এবটের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিলে বিষয়কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবে জানিয়া, সিরওয়ানে এবটের নিকট স্বয়ং

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 334.
† Ibid. pp. 279, 285.

অবস্থান করিতে বা তাঁহার পুত্র উত্তরসিংহকে প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিতে উগ্রপ্রকৃতি এবটকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এবট্ এই বিনয়ী ও নম্র সর্দ্দারের আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না।

ছত্রসিংহের প্রতি এবটের আচরণ এতদূর বিরক্তিজনক হইয়াছিল যে, তিনি সমুচ্চক্ষমতাপন্ন রাজকর্ম্মচারিদিগেরও তিরস্কারভাজন হইলেন। রেসিডেণ্ট লিখিলেন—"যেরূপ অবিশ্বাসের সহিত কাপ্তেন এবট্ ছত্রসিংহের সহিত সতত ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে যে, উক্ত সর্দ্দার তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবেন ইহা অস্বাভাবিক নহে। এবট্ ছত্রসিংহকে বিদ্রোহিতার অবতারস্বরূপ দেখিতেন; এবং ছত্রসিংহের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, কাপ্তেন এবট প্রথম সুযোগেই তাঁহার এবং হাজারাস্থ খালসা সৈন্যের ধ্বংস সাধনে প্রস্তুত হইবেন।"*

পঞ্জাবসংক্রান্ত রাজপত্রে এবটেরই বৃত্তান্তানুসারে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, "পক্লিস্থিত দরবার সৈন্যের অতি অল্পাংশই অবাধ্য হইয়াছিল; সেনানিগণ এই ব্যাপারে যোগ দেন নাই, বরং তাঁহারা ইহা দমনে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন; মুলতানে এড্ওয়ার্ডিস দুইবার জয়লাভ করিয়াছেন শ্রবনে, তাহার সম্মান হেতু তাঁহারা দুইবার তোপধ্বনি করিয়াছিলেন; গোলন্দাজগণ এই বিদ্রোহে যোগদানে সম্মত হয় নাই।"† এইরূপে তাঁহারই বাক্যে প্রমাণ হইতেছে যে, এই বিদ্রোহভাব সমুদায় সৈন্য মধ্যে ব্যাপ্ত ছিল না। আর ছত্রসিংহ যে, এই বিদ্রোহের প্রবর্ত্তক বা অনুমোদক তাহার কিছুই প্রমাণ নাই, তথাপি এবটের ধারণা হইল যে, ছত্রসিংহ এক সুবিস্তৃত ঘোর বিদ্রোহের নেতা। আর কোন প্রমাণের আবশ্যক হইল না; এই বিচিত্র সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া, এবট্ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম সপ্তাহেই, শাসনকর্ত্তা ছত্র সিংহকে কিছুমাত্র জ্ঞাপন না করিয়া, হাজারায় সশস্ত্র মুসলমানগণকে সর্দ্দারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। এই দুরন্ত মুসলমান গণের উপর তাঁহার বিলক্ষণ আধিপত্য ছিল। অর্থদানে ও তাহাদের পরম

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 279.

† Ibid. p. 370.

শত্রু শিখগণের সর্ব্বনাশ সাধনের প্রলোভন প্রদর্শনে, মহামতি এবট্ তাহাঁদিগকে ঘোরতর উত্তেজিত করিয়া, যে সকল পথদ্বারা পক্লিস্থ সৈন্য সমতল ভূমিতে অবতরণ করিতে পারে, তৎসমুদায় রুদ্ধ করিলেন।*

আগষ্ট মাসের ষষ্ঠ দিবসে, হিন্দু শোণিত পাতেচ্ছু মুসলমানগণ দলে দলে ছত্রসিংহের আবাসস্থল হরিপুর নগর অবরোধ করিল। সর্দ্দার স্বভাবতঃ আত্ম রক্ষার্থ নগররক্ষক সৈন্যগণকে কামান লইয়া ময়দানে, শিবির সন্নিবেশ করিতে আদেশ দিলেন। সর্দ্দার ছত্রসিংহের অধীনে কর্ণেল কনোরা নামক মার্কিনবাসী এক তোপরক্ষক সেনানী ছিল। ছত্রসিংহ অপরাপর সেনানিগণের সহিত তাহাকেও তোপ লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। কনোরা ঐ আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বলিল যে, কাপ্তেন এবটের অনুমতি বিনা স্থানান্তরে যাইতে সে অক্ষম। সর্দ্দার ছত্রসিংহ কনোরাকে উক্ত কার্য্যের জন্য দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন "কাপ্তেন এবট জানিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ ভয়ঙ্কর! সহস্র সহস্র বিদ্রোহী সৈন্য তাঁহাদিগকে আক্রমণে প্রস্তুত; বিশেষতঃ তাঁহাদের কামান ও রসদাদি যে স্থলে আছে, শত্রুগণ সহজেই তাহা অধিকার করিতে পারিবে।" কনোরা যে, কেবল তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিল, এমত নহে প্রত্যুত সে দুইটি তোপ প্রস্তুত করিয়া, মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, জ্বলন্ত কাষ্ঠ হস্তে ধারণপূর্ব্বক বলিল, "যে কেহ প্রথমে সম্মুখীন হইবে, তাহাকেই সে গোলায় উড়াইয়া দিবে।" সর্দ্দার ছত্রসিংহ দুইদল পদাতিকে কামান ও গোলা আনয়নে প্রেরণ করিলেন। কনোরা এক দেশীয় হাবিলদারকে ছত্রসিংহের প্রেরিত পদাতি দলের উপর গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ দিল, কিন্তু সে উন্মত্তের এই আজ্ঞা প্রতিপালন করিল না। কনোরা তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্যকে তরবারির আঘাতে ভূতলশায়ী করিয়া, স্বয়ং কামানে অগ্নি প্রদান করিল; কিন্তু কামানের লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সময়ে কনোরা সর্দ্দারের দুই পদাতিকে পিস্তলের গুলিতে ভূমিসাৎ করিল। পরমুহূর্ত্তেই সেও সর্দ্দারের সৈন্যের কৃপাণে গতজীবন হইয়া ভূমি লুণ্ঠন করিল।†

Bell's Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 115.

Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 279, 280, 287, 301, 303.

কনোরা অবাধ্যতার যে উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছে, সে বিষয়ে পক্ষপাত-শূন্য বিচারকগণের অন্তরে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না; কনোরার বিনাশ যে অতিমাত্র ন্যায়সঙ্গত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে আর কোন দ্বিরুক্তি নাই। কিন্তু এবটের বুদ্ধিতে ইহা নৃশংস হত্যা বলিয়া প্রতীত হইল। তিনি এই ঘটনা অতিমাত্র রঞ্জিত করিয়া, রেসিডেণ্টকে জ্ঞাত করিলেন যে, "কনোরার হত্যাকাণ্ড, সর্দ্দার কর্ত্তৃক পেসোয়ারা সিংহের হত্যার ন্যায় নীচ ও কাপুরুষোচিত।"* তিনি আরও বলিলেন যে, "কনোরার এই হত্যাকাণ্ড পূর্ব্বকল্পিত।"†

সর্দ্দার ছত্রসিংহও এই ব্যাপারের যথার্থ বৃত্তান্ত রেসিডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ প্রতিনিধি উভয়ের প্রেরিত বৃত্তান্তের প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে সম্যক্ বিচার করিয়া, তাঁহার নীচপ্রকৃতি কর্ম্মচারীকে এইরূপ লিখিলেন—"কনোরার মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি ও সর্দ্দার যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে, সর্দ্দারের পুনঃ পুনঃ আদেশ লঙ্ঘন এবং সর্দ্দার প্রেরিত সৈন্যদিগের উপর বিরুদ্ধাচরণই, তাহার মৃত্যুর কারণ। এই ব্যাপারে আপনি যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি কোন মতেই আপনার সহিত এক মত হইতে পারি না। সর্দ্দার ছত্রসিংহ হাজারার দেওয়ানি ও সামরিক শাসনকর্ত্তা; তত্রত্য শিখ সেনার অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে মান্য করিতে বাধ্য, তাঁহার আদেশের দায়িত্ব তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে। এই ব্যাপারের যথাসম্ভব মন্দভাব লইলেও আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, আপনি কিরূপে ইহা পেসোয়ারা সিংহের হত্যাকাণ্ডের ন্যায় নীচ ও কাপুরুষোচিত বলিয়া গণ্য করিতে পারেন।

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 302; এবটের এই উক্তি নিতান্ত অলীক, পেসোয়ারা ছত্রসিংহ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন নাই, মহারাণীর ভ্রাতা জোয়াহিরসিংহের আদেশে ফতেখাঁন্ কর্ত্তৃক কারাগারে নিহত হয়েন;—পূর্ব্বে ৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 311.

"হাজারার গোলযোগ সম্বন্ধে, আপনার ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রেরিত বৃত্তান্ত মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই, এমন কি এই ব্যাপারের অভিসন্ধি সম্বন্ধে মতবিভিন্নতা পরিহার করিলে, আমার নিকট প্রেরিত ছত্রসিংহের ও আপনার বৃত্তান্তে, প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। ইহা অতি স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পক্লিস্থ সৈন্যের অভিপ্রায় যেরূপই হউক না কেন, যতক্ষণ না আপনি স্বয়ং সশস্ত্র মুসলমান কৃষাণগণকে উত্তেজিত করিয়া, তাহাদিগের শিবিরাবরোধ করিয়াছেন, ততক্ষণ তাহারা কোন প্রকার বিদ্রোহিতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। দুর্গ ও নগর মধ্যস্থ ময়দানে কামান লইয়া যাইবার পূর্ব্বে সশস্ত্র মুসলমানগণ হরিপুর আক্রমণ করিয়াছিল। সুতরাং সর্দ্দার বলেন যে, এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কেবল আত্ম রক্ষাহেতু তিনি সৈন্যগণকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; আর কেন যে অধিবাসিগণ সহসা তাঁহার বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়াছিল, তাহার কারণ তিনি আদৌ জানিতেন না; কিন্তু আপনি বলিতেছেন যে, পক্লিস্থ সৈন্যকে নগর হইতে বহির্ভাগে আনয়নই ইহার উদ্দেশ্য। আপনার আদেশক্রমে এই সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করা হইয়াছিল, কিন্তু এই আদেশের কোন সংবাদ শাসনকর্ত্তা ছত্রসিংহের কর্ণগোচর করা হয় নাই। যাহার ঘটনা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল, তন্নিবারণে সৈন্যসজ্জা ও অধিবাসিগণকে উত্তেজিত করিতে, আমি আপনাকে কোন ক্ষমতা দিই নাই।

"ভবিষ্যতে আপনার ইচ্ছামত সর্দ্দারের দোষগুণ বিচার করিবেন বলিয়া আপনি যে, সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পত্রাদি প্রেরণ রহিত করিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই আমি অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আপনি অগ্রেই হাজারার শাসনকার্য্যস্থল হইতে অন্যত্র গিয়াছেন এবং সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পত্রাদি প্রেরণ বন্ধ করিয়া তাঁহার উকীলকে বলিয়াছিলেন যে, সর্দ্দারের উপর আপনার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। এরূপ ঘটনায় এক দুর্ব্বল অভিমানী সামন্ত আপনাকে অবমানিত বিবেচনায় অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবেন, ও হাজারাস্থ সৈন্যের অসন্তোষের বিষয় বাস্তবিক জানিতে পারিলেও তদ্বিষয়ে নিস্তব্ধ থাকিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে।

"আমার বিবেচনায় ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আপনি সর্দ্দারের নিকট হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং আপনার নিকট স্বয়ং অবস্থান করিতে বা তাঁহার পুত্র উত্তরসিংহকে শিরওয়ানে প্রতিনিধি-স্বরূপ রাখিতে সর্দ্দার যে আপনার নিকট আবেদন করেন, তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে, আপনি সংবাদবাহক ও গুপ্তচরগণের বর্ণিত সর্দ্দারের ও তৎসৈন্যের অভিসন্ধি বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন; কিন্তু আপনার জানা উচিত ছিল যে সম্ভবতঃ প্রকৃত ঘটনা গোপনই, উক্ত চরগণের স্বার্থসিদ্ধির একমাত্র উপায়। যে কোন ঘটনা এপর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোনটিই, কনোরার মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বা এই হত্যাকাণ্ড সর্দ্দারের পূর্ব্বকল্পিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, আপনার মত সমর্থন করিতেছে না। এবিষয়ে তত্ত্বাবধানের এখনও আবশ্যক।"*

ইহাতেও এবটের চৈতন্য হইল না, তিনি নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন। পক্লিস্থ সৈন্য বিদ্রোহী এবং ছত্রসিংহই ইহার নেতা, এই অদ্ভুত ও বিচিত্র বিশ্বাস হইতে তিনি আদৌ বিচলিত হইলেন না; কিন্তু পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, কাপ্তেন এবটের অত্যাচার পূর্ণ আচরণের পূর্ব্বে, পক্লিতে কোনপ্রকার দূষনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। এমন কি, তাঁহারই বর্ণিত ঘটনা হইতে জানা যায় যে, হতভাগ্য কনোরার মৃত্যুর পূর্ব্বে, ছত্রসিংহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বা রচিত বিদ্রোহজ্ঞাপক আচরণের কোন প্রমাণ ছিল না। এবট ইহাও বলিয়াছেন "ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় যে, পক্লিস্থ সৈন্য, অবরোধের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিল, তাহা না হইলে সম্ভবতঃ তাহারা সকলেই একবারে বিনষ্ট হইতে পারিত। এবং যেহেতু তাহারা তাহাদের বিভাগ হইতে স্থানান্তরে যায় নাই, তন্নিমিত্ত যেপর্য্যন্ত না তাহারা কোন বিদ্রোহ সূচক কার্য্য করে, সেই পর্য্যন্ত তাহাদের বিনাশে আদেশ দিতে আমি অনিচ্ছুক।"†

এইরূপে পণ্ডিতপ্রবর এবট স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন যে, পক্লিতে প্রথমতঃ

---

* Papers Relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 313, 316.

† Ibid. p. 303.

কোন প্রকার দূষনীয় কার্য্য হয় নাই, অতএব তাঁহার মতে ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় যে, এই অবাধ্য শিখগণ বিদ্রোহাচরণ বা লাহোরে যাত্রা করিয়া,তাঁহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অবসর দেয় নাই; তাহাদিগকে তাহাদিগের বিভাগে বিনাশ করিতে তিনি অনিচ্ছুক, কারণ তাহারা কোন প্রকার বিদ্রোহ সূচক কার্য্য করে নাই। ইহার পরিবর্ত্তে এই মহাপুরুষই অগ্রে তত্রত্য শিখসৈন্যের বিনাশে সশস্ত্র মুসলমানগণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন; এবং ছত্রসিংহের পক্ষীয় সকলকেই উত্যক্ত করিতে,হাজারাস্থ সর্দ্দারগণকে অদেশ দিয়াছিলেন।* এবটের আচরণ এইরূপ ঘোর স্বেচ্ছাচারিত্বে পরিপূর্ণ।

ছত্রসিংহ ও পক্লিস্থ সৈন্যের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে, এরূপ বলবৎ প্রমান সত্বেও এবটের বিচিত্র ধারণা হইল যে, পক্লিস্থ সৈন্য বিদ্রোহী ও ছত্রসিংহ ইহাদের নেতা। কনোরাকে যাহারা তাহার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছে তাহারা হত্যাকারী, এই মত হইতে রেসিডেন্টের পত্রও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পরিল না। তাঁহার নূতন আবাসস্থল হইতে তিনি কনোরার প্রাণহন্তৃগণকে তাঁহার হস্তে অবিলম্বে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত ছত্রসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন। এবং আরও লিখিলেন যে, "যদি ছত্রসিংহ এই বিষয়ে সম্মত হয়েন, তাহা হইলেই তাঁহার জায়গীর ও তাঁহার সৈন্যগণের নিরাপদ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, এবং আইন অনুসারে তাঁহার ঈদৃশ আচরণের সম্যক তথ্যানুসন্ধানও হইতে পারে।"† এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা ও অনভিজ্ঞতার একশেষ পরিচয় দিয়া, এবট একবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া ছত্রসিংহকে পুনরায় লিখিলেন যে, "কনোরার হত্যাকারিগণকে আমার হস্তে সমর্পণ করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ হাজারায় পূর্ব্বমত শান্তি পূর্ণস্থাপন করিব।"‡ ইহাতে বিশালবুদ্ধি এবট একপ্রকার স্বীকার করিলেন যে, হাজারাস্থ গোলযোগ সমুদায় তাঁহারই কার্য্য। আর ছত্রসিংহ কিরূপেই বা যাহারা কনোরার সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়াছি, তাহাদিগকে তাহাদের কৃতান্তের করে সমর্পণ করিবেন। তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যরূপে পারি-

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 301, 302.
† Ibid. p. 303. ‡ Ibid. p. 304.

তোষিক দিয়াছিলেন। ইহা অতি স্বাভাবিক কার্য্যই হইয়াছিল। সঙ্কীর্ণহৃদয় মনুষ্যগণের নিকট ইহা সেরূপ প্রতীয়মান না হইলেও প্রশস্তচেতা অপক্ষপাতী মহানুভবগণ ইহা কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়াই অভিহিত করিবেন। এই ব্যক্তিগণকে প্রকাশ্যভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্মের জন্য পারিতোষিক প্রদান করিয়া, পরে ছত্রসিংহ যদি তাহাদিগকে এবটের হস্তে সমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে অনর্থক কেবল যে তাঁহার সম্মানের হানি হইত এমত নহে, প্রত্যুত এরূপ অনুচিত কার্য্য করিলে এক আশু ঘোর বিদ্রোহ সংঘটিত হইত, এবং সেই বিদ্রোহে ছত্র সিংহের জীবন প্রথমেই বিনষ্ট হইত।*

ছত্রসিংহ প্রকৃত ভদ্রলোকের ন্যায় নির্দ্দোষী হইলেও এবটের দুরন্ত ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনায় প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রূঢ় ও কর্কশস্বভাব এবট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিলেন।† এবট ইহা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। আগষ্ট মাসের ত্রয়োদশ দিবসে তিনি রেসিডেণ্টকে লিখিলেন যে, ছত্রসিংহ শিখসৈন্যগণকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজনা করিতেছেন ও জম্মুরাজকে লাহোর রাজধানী আক্রমণ করিতে অনুনয় করিতেছেন।‡ জম্মুরাজ গোলাপসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতস্পুত্র ও তনয় রাজাজোয়াহিরসিংহ এবং রাজা রণবীরসিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট ছত্রসিংহের প্রেরিত পত্রগুলি এবটের হস্তে পতিত হয়। এই পত্রগুলিতে বিদ্রোহজ্ঞাপক কিছুই ছিলনা। ইহাতে যে জম্মুরাজকে কিম্বা শিখ সৈন্যগণকে বিদ্রোহী হইতে ছত্রসিংহ উত্তেজনা করিতেছেন, এরূপ কিছুই পাওয়া যায় নাই, প্রত্যুত ছত্রসিংহ এবট কর্ত্তৃক উত্তেজিত সেই দুর্দ্দান্ত সশস্ত্র মুসলমানগণের হস্ত হইতে তাঁহার সৈন্য ও জায়গীর রক্ষাভিলাষে, জম্মুরাজের নিকট কেবলমাত্র চারি রেজিমেণ্ট সৈন্যের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এমন কি, রেসিডেণ্ট ও নিকল্‌সন্ তৎকালে ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। এইসমস্ত পত্রগুলি তৎকালে, ছত্রসিংহের নির্দ্দোষিতার সর্ব্বোত্তম প্রমাণ।§

---

* Bell's Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 124.
† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 311.
‡ Ibid. p. 304.
§ Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 123.

কাপ্তেন নিকল্‌সন্ রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে নিযুক্ত হইয়া হাজারায় যাইলেন। রেসিডেন্ট এই ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার মত নিকল্‌সন্‌কে আগষ্ট মাসের ১৯শে তারিখের পত্রে জ্ঞাপন করিলেন। রেসিডেন্ট বলিলেন—"আমরা ইহা অবশ্য স্মরণ রাখিব যে, সর্দ্দার বা পক্লিস্থ সৈন্যের যে অভিপ্রায়ই থাকুক না কেন, যে পর্য্যন্ত না পক্লিস্থ সৈন্যগণ অবরুদ্ধ ও হরিপুর মুসলমান জাতিগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছিল (এবং যে সমাচার কাপ্তেন এবট আদৌ হাজারার শাসনকর্ত্তা ছত্রসিংহকে দেন নাই,) তদবধি সর্দ্দার বা পক্লিস্থ সৈন্য মধ্যে কেহই প্রকাশ্যভাবে কোন কার্য্য করে নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কাপ্তেন এবট অগ্রে এই গোলযোগের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন; এবং সর্দ্দার ছত্রসিংহ এ নিমিত্ত বলিতেছেন যে, তিনি তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যের ও হাজারার রক্ষাহেতু অন্যান্য শিবির হইতে সৈন্য সহায়তা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন"* নিকল্‌সন্‌ও এবিষয়ের সম্যক্ বিবেচনা করিয়া রেসিডেন্টকে লিখিলেন, "যাহা ঘটিয়াছে তন্নিমিত্ত সর্দ্দারকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করা উচিত।" তিনি আরও বলিলেন যে "ভয় ও ভাবনা নিবন্ধনই" সর্দ্দার এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।†

এইরূপ মত লিপিবদ্ধ করিবার পর নিকল্‌সনের এক বিচিত্র ধারণা হইল যে, কনোরার যাহারা শাস্তিবিধান করিয়াছে, তাহারা দারুণ হত্যাকারী এবং তাহাদিগকে ছত্রসিংহ অবশ্য ইংরাজ করে সমর্পণ করিতে বাধ্য। এই অদ্ভুত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিকল্‌সন্ অবিলম্বে ছত্রসিংহের নিকট হইতে কনোরার শাসনকারিগণকে দাবী করিলেন, এবং আরও বলিলেন, "যদি ছত্র সিংহ অবিলম্বে আমার নিকটে আত্ম সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন ও মান রক্ষার নিমিত্ত আমি প্রতিভূস্বরূপ রহিলাম; কিন্তু তাঁহার নাজিমত্ব ও জাইগীর রক্ষার নিমিত্ত আমি দায়ী নহি।" ইহা করিয়াও নিকল্‌সন্ ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি ছত্রসিংহকে আরও জ্ঞাত করিলেন যে, "তাঁহার নাজিমত্ব ও জাইগীর রক্ষানিমিত্ত তিনি যেন আর আশা না করেন।" নিকল্‌সন্ এই সমুদায় কথারেসিডেন্টকে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—"আমি

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 312.

† Ibid pp. 308, 309.

ভরসা করি আপনি এ বিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন যে নাজিমত্ব ও জাইগীর হইতে বঞ্চিত করাই ছত্রসিংহের সমুচিত শাস্তি।* এই ভয়ঙ্কর দণ্ডাজ্ঞা রেসিডেণ্ট বিনা বিচারে ও বিনা প্রমাণে সম্পূর্ণরূপ অনুমোদন ও মঞ্জুর করিলেন।

আগষ্ট মাসের ২৩শে তারিখে, এই নিদারুণ দণ্ডলিপি নিকল্‌সন্ সমীপে ডাকযোগে প্রেরিত হইল।† আশ্চর্য্যের বিষয় যে দিবসে রেসিডেণ্ট ছত্রসিংহের ঘোরতর সর্ব্বনাশ অনুমোদন ও সমাপন করিলেন, সেই দিবসেই তিনি মেজর এডওয়ার্ডিসকে লিখিলেন যে, "লেফ্‌টেনেণ্ট নিকল্‌সন্ ও মেজর লরেন্স, যাঁহাদিগের এবিষয় বিচার করিবার অতি উত্তম সুযোগ আছে,তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আমার সহিত একমত হইয়াছেন যে, সর্দ্দার ছত্রসিংহের এইরূপ আচরণ, এবটের দুরভিসন্ধির আশঙ্কা নিবন্ধনই হইয়াছে, অন্য কোন কারণে হয় নাই।‡ এতদ্ব্যতীত তিনি পূর্ব্বে ভারতের প্রধান সেনাপতিকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, "কাপ্তেন নিকল্‌সন্ বোধহয় জানেন না, কি কারণে কনোরার মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, কারণ তিনি ইহাকে অন্যায় হত্যাকাণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইহাও অনুমান করেন যে, ছত্রসিংহ কনোরার ঘাতক-দিগের পরিচালক ছিলেন।"§ পুনশ্চ ছত্রসিংহের সর্ব্বনাশ করিবার পরদিবস ২৪শে আগষ্ট, তিনি এবটকে যথোচিত ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন যে, "তাঁহার আচরণ নিতান্ত সন্নীতিবহির্ভূত এবং তিনি কোন ক্রমেই কনোরার মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলিতে পারেন না।" নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ ধারণা সত্ত্বেও, রেসিডেণ্ট লেখনীর এক আঘাতেই ছত্রসিংহকে তাঁহার নাজিমত্ব ও জাইগীর হইতে বঞ্চিত করিলেন, এবং ছত্রসিংহকে মৌখিক নির্দ্দোষী বলিয়া, তাঁহার প্রপীড়ককে মৌখিক ভৎর্সনা করিলেন। বৃটিস প্রতিনিধির এরূপ কার্য্য নিতান্ত সন্নীতিবহির্ভূত ও অনুপযুক্ত।

সেপ্টেম্বর মাসের ৫ই তারিখে, রেসিডেণ্ট গভর্ণমেণ্টকে লিখিলেন,— "আমি কেবলমাত্র ছত্রসিংহের জীবনদানে ও সম্মানের সহিত তাঁহার আচরণের

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 295.

† Ibid. p. 297. ‡ Ibid.p. 297. § Ibid. p. 286.

তথ্যানুসন্ধানে স্বীকৃত হইয়াছি।"* ছত্রসিংহের প্রতি পূর্ব্বেই ভয়ঙ্কর শাস্তি বিধান করিয়া, পরিশেষে তাঁহার আচরণের তথ্যানুসন্ধান, কিরূপে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানসূচক হইতে পারে বুঝিতে পারা গেল না। এমন কি সর্দ্দারকে একবারও বলা হইল না যে, যদি তিনি আত্মদোষ ক্ষালনে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে এই শাস্তি হইতে তিনি মুক্ত হইবেন। এইরূপে ছত্রসিংহ তাঁহার জাইগীর ও নাজিমত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন; এইরূপে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইল।

ছত্রসিংহ যখন দেখিলেন যে, রেসিডেণ্টের নিকট তাঁহার আবেদন নিরর্থক হইল, যখন তিনি এবটের ক্রিয়াকলাপ তিরস্কৃত হইল কি না, জানিতে পারিলেন না, যখন তিনি দেখিলেন যে, ইংরাজ তাঁহাকে প্রাণদানের আশা ব্যতীত আর কিছুই দিলেন না, তখন তিনি সমগ্র পঞ্চনদের ঘোরতর সর্ব্বনাশে আপনাকে সর্ব্বপ্রথম সঙ্কটাপন্ন ব্যতীত আর কি বিবেচনা করিতে পারেন? যখন ছত্রসিংহ আরও দেখিলেন যে, রণজিৎ মহিষী মহারাণী ঝিন্দন কিরূপে পঞ্চনদ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, স্বীয় কন্যার সহিত মহারাজের বিবাহে অনুমোদন করিতে রেসিডেণ্ট কিরূপ ইতস্ততঃ করিলেন, এবং এবট তাঁহার সর্ব্বনাশ হেতু দুরন্ত মুসলমানগণকে উত্তেজিত করিয়াও প্রকাশ্যে তিরস্কৃত হইলেন না, বরং বিনা বিচারে, তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, তখন প্রাচীন ছত্রসিংহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহার প্রপীড়কগণের বিরুদ্ধে ভীম হস্তে কৃপাণ উত্তোলন করিলেন। জাতীয় ধর্ম্ম ও খালসা রাজের রক্ষাহেতু ছত্রসিংহ প্রকাশ্যে ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এইরূপে যে ব্যক্তি পূর্ব্বে প্রভুর সম্মান রক্ষার্থ অনুরক্ত অনুচরগণের অস্ত্র ধারণের জন্য অনুনয় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে ইংরাজের অন্যায় আচরণে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তিনি আর তাহাদের অনুনয় প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি সম্মুচ্চ রাজ বিরুদ্ধে যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইতে বাধ্য হইলেন। †

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 329.

† Bell's Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 127.

অষ্টম অধ্যায়।

সেরসিংহ ও মুলরাজ, ১৮৪৮—১৮৪৯ খৃঃ।

সেরসিংহ ও অন্যান্য সর্দ্দারগণের বিশ্বস্ততা—মুলরাজের নীচ ও জঘন্য চক্রান্ত—সেরসিংহ কর্ত্তৃক উহার শাসন—সেরসিংহের বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তি—সেরসিংহের বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তিসম্বন্ধে এডওয়ার্ডিসের প্রশংসা ও অভিমত—ইংরাজ কর্ত্তৃক ছত্রসিংহের সর্ব্বনাশে সেরসিংহের আচরণ—জনকের অবমাননা ও সর্ব্বনাশের প্রতিশোধ লইতে সেরসিংহের প্রতিজ্ঞা—মুলতানে ইংরাজ সৈন্য প্রেরণে বিলম্বের কুফল—সেরসিংহের বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অবরোধকারিগণের অবস্থা—সেরসিংহের আচরণে মুলরাজের সন্দেহ—ছত্রসিংহের নিকট সেরসিংহের প্রস্থান—মুলতান দুর্গ অবরোধের ফল—অবরোধকারিগণের বিরুদ্ধে মুলরাজের আক্রমণ—সূর্য্যকুণ্ডের যুদ্ধ—বিলম্বে মুলতানে ইংরাজের সৈন্য প্রেরণ—পুনরায় মুলতান দুর্গের অবরোধ—দুর্গ অধিকার ও মুলরাজের নির্ব্বাসন।

যখন ছত্রসিংহ এইরূপ ঘোরতররূপে প্রপীড়িত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার বীরবর পুত্র সেরসিংহ কি করিতেছিলেন? সেই বীরপুঙ্গব পিতার প্রতি এই উৎপীড়ন বার্ত্তা শ্রবণে কি করিলেন? এক্ষণে আমরা সেই বিষয়ই বিবৃত করিব। ইংরাজ সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত মুলতান বিদ্রোহ শাসনে অক্ষম শুনিয়াও, যখন রেসিডেণ্ট ক্যারি সর্দ্দারগণকে ইংরাজসৈন্যের সাহায্যদান করিলেন না, প্রত্যুত স্ব স্ব উপায়ে বিদ্রোহ দমন করিবার নিতান্ত সন্নীতি বহির্ভূত আদেশ প্রদান করিলেন, তখন সেরসিংহ ও তাঁহার সদস্য সম্‌সের

সিংহ ও উত্তরসিংহ প্রভৃতি সর্দ্দারগণ অগত্যা স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে মুলতানে যাত্রা করিলেন। তথায় প্রাণপণে তাঁহারা বিদ্রোহ দমনে প্রয়াস করিতে লাগিলেন। মেজর এডওয়ার্ডিসের মতানুসারে তাঁহারা সর্ব্বদা কার্য্য করিতেন। এডওয়ার্ডিস ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই মাসের পত্রে রেসিডেন্টের নিকট স্বীকার করেন যে, "সর্দ্দারগণ সম্পূর্ণরূপ আমাদের পক্ষপাতী।"* যদিও সেরসিংহের অধীনস্থ সমুদায় সৈন্য বিশ্বাসী ছিল না, তথাপি এই ব্যক্তির প্রবল প্রভাবে প্রায় সমুদায় সৈন্যই তাঁহার সম্পূর্ণ আদেশাধীন থাকে। তাঁহার শিবিরস্থ দুই একজন সৈন্য অত্যন্ত বাচালতা প্রদর্শন করিয়াছিল বলিয়া, সেরসিংহ তাঁহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া, দৃষ্টান্তস্থল করিলেন। †

সদুসোম বিজয়ের পাঁচ দিবস পরে, এডওয়ার্ডিসকে মুলতান দুর্গ অবরোধে সাহায্য নিমিত্ত, সেরসিংহ প্রায় সার্দ্ধচারি সহস্র সৈন্য লইয়া, দুর্গ হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই ব্যাপারে সেরসিংহ, সমসেরসিংহ ও উত্তরসিংহ, এডওয়ার্ডিসের পরম শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। এডওয়ার্ডিসের নিয়োগানুসারে তাঁহারা তাঁহাদের শিবির, সূর্য্যকুণ্ডে সন্নিবেশিত করিলেন। সূর্য্যকুণ্ড এডওয়ার্ডিসের শিবির হইতে দেড়ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে স্থিত। অবরোধের আয়োজনাভাবে এডওয়ার্ডিসকে দারুণ ক্ষতি সহ্য ও বৃথা অপেক্ষা করিতে হইল। সমুচ্চ গভর্ণমেণ্ট মুলতান অবরোধ করিবার নিমিত্ত এডওয়ার্ডিসকে সাহায্য করিতে এই বিলম্ব করায়, প্রভূত বিপদ্ সংঘটিত হইয়াছিল। এই বিলম্বের সুযোগ লইয়া মুলরাজ স্বীয় দুর্গ সবল করিলেন; সংক্ষেপতঃ এই বিলম্বে মুলরাজের বিলক্ষণ সুবিধা হইল। এই সুযোগে, বিদ্রোহী মুলরাজ, রাজভক্ত সেরসিংহ, সমসের সিংহ ও উত্তরসিংহকে মহারাজের পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বপক্ষে আনয়নাভিলাষে তাঁহাদের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। স্বদেশে প্রেমিক প্রভুভক্ত এই বীরত্রয়, রাজদ্রোহী মুলরাজের এই নীচ ও গুপ্ত প্রস্তাবে ক্রোধান্ধ হইয়া, তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন;

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 244, 254, 435.
† Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. p. 507.

এবং দূতগণের মুখে মসীলেপন করিয়া ও তাহাদিগকে গর্দ্দভোপরি আরোহণ করাইয়া বিদায় দিলেন। এইরূপ দুর্বৃত্ত মুলরাজ বিফলমনোরথ হইয়া, সামান্য সৈনিকগণকে স্বপক্ষে আনয়ন জন্য বিশেষ প্রলোভন দেখাইয়া জানাইলেন যে, তাঁহার ভবন তাহাদেরই; এবং আরও বলিলেন যে, মুলতান বাজারে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। মুলরাজের এই নীচ চাতুরীপূর্ণ কৌশল কতক পরিমাণে ফলদায়ী হইল। মুলরাজের এই নীচ প্রলোভনে কতিপয় সৈন্য বিচ্ছিন্ন ও বিচলিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সর্দ্দারগণের অক্ষুণ্ণ প্রভুত্বে ও প্রবল প্রভাবে প্রায় সমুদায় সৈন্যগণই তাঁহাদের আদেশাধীন রহিল।*

২০শে জুলাই, মুলরাজের একদল সৈন্য দুর্গ হইতে, এড্ওয়ার্ডিসের সৈন্যোপরি ঘোরতর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলে, সেরসিংহ সুনিপুণ রণ কৌশলে, মুলতান দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে গোলাবর্ষণ হইতে নিবৃত্ত করেন। ছয় দিবস পরে পুনরায় মুলরাজের একদল সেনা, সেরসিংহের শিবিরের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তীস্থানে আসিয়া দেখা দিল। সেরসিংহকে সহসা আক্রমণ বা তাঁহার শিবির হইতে কতক সৈন্যকে বিদ্রোহী পক্ষে আনয়নই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু সেরসিংহ ও অন্যান্য সর্দ্দারগণ বিপক্ষের এই গুপ্ত অভিসন্ধি পরিজ্ঞাত হওয়ায়, অবিলম্বে তাঁহাদের সৈন্যগণকে সশস্ত্র করিয়া, শত্রুর এই অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিলেন। দুরাশয় মুলরাজ দেখিলেন যে, সেরসিংহ বর্ত্তমানে, মহারাজের সৈন্যগণকে স্বপক্ষে আনয়ন বা বিজয়াশা করা, নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং সেরসিংহকে কোন প্রকারে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে, এই নিমিত্ত পাপাশয় মুলরাজ, বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিবার মানস করিলেন। এই ভয়ঙ্কর ও নীচ কার্য্যের অনুষ্ঠানে, মুলরাজ সেরসিংহের শিবিরস্থ সুজনসিংহ নামক জনৈক ঘোর পাপীর সহিত গোপনে চক্রান্ত করিলেন। আরও দুইজন হত্যাকারী এই পাপ কার্য্যে সুজনসিংহের সহকারী হইল। পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে,

* Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II, pp. 513, 514, 515, 519, 520.

এই নৃশংসব্যাপার কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই, প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহার অনুষ্ঠাতা সুজনসিংহ ও সহকারীদ্বয় ধৃত হইল। সেরসিংহ এড্-ওয়ার্ডিসের অনুমত্যানুসারে সুজন সিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। অবিলম্বেই নৃশংস নারকী সুজনসিংহের প্রাণবায়ু তোপমুখে বিনষ্ট হইয়া গেল।* মেজর এডওয়ার্ডিস বলেন, ইহাতে "রাজা সেরসিংহ সৈন্যগণের সাতিশয় অপ্রিয় হইয়াছিলেন এবং এনিমিত্ত সৈন্যগণ যে, তাঁহার বিরোধী হইবে ইহাও আমার বিশ্বাস।" †

যে সকল মোহান্ধ ঐতিহাসিক সেরসিংহকে মুলরাজের সহিত বিদ্রোহে লিপ্ত অনুমান করিয়া অসত্য বিবরণে ইতিহাস বক্ষ কলঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহারা একবার উক্ত ব্যাপার পাঠ করিয়া দেখুন। সেরসিংহ কতদূর প্রভুভক্ত ছিলেন, নীচমতি দুর্বৃত্ত মুলরাজের আচরণই তাহা সম্যকরূপে প্রকটিত করিতেছে। নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এইরূপ অশেষ গুণালঙ্কৃত ব্যক্তি ও তাঁহার সদস্যদ্বয়, তাঁহাদের প্রশস্ত ও শ্লাঘনীয় কার্য্যের জন্য প্রশংসা পাইবার পরিবর্ত্তে, ইংরাজের সন্দেহভাজন হইলেন মাত্র।‡ রাজা সেরসিংহ, ইহাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া এড্ওয়ার্ডিস্কে বলিয়াছিলেন—"যদি বাক্য ও শপথের প্রয়োজন হইত, তাহাহইলে, ধর্ম্মপুস্তক স্পর্শ করিয়া সমুদায় শপথই আমি করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার বিবেচনায় কার্য্যে রাজভক্তি প্রদর্শনই রাজভক্তির সর্ব্বোত্তম নিদর্শন। যখন অবমাননা ভয়ে, কোন সর্দ্দারকেই মুলতানে সৈন্য পরিচালনা করিতে দেখা যায় নাই, তখন সর্ব্বাগ্রে আমিই এই দুরূহ কার্য্যে স্বেচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। সর্দ্দারপুরে গোলন্দাজগণ যখন আদেশ পালনে ইতস্ততঃ করিতেছিল, তখন আমিই তাহাদিগকে কশাঘাত করি। সূর্য্যকুণ্ডে আমিই মুলরাজের দূতগণকে গর্দ্দভোপরি আরোহণ করাইয়া, তাহাদের মুখে মসীলেপন করিয়া দিই। আমিই সুজন সিংহের চক্রান্ত ভেদ ও ব্যর্থ করিয়া দিই।

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 312; Cf. also Edwardes' A year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 522, 523.

† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 330.

‡ Ibid. p. 435.

মুলরাজ বিষ প্রয়োগে আমাকেই হত্যা করিবার প্রয়াস পায়। অথচ শেষে আমিই সন্দেহস্থল হইলাম"। অবশেষে তিনি এড্ওয়ার্ডিস্‌কে বলিলেন যে, "যদি আপনি আমাকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করেন তাহা হইলে আমি আপনার শিবিরে বন্দীস্বরূপে থাকিতে, অথবা সামান্য সৈনিকের ন্যায় সতত আপনার পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে, এই উপস্থিত অবরোধ ব্যাপারে, কোন মাননীয় পদে আমাকে নিযুক্ত করুন।"*

এই অদীনসত্ত্ব মহাবীর, ইংরাজের এইরূপ বিচিত্র সন্দেহভাজন হইয়াও, তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। রণজিৎ রাজ্যের মঙ্গলহেতু তিনি পূর্ব্ববৎ এড্ওয়ার্ডিসের মতানুবর্ত্তী হইয়া বিদ্রোহ দমনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহানুভবতার কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; আত্মত্যাগের কি সমুচ্চ নিদর্শন!

জনকের উপর এবটের দুর্ব্ব্যবহারের সংবাদ, যখন প্রথমে মুলতানে পৌঁছে, তখনও সেরসিংহের রাজভক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮ই আগষ্ট মেজর এড্ওয়ার্ডিসের সহিত, পিতার আত্মরক্ষা ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে, তাঁহার নানাবিধ নীতিসন্দর্ভ কথাবার্ত্তা হয়। তাহাতে শান্তভাবে, তিনি পিতার পত্র এড্ওয়ার্ডিস্‌কে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, "সশস্ত্র মুসলমান কৃষকগণের বিরুদ্ধে, পিতার আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ আয়োজন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ক্ষমা যোগ্য কি না?" এবং তৎপরে বলিলেন, "আত্মরক্ষা না করিয়া কেহই অগ্রে জীবন দান করে না।"†

এইরূপে প্রগাঢ় রাজভক্তির সহিত সেরসিংহ এড্ওয়র্ডিসের মতানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে আগষ্ট মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবসে মুলতানের সম্মুখস্থ জঙ্গলে মুলরাজের সৈন্যদল এড্ওয়ার্ডিসের পক্ষীয় সৈন্যগণকে সহসা আক্রমণ করিল। এড্ওয়ার্ডিস্‌কে ঈদৃশ শঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, প্রশস্তমনা সেরসিংহ, অনাহুত ও অনাদিষ্ট হইয়াও বিদ্রোহী সৈন্যের উপর ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ করিয়া,

---

* Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 549, 550.

† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 294.

এড্ওয়ার্ডিসের প্রভূত উপকার করিলেন। ৩রা তারিখে তিনি পুনরায় মুলরাজের সৈন্যগণকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে বিশৃঙ্খল করিয়া দেন; কিন্তু পরিশেষে বিপক্ষেরা মুলতান দুর্গ হইতে প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করাতে, তিনি স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।*

এড্ওয়ার্ডিস্ ৪ঠা তারিখে লাহোরে রেসিডেন্টকে সেরসিংহের রাজভক্তি সম্বন্ধে এই পত্র লিখিলেন,—"সেরসিংহ এতাবৎকাল রাজভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন; তাঁহার ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া এরূপ বোধ হইত না যে, অনিচ্ছায় তিনি কার্য্য করিতেন; তাঁহার প্রশংসনীয় আচরণের পারিতোষিক প্রত্যাশী হইয়া সাহ্লাদে ও স্বচ্ছন্দে তিনি প্রতি কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতেন। মুলতানে আসিয়া অবধি, অনুনয়, ভয়প্রদর্শন বা শাস্তিদানে তাঁহার সৈন্যগণকে কর্ত্তব্যপরায়ন রাখিতে তিনি ত্রুটী করেন নাই। রাজা সেরসিংহ তাঁহার সৈন্যগণের বিদ্রোহিতা নিবারণার্থে এতদূর কৃতপ্রযত্ন ও মনোযোগী ছিলেন যে, দুর্বৃত্ত সৈন্যগণ তাঁহার শাসনে পীড়িত হইয়া, তাঁহাকে শিখকুলগ্লানি ও মুসলমান কুলোদ্ভব বলিত; এবং মুলতানবাসিগণ ঘৃণাপূর্ব্বক তাঁহাকে সেখসিংহ উপাধি দিয়াছিল।"† ১০ই তারিখের পত্রে এড্ওয়ার্ডিস্ পুনরায় রেসিডেন্টকে জ্ঞাপন করিলেন যে, "পূর্ব্ব হইতে এতাবৎকাল রাজা সেরসিংহ ও সর্দ্দারগণ তাঁহাদিগের বিদ্রোহিসৈন্যগণের দমনে ও শিখরাজ্যের মঙ্গলসাধনে সততই যত্নপর আছেন।" রাজা সেরসিংহের প্রশস্ত রাজভক্তিসূচক ক্রিয়াকলাপে তাঁহার সদস্যদ্বয়ও অনুমোদক ছিলেন।‡

এক্ষণে দেখা যাউক, মুলতান বিদ্রোহ দমন নিমিত্ত মুলতানে ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করিতে অনর্থক বিলম্ব করায় মুলরাজের কি সুবিধা হইল। সমগ্র ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক, গ্রীষ্মকালে মুলতানে ইংরাজ

---

* Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 564, 565, 589.

† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 329, 330.

‡ Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. p. 593.

সৈন্য প্রেরণে অস্বীকৃত হইলেপর,যদি রেসিডেন্ট স্বয়ং দায়িত্ব লইয়া,সেই সময়েই ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মুলতান অবরোধ কার্য্য অতি সুসময়েই সম্পন্ন হইয়া যাইত।* রাজ্যের মঙ্গল নিমিত্ত নিজের দায়িত্বে সৈন্য পাঠাইবার ক্ষমতা রেসিডেন্টের ছিল; কিন্তু কি কারণে তিনি তখন নিজের দায়িত্বে সৈন্য প্রেরণ করিলেন না, ইহা সমুচ্চ বৃটিস রাজনীতির অতি কূট প্রশ্ন।† পরিশেষে জুলাই মাসের ১০ই তারিখে, রেসিডেন্ট সদুসোম ক্ষেত্রে এড্ওয়ার্ডিসের বিজয় বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া, নিজস্কন্ধে দায়িত্ব লইয়া, সৈন্য প্রেরণে ইচ্ছুক হইলেন বটে, কিন্তু ১৮ই আগষ্টের পূর্ব্বে, বৃটিস সৈন্য মুলতানে পঁহুছিতে পারিল না। ক্যরির আদেশানুসারে, পঞ্জাব বিভাগের সেনানায়ক মেজর জেনারল হুইস্ বহুসংখ্যক সৈন্যসমভিব্যাহারে মুলতানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৮ই আগষ্ট এই সৈন্য মুলতানে পঁহুছিল বটে, কিন্তু অবরোধের প্রধান সহায় বৃহৎ কামান সকল ৪ঠা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে পঁহুছিলনা। এই রূপে মুলরাজ বিদ্রোহী হইবার প্রায় চারিমাস পরে, ব্রিটিস সৈন্য মুলতানে পঁহুছিল।‡ এই সুযোগে মুলরাজ তাঁহার দুর্গের অবস্থা সুদৃঢ় করিলেন। কিনেরিযুদ্ধের পূর্ব্বে মুলরাজের সৈন্য প্রায় দ্বাদশ সহস্র ছিল, কিনেরি ও সদুসোম যুদ্ধের পর, তাঁহার সৈন্য ছয় সহস্র মাত্র সংখ্যায় পর্য্যবসিত হয়; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা পুনরায় বর্দ্ধিত হইল। সেপ্টেম্বর মাসে মুলরাজ পুনরায় প্রায় দশ সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন।§

সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়র মেজর নেপিয়র, সেনাপতি হুইসের সহিত মুলতানে গিয়াছিলেন। তথা হইতে বিদ্রোহী সৈন্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে, তিনি রেসিডেন্টকে এইরূপ লিখিলেন—"প্রথমে মুলরাজের যে সৈন্যবল ছিল, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে মুলরাজের সৈন্য প্রায় সমস্তই প্রধান শিখ সৈন্যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"‖ এইরূপে লর্ড ডেলহাউসির

---

* Malleson's Decisive Battles of India, pp. 351-52.

† পূর্ব্বে ১৬৬ পৃষ্ঠা দেখ। ‡ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রেল, মুলরাজ বিদ্রোহী হয়েন এবং ১৮ই আগষ্ট বৃটিস সৈন্য মুলতানে পৌঁছে।

§ Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 166, 518, 563.

‖ Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 356.

মুলতানে সৈন্য প্রেরণে বিলম্ব, বিষময় ফল প্রসব করিল; মুলতান অবরোধ এক্ষণে দুরূহ হইয়া উঠিল। লর্ড ডেলহাউসি ভারতের প্রধান সেনাপতিকে বলিয়াছিলেন যে, গ্রীষ্মকালে মুলতানে ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করিলে, তাহাদের স্বাস্থ্যহানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বহুকাল বিলম্বে, রেসিডেণ্ট যখন স্বয়ং দায়িত্ব লইয়া সেই গ্রীষ্মকালেই মুলতানে বৃটিস সৈন্য প্রেরণ করিলেন, তখন তাহাদের স্বাস্থ্যের অমঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদের স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে লাগিল। সেনাপতি হুইস্ বলিয়াছেন—"তাঁহার সৈন্যগণ স্বাস্থ্যনিবন্ধন সাহসী এবং বলবান হইতেছে এমন কি শতকরা পাঁচজনের অধিক কোন রোগে আক্রান্ত নহে।"* সেপ্টেম্বর মাসে সেনাপতি হুইসের শিবিরস্থ ৮২২৯ সৈন্যের মধ্যে ১৮৮ জন মাত্র রোগগ্রস্ত ছিল।† অধিক কি ডেলহাউসির পৃষ্ঠপোষক জনৈক ইতিহাসবেত্তা স্বীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"আশ্চর্য্যের বিষয়, জেনারল হুইসের সৈন্য স্বীয় বিভাগে যেরূপ স্বাস্থ্যের সহিত ছিল, মুলতানে রণযাত্রাকালে তাহাদের স্বাস্থ্যের তদপেক্ষা অধিকতর উন্নতি দেখা গিয়াছিল; ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, সমরের অনুপযুক্ত কাল বলিয়া, মুলতানে অতি শীঘ্র সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে পূর্ব্বে যে মন্তব্য উত্থিত হয়, তাহা অমূলক আশঙ্কাজাত মাত্র।" ‡

৪ঠা সেপ্টেম্বর অবরোধ উপযোগী সুবৃহৎ কামান মুলতানে পহুছিল। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভেই সেনাপতি হুইস্ সর্ব্বসমেত প্রায় ৮০৪১ জন পদাতি ও ১৫১৬ জন মাত্র অশ্বারোহী এবং অবরোধোপযোগী ৪৪টি তোপ লইয়া, মুলতান দুর্গ অবরোধে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সাহায্যে মেজর এড্ওয়ার্ডিস ৭৭১৮ পদাতি, ৩১৩৩ অশ্বারোহী, ২৩টি বৃহৎ ও ২৫টি ক্ষুদ্র তোপ, ভাওলপুর নবাব ৫৭০০ পদাতি, ১৯০০ অশ্বারোহী ও ১৪টি তোপ, রাজা সেরসিংহ ৯০৯ পদাতি, ৩৩৮২ অশ্বারোহী ও ১২টি তোপ লইয়া সমবেত হইলেন। এইরূপে সর্ব্বসমেত ৩০,৭৮৩ জন সৈনিকপুরুষ

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 354.
† Major Siddon's Journal of the Siege of Mooltan.
‡ Marshman's History of India, Vol. II. p. 663.

বিদ্রোহী মুলরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। এতদ্ব্যতীত চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশ হইতে, বহুল সৈন্য সাহায্যার্থ আসিয়াছিল। বিদ্রোহী মুলরাজ দশসহস্র মাত্র নির্ব্বাচিত সৈন্য ও ৫৯টি তোপ লইয়া, অবরোধকারিগণের বিপুল-বাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ৯ই তারিখে রজনীযোগের যুদ্ধে লেফ্‌টেনেন্ট কর্ণেল প্যাটাউন্ কতকগুলি ইংরাজ ও দেশীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, শত্রুসেনা আক্রমণ করিতে যান। কিন্তু বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিলেও তাঁহাকে বহুল ক্ষতি সহ্য করিতে হয় এবং অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়েন। সেই নিশাযুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া, মুলরাজ তাঁহার দুর্গের রক্ষণীয় স্থলগুলি, অধিকতর সুদৃঢ় করিলেন। মুলরাজের এই বিজয়গর্ব্ব ১২ই তারিখে ধর্ম্মশালার যুদ্ধে খর্ব্ব হইল; ৫০০ শত বিদ্রোহী সেনা রণক্ষেত্রে চিরশায়ী রহিল। ৯ই তারিখ হইতে ১২ই তারিখ পর্য্যন্ত বিজেতার হতাহত সংখ্যা সর্ব্বসমেত ২৫৫ সৈন্য ও ২১টি অশ্ব। এই জয়লাভের পর অবরোধকারিগণ মুলতান দুর্গ হইতে ১৬০০ শত হস্তমাত্র দূরবর্ত্তী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।*

যখন মুলরাজের অবস্থা এইরূপ বিপন্ন, যখন মুলতান, অবরোধ-কারিগণের প্রায় হস্তগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সেই সময়ে, এক দুর্ঘটনায় অবরোধকারিগণের সমস্ত সুবিধা এককালে বিধ্বস্ত হইল। যে সময়ে মহানুভব সেরসিংহ মুলতানে বিদ্রোহদমনে ও এড্‌ওয়ার্ডিসকে সাহায্য করিতে বীরত্বের ও আত্মত্যাগের ভূরি ভূরি পরিচয় দিতেছিলেন, তখন ছত্রসিংহের সমুদায় জাইগীর, রেসিডেন্টের আদেশে বাজেয়াপ্ত হইল। সেপ্টেম্বর মাসের ১০ই কিম্বা তৎপূর্ব্ব কোন তারিখের পত্রে বৃদ্ধ ছত্রসিংহ আপনার সর্ব্বনাশ সংবাদ পুত্রকে জ্ঞাপন করিলেন।† জনকের উপর এই ভয়ানক দণ্ডাজ্ঞা তাঁহার নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। যে

* Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 561, 562, 584; Cf. also Siddon's Journal of the Siege of Mooltan.

† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 343.

ব্যক্তি এতাবৎকাল ইংরাজগণের পরম সুহৃদ্ ছিলেন, সেই ব্যক্তি এক্ষণে তাঁহাদিগকে আর মিত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলেন না। যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার নিদারুণ অত্যাচারী এবটের কোনরূপ শাস্তি বিধান হইল না, বরং রেসিডেণ্ট তাঁহার জনককে আত্মদোষক্ষালনার্থ কোন উপায় না দিয়া, বিনা বিচারে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিলেন, তখন তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি মহারাণীর নির্দ্দয় নির্ব্বাসনে, দলিপসিংহের সহিত স্বীয় ভগ্নীর বিবাহে রেসিডেণ্টের ক্রিয়াকলাপে এবং স্বীয় জনকের প্রতি ইংরাজের দুর্ব্ব্যবহারে, শিখরাজ্য বৃটিসসিংহের করতলগত হইবার সূচনা বুঝিতে পারিলেন। কাল বিলম্ব না করিয়া সুপুত্রের ন্যায় তিনি স্বীয় জন্মদাতার অবমাননার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলেন। যে অসি ইতিপূর্ব্বে ইংরাজের পক্ষে উত্তোলিত হইয়া, শত্রুগণের দারুণ ভীতি উৎপাদন করিত, সেই অসি এক্ষণে ইংরাজবিরুদ্ধে উত্তোলিত হইল।

জনকের অবমাননার বিষয় জ্ঞাত হইবার দুই তিন দিবস পরে, সেপ্টেম্বর মাসের ১১ই ও ১৩ই তারিখের মধ্যে সেরসিংহ ঐ অবমাননার প্রতিশোধ লইতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। ১৩ই তারিখের রজনীযোগে, লাহোরস্থ তাঁহার ভ্রাতা গোলাপসিংহকে এক গোপনীয় পত্রে তিনি লিখিলেন যে, পিতার উপর দুর্ব্ব্যবহার জন্যই তিনি ইংরাজ বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"সিংহ সাহেব* আমাকে বারম্বার লিখিয়াছিলেন যে, তিনি সততই কাপ্তেন এবটের নিদেশ প্রতিপালন করিতেন; কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারী হাজারায় মুসলমান অধিবাসিগণের পরামর্শানুসারে, তাঁহার সহিত অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন; এবং তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখ ও ক্লেশ দিয়াছেন। অধিকন্তু উক্ত রাজকর্ম্মচারী শিখসৈন্যের বিনাশে সাতিশয় প্রয়াস পাইতেছেন। এতাবৎকাল কাপ্তেন এড্ওয়ার্ডিস্ আমার উপর অতি সদয় ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু গত সপ্তাহ হইতে, তাঁহারও মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সে নিমিত্ত আমি সিংহ সাহেবের সহিত মিলিত হইবার জন্য গত

* ছত্রসিংহ।

কল্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। যদি সিংহ সাহেবের আদেশে ও আমার উপদেশে তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে, এই পত্র প্রাপ্তিমাত্রই সিংহ সাহেবের সহিত মিলিত হইবে, নতুবা জম্মু অথবা অন্য কোন স্থানে প্রস্থান করিতে কালবিলম্ব করিও না। আর যদি তুমি আমার উপদেশ অবহেলা কর, তাহা হইলে তোমার যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ করিও; কিন্তু স্মরণ রাখিও যে, পিতার আদেশ পালনই সন্তানের একমাত্র কর্ত্তব্যকার্য্য, কারণ জীবন নশ্বর। দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষা করিও না;—ঈশ্বর আমাদের একমাত্র সহায়। যদি আমরা জীবিত থাকি, তাহা হইলে আবার সাক্ষাৎ হইবে, নচেৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"*

অনুজকে এই পত্র প্রেরণ করিয়া তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন যে, "সমুদায় পঞ্জাববাসী এমন কি,প্রায় সমুদায় লোকেই উত্তমরূপ পরিজ্ঞাত আছেন যে, স্বর্গস্থ মহারাজ রণজিৎসিংহের বিধবার প্রতি ফিরিঙ্গিগণ কি অত্যাচার ও সন্নীতিবহির্ভূত ঘোরতর অসম্মানের সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে; এবং প্রজাগণের প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছে। প্রথমতঃ পঞ্চনদবাসিগণের জননীস্বরূপা মহারাণীকে বন্দিনীভাবে নির্ব্বাসিত করায় তাহারা সন্ধিভঙ্গ করিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ রণজিৎসিংহের সন্তানতুল্য এই শিখজাতি তাহাদের অত্যাচারে এরূপ প্রপীড়িত হইয়াছে যে, একমাত্র ধর্ম্ম হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়াছি; তৃতীয়তঃ রাজ্যের পূর্ব্বগৌরব লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।"†

এইরূপে রাজা সেরসিংহ অবমানিত জনকের সাহায্যার্থে লাহোররাজ বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হইলেন। সেরসিংহের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে সত্যপ্রিয় অপক্ষপাতী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না; জনকের প্রতি অত্যাচারই যে, তাঁহার ইংরাজের বিরোধী হইবার একমাত্র কারণ, তাহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সে যাহাহউক কোন কোন ইংরাজ সেরসিংহের আচরণ সম্বন্ধে এই অদ্ভুত ধারণা লিপিবদ্ধ করিলেন যে, ইংরাজের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বহুকাল হইতে সেরসিংহ গোপনে

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 359.

† Ibid. p. 362.

হৃদয় মধ্যে পোষণ করিতেছিলেন। ইংরাজের রাজপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমরা সেরসিংহের যেরূপ আচরণ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাই সম্পূর্ণরূপে এই অভিযোগের অমূলকতা প্রমাণ করিতেছে; সুতরাং এবিষয়ে অধিক বাগাড়ম্বর না করিয়া, আমরা সেরসিংহ সম্বন্ধে বিচার করিবার ক্ষমতা সর্ব্বতোভাবে যাঁহার ছিল, সেই অপক্ষপাতী ব্যক্তির মত লিপিবদ্ধ করিলাম। এড্ওয়ার্ডিস্ সেরসিংহের রাজভক্তি ও ইংরাজমিত্রতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "ইহা সুনিশ্চিত যে, সেরসিংহ সেপ্টেম্বর মাসের ১২ই কিম্বা ১৩ই তারিখে তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হইতে মনস্থ করেন। রাজা সেরসিংহ শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজের নিকট আপনার বিশ্বস্ততা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।"* এইরূপে যে ব্যক্তি সেরসিংহ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে বিশেষ সক্ষম, এবং যে ব্যক্তির সহিত সেরসিংহের ক্রিয়াকলাপের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, সেই উদারচেতাই এই মত জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন।

সেরসিংহ এতাবৎকাল ইংরাজের আদেশ প্রাণপণ যত্নে পালন করিয়া, অবশেষে তাঁহার জন্মদাতা বৃদ্ধ ছত্রসিংহের প্রপীড়কগণের সমুচিত শাস্তি দান উদ্দেশে বীরবেশে সজ্জিত হইলেন। যে মহাবীর সতত ইংরাজের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া শিখ সৈন্যকে বিশ্বস্ত রাখিতে প্রয়াস পান, যিনি আপনার উদার ও বীর চরিত্রের জন্য প্রশংসার পরিবর্ত্তে নীচমনাগণের নিকট হইতে বিদ্বেষমূলক সন্দেহমাত্র লাভ করিয়াও, স্বদেশহিত ব্রতে অধিকন্তু সেই সন্দেহকারিগণেরই সাহায্যে কিছুমাত্র বিমুখ হয়েন নাই, যাঁহার ভীমবাহু মিত্রগণের বিপুল সহায় ও অরির ভীতির কারণ ছিল, সেই মহানুভব অদীনসত্ত্ব সেরসিংহ অদ্য তাঁহার পিতার প্রতি নির্দ্দয় অত্যাচারের সম্যক প্রতিশোধ লইবার মানসে বীরবাহুতে অসি ধারণ করিলেন। অবরোধকারিগণের বীরেন্দ্র সমষ্টি হইতে একটি প্রকাণ্ড রণবীর সেই দিবস বিচ্ছিন্ন হইলেন। এই মহাবীর বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অবরোধকারিগণ অবরোধে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদের অবরোধ কৌশল সমুদায় বিফল হইল। এইরূপে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণের বিচিত্র আচরণে তাঁহাদের একজন পরম মিত্র ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিলেন।

*Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 606-7.

সেরসিংহ এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া ১৪ই তারিখের প্রত্যূষে বিদ্রোহী দুর্গাভিমুখে পদচালনা করিয়া দিলেন। ১৩ই তারিখের রজনীযোগে সেরসিংহ মুলরাজকে পত্র লিখিলেন যে, পরদিবস প্রত্যূষেই তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন।

মুলতানে অবস্থানকালে বিদ্রোহী শিবিরে ইহাই সেরসিংহের প্রথম পত্র প্রেরণ। শিখযুদ্ধের অবসান হইলে উভয় পক্ষের বিচারের পরে এই ঘটনার যাথার্থ প্রমাণীকৃত হয়। মুলরাজের বিশ্বস্ত সেক্রেটারি ও ধর্ম্মোপদেশক জনৈক উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ এড্ওয়ার্ডিসের সমীপে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, "মুলতানে অবস্থানাবধি রাজা সেরসিংহ দেওয়ান মুলরাজকে একখানি ব্যতীত দ্বিতীয় পত্র লেখেন নাই, এই পত্র তিনি বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্ব রাত্রিতে লিখিয়াছিলেন। রাজা সেরসিংহের এই আচরণে আমরা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হই। যদিও আমরা সেরসিংহের সৈন্যগণকে আমাদের হিতৈষী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সেরসিংহ আমাদের ঘোরতর শত্রু; তিনি প্রথমতঃ আমাদের সমুদায় অনুনয় ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার শিবিরস্থ সমুদায় বিশ্বাসঘাতকগণকে শাস্তি দিয়াছিলেন ও আমাদের সৈন্যোপরি গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব করাতে, আমরা তাঁহার বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করিয়াছিলাম। আমরা দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে তাঁহাকে স্থান দিই নাই; কিন্তু বহির্দ্দেশে দুর্গস্থ তোপের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিতে দিয়াছিলাম। ইহার পর হাজারায় তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হইতে গমনাবধি দেওয়ান এবং সেরসিংহ কখন কোন প্রকার সদ্ভাব রক্ষা করেন নাই।" এই ব্যক্তির বিচার এড্ওয়ার্ডিসের সমীপেই হইয়াছিল। এইরূপে সেরসিংহের বিচ্ছিন্ন হওন যে, পূর্ব্বকল্পিত নহে, ইহার অকাট্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া এড্ওয়ার্ডিস লিখিয়াছেন যে, "সাক্ষীর প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর অধিক হইতে পারে না এবং আমার মতে পক্ষপাতশূন্য ঐতিহাসিক এই মত লিপিবদ্ধ করিতে অবশ্য বাধ্য যে, রাজা সেরসিংহ আতারিওয়ালা মুলতান বিদ্রোহ ও দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের বিরোধী ছিলেন এবং তন্নিবারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।"*

*Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 611-2.

মুলরাজ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, সেরসিংহ প্রকৃতই তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইতে আসিয়াছেন; তাঁহার সন্দেহ হইল, সেরসিংহ তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা ও চাতুরী করিতেছেন। এই জন্য তিনি সেরসিংহ ও তাঁহার সেনাকে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না। প্রত্যুত দুর্গের বহির্ভাগে দুর্গস্থ তোপের সম্মুখে তাঁহাকে শিবির স্থাপন করিতে আদেশ দিলেন। ইহাতেও মুলরাজ স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি নগরের বহির্ভাগস্থিত এক হিন্দুদেবালয়ে, সেরসিংহ ও তাঁহার সেনানীগণকে আহ্বান করিয়া পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করাইলেন যে, তাঁহাদের কোন বিশ্বাসঘাতকতার অভিপ্রায় নাই। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মুলরাজ সসৈন্যে দুর্গাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন এবং সেরসিংহকে দুর্গের বহির্দ্দেশে ইংরাজ সৈন্যের সম্মুখে শিবির সন্নিবেশ করিতে আদেশ দিলেন।* সেরসিংহ কিছুদিন পরে মুলরাজের সন্দেহে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, সন্দেহকারীকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় পিতার সহিত মিলিত হইতে চলিয়া গেলেন।

সেরসিংহ বিচ্ছিন্ন হইলে অবরোধকারিগণ আপনাদিগের মঙ্গল বিষয়ে সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন। ১৫ই ও ১৬ই তারিখে অবরোধকারিগণ মুলতান অবরোধে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলেন।† মুলতানের প্রথম অবরোধকালে, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবস হইতে ৬ই তারিখ পর্য্যন্ত অবরোধকারিগণের হতাহত সংখ্যা ২৮২। সেরসিংহ বিচ্ছিন্ন হইলে পরও বহুল দরবারসৈন্য এডওয়ার্ডিসের ও সেনাপতি হুইসের অধীনে বিদ্রোহিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ছিল। সেরসিংহের সহিত প্রায় চারি সহস্র সৈন্য কেবল ইংরাজ শিবির পরিত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু দরবারের অধিকাংশ সৈন্যই রাজ্যের মঙ্গল নিমিত্ত শেষ পর্য্যন্ত মহাবীরত্বে বিদ্রোহিসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিল। এরূপ সাহসী ও বিশ্বস্ত সৈন্য সত্ত্বেও হুইস দেখিলেন যে, সহায়তা ব্যতীত বর্দ্ধিতবিক্রম মুলতান

* Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 605, 621.

† Ibid. pp. 619-20.

দুর্গস্থ সৈন্যগণকে আক্রমণ করা অসাধ্য। সুতরাং তাঁহাকে বৃটিস সৈন্যের সাহায্য নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হইল।* মুলরাজের সৈন্যবল দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেপ্টেম্বর মাস অতিবাহিত হইল। অক্টোবর মাসে মুলরাজ দুর্গ প্রাকারাদি সুদৃঢ় করিলেন। ১৩ই অক্টোবর মুলরাজের সৈন্যসংখ্যা প্রায় ১৩,১৫০ হইল। তখন মুলরাজ শিখ সৈন্যের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার অনুনয় অগ্রাহ্য করিল। মুলরাজ কাবুলাধিপতি সুবিখ্যাত দোস্ত মহম্মদের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন, এই স্থানে মুলতানপতির প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল না। দোস্তমহম্মদ তাঁহার পুত্রের অধীনে একদল সৈন্য রণজিৎরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। নভেম্বর মাসে বিদ্রোহী মুলরাজ বর্দ্ধিতবলে বলীয়ান হইয়া, সূর্য্যকুণ্ডে তাঁহার পূর্ব্ব অবরোধকারিগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।†

নভেম্বর মাসের চতুর্থ তারিখ পর্য্যন্ত জেনারল হুইসের সৈন্য মুলরাজের সৈন্যকে তাহাদের অধিকৃত স্থান হইতে বিদূরিত করিবার জন্য ৪৮ ঘণ্টাকাল গোলাবর্ষণ করে। কিন্তু সমুদায়ই ব্যর্থ হইল। বিদ্রোহিগণ অবিচলিতভাবে বিপক্ষোপরি গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে জেনারল হুইস্ বিদ্রোহী সৈন্যকে সুতীক্ষ্ণ শাঙ্গীন মুখে বিদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ৬ই তারিখে এই আক্রমণ করা হয়। এই সময়ে ভাওলপুর নবাব সেখ ইমামুদ্দীন এবং দেওয়ান জোয়াহির মল্লের সৈন্য,বিদ্রোহী সৈন্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, জেনারল হুইসের বিশেষ সহায়তা করে। শেষোক্ত এই দুই সর্দ্দার স্বয়ং সৈন্য চালনা করিয়া মুলরাজের পরাজয় সাধনে ইংরাজ সেনাপতির বিশেষ সহায়স্থল হয়েন। এড্ওয়ার্ডিস্ ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।‡ এইরূপে এই মিলিত সৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মুলরাজ পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে জেনারল হুইসের ৩২ জন সৈন্য হত ও ১৭২ জন সৈন্য আহত হয়, ৫টি তোপ বিজেতার করায়ত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত নভেম্বর

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 355, 551, 570, 588, 630.

† Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 649, 652. ‡ Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 422.

মাসের প্রথম তারিখ হইতে ৬ই তারিখ পর্য্যন্ত ৩৭ জন সৈন্য হত ও ১৪৩ জন আহত হয়।*

অবশেষে জেনারল হুইসের সাহায্য নিমিত্ত বোম্বাই হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল। বোম্বাই সৈন্য ডিসেম্বর মাসের ২১শে তারিখে মুলতানে পঁহুছিল। মেজর এড্ওয়ার্ডিস্ এই সৈন্যের গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে সুপ্রসিদ্ধ বৃটিস সৈন্যের সমতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জেনারল হুইসের সৈন্য সাদরে এই রণকুশলী সৈন্যগণের অভ্যর্থনা করিল। মুলতান দুর্গের অবরোধ পুনরায় আরম্ভ হইল। ইংরাজ ও দেশীয় সর্ব্বসমেত ১৫,৬৪৮ সৈন্য ৩০১২ টি অশ্ব ও ৯৭টি কামান লইয়া,হুইস্ মুলতান দুর্গ অবরোধে পুনরায় অগ্রসর হইলেন। ডিসেম্বর মাসের ২৭শে তারিখে, মুলতান দুর্গের অবরোধ পুনর্ব্বার আরম্ভ হইল। ঐ দিবস বেলা চারি ঘটিকার সময় অবরোধকারিগণ মুলতান দুর্গের সমীপস্থ এক প্রশস্ত বিভাগ অধিকার করিল। ইহার পর মুলরাজকে দুর্গাভ্যন্তরে একপ্রকার বন্দীস্বরূপ অবস্থান করিতে হয়। ২৯শে তারিখে প্রায় দুই সহস্র বিদ্রোহিসৈন্য অবরোধকারিগণকে প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিল। দেড় ঘণ্টাকাল ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, পরিশেষে তাহারা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইল। ডিসেম্বর মাসের ৩০শে তারিখে অবরোধকারিগণের এক জ্বলন্ত গোলা বিদ্রোহীদিগের প্রধান বারুদাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রায় ৫০০০ মণ বারুদ তথায় মজুত ছিল। ভয়াবহ শ্রবণ-বিদারক রবে দিগদিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া, এই স্তূপাকার বারুদ এককালীন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভগ্ন প্রাসাদের শত শত প্রকাণ্ড খণ্ড সকল শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বেগে ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। ঘনীভূত কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি গগণমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়া সূর্য্যের প্রখর কিরণ ম্লান করিল। তামসী রজনীর ন্যায় এই ধূমপুঞ্জের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া নিম্নে পতিত হইল। এই বিভীষিকাময় দৃশ্যে উভয় পক্ষ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়াছিল। কিয়ৎকালের নিমিত্ত সমুদায় কার্য্যই স্থগিত হইল, একটি কামানও গর্জ্জন করে নাই। সমুদায় লোকই সবিস্ময়ে, স্থিরনেত্রে ও রুদ্ধশ্বাসে এই অকস্মাৎ আবির্ভূত নিবীড় কালিমাময়

* Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 656 667, 668, 672.

প্রলয় রজনীর অন্ধছায়া ক্রোড়ে সহস্র বিপদের বিকট ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে মুলতান দুর্গের প্রায় ৫০০ প্রাণী ইহকালের নিমিত্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। অন্ধকার বিদূরিত হইলে দৃষ্ট হইল, যে সমুদায় সুন্দর সমুচ্চ প্রাসাদ ইতিপূর্ব্বে মুলতানের ভূষণস্বরূপ ছিল, তাহাদের চিহ্নমাত্রও নাই; এবং তৎপরিবর্ত্তে কৃষ্ণধূমাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ মহাশ্মশানের ভীষণ দৃশ্য দিবালোকে প্রতীয়মান হইল। অবরোধকারিগণ আহ্লাদে উচ্চৈস্বরে বিজয় শব্দ করিল। মুলরাজ দুর্গমধ্যে প্রকম্পিত হইলেন।*

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় দিবসে, অবরোধকারিগণের ডোপে নগরস্থ প্রাচীরের খুনীবুরুজ ও দিল্লিদ্বার ভগ্ন হইল। জেনারল হুইস্ বঙ্গীয়সৈন্যকে দিল্লিদ্বার ও বোম্বাই সৈন্যকে খুনীবুরুজ অধিকার করিতে আদেশ দিবামাত্র উভয় সৈন্যই নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেগে অগ্রসর হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গীয়সৈন্য দিল্লিদ্বার হইতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইল; কিন্তু বোম্বাইসৈন্য খুনীবুরুজে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া বঙ্গীয়

* Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 684-691; এই ভয়াবহ ধ্বংসকালীন ইংরাজের এক পরম মিত্রের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়। সর্দ্দার খাঁনসিংহ মুলরাজকর্ত্তৃক গুরুভার লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া মুলতান দুর্গে বন্দীছিলেন। তাঁহার এক শিশু তনয়ও পিতার সহিত বন্দী ছিল। এই সাধারণ বিনাশ সময়ে তাঁহারা ধ্বংসস্তূপের নিম্নে চিরকালের নিমিত্ত নিহিত রহিলেন। মুলতান দুর্গ ইংরাজদিগের করায়ত্ব হইলে সেই ধ্বংসরাশির নিম্নে এই শোচনীয় ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়, সর্দ্দার খাঁনসিংহ এক শয্যায় চিরনিদ্রিত ও পার্শ্বে তাঁহার শিশু তনয় শায়িত। এই শবদ্বয়ের প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, ইহাঁরা নিদ্রিত ছিলেন, এবং কেবলমাত্র সেই ভয়াবহ বারুদ প্রজ্বলনকালীন সহসা একবারমাত্র জাগ্রত হইয়াই সেই মুহূর্ত্তেই ধ্বংসরাজির গভীর গহ্বরে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন। এড্ওয়ার্ডিস্ এই সর্দ্দারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি অতি সম্মানের সহিত ইহা সমাপন করিয়া তাঁহার সন্তানের বাহুস্থিত সুবর্ণবলয় সর্দ্দারের স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. p. 195.

সৈন্যের সহিত মিলিত হইল এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর খুনীবুরুজ অধিকার করিল। অবিলম্বেই শত্রুপ্রাকার ইংরাজ পতাকায় পরিশোভিত হইল। মুলরাজ নগরপ্রাকার শত্রুর অধিকৃত দেখিয়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিলেন। কেবল তিন সহস্র মাত্র উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচিত সৈন্য, অসংখ্য অরাতির আক্রমণ সহ্য করিতে মুলতান দুর্গে রহিল। অবশিষ্ট সৈন্য দুর্গদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া রজনীযোগে পলায়ন করিল।*

জানুয়ারি মাসের তৃতীয় দিবসে বিজয়ী সেনার পদভরে মুলতান নগর বিদলিত হইল। মেজর এড্ওয়ার্ডিস্ বলিয়াছেন "নগরের এমন কোন ছাদ বা প্রাচীর ছিল না, যাহা ইংরাজ গোলায় ভগ্ন হয় নাই। ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণে বাটী সমুদায় দগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া তাহাদের রক্ষকগণের শবোপরি পতনোন্মুখ হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা প্রতিহিংসার ভয়ানক চিত্র আমি কখনও দেখি নাই।"† পর দিবস উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে অবরোধকারিগণকর্ত্তৃক মুলতান দুর্গ আক্রান্ত হইল। হতভাগ্য বিদ্রোহী মুলরাজ চতুর্দ্দিক হইতে এইরূপে আক্রান্ত হইয়া, ৫ই তারিখে সায়ংকালে আত্মসমর্পণের প্রথম প্রস্তাব এড্ওয়ার্ডিসের সমীপে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এড্ওয়ার্ডিস্ বলিলেন যে, যদি মুলরাজ আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে তিনি জেনারল হুইসের নিকটেই উহা করিতে পারেন। মুলরাজ অমনি এড্ওয়ার্ডিসের দ্বারা জেনারল হুইসের নিকট এক আর্জি প্রেরণ করিলেন। জেনারল হুইস্ ৬ই তারিখে মুলরাজকে জ্ঞাপন করিলেন যে, "কোন প্রকার প্রস্তাব নিমিত্ত আমার নিকট এক বিশ্বস্ত অনুচর প্রেরণের জন্য আপনি যে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা রক্ষা করা অসম্ভব। গত কল্য এড্ওয়ার্ডিস আপনাকে বলিয়াছেন যে, যদবধি আপনি স্বয়ং আমার নিকট না আইসেন, তদবধি আপনার কোন বক্তব্যই শুনা যাইবে না।"‡

---

* Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 691-694.

† Ibid. p. 694.

‡ Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 531, 532.

মুলরাজ ইহাতে সম্মত না হওয়াতে অবরোধকারির কামান মুলতান দুর্গের দুইশত গজ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল। অবরোধকারিগণ সর্পের ন্যায় বেষ্টন করিয়া মুলরাজকে দুর্গ মধ্যে অবরোধ করিয়া রাখিল। ১২ই তারিখের রজনীতে বিদ্রোহী সৈন্য দুর্গমধ্য হইতে একবার আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ১৪ই তারিখে অবরোধকারিগণ দুর্গ পরিখার অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইল। ১৯শে তারিখে সেনাপতি হুইস্ দেখিলেন যে, সেই বৃহৎ দুর্গে তাঁহার কামানশ্রেণীর গোলাবর্ষণে দুইটি গন্তব্য পথ হইয়াছে। সেই রজনীতে মুলরাজ পুনরায় একজন বিশ্বস্ত অনুচর প্রেরণের প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু প্রত্যুত্তরে তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, যদি আত্মসমর্পণ তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে পরদিবস আট ঘটিকার সময় আত্মসমর্পণ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর। মুলরাজ ইহার কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। ২১এ তারিখে প্রত্যূষে হুইস দুর্গ অধিকারের আদেশ প্রদান করিলেন। এইরূপে মুলরাজ ঘোরবিপদের চরমসীমায় নীত হইলেন। দুর্গাভ্যন্তরে দিবারাত্রি গোলাবর্ষণে মনুষ্যের গতায়াত একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত ধীরভাবে আত্মরক্ষা করিয়া মুলরাজ পরিশেষে আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিলেন না।*

২১শে তারিখে তিনি জেনারল হুইসকে জ্ঞাপন করিলেন যে, "আমি এক্ষণে আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক এবং সে নিমিত্ত আমার উকিলকে আপনার নিকট এই বিষয় নিষ্পত্তির নিমিত্ত পাঠাইতেছি। নিজ জীবন ও রমণীগণের সতীত্ব রক্ষামাত্র আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আপনি দয়ার সাগর আপনাকে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।" জেনারল হুইস্ মুলরাজকে জ্ঞাপন করিলেন যে, "সম্মুখ সমর ব্যতীত আপনার জীবন রক্ষা বা নাশে আমার কোন ক্ষমতা নাই, এই ক্ষমতা গভর্ণর জেনারলের উপর কেবল নির্ভর করিতেছে। আপনার রমণীগণকে সাধ্যমত রক্ষা করিতে আমি স্বীকৃত হইলাম।"† সমুদায় রজনী অবরোধকারিগণ বিপক্ষ দুর্গে গোলাবর্ষণ করিয়া প্রত্যূষে দুর্গ অধিকার

* Edwardes' A Year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 698 703.
† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 553.

নিমিত্ত আক্রমণে প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময়ে মুলরাজ ৭ ঘটিকার সময় তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক আছেন। নয় ঘটিকার সময় দেওয়ান মুলরাজ ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করিলেন। দুর্গের সমুচ্চ বুরুজ হইতে বৃটিস পতাকা প্রাতঃসমীরণে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। এইরূপে সপ্তবিংশতিদিবসব্যাপী দ্বিতীয় অবরোধের পর মুলতান দুর্গ ইংরাজের করায়ত্ত হইল।*

মুলরাজ লাহোরে আনীত হইলে, তিনজন সুবিখ্যাত বৃটিস কর্ম্মচারীর সমীপে তাঁহার বিচার হইল। দোষী প্রমাণ হওয়াতে তাঁহার ফাঁসির দণ্ডাদেশ হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রের ক্রীড়নক বলিয়া তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশের নিমিত্ত অনুরোধ করা হইলে, এই অনুরোধ গ্রাহ্য করা হয়। মুলরাজ সমুদ্র পারে নির্ব্বাসিত হইলেন। এইরূপে মুলরাজের অধঃপতন হইল। এইরূপে তাঁহার মহানুভব সেরসিংহের হত্যাপ্রয়াসের ও রাজদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত হইল।

---

* Edwardes' A year on the Punjab Frontier, Vol. II. pp. 706-708; এই অবরোধে ইংরাজগণের ২১০ জন হত এবং ৯৮২ জন আহত হয়; অপর পক্ষে দুর্গস্থ বিদ্রোহীসেনা বিজেতার পদতলে কৃপান সমর্পণ করিল।

নবম অধ্যায়।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ,—১৪৪৮-১৮৪৯ খৃঃ।

শিখসৈন্যের অবস্থা—সর্দ্দারগণের কর্ত্তব্যকার্য্য—বিদ্রোহিসৈন্যের সহিত পঞ্চনদ অধিবাসী সংখ্যার তুলনা—বারাকপুর ভোজে ডেলহাউসির উক্তি—রেসিডেন্টের ঘোষণা—উভয়পক্ষীয় যুদ্ধার্থী সৈন্যের সমাবেশ—পঞ্চনদ রাজ্যে প্রধান সেনাপতির আগমন,দলিপসিংহের সৌজন্য—রামনগরের যুদ্ধ,ইংরাজ সৈন্যের পৃষ্ঠপ্রদর্শন, বন্দিগণের প্রতি সেরসিংহের সদ্ব্যবহার—সাদুল্লাপুরের যুদ্ধ, সেরসিংহের রণনৈপুণ্য—চিলিয়ন্‌ওয়ালার যুদ্ধ,ইংরাজের পরাজয়,তাহাদের সৈন্যনাশ, সেরসিংহের গৌরব—ইংলণ্ডে এই যুদ্ধের সমাচারে আন্দোলন, লর্ড গফের পরিবর্ত্তে সিন্ধুবিজেতা নেপিয়রকে প্রধান সেনাপতিপদে বরণ—ইংরাজ বন্দিগণের প্রতি সেরসিংহের অতিমাত্র ভদ্র আচরণ, সেরসিংহের অনবধানতা, সেরসিংহের সুন্দর রণকৌশল, উভয়পক্ষীয় সৈন্যের বর্দ্ধন, ইংরাজ তোপের ভয়াবহ আয়োজন—গুজরাটের যুদ্ধ, শিখ সৈন্যের অলৌকিক বীরত্ব, শিখ সৈন্যের পরাজয়—শিখগণের বিনাশ, সেরসিংহ প্রভৃতি সর্দ্দারগণের আত্মসমর্পণ, বিজেতা করে শিখ সৈন্যের কৃপাণ সমর্পণ।

মুলরাজকে দমন করিতে এই দীর্ঘকাল ব্যাপী বিলম্বের পর, মহারাণীর নির্ব্বাসন, দলিপ সিংহের বিবাহ সম্বন্ধে রেসিডেন্টের ক্রিয়া কলাপ ও ছত্রসিংহের প্রতি দুর্ব্যবহার, শিখ সৈন্যকে ক্রোধান্ধ করিয়া তুলিল। ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে যাহারা সমস্ত পঞ্চনদের অদ্বিতীয় শাসক ছিল, রাজ্যের কি রাজশাসনসংক্রান্ত কি সামরিক সমুদায় কর্ম্মচারী যাহাদিগের নিকট

নতশির ছিল, যদিও তাহাদের অধিকাংশই শতদ্রু সমরে বিনষ্ট হইয়াছিল, তথাপি অবশিষ্ট এই দুর্দ্ধর্ষ সেনার নিকটও ইংরাজের এইরূপ অন্যায় আচরণ নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। এই দুর্দ্দম্য সেনার ইংরাজশাসনে অসন্তুষ্ট হইবার আর এক কারণ ছিল; তাহাদের অসীম প্রভুত্ব একবারে বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই কর্ম্মচ্যুত ও দলচ্যুত হইয়া দারিদ্র্যে কালযাপন করিতেছিল।*

১৮৪৭ খৃঃঅব্দের এপ্রেল মাসে হেনরি লরেন্স্ লিখিয়াছিলেন, "আমি স্বয়ং দেখিয়াছি এবং লোক মুখেও শুনিয়াছি যে, অনেকানেক লোক যাহারা পূর্ব্বে নিজ সৈন্যগণের সেনানী ছিল, তাহারা এক্ষণে প্রাণধারণের নিমিত্ত অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছে, এবং আমি ইহাও জানি যে, অতি অল্প বিচারে সৈনিকগণের সম্প্রতি কর্ম্মচ্যুতি হইয়াছে। এই সমুদায় পরে গত বৎসরে শিখসৈন্যগণের সুন্দর আচরণ দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি"।†

মহামনা হেন্‌রি লরেন্সের সুশাসন, যদিও এই সৈনিক সম্প্রদায়ের ভগ্ন ও হতাশ হৃদয় কথঞ্চিত পুলকিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে যে যে অন্যায় ঘটনাবলী তাহাদের সম্মুখে সঙ্ঘটিত হইল, তাহা তাহাদিগকে প্রমত্ত করিয়া তুলিল। এই ক্রোধান্ধ সৈন্যগণের দমনে রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেন এবং কোন কোন স্থলে কৃতকার্য্যও হইলেন। মিসর্ সাহেবদয়াল দরবার পক্ষে কর্ম্মচারী-স্বরূপ নিযুক্ত হইয়া অসন্তুষ্ট সৈন্যগণকে শাস্তি দানে অগ্রসর হইলেন। মহারাজসিংহ নামক জনৈক ধর্ম্মান্ধ দুর্ব্বৃত্ত ৫০০০ বিদ্রোহীর নেতা হইয়া, শাসন সমিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা স্থাপন করতঃ রাজ্যে দারুণ উৎপাত আরম্ভ করিল। এই ব্যক্তি বিদ্রোহী মুলরাজের সহিত ষড়যন্ত্রে এই বিদ্রোহ উত্থিত করিয়া, প্রায় একমাস কাল ইংরাজ সৈন্যের সম্মুখে উৎপাতকেতুস্বরূপ বিচরণ করিয়াছিল। সাহসী সাহেবদয়াল জুন মাসের প্রাক্কালে ১০০০ মাত্র সাহসী শিখ লইয়া, বিদ্রোহী মহারাজ সিংহ ও তাহার ৫০০০ সৈন্যের ঘোরতর পরাজয় সাধন করিলেন। মহারাজ সিংহও এই যুদ্ধে নিহত হইল। এই বিদ্রোহীর

* Papers respecting the late Hostilities &c., 1846, p. 6.
† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 6-7.

মৃত্যু ও তাহার অনুচরগণের বিনাশে রাজ্যের কি উপকার হইল, লর্ড ডেল-হাউসি তাহা স্বয়ং বিলাতে প্রেরিত রাজপত্রে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বিদ্রোহী মহারাজ সিংহের বিনাশ ও তাঁহার অনুচরগণের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয়, ইংরাজ শাসন রক্ষা করিবার পক্ষে অতি আবশ্যকীয় ঘটনা হইয়াছে।"*

দরবারের অপর এক সুদক্ষ কর্ম্মচারী দেওয়ান দীননাথ, রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক সেপ্টেম্বর মাসে হাজারার গোলযোগ নিবারণার্থ প্রেরিত হইলেন। দেওয়ান দীন নাথ এই গুরুতর ব্যাপারে সবিশেষ পারদর্শিতার সহিত কার্য্য করিয়া হাজারায় ছত্রসিংহের অভিসন্ধি সমুদায় ব্যর্থ করিয়া দিলেন এবং স্বীয় প্রভাবে তত্রত্য প্রজাগণকে বিদ্রোহিগণের উৎপাত হইতে অভয় দান করিলেন। এইরূপ গৌরবের সহিত রেসিডেণ্টের আদেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তিনি প্রত্যাগমন করিলেন, এবং স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, যে যে ব্যক্তি বিদ্রোহী দিগের অভিসন্ধিতে প্রশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদিগের শাস্তি দানে গভীর পরিশ্রম ও অধ্যবসার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনে অপরাধিগণ জায়গীর ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। দীননাথের এই সমুদায় প্রশংসনীয় ব্যাপার, দরবারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক রেসিডেণ্ট, গভর্ণর জেনারলের নিকট প্রেরিত পত্রে, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।† এই সময়ে পেশোয়ারের শাসন কর্ত্তা গোলাপ সিংহ প্রভিন্সিয়া সমুচ্চ শাসন সমতির মঙ্গল নিমিত্ত তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণকে বিশ্বস্ত রাখিতে কৃতকার্য্য হয়েন। পেশোয়ারে রেসিডেণ্টের সহকারীকার্য্যাধ্যক্ষ মেজর জর্জ্জ লরেন্স্ গোলাপ সিংহের অশেষ কার্য্য পটুতা ও বুদ্ধিমত্তার ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন। এই স্থানে একজন ব্যতীত আর সমুদায় প্রধান সর্দ্দার গোলাপ সিংহের ন্যায় সমুচ্চ রাজ্যের মঙ্গল নিমিত্ত প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেছিলেন।‡ এই সমুদায় বিশ্বাসী সর্দ্দারগণের সাহায্যে মেজর লরেন্স্ ১৮৪৮ খৃঃ অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বিদ্রোহিগণের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দণ্ডায়মান ছিলেন। এইসময়ে সেরসিংহ জনকের অবমাননা হেতু বিদ্রোহী হইলে পেশোয়ারস্থ সৈন্য আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 187.

† Ibid. p. 379. ‡ Ibid. p. 291, 315, 339, 397-8.

তত্রত্য শাসনের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। এই ঘোর বিপদকালে ইংরাজেরা পেশোয়ার পরিত্যাগ পূর্ব্বক খাইবারপাস্ অভিমুখে পলায়ন করিল। বিদ্রোহীরা গোলাপসিংহ ও গোলন্দাজগণের সেনানী ইলাহী বক্সকে বন্দী করিল।

শিখ সর্দ্দার, সেনানী ও জমীদারগণ শিখসৈন্যের প্রচণ্ড তেজ দমন করিতে বরাবর যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিল—কিন্তু এক্ষণে তাহাদের মহান উদ্যম ডেলহাউসির অন্যায় ক্রিয়াকলাপে বিফল হইয়া গেল। শিখ সৈন্য আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা সর্দ্দার ও সেনানীগণের পরামর্শ বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল, এবং কোন কোন সর্দ্দারকে তাহাদের বিদ্রোহে লিপ্ত হইতে বাধ্য করিল। রেসিডেন্ট স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, অক্টোবর মাসের ৪ঠা তারিখ অবধিও কোন সর্দ্দার বিদ্রোহে যোগ দান করে নাই।* রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের প্রায় সমুদায়ই এই বিদ্রোহে নির্লিপ্ত ছিল। এই বিদ্রোহ কেবল শিখসৈন্য মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অতি অল্প সংখ্যক পঞ্জাব অধিবাসী এই বিদ্রোহ সংগঠিত করে।

পঞ্চনদ অধিবাসীর সংখ্যা রণজিৎসিংহের রাজত্বের শেষ সময়ে ৩,৫০০,০০০ সংখ্যক ছিল।† ইহাদের মধ্যে শিখগণের সংখ্যা প্রায় মোট ১,৫০০,০০০।‡ এই সংখ্যা ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দের শিখ অধিবাসী ও পঞ্চনদ অধিবাসী সংখ্যা যদি উল্লিখিত সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে, বিদ্রোহী শিখসৈন্যের সংখ্যা উহাদের সহিত তুলনায় অতি অল্প। বিদ্রোহী শিখসৈন্যের সংখ্যা অধিক করিয়া ধরিলেও ৩০,০০০ ছিল কি না, তাহাও সন্দেহ। এ দিকে ১,৫০০,০০০ শিখ অধিবাসীর সংখ্যার মধ্যে স্ত্রীলোক শিশু ও বালকের সংখ্যা বাদ দিয়া যদি পুরুষের সংখ্যা ৩০০,০০০ ধরা যায়, তাহা হইলেও বিদ্রোহী সৈন্যের সংখ্যা শিখ অধিবাসীর সহিত তুলনায় দশভাগের এক অংশ ছিল কি না

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 381.

† The Official report laid before the Committee of the House of Commons on Indian Affairs, October 11, 1831; Cf. also Burnes' Travels, Vol. II. p. 256.

‡ Cunningham's History of the Sikhs, 1849. p. 9.

সন্দেহ। শিখ অধিবাসী সংখ্যা ৩০০,০০০ অনুমান করা কোনক্রমেই অধিক হয় নাই, যখন আমরা দেখিতে পাই যে, শিখ সৈন্যের সংখ্যা কেহ কেহ অতিরঞ্জিত করিয়া ২৫০,০০০ সংখ্যক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মুলতান বিদ্রোহীর সংখ্যা অতিরঞ্জিত করিয়া ৩০,০০০ সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করিলেও পঞ্চনদ অধিবাসী সংখ্যার সহিত তুলনায় ইহা যৎসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। কেন এই বিদ্রোহ পঞ্চনদে ৬০,০০০ ব্যক্তি মধ্যে বিস্তারিত হইল তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। মুলতান বিদ্রোহ দমনে বিলম্ব মহারাণীর নির্ব্বাসন ও ছত্রসিংহের সর্ব্বনাশ যে, এই বিদ্রোহের কারণ, তাহার আর পুনরায় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহার অপরাধে এই বিদ্রোহ পঞ্চনদে সঙ্ঘটিত হইল, সেই অভিবাবক বারাকপুরে, ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের ৫ই অক্টোবরে অভ্যর্থনা ভোজে প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন যে, "আমি শান্তির নিমিত্ত আন্তরিক ইচ্ছাকরিয়াছি; কিন্তু ভারতের শত্রুগণ যদি যুদ্ধার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে তাহাদের সে সাধ পূর্ণ হইবে, এবং ইহাও আমি বলিতেছি যে, যুদ্ধে তাহারা বিলক্ষণ শিক্ষা পাইবে।"* বাগ্মিতার কি সুন্দর দৃষ্টান্ত!! যাঁহার দূরবগাহ রাজনীতি রণজিৎ রমণীর কঠোর নির্ব্বাসনে পরিণতি লাভ করে, যাঁহার বিচিত্র কূট সমর নীতিতে মুলতানউত্থান এক ভয়াবহ বিদ্রোহে পরিণত হয়, যাঁহার দুর্ভেদ্য রাজনীতিতে দলিপসিংহের বিবাহ অনুমোদিত হইল না, এবং যাঁহার কঠোর আচরণে বৃদ্ধ ছত্রসিংহ সম্যক্ প্রপীড়িত হইলেন, সেই কঠোর হৃদয়, সেই রণজিৎপুত্রের অভিভাবক লর্ড ডেল্‌হাউসি, কি এই সমুদায় অন্যায় আচরণের পরিবর্ত্তে দুর্দ্ধর্ষ বীর শিখ সৈনিকের নিকট শান্তি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন।

বৃটিস শিবির হইতে রণভেরীর ভৈরব নাদে ঘোর আশুসমরসূচিত হইল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসের ১৮ই তারিখে, রেসিডেণ্ট দরবারের ভৃত্য, অধীন বর্গ ও বিয়ানদী হইতে পেশোয়ার বহির্ভূত পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত মহারাজ দলিপ সিংহের রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার শ্রেণী ও জাতির উপর এই ঘোষণা করিলেন;—"যেহেতু কতকগুলি অসন্তুষ্ট ও বিশ্বাসঘাতক

* Kaye's History of the Sepoy War, Vol. I. p. 35.

ব্যক্তি বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছে, এবং পাঞ্জাবের অধিবাসী সংখ্যার কিয়দংশকে তাহাদের বশ্যতা হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া বৃটিস ক্ষমতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে, এবং যেহেতু বিদ্রোহিগণের সমুচিত শাস্তিদান অত্যাবশ্যক, সেই নিমিত্ত বৃটিসসৈন্য মাননীয় প্রধান সেনাপতির অধীনে পঞ্চনদ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত বিদ্রোহিগণের সম্যক শাস্তিবিধান না করা হয়, নিরূপিত শাসনসমিতির বিরুদ্ধে সর্ব্ব-প্রকার অভ্যুত্থানের দমন না হয়, এবং শান্তিসম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত ইংরাজসৈন্য শিবিরে প্রত্যাগমন করিবে না। যেহেতু ইহা বৃটিস রাজ্যের অভিপ্রেত নহে যে, যাঁহারা উপরোক্ত অপরাধে নির্দ্দোষী, যাঁহারা গোপনে বা প্রকাশ্যে এই বিদ্রোহে লিপ্ত নহেন, এবং যাঁহারা মহারাজ দলিপ সিংহের শাসনাধীন ও বিশ্বাসী, তাঁহারা শিখ বা যে কোন শ্রেণীভুক্ত হউন না কেন, দোষিগণের সহিত শাস্তি ভোগ করেন, সেই নিমিত্ত যাঁহারা প্রকাশ্যে বা গোপনে এই বর্ত্তমান গোলযোগে জড়িত নহেন, তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকুন যে, ইংরাজ সৈন্যের আগমনে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিপদের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ ব্যক্তিগণকে নির্ভয়ে তাঁহাদের গ্রামে ও বাটীতে মহারাজের বিশ্বস্ত প্রজাগণের ন্যায় অবস্থান করিতে, এবং যে ইংরাজ সৈন্য নিরূপিত শাসন ক্ষমতার রক্ষায় এবং শান্তি ও বশ্যতা পুনঃ স্থাপনে পঞ্চনদ রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই ইংরাজ সৈন্যের নিমিত্ত শকট, রসদ ও যুদ্ধোপযোগী সমুদায় দ্রব্য আহরণ করিতে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। অধিকন্তু কি শিখ কি অন্য জাতি সমাজের সকল শ্রেণীভুক্ত, যে সকল লোক কেবলমাত্র অজ্ঞানতাবশতঃ বা দুরাত্মা বিদ্রোহী সর্দ্দারগণের মিথ্যা প্ররোচনায় বিচলিত হইয়াছে, এবং যাহারা তাহাদিগের বাটী পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্রোহীর পতাকামূলে উপ-স্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে অচিরাৎ বিদ্রোহী পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করা যাইতেছে। কোন প্রকার সংশয় বা বিলম্ব না করিয়া যদি তাহারা এইরূপ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের কোন বিপ-দেরই সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যদি তাহারা এই সাবধান বাক্য অবহেলা করে, তাহাহইলে, অন্যান্য উপদ্রবকারী বিদ্রোহী ও সাধারণ শান্তি ভঙ্গকারিগণের

সহিত তাহাদিগেরও সুনিশ্চিত সর্ব্বনাশ ঘটিবে। গভর্ণর জেনারল্ এই ঘোষণা সমর্থন করিলেন।"*

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, ফিরোজপুরে এক বৃহৎ সেনার সমাবেশ হইল। প্রধান সেনাপতি মহাবীর গফ্ স্বয়ং এই সৈন্যের অধিনায়কত্ব পদ গ্রহণ করিলেন। প্রায় ২৫,০০০ সৈন্য তাঁহার নেতৃত্বাধীনে রণবেশে দণ্ডায়মান হইল; এবং একশত তোপ এই সুবিখ্যাত রণবীরের সাহায্যে সজ্জিত হইল। † সের-সিংহেরও সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইল। সেরসিংহ মুলতান হইতে যখন ফিরিয়া আইসেন; তখন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা প্রায় ৪২৯১ ছিল। ‡ কিন্তু এক্ষণে সমরপ্রিয় শিখসৈন্য দলে দলে তাঁহার পতাকাতলে অসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ১৩ই নভেম্বরে লর্ড গফ্ লাহোরে উপস্থিত হইলেন। প্রধান সেনানী লাহোরে দুই দিবসের অধিক ছিলেন না। ইংরাজের প্রতিপাল্যশিশু দলিপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, তিনি ১৬ই তারিখে লাহোর পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু রেসিডেণ্ট ও শিশু নৃপতি, প্রধান সেনাপতির সম্মান নিমিত্ত মিয়ান্মীরে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। § সৌজন্যের কি সুন্দর চিত্র !!!

গফ্ ইহার পর সসৈন্যে শত্রু অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ২২শে নভেম্বর প্রত্যুষে প্রধান সেনাপতি, শিখগণকে তাহাদের অধিকৃত স্থান হইতে বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিগেডিয়ার কলিন্ ক্যাম্বেল এবং কোর্টিয়নকে এই আদেশ দিলেন—"তোমরা রামনগরাভিমুখে যাত্রা কর"। তাঁহারা তথায় গিয়া দেখিলেন যে, শিখগণ রামনগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ইংরাজ শত্রুর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে, শত্রুরসন্ধান পাইয়া, তাহারা শিখসৈন্যের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 448-449.

† The Calcutta Review, 1849, Vol. XII. p. 274; Kaye's History of the Sepoy War, Vol. I. p. 37.

‡ Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 562.

§ The Narrative of the Second Sikh War, in 1848-1849, by Joseph Thackwell, Second Edition, p. 30.

করিল। কিন্তু শত্রুগণের দূরে অবস্থান বশতঃ ইংরাজের লক্ষ্য কিছুমাত্র ফলদায়ী হইল না। অগত্যা ইংরাজ শিখগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া, গোলাবর্ষণ অভিপ্রায়ে, সমুদায় কামান শত্রুবিভাগের নিকটস্থ এক শুষ্ক বালুকাময় ভূমিতে লইয়া গেল। তথাহইতে ইংরাজ শিখ বিভাগে ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। শিখসেনা শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ বীরের ন্যায় সহ্য করিয়া অনতিবিলম্বে শত্রুর আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিল। শিখ তোপ ইংরাজ তোপকে নীরব করিল। শিখগণের এই প্রচণ্ড আক্রমণ ইংরাজ সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা সেই বালুকাভূমিতে দুইটি তোপ ও কতকগুলি রসদ সমেত শকট পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। এই কামান ও শকটগুলি বালুকাময় ভূমে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহাদের উদ্ধার প্রয়াস বিফল হয়।*

প্রধান সেনাপতি শত্রুকে পুনরায় আক্রমণে তখন অনিচ্ছুক হইলেন, তিনি শিখগণকে সমরভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু কতকগুলি সুবিখ্যাত সেনানীর অনুনয়ে প্রধান সেনাপতি, তাঁহার মন্তব্য হইতে বিচলিত হইলেন; ইহাতে কি ভয়ঙ্কর কুফল ঘটিল, ইতিহাস বক্ষে তাহা জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। বৃটিস সৈন্যের পলায়নের পর, শিখসেনা পরিত্যক্ত ইংরাজতোপের নিকটবর্ত্তী হইয়া, স্ফীত বক্ষে ইংরাজগণকে রণে আহ্বান করিতে লাগিল। ইংরাজের এদৃশ্য নিতান্ত অসহনীয় হইল। যে উইলিয়ম্ হ্যাভেলক্ পেনিন্সুলা যুদ্ধে ও সুবিখ্যাত ওয়াটার্লু রণক্ষেত্রে, মহাবীর বোনাপার্টের অপূর্ব্বরণবীরগণের সহিত সমরে যশোলাভ করিয়াছেন, তিনি ভারতীয় অরাতির এই স্পর্দ্ধায় অধীর হইয়া, তাহাদিগের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিবার মানসে প্রধান সেনাপতির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। লর্ড গফ্ বলিলেন "যদি তুমি আক্রমণের সুযোগ দেখ, তবে আক্রমণ করিতে পার"। আর তিলার্দ্ধ মাত্র বিলম্ব না করিয়া, হ্যাভেলক্ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, দুইদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, বিজয়ী শিখগণকে, প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিলেন। অবিলম্বে এক

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, p. 34; The Calcutta Review, 1849, Vol. XII. p. 274.

প্রচণ্ড সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সেই ঘোরতর সংঘর্ষে বহুল ইংরাজ সেনানী রণভূমিতে শয়ান রহিল। কিন্তু ইংরাজের অসামান্য ধৈর্য্যে ও অধ্যবসায়গুণে অরিবিভাগ বিদীর্ণ হইল। *

এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়া ইংরাজ পুনরায় শত্রুবিভাগ আক্রমণে উদ্যত হইল। "সকলে আমার অনুসরণ কর," এই বলিয়া হ্যাভেলক্ অসি ঘূর্ণন করিতে করিতে প্রচণ্ডবেগে শিখসৈন্যোপরি ধাবিত হইলেন। শিখসৈন্য তৎক্ষণাৎ অরাতির আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য ভয়ানক গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। শিখসৈন্যের অব্যর্থ সন্ধানে, ইংরাজ সৈন্য দলে দলে নিহত হইতে লাগিল। হ্যাভেলকও নিহত হইলেন। বৃটিস সৈন্য অসীম সাহসে অরাতির আক্রমণ সহ্য করিয়া পরিশেষে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। † এইরূপে রামনগরের যুদ্ধের অবসান হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজের সর্ব্বসমেত ২৩০ সৈনিক বিনষ্ট হইয়াছিল। ইংরাজের পক্ষে এই সমরের ফল সাতিশয় ভয়ঙ্কর। শিখগণের স্পর্দ্ধাও অধিকতর বর্দ্ধিত হইল, কারণ তাহারা প্রায় সমানসংখ্যক সৈন্য লইয়া এই সমরে গৌরব লাভ করিয়াছে। ‡ রামনগর সমরের পর কতকগুলি ইংরাজ শিখগণের হস্তে পতিত হয়। মহানুভব সেরসিংহ এই বন্দিগণকে সযত্নে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে আহার সামগ্রী দিলেন, এবং আহার সমাপনান্তে স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে তাহাদিগকে আদেশ করিলেন। § উদার চরিত্রের কি সুন্দর নিদর্শন; বীরচরিত্রের কি বিমল প্রতিভা !!!

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে বৃটিস ইণ্ডিয়ার প্রধান সেনানী লর্ড গফ্ রামনগর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী একস্থানে তাঁহার বৃহৎ তোপের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ২৪শে তারিখে ঐ তোপগুলি

---

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, p. 39; The Calcutta Review, 1849, Vol. XII. pp. 274-5.

† The Calcutta Review, 1849, Vol. XII. p. 275.

‡ Malleson's Decisive Battles of India, p. 359; Ludlow's History of British India, Vol. II. p. 163.

§ Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, p. 54.

তথায় পঁহুছিল। চিনাব নদীর অপর পারে সেরসিংহের সেনা সংস্থাপিত রহিয়াছে। ডিসেম্বর মাসের ২রা তারিখে লর্ড গফ্ সেরসিংহকে আক্রমণের এক সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করেন। ইহা স্থির হইল যে, পেনিন্‌সুলা যুদ্ধের সুবিখ্যাত রণবীর মেজর জেনারল্ স্যার্ জোসেফ্ থ্যাক্‌ওয়েল্ চিনাব উত্তীর্ণ হইয়া, অপর পারে সেরসিংহকে বামপার্শ্বদেশে আক্রমণ করিলে, প্রধান সেনানী স্বয়ং সেরসিংহকে সম্মুখে আক্রমণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত লর্ড গফের আরও বিশ্বাস ছিল যে, ইংরাজ শিখসৈন্য আক্রমণ করিলেই, ইংরাজ অর্থ গ্রহণে কলঙ্কিত শিখসৈন্যবিভাগস্থ পূরবিয়াগণ ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করিবে।* ২রা তারিখের প্রত্যূষে থ্যাক্‌ওএল্ প্রায় ৭০০০ সৈন্য লইয়া চিনাব উত্তীর্ণ হইয়া সেরসিংহকে আক্রমণ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। উজীরাবাদের নিকট সায়ংকালে এই রণবীর সসৈন্যে চিনাব নদী উত্তীর্ণ হইলেন; এবং তথায় প্রায় সমুদায় রজনী সতর্কে যাপন করিয়া প্রত্যূষে সৈন্যগণকে রণসজ্জায় অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। সেরসিংহ থ্যাক্‌ওয়েলের অভিসন্ধি অবগত হইয়া, রামনগর হইতে সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে সেরসিংহ বৃটিস ইণ্ডিয়ার সর্ব্বপ্রধান সেনানীকে তাঁহার পরিত্যক্ত বিভাগ আক্রমণ করিতে রাখিয়া গেলেন। এইরূপে তিনি রণবিৎ গফের সুন্দর কৌশল ব্যর্থ করিয়াদিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক শিখ অশ্বারোহী স্বীয় পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া থ্যাক্‌ওয়েলের সৈন্য মধ্যে আসিয়া সংবাদ দিল যে,—"শিখ অশ্বারোহীগণ ইংরাজগণকে পার্শ্বে আক্রমণ করিবে।"† এই প্রয়োজনীয় সমাচার লাভে, থ্যাক্‌ওয়েল অতি সাবধানে সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। এমন সময়ে প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে তিনি এক আদেশ পাইলেন যে, ব্রিগেডিয়র গড্‌বি স্বীয় পদাতি সৈন্য লইয়া অনতিবিলম্বে চিনাব নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন; এবং গড্‌বির সহিত মিলিত হইবার পুর্ব্বে যেন তিনি শিখগণের সহিত যুদ্ধ না করেন।"‡

থ্যাক্‌ওয়েল্ এই আদেশ পাইবামাত্র, গড্‌বি যে স্থলে উত্তীর্ণ হইবেন, তদভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। সেরসিংহও থ্যাক্‌ওয়েলের বিরুদ্ধে ধাবিত

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, pp. 84, 85.
† Ibid. pp. 88, 89. ‡ Ibid. p. 86.

হইলেন। সাদুল্লাপুরের নিকট শিখগোলা ইংরাজ সৈন্য বিভাগে পতিত হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে শিখসৈন্য ইংরাজের সম্মুখীন হইল। ইংরাজ সৈন্যের সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ ইক্ষুক্ষেত্র ছিল। থ্যাক্‌ওয়েল্ আপনার সৈন্য-গণকে শত্রুর অতি নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, প্রায় চারিশত হস্ত পশ্চাতে এক সুন্দর রণোপযোগী স্থানে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিলেন। ইংরাজ সৈন্যকে পশ্চাদবসৃত হইতে দেখিয়া, শিখসৈন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"ফেরেঙ্গী ভাগ্ যাতিন" অর্থাৎ ইংরাজগণ পলায়ন করিতেছে। প্রায় বেলা দুইটার সময় শিখসেনা ইংরাজ সৈন্যের উপর প্রচণ্ডবেগে আপতিত হইল। ইংরাজগণ প্রায় দুই ঘটিকাকাল শিখগণের ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ সহ্য করিল, তৎপরে অব্যর্থ সন্ধানে তাহারা শিখবিভাগে ভয়ঙ্কর উৎপাৎ আরম্ভ করিল; কিন্তু শিখগণ অবিচলিত ধৈর্য্য ও অসীম সাহসে স্বীয় বিভাগ রক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময়ে থ্যাক্‌ওয়েল্ প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে আর একখানি পত্র পাইলেন, তাহাতে তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে অবস্থা ও কালের উপযোগীতা বুঝিয়া আপনার বিবেচনানুযায়ী কার্য্য করিতে আদেশ করিতেছেন। অর্থাৎ এক্ষণে তিনি গড্‌বির সাহায্য ব্যতীত শত্রুবিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন কি না, তাহা তাঁহারই দায়িত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। *

দিবালোকের আর অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে, শিখগণের গোলাবর্ষণও এক প্রকার স্থগিত হইয়া আসিয়াছে; এমন সময়ে থ্যাক্‌ওয়েল্ স্বীয় বিচারের উপর নির্ভর করিয়া শিখসৈন্য বিভাগ আক্রমণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। শত্রুসংখ্যা তাঁহার অধিক বিবেচনা হইয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার গড্‌বি তখনও তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই। সে নিমিত্ত থ্যাক্‌ওয়েল্ শিখ-বিভাগ আক্রমণে ক্ষান্ত হইলেন। সেরসিংহ রজনীযোগে তাঁহার সমুদায় সৈন্য কামান ও রসদাদি লইয়া, কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া, সুশৃঙ্খলে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া এক অধিকতর রণোপযোগী স্থানে চলিয়া গেলেন। সেরসিংহ চিনাবের দক্ষিণ উপকূল পরিত্যাগ করিয়া জিলামের দক্ষিণ পুলিনে

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, pp. 89, 90, 93; Marshman's History of India, Vol. II. p. 672.

উপস্থিত হইলেন। প্রধান সেনাপতির রণকৌশল এইরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইল। কিন্তু লর্ড গফ্ এই যুদ্ধে বিজয় ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আমাদের এসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। জনৈক বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মতে এই যুদ্ধের সুবিধা নিঃসন্দেহ সেরসিংহের পক্ষেই ছিল; কারণ তিনি স্বেচ্ছানুসারে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। *

সেরসিংহ সাহ্লাপুর হইতে প্রস্থান করিবার পর প্রায় চল্লিশ দিবসাবধি ইংরাজ কর্ত্তৃক অনাক্রান্ত রহিলেন।† কেন লর্ড গফ্ আপনাকে বিজয়ী ঘোষণা করিয়া, শত্রুর অনুসরণ করিলেন না? কেনই বা এই সমরবিৎ ব্যক্তি বৃথা কালবিলম্বে সামরিক সুযোগ নষ্ট করিলেন? কেনইবা সেরসিংহকে বলবর্দ্ধনের সুবিধা দেওয়া হইল? লর্ড গফ্ পেনিন্সুলা যুদ্ধের এক মহাবীর হইয়া কেন ঈদৃশী অসামরিক নীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন? এই গূঢ় প্রশ্নের সদুত্তর অদূরেই রহিয়াছে। লর্ড ডেলহাউসি সাহ্লাপুরের যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রধান সেনাপতিকে বলিয়াছিলেন যে,—"তিনি সেরসিংহকে তৎকালীন অধিকৃত স্থানে আক্রমণ অভিপ্রায়ে,গভর্ণর জেনারলের সহিত পরামর্শ না করিয়া, কোন ক্রমেই যেন চিনাবের বহির্দ্দেশে অগ্রসর না হয়েন।" ডেলহাউসির পক্ষপাতী ইতিহাসকারও এই ব্যাপারে গভর্ণর জেনারলের উপর দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। "লর্ড ডেলহাউসি অন্যায়পূর্ব্বক প্রধান সেনাপতির স্বাধীন দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন," ‡ ইহা সকলে স্বীকার করিবে। দেওয়ানি প্রভুত্বের বহির্ভূত থাকা প্রধান সেনাপতির সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে, কোন প্রকার ভ্রম বা বিপর্য্যয় ঘটিলে, তাঁহার সম্বন্ধে বিচার করা অতি দুরূহ হইয়া পড়ে।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ১০ই তারিখে লর্ড গফ্ লাস্থুরি নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার মহতী সেনার সমাবেশ হইল। প্রায় ২৫,০০০ সৈনিক ইংরাজ সেনাপতির পতাকামূলে দণ্ডায়মান

---

* Marshman's History of India, Vol. II, p. 673; Cf. also The Calcutta Review, 1849, Vol. XII. pp. 277, 282.

† The Calcutta Review, 1849, Vol. XII. p. 282.

‡ Marshman's History of India, Vol. II. p. 675.

হইল। ১২ই তারিখে সায়ংকালে ডিজ্বি নামক স্থানে ইংরাজ সেনা শিবির সন্নিবেশ করিল। এই স্থান হইতে প্রায় চারিক্রোশ দূরে রসোলে সেরসিংহ প্রায় ২৩,০০০ সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।* শিখশিবিরের পশ্চাতে জিলাম প্রবাহিত হইতেছে এবং সম্মুখে এক জঙ্গল তাহাদিগের রণসজ্জা অরির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে আবরিত রাখিয়াছে। তাহাদের দক্ষিণ ও বামপার্শ্ব মৃঙ্গ এবং রসের দ্বারা রক্ষিত হইতেছিল। প্রধান সেনানী শত্রুর এইরূপ রণবিভাগ দেখিয়া স্থির করিলেন যে, ইংরাজসৈন্য রস্থলে শিখসৈন্যকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের বামপার্শ্ব অতিক্রম করিয়া, পশ্চাতে তাহাদের পলায়নের পথ অবরোধ করিবে।

জানুয়ারি মাসের ১৩ই তারিখের প্রত্যূষে ইংরাজ সৈন্য শত্রুর অভিমুখে পদচালনা করিয়া দিল। কয়েক ক্রোশ অতিক্রম করিয়া তাহারা চিলিয়ন্‌ওয়ালায় উপস্থিত হইল। সেইদিন প্রধান সেনাপতি যুদ্ধস্থগিত করিয়া পরদিবস প্রত্যূষে শিখগণকে আক্রমণ করিবেন ইহা স্থির করিলেন। কিন্তু শিখ সেনাপতি সেরসিংহ অরাতিগণকে এই সুবিধা দিলেন না। রণ-সজ্জায় শিখসৈন্য তাহাদের অধিকৃত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ সৈন্যকে তাহাদেরই রণবিভাগে আক্রমণ করিল। শিখ সৈন্যের এই সাহস ও স্পর্দ্ধা ইংরাজ সেনানীর নিরতিশয় অসহনীয় হইয়া উঠিল। অরা-তির এই স্পর্দ্ধার সম্যক্ দণ্ডবিধান উদ্দেশে তিনি গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ইংরাজ গোলাবর্ষণ করিল, কিন্তু শিখ সৈন্য কিছুমাত্রও বিচলিত হইল না। বেলা সার্দ্ধ তিন ঘটিকার সময় প্রধান সেনাপতি ইংরাজ সৈন্যকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। ব্রিগেডিয়ার্ জেনারল্ কলিন্ ক্যাম্বেলের পদাতি সৈন্য সর্ব্বপ্রথমে অগ্রসর হইল। এই পদাতি দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম বিভাগ ক্যাম্বেলের অধীনে হগেন কর্ত্তৃক এবং দ্বিতীয় বিভাগ ব্রিগেডিয়ার পেনিকুইক্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। ক্যাম্বেল্ মহাবীরত্বে শিখগণ বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অচিরাৎ এক ভয়াবহ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইংরাজ সৈন্য কতকগুলি শিখ তোপের

* Malleson's Decisive Battles of India, p. 273.

রঞ্জকঘর রুদ্ধ করিয়া দিল বটে, কিন্তু শিখগণ অনতিবিলম্বে তৎ-সমুদায় পুনরায় অধিকার করিল। শিখগণ এই তোপগুলির রঞ্জকঘর পরিষ্কার করিয়া, ইংরাজের উপর পুনরায় গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ক্যাম্বেল্ এই স্থলে এক শিখ গোলন্দাজের সহিত অসিযুদ্ধে আহত হইলেন, কিন্তু তাঁহার তরবারির আঘাতে শত্রুর মস্তক বিদীর্ণ হইল। শিখগণ অতিমাত্র ধীরতা সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত যুদ্ধ করিল, কিন্তু ক্যাম্বেল্ এই স্থানে জয়ী হইলেন। চারিটিমাত্র তোপ কেবল বিজেতার লাভ হইল। ৩৬ এবং ৪৬ সংখ্যক রেজিমেণ্টের দেশীয় পদাতি সৈন্য এই স্থলে অতিমাত্র বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে।*

ক্যাম্বেলের এই বিজয়লাভ তাঁহার সহকারী পেনিকুইকের দারুণ বিপর্য্যয়ে একপ্রকার নিষ্ফল হইয়া গেল। পেনিকুইক্ তাঁহার সৈন্য ও ২৪ সংখ্যার পদাতি লইয়া, প্রচণ্ডবেগে অরাতি অভিমুখে ধাবমান হইলেন। শিখ সৈন্য অমনি ধীরচিত্তে আক্রমণকারিগণের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল; বন্দুক চালনায় তাহাদের ক্ষিপ্রতা, ইংরাজ সৈন্যকে নিতান্ত অধীর করিয়া তুলিল। শত্রুকে এইরূপ বিচলিত দেখিয়া, শিখ অশ্বারোহী তরবারি হস্তে ইংরাজ সৈন্যোপরি প্রচণ্ডবেগে আপতিত হইল। সেই দুর্ব্বার আক্রমণে পরাজিত হইয়া, ইংরাজ সৈন্য দ্রুতবেগে পলায়ন আরম্ভ করিল। দুরন্ত শিখ অশ্বারোহী মহাবেগে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া তাহা-দের ঘোরতর পরাজয় সাধন করিল। ইংরাজের রঞ্জিত পতাকাগুলি বিজেতার করায়ত্ত হইল, পাঁচশত লোকের অধিক শিখকৃপাণের ভয়ঙ্কর আঘাতে চিলিয়ন্ওয়ালার ভীষণ ক্ষেত্রে শয়ান রহিল। অধিক কি মহারাণীর পতাকা ইংরাজের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। মহাবীর সেরসিংহের পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে যে, মহারাণীর পতাকা তাঁহার হস্তগত হয়। ব্রিগেডিয়ার পেনিকুইক্ প্রকৃত বীরের ন্যায় সম্মুখ সমরে পতিত হইলেন।†

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, pp. 123, 125, 166; The Calcutta Review, 1849, Vol. XII. p. 285.

† Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, pp. 157-162.

সেনাপতি স্যার্ জন্‌গিলবার্টের পদাতি বিভাগ এইরূপ ঘোরতর বিপর্য্যয় সহ্য করে নাই। এই পদাতি সৈন্য দুই ব্রিগেডে বিভক্ত। ব্রিগেডিয়র্ গড্‌বি এবং মাউন্‌টেন্ গিলবার্টের অধীনে ইহাদের পরিচালনা করিতেছিলেন। সেনাপতি গিল্‌বার্ট গড্‌বির ব্রিগেডের পরিচালন করিয়া, শিখ সৈন্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, এবং ঘোরতর সংগ্রামের পর অরাতির চারিটি কামান অধিকার করিলেন। ইংরাজ তোপের গোলাবর্ষণে রক্ষিত হইয়া, ইংরাজসেনা অগ্রসর হইল; শিখগণ সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা পলায়ন করিল। গিল্‌বার্টের সৈন্য তাহাদিগকে অনুসরণ করিল না। তাহারা তাহাদিগের আহত সৈন্যগণকে সংগ্রহ করিতেছে, এমন সময়ে শিখগণ প্রত্যাগত হইয়া পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগের পলায়নের পথ রুদ্ধ করিল। এইরূপ শঙ্কটময় অবস্থায় গিল্‌বার্টের সৈন্যকে অধিকক্ষণ থাকিতে হয় নাই। কাপ্তেন ডেন্ সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে তাঁহার তোপ লইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। কাপ্তেন ডেন্ যদি এই ঘোর বিপদসঙ্কুল স্থলে সে সময়ে কামান না আনিতেন, তাহা হইলে তত্রস্থ ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে কেহই শিখকৃপাণ হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। ডেনের সৈন্য অতিমাত্র ক্ষিপ্রতার সহিত ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। শিখগণও অনর্গল গোলাবর্ষণে শূন্যমার্গসমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। বোধ হইল অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। অমানুষিক বীরত্বে এক একজন শিখ অসিহস্তে অরাতিব্যূহ ভেদ করিবার বৃথা প্রয়াস পাইল। শিখগণ এইস্থলে পরাজিত হইল। পুনরায় তিনটি কামান গিল্‌বার্টের করায়ত্ত হইল। কোন শিখই এই স্থলে শত্রুকৃপাণ হইতে পরিত্রাণ পাইল না।*

গিল্‌বার্টের অধীনে গড্‌বির ব্রিগেড্ যখন এইরূপে কৃতকার্য্য হইল, তখন মাউন্‌টেন্ তাঁহার ব্রিগেড লইয়া শিখগণকে আক্রমণ করিলেন। শিখগণও অতিমাত্র সাহসে তাঁহার সম্মুখীন হইল। অচিরাৎ এক লোম-হর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইংরাজ অরাতির পাঁচটি তোপ অধিকার করিল মাত্র, কিন্তু শিখগণের অব্যর্থ লক্ষ ও অনর্গল গুলি বর্ষণে

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, pp. 144-149; Cf. also the Journal of a Subaltern.

মাউন্‌টেনের সৈন্যসমূহ অস্থির হইয়া উঠিল। সেই প্রচণ্ড আক্রমণে মাউন্‌টেনের সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তাহাদের পতাকা সমুদায় বিজেতার করায়ত্ত হইল। মহারাজপুরের চিরস্মরণীয় ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রগণের পরাজয় সাধন করিয়া, যে পতাকা ইংরাজ গৌরবের সহিত অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্য বিজয়ী শিখগণের করায়ত্ত হইল। সহচর-গণের পরাজয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া ৩০ সংখ্যক দেশীয় পদাতি বীরদর্পে শিখগণের সম্মুখে ধাবমান হইল বটে,কিন্তু তাহারও অচিরাৎ পরাজিত হইল। তাহাদের পতাকাগুলি শিখদিগের হস্তগত হইল। এইস্থলে ইংরাজদিগের সর্ব্বসমেত হতাহত সংখ্যা প্রায় ১৯ জন সেনানী ও ৬০০ জন সৈন্যমাত্র। এইরূপে পদাতি বিভাগের সমরাভিনয়ের অবসান হইল। এক্ষণে অশ্বারোহী বিভাগের অলৌকিক সমরাভিনয়ের বর্ণণে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।*

পেনিন্‌সুলা যুদ্ধের প্রসিদ্ধ রণবীর মেজর্ জেনারল্ স্যার্ জোসেফ্ থ্যাক-ওয়েল্ শিখসেনানী আতরসিংহের বিভাগ আক্রমণ করিলেন। মহাবীর সেরসিংহ স্বয়ং এই বিভাগে উপস্থিত ছিলেন। সেনাপতি থ্যাক্‌ওয়েল্ কাপ্তেন ইউনেট্‌কে, তৃতীয় ও পঞ্চম সংখ্যার অশ্বারোহী লইয়া, আতরসিংহের বিভাগ আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। কাপ্তেন ইউনেট্ সেনাপতির আদেশ পাইবামাত্রই শিখবিভাগ আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। শিখগণ অমনি এই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইল। ইংরাজের পঞ্চম সংখ্যক অশ্বারোহী শত্রুর আক্রমণে স্তম্ভিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। সেনানিগণ অশেষ প্রয়াসে এই অশ্বারোহিগণ মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনে কৃতকার্য্য হইলেন। তৃতীয় সংখ্যক অশ্বারোহী সহচরগণের পরাজয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া বীরবিক্রমে অরাতি সৈন্য ভেদ করিয়া শত্রুবিভাগের পশ্চাতে যাইয়া উপস্থিত হইল। ইউনেট্ দেখিলেন তাঁহার সৈন্যগণ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তাঁহার অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে একত্রিত করিয়া পুনরায় অরাতি সৈন্য ভেদ করিয়া স্বীয় বিভাগে প্রত্যাগমন করিতে প্রয়াস পাইলেন। প্রত্যাগমনকালীন ইউনেটের সৈন্য শিখগণের তরবারিআঘাতে নিপতিত হইতে লাগিল।

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, pp. 151-153.

প্রায় ৪৬জন সৈনিক তথায় বিক্ষিপ্ত রহিল। এমন সময়ে জনৈক শিখসৈন্য ইউনেটের মস্তকোপরি তাহার তরবারি উত্তোলন করিল, সৌভাগ্যক্রমে জনৈক সৈনিক, সেনানীর এই ঘোর বিপদ দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে আসিয়া স্বীয় তরবারির দ্বারা শিখতরবারির গতি রোধ করিল। কিন্তু সেই শিখের প্রচণ্ড প্রহরণ, ইংরাজ সৈনিকের তরবারি খণ্ড খণ্ড করিয়া, ইউনেটের পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিল। এইরূপে সেই অনুচরের শূরোচিত কার্য্যে ইউনেটের প্রাণমাত্র রক্ষা হইল। ইউনেট্ ঘোরতররূপ আহত হইলেন। এইরূপে থ্যাক্‌ওয়েলের সৈন্য রণবীর সেরসিংহের সৈন্যের নিকট রণে ভঙ্গ দিল। সেই মহাবীর পেনিন্‌সুলার যুদ্ধে জগৎ-বিখ্যাত ফরাসীসৈন্য বিরুদ্ধে ইংরাজ অশ্বারোহীর রণনৈপুণ্য দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইউনেটের অধীনস্থ সেনাই সেরসিংহের পরাজয় সাধনে কৃতকার্য্য হইবে, কিন্তু তাঁহার আশা ঘোর নিরাশায় পরিণত হইল। থ্যাক্‌ওয়েল্ স্বয়ং আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, এই সৈন্য এককালীন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। *

ইংরাজের দক্ষিণ বিভাগ হইতে পেনিন্‌সুলার প্রত্যেক রণক্ষেত্রে, অপরিসীম ও প্রচণ্ড সাহসনিমিত্ত বিখ্যাত চতুর্দ্দশ সংখ্যক অশ্বারোহী, নবম সংখ্যক রাজকীয় বর্ষাধারী-অশ্বারোহী ও অপর দুই রেজিমেণ্ট অশ্বারোহীসেনা সমবিভ্যাহারে, শিখ সৈন্যের বিরুদ্ধে ধাবিত হইল। লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল্ পোপ এই চারি রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী সেনার নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন। চতুপার্শ্বস্থ ভূমি প্রকম্পিত করিয়া এই রণদুর্ম্মদ অশ্বারোহী প্রহরণ দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া সংহার মূর্ত্তিতে শত্রু বিরুদ্ধে ধাবমান হইল। শিখ পদাতি অসীম সাহসে প্রচণ্ডবেগে প্রধাবিত এই বিখ্যাত ইংরাজ অশ্বারোহীগণের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইল। শিখগণ নির্ভীকচিত্তে চর্ম্ম বিশাল বক্ষোপরি স্থাপন করতঃ, অরাতির সুদীর্ঘ বর্ষার দুর্ব্বার আক্রমণের অপেক্ষা করিতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে মহাবেগে ইংরাজের বর্ষা শিখগণের চর্ম্মোপরি পতিত হইবামাত্র, কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া এই মহাবীরগণ তরবারির

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, pp. 168-170, 183.

ভয়ঙ্কর আঘাতে বর্ষাধারীকে ভূতলশায়ী করিতে লাগিল। বর্ষাগুলি সেই ভীম প্রহরণের দারুণ প্রহারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইল। এইরূপে এক এক পদাতি তিনজন অশ্বারোহীকে বিনষ্ট করিল।*

এদিকে শিখ অশ্বারোহিগণ চতুর্দ্দশ সংখ্যক সুবিখ্যাত অশ্বারোহিগণের বিরুদ্ধে গৌরবে অগ্রসর হইল। অচিরাৎ এক লোমহর্ষণ ভয়াবহ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অজস্র অজস্র বীরত্বের লীলাভিনয় সংঘটিত হইয়া গেল। এমন সময়ে অশ্বারোহী সেনার পরিচালক পোপ শিখতরবারির আঘাতে দারুণ আহত হইলেন। এইরূপে নেতাহীন ইংরাজ অশ্বারোহী সেনা অরাতির আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রত্যাগমনে বাধ্য হইল। অমনি শিখ অশ্বারোহিগণ তরবারি হস্তে ইংরাজগণের পশ্চাদ্ধাবমান হইল। এই অশ্বারোহিগণের প্রচণ্ড আক্রমণে, ইংরাজের প্রত্যাগমন ঘোর পরাজয়ে পরিণত হইল। ইংরাজ অশ্বারোহী দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া, কেবল বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। শিখগণও পলাতকগণের পশ্চাতে সংহার মূর্ত্তিতে ধাবমান হইল। অতিমাত্র বিশৃঙ্খলতায় পলায়ন নিমিত্ত তাহাদের রোগী, আহতগণের বাহক ও চিকিৎসকগণ ভূমে পতিত রহিল। তাহাদের কামান ও রসদপূর্ণ শকটগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। পলায়নকালে এক রেজিমেণ্ট অপর রেজিমেণ্টের উপর পতিত হইতেছিল; একজন সৈনিক অপরের অগ্রে পলায়নের প্রয়াস পাইতেছিল। সেনানিগণ সৈনিকগণকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে পলায়ন করিতেছিল। নিতান্ত ভীত ও শঙ্কিত অশ্বারোহিগণ পলায়ন করিয়া, যতক্ষণ না স্বীয় বিভাগের নিরাপদ স্থানে প্রধান সেনাপতি গফের নিকট পঁহুছিল, ততক্ষণ তাহারা কেহই অশ্বের রজ্জু আকর্ষণ করে নাই। বিজেতাগণও মহাবেগে অনুসরণ করিয়া, শত শত ইংরাজ সৈন্যকে কৃপাণের প্রচণ্ড আঘাতে নিপতিত করিতে করিতে ইংরাজের তোপ শ্রেণীমধ্যে প্রবেশ করিল। এই তোপগুলি মেজর কৃষ্টি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। এই বিভাগের সমুদায় তোপ শিখগণের করায়ত্ত হইল। শিখের তরবারির তীক্ষ্ণ আঘাতে কৃষ্টি ও বহু গোলন্দাজ ভূমি চুম্বন করিল। শত শত ইংরাজ নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে লুক্কায়িত হইয়া শিখতরবারি হইতে পরিত্রাণ পাইল।

* Thacwell's Narrative of the Second Sikh War, pp. 136-137.

গোলন্দাজগণের এই বিপদ দেখিয়া,ইংরাজ পদাতি সুতীক্ষ্ণ শাঙ্গিনদ্বারা অরাতির গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইলে, এই ভীমবল অশ্বারোহিগণ মহাবীরত্বে শাঙ্গিন বামহস্তে ধারণ করতঃ তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে শাঙ্গিনধারিগণকে নিপাতিত করিয়া, মহাবীর লর্ড গফ্ যেস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রবেশ করিল। অরাতির এই অজেয় বিক্রম ও বীরত্ব দর্শনে প্রধান সেনাপতি সাতিশয় অস্থির হইলেন। অনেকে প্রধান সেনাপতিকে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে বলিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রধান সেনাপতির শরীর রক্ষকগণ কামান ছুড়িতে থাকায় সেই অশ্বারোহিগণ তথায় অবস্থানে অক্ষম হইল। বিজয়ী শিখ এইরূপে ইংরাজের সুবিখ্যাত অশ্বারোহীদিগকে ঘোরতররূপে পরাজয় করিয়া, ইংরাজবিভাগে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগের গোলন্দাজ ও পদাতি সেনাকে পরাজিত করিয়া বিজয়লব্ধ দ্রব্যস্বরূপ ইংরাজ তোপ লইয়া স্বীয় বিভাগে প্রত্যাগমন করিল।*

শিখসেনার আজ অল্প গৌরবের দিন নহে। পেনিন্সুলা যুদ্ধে যে অশ্বারোহী সেনা "আধুনিক রণদেবতা" মহাবীর নেপোলিয়নের বিশ্ববিজয়ী সেনার সহিত সমরে উৎকর্ষ লাভ করিয়া, গৌরব চিহ্নস্বরূপ সেই যুদ্ধের নামাঙ্কিত পতাকাগুলি গৌরবে ধারণ করিয়াছিল, সেই সুবিখ্যাত সৈন্যগণ আজ খাল্সার হস্তে চিলিয়ন্ওয়ালার রণক্ষেত্রে পরাজিত হইল। যে পতাকাগুলি পূর্ব্বে তাহাদের প্রোজ্জ্বল বীরত্বের গরিমা, গৌরবে বিকীরণ করিতেছিল, সেই পতাকাগুলি আজ বিজেতার গৌরব দ্বিগুণরূপে বর্দ্ধিত করিল। শেষ সময়ে লর্ড গফ্ বামবিভাগ হইতে ব্রাইণ্ড এবং হোয়াইট্কে কামান লইয়া দক্ষিণে যাইতে বলিলেন। আতরসিংহের বিভাগে কিছুকাল তোপধ্বনি বন্ধ হইয়াছিল। ব্রাইণ্ড অনুমান করিলেন যে, তিনিই শিখতোপের গর্জ্জন বন্ধ করিয়াছেন; কিন্তু এই ভ্রমসঞ্জাত আত্ম-গৌরবসুখ তাঁহাকে অধিকক্ষণ ভোগ করিতে হইল না। আতরসিংহের কামান সকল পুনরায় ভীষণতর গর্জ্জিয়া উঠিল। অসংখ্য ইংরাজসৈন্য সেই গোলা বর্ষণে ভূতলশায়ী হইয়া গেল, কামান ও রসদপূর্ণ শকট সকল ভগ্ন হইয়া ভূমে বিক্ষিপ্ত রহিল। এই স্থলেই সমরের অবসান হইল। তখন বেলা

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, pp. 134-138.

প্রায় পাঁচ ঘটিকা হইবে; ক্রমে সান্ধ্যছায়া এই অসংখ্য নরশোণিতরঞ্জিত শশ্মানের উপর তাহার অনন্ত বিস্তৃত তামসী পক্ষ বিস্তার করিল।*

যে সমুদায় শিখ তোপের রঞ্জকঘর ইংরাজকর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়াছিল মাত্র, শিখগণ সেইগুলি শীঘ্র শীঘ্র সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইল। ইংরাজ সৈন্যও তাহাদের ভয়ানক ক্ষতির পর নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইল। বিজয়ী খাল্‌সা অনেকবার অনেক বিভাগে ইংরাজের প্রায় পশ্চাৎ সীমানা অবধি আসিয়াছিল, এবং নানাস্থানে ইংরাজের আক্রমণ বিফল করিয়াছিল। রজনীযোগে শিখগণ ইংরাজকে পুনরায় আক্রমণ করিবে কি না, তদ্বিষয়ে কেহ কৃতনিশ্চয় হইতে পারিলেন না। কোন কোন সেনানী প্রধান সেনাপতিকে স্থানান্তরে যাইতে পরামর্শ দিলেন। স্যার্ কলিন্ ক্যাম্বেল একবার এইরূপ বলিলে প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে বলিলেন, "কি? আমি কি আমার আহত সৈন্যগণকে শত্রু হস্তে নিহত হইতে রাখিয়া যাইব? না, কখনই হইবে না।" কিন্তু রজনী ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সৈন্যগণ পিপাসায় কাতর হইল, রসদাদি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে তাহাদের রক্ষা করাও সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল, সুতরাং প্রধান সেনাপতি তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইতে বাধ্য হইলেন। লর্ড গফ্ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসৈন্যে চিলিয়নের নিকটবর্ত্তী স্থানে চলিয়া গেলেন।†

এইরূপে প্রধান সেনাপতি হতাহতগণ ও ছয়টি তোপ পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া, চিলিয়নওয়ালার ভয়াবহ রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইংরাজগণ তথায় গমন করিয়া রাত্রিযোগে শিখগণের আক্রমণ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি কারণে শিখগণ শত্রুর তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়াও তাহাদিগকে আক্রমণ করিল না, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাহারা সেই রজনীতে তাহাদের আহত সৈন্য ও ইংরাজের পরিত্যক্ত কামান সকল সংগ্রহ করতঃ, চিলিয়নওয়ালার ক্ষেত্র হইতে দেড়ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক সমুচ্চ স্থানে প্রস্থান করিয়া, তাহাদিগের মৃত সহচরগণের সৎকার করিতে লাগিল। পরদিবস প্রত্যূষে ইংরাজগণ চিলিয়নওয়ালার সমরক্ষেত্রে পুনরায় গিয়া দেখিল যে, শিখগণ তাহাদের

* Thackwell Narrative of the Second Sikh War, pp. 172, 173.
† Ibid. bp. 173, 174.

পরিত্যক্ত ১২টি ক্ষুদ্র কামান ব্যতীত সমুদায় কামানগুলিই লইয়া গিয়াছে। এইরূপে চিলিয়ন্‌ওয়ালার চিরস্মরণীয় যুদ্ধের অবসান হয়। এইরূপে আড়াই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে, ইংরাজের ৮৯জন সেনানী এবং ২৩৫৭ জন সৈনিক রণভূমে শয়ান রহিল। ছয়টি বৃটিস-তোপ বিজেতার করায়ত্ত হইল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ অসংখ্য নরজীবনের বিনাশ, প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অতি অল্প যুদ্ধেই ঘটিয়াছে।*

সেরসিংহ চিলিয়ন্‌ওয়ালা রণক্ষেত্রের বিজয় কিরীট মস্তকে ধারণ করিয়া, সেই রাত্রিতেই তাঁহার বিজয়সম্মানসূচক কামান ছুড়িলেন। নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লর্ড গফ্ এই যুদ্ধে ইংরাজের বিজয় ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই; এবং লর্ড ডেলহাউসি ভারতবর্ষের প্রত্যেক সৈনাগার হইতে এই যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়লাভ করিয়াছে বলিয়া, একবিংশতি তোপধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন।† ভারতীয় ঐতিহাসিকের এ বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, একজন খ্যাতনামা পাশ্চাত্য ইতিহাসকার লিখিয়াছেন—"এইরূপ প্রকার আর একটি জয়লাভ করিলে, ইংরাজকে শিখগণের সহিত পঞ্চনদ রাজ্য নিমিত্ত নহে, কিন্তু বৃটিস রাজ্যের নিমিত্ত শেষ সমর করিতে হইত, এবং এই যুদ্ধ গুজরাটে না হইয়া বৃটিসরাজ্যে সংঘটিত হইত।" ‡ জনৈক সামরিক ইংরাজ লিখিয়াছেন যে, যদি কোন পক্ষ এই সমরে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা শিখ, কারণ উহাদিগেরই গৌরব এই সমরে সাতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তাহারা এক্ষণে বিজয়লব্ধ বারুদের সহিত আপনাদের বারুদ মিশ্রিত করিতে সক্ষম হইল।§ জনৈক ইংরাজ লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ইংরাজ যত সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই যুদ্ধের ফল অতীব ভয়ানক, ইহাতে ইংরাজ কিছুমাত্র সুবিধা লাভ করিতে

---

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, pp. 178, 180; Cf. also Lawrence Archer,—The Commentaries on the Punjaub Campaign, 1848-9, pp. 78, 79.

† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 564.

‡ Dalhousie's Administration of British India, Vol. I. p. 168.

§ Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, p. 180.

পারে নাই, অথচ এক সমানসংখ্যক ভারতীয় সেনাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে।* হিন্দুবিদ্বেষী এক রাজকর্ম্মচারী ইহা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, চিলিয়ন্‌ওয়ালার যুদ্ধ, আফ্‌গানস্থানের ব্যাপারের ন্যায় সাতিশয় ভয়াবহ।† জেনারল্ কনিংহ্যাম্ চিলিয়ন্‌ওয়ালার রণক্ষেত্রকে আলেক্‌জাণ্ডার ও পুরুর রণক্ষেত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন।‡ এমন কি অলঙ্ঘ্য সাগরান্তর্হিত বহুযোজন দূরবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপের প্রধান রণবীরগণের হৃদয়েও এই যুদ্ধের ফল দারুণ ভীতি উৎপাদন করে। ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় বীর ডিউক অভ্ ওয়েলিংটন্‌কেও এই সাধারণ ভীতির অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বৃটিস-তোপ বিজেতার হস্তগত হইয়াছে, ইংরাজপতাকা বিজয়ী খালসার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে, "বৃটিস অশ্বারোহী সেনা শিখগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, মেষপালের ন্যায় প্রাণভয়ে তাহাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছে;"§ দৃপ্ত শ্বেতদ্বীপের ইহা কিরূপে সহনীয় হইবে? ইংরাজ নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদের এক বিখ্যাত যুদ্ধবীরকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া, অপর এক রণবীরকে ভারতের প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। ভারতের অদৃষ্টপরিচালকগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মহাবীর ওয়েলিংটন্ নেপিয়র্‌কে প্রধান সেনাপতি হইয়া ভারতে আসিতে বলিলেন; এবং আরও কহিলেন—"যদি তুমি না যাও, আমি স্বয়ং যাইব।"‖ এইরূপে ইংরাজ তাহাদের এক সুদক্ষ সেনাপতিকে অবমাননার গভীর তলে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু মহাবীর গফ্ তাঁহার পদে নির্ব্বাচিত সেনানীর ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই গুজরাটযুদ্ধে উজ্জ্বল বিজয় কিরীট মস্তকে ধারণ করিলেন। যে প্রকার রণনৈপুণ্য ও সাহসের সহিত এই যুদ্ধ পরিচালিত হয়, মহাবীর ওয়েলিংটন বা সিন্ধুবিজেতা কখনই তাহার অতিরিক্ত কিছুই করিতে সক্ষম হইতেন না।¶

---

* The Calcutta Review, 1849, Vol. XII. p. 286.
† Lepel H. Griffin,—The Rajas of the Punjab, p. 1.
‡ Hunter's Imperial Gazetteer of India, Vol. II. p. 434.
§ Kaye's History of the Sepoy War, Vol. II. p. 419.
‖ Napier's Defects of the Indian Government, Vol. I. p. 7.
¶ Kaye's History of the Sepoy War, Vol. I. p. 43.

চিলিয়ন্‌ওয়ালা যুদ্ধের দুই দিবস পরে ১৫ই তারিখে, মহারাণী ঝিন্দন তাঁহার নির্ব্বাসনস্থল হইতে, এই পত্র গভর্ণর জেনারলকে প্রেরণ করিলেন,—"আমাকে পঞ্চনদে পুনরায় প্রেরণ করুন, তাহা হইলে আমি এই বিদ্রোহ দমন ও সুশৃঙ্খলাস্থাপন করিব এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের মঙ্গল ও স্বার্থসিদ্ধির বিষয়ে যত্নবান্ হইব। ইংরাজ আমাকে বিশ্বাস করুন—আমি সত্যবাদী কখনও মিথ্যা কথা বলি না।

"আমাকে পঞ্চনদে প্রেরণ করিলে, ইংরাজেরা দেখিবেন, কিরূপে ইংরাজ-রাজের প্রশংসাভাজন হইয়া, আমি রাজ্যশাসন করিব। আমি কোন ক্রমেই ইংরাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিব না। আমাকে পঞ্চনদে পুনরায় প্রেরণ করিলে, ইংরাজ দেখিবেন কিরূপ বিচক্ষণতার সহিত আমি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করি। আমাকে বন্দিনী করিয়া কি ফল হইল? ইহার নিমিত্ত সমুদায়ই বিশৃঙ্খল হইয়াছে। ব্যক্তি মাত্রেরই মঙ্গল প্রত্যাশী হইয়া প্রত্যেক কার্য্য করা উচিত; আমাকে আপনাদের অধীনে কার্য্য করিতে দিন, তাহা হইলে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত ও সুগম হইবে।

"যখন আমি সেখ্‌হোপুরে বন্দিনী ছিলাম, তখন আমার নিকট পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি এবং দুইলক্ষ টাকা নগদ ছিল। যদি ইংরাজগণের বিরুদ্ধে আমার কোনরূপ মন্দ অভিসন্ধি থাকিত, তাহা হইলে সেই সময়ে আমি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতাম; কিন্তু আমি তাহা করি নাই, কারণ ইংরাজের প্রতি মৈত্রীভাব আমার হৃদয়ে জাগরুক ছিল। আরও আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, সে সময় হইতে এ পর্য্যন্ত আমি এমন কোন কার্য্য করি নাই, যদ্বারা বৃটিস গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী বলিয়া প্রতীয়মাণ হইতে পারি।

"যদি ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আমার সহায়তা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন, এবং আমার বিশ্বাস যে, উহা গভর্ণমেণ্টের উপকারে আসিতে পারে, তাহা হইলে এ বিষয়ে সম্যক্ বিবেচনা করিবার এই উপযুক্ত সময়, কারণ পঞ্চনদে এখন অরাজকতা ব্যাপ্ত হইয়াছে। যদি ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আমার অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন—তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে নিশ্চিয় করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কোনরূপ অসৎ অভিসন্ধি আমার হৃদয়ে নাই,

বরং আমি তাঁহাদের হিতসাধনে সচেষ্ট থাকিব। যদি গভর্ণমেণ্ট আমাকে পঞ্চনদে প্রতিগমন করিতে অনুমতি না দেন,তাহা হইলে রাজ্যের অবস্থা আরও মন্দ হইবে। আপনি বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী—যদি আমি পত্রে কোনরূপ দূষনীয় কথা লিখিয়া থাকি, তাহা পরিত্যাগ করিবেন। আপনি বিজ্ঞ আপনার যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ করিবেন।"*

ইহার প্রত্যুত্তরে গভর্ণরজেনারলের সেক্রেটারী, জানুয়ারি মাসের ৩১এ তারিখে মেজর ম্যাক্‌গ্রেগরকে জ্ঞাত করিলেন যে, "মহারাণীর পত্রের উত্তর দানের প্রয়োজন নাই।"† ইংরাজের এক্ষণ এরূপ বিষয়ে ভাবিবার অবসর নাই। পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যগ্র হইতে হইল। কি উপায়ে তাঁহারা এই প্রতিশোধ লইতে কৃতকার্য্য হইলেন এখন তদ্বিষয়ের বর্ণনা করা যাউক।

চিলিয়ন্‌ওয়ালা যুদ্ধের পর পঞ্চবিংশ দিবস পর্য্যন্ত ইংরাজ ও শিখগণ দুই ক্রোশ অন্তরিত হইয়া রণবেশে দণ্ডায়মান রহিল। ইংরাজ চিলিয়নে এবং শিখগণ রসুলে অবস্থিতি করিতে ছিল। এই যুদ্ধের দুই তিন দিবস পরে, ছত্রসিংহ তাঁহার পুত্রের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছত্রসিংহের সহিত পেস্‌ওয়ার ও আটক্‌দুর্গ হইতে মেজর লরেন্স্‌, লেফ্‌টেনণ্ট হ্যারবার্ট্‌ এবং বোই বন্দীস্বরূপ সেরসিংহের শিবিরে আনীত হইলে, শিখসেনানিগণ সাতিশয় সমাদর ও ভদ্রতার সহিত এই বন্দীগণকে অভ্যর্থনা করিলেন। এমন কি যদি কোন শিখসৈন্য অরাতিবোধে ইহাঁদিগকে বধ করে, এই আশঙ্কায় তাঁহাদের জন্য শরীররক্ষক নিযুক্ত করা হইল। শিখসেনাপতি তাঁহাদিগকে সামরিক নিয়মের সম্মানের উপর নির্ভর করিয়া, কয়েক দিবসের জন্য বৃটিস শিবিরে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহাঁদের হস্তে সেরসিংহ ইংরাজ শিবিরে সন্ধিরও প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। অন্যায় বোধে লর্ড গফ্‌ এই সন্ধিতে সম্মত হইলেন না। সে যাহাহউক এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর প্রেরণে যে সময় অতিবাহিত হইল, তাহাতে ইংরাজের প্রভূত উপকার হয়; কারণ ন্যায়পরায়ণ সেরসিংহ তাঁহার সন্ধি প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 581-2.
† Ibid. p. 582.

প্রতীক্ষা অবধি শত্রুকে আক্রমণ করিলেন না। ইতিমধ্যে মুলতান হইতে প্রেরিত সৈন্য, গুজরাটে গফের সৈন্যের সহিত মিলিত হইতে সক্ষম হইল।*

ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ই তারিখে ইংরাজ, শিখসৈন্য রস্থল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সহসা এই সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হইল। প্রধান সেনাপতি স্বয়ং রস্থলে গমন করিয়া দেখিলেন যে, যে অরাতিবিভাগ বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে তাঁহার বিপুল সৈন্যক্ষয় হইত এবং যাহার সাহসী রক্ষকগণকে বিদূরিত করিতে বৃটানিয়ার অত্যদ্ভুত রণশিক্ষার সম্যক্ পরিচয় দানের প্রয়োজন হইত, সেই রণবিভাগ অরাতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে; ইংরাজ ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না। অবশেষে ইহা প্রকাশিত হইল যে, রণবীর সেরসিংহ ৩০,০০০ সৈন্য এবং ৬০টি তোপ লইয়া, বৃটিস ইণ্ডিয়ার প্রধান সেনাপতির অজ্ঞাতসারে,তাঁহার সমগ্র সৈন্যকে অতিক্রম করিয়া, দ্রুতপদে লাহোর অভিমুখে গমন করিতেছেন। এই রণযাত্রা ইংরাজের অতিশয় তুচ্ছ বোধ হওয়াতে, তাহারা ইহাকে ঘোর মূর্খতার পরিচায়ক বলিয়া জনসমাজে ঘোষণা করিল। এই অতীব সুন্দর রণনৈপুণ্যে পৃথিবীর প্রকাণ্ড সেনানিগণও গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন, কিন্তু অরাতির প্রসিদ্ধ রণবীরকে সেই গৌরবে বিভূষিত দেখিতে ইংরাজের অসহনীয় হইল। অধিক কি, এক বিচক্ষণ ইংরাজ এই রণনৈপুণ্যের প্রশংসাচ্ছলে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, এই রণযাত্রায় এককালীন পঞ্চনদের সমুদায় উর্ব্বরা প্রদেশ এবং লাহোর ও দিল্লীর পথ সম্পূর্ণরূপে সেরসিংহের করায়ত্ত হয়; যদি সেরসিংহ কৃতকার্য্য হইতেন, তাহা হইলে শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়া অবাধে উত্তর ভারতে বিজয়পতাকা স্থাপন করিতে তিনি সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে উত্তর ভারতের রণদুর্ম্মদ জাতি সমুদায় ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইত এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজ্যও এই সাধারণ অভ্যুত্থানে যোগদান করিত।† মহাবীর গফ্ অতি শীঘ্র সৈন্য প্রেরণ করায় পঞ্চনদ এইরূপ ঘোরতর ভাবী বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইল। সেরসিংহের লাহোর গমনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য অর্গল পড়িল। এইরূপে সেরসিংহ বিফল

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, pp. 191-2.

† The Calcutta Review, 1849, Vol. XII. p. 287.

মনোরথ হইয়া পুনরায় রসুলে তাঁহার পরিত্যক্ত সুদৃঢ় বিভাগ অধিকারে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু সে আশা তাঁহার পূর্ণ হইল না। তিনি অল্পকালমধ্যেই ইংরাজ সৈন্যকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইলেন, সুতরাং গুজরাটে অরাতির সহিত তিনি সমরে বাধ্য হইলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কিরূপ স্বচ্ছন্দের সহিত বৃটিস বন্দিগণ শিখ শিবিরে অবস্থান করিতে ছিলেন, কি সুন্দর সৌজন্যের সহিত তাঁহারা শিখসেনানিগণ কর্ত্তৃক আদৃত হইতেছিলেন। শিখসেনানীরা প্রাণখুলিয়া, এই বন্দিগণের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন। তাঁহাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ একদা এইরূপ কথোপকথন কালে, তাঁহারা বন্দীদিগকে বলেন, নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংরাজগণ তোপচালনার উপর তত দৃষ্টি রাখেননা, যাহা শিখগণের ভীতির বিশেষ কারণ। এইরূপে শিখগণ তাহাদের এই রন্ধ্রস্থল ইংরাজ সমীপে ব্যক্ত করিল। জর্জ্জ লরেন্স্ সামরিক নিয়মের সম্মান রক্ষণে আবদ্ধ হইয়া, সদয় শিখ সেনাপতির আদেশানুসারে ইংরাজ শিবিরে আসিবার কালে, তাঁহার ভ্রাতা হেন্‌রী লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাহোরে গমন করেন। তথায় শিখগণকে পরাজয় করিবার এই গুপ্ত সন্ধান, তিনি ভ্রাতার সমীপে ব্যক্ত করেন। এই প্রয়োজনীয় সমাচার, লর্ড ডেলহাউসির নিকট তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইল। তখন তিনি শতদ্রুপুলিনে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এই বার্ত্তা প্রধান সেনাপতির নিকট প্রেরণ করিয়া, এ বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিয়া দিলেন। এই আদেশ তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল।* যে কৃতান্তোপম ইংরাজ তোপ এতাবৎকাল ভারতবাসীর নিদারুণ ভীতিস্থল, সেই ভয়ঙ্কর তোপের পূর্ণক্রীড়া শিখগণকে দেখাইবার নিমিত্ত, প্রধান সেনাপতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ভারতের কোন সমরক্ষেত্রেই ইংরাজ কখন এইরূপ সুবৃহৎ তোপের ভয়ঙ্কর সমাবেশ করেন নাই। † ইহা স্থির হইল

* W. H. Davinport Adams,—Ths Makers of British India, pp. 323-4 ; Cf. also Marshman's History of India.

† Beveridge's Comprehensive History of India, Vol. II. p. 525.

যে, বৃহৎ তোপের অনর্গল গোলা বর্ষণে শিখবিভাগ চূর্ণ বিচূর্ণ হইলে, ইংরাজ সৈন্য তরবারি বর্ষা ও শাঙ্গিন লইয়া অগ্রসর হইবে। এইরূপে গুজরাট সমরে শিখগণের অবশ্যম্ভাবী নিপাত নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল।

ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ই তারিখে, প্রধান সেনাপতি সংবাদ পাইলেন যে, গুজরাট অরাতিকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে ইংরাজ সেনা একত্রিত হইতে লাগিল। চিলিয়ন্‌ওয়ালার বিজেতাগণের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত,গফের মহতী সেনা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মুলরাজের অধঃপতন হইলে, জেনারল্ হুইসের প্রায় ১২,০০০ সৈন্য প্রধান সেনাপতির বলবর্দ্ধন করিতে অবসর পাইল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই সৈন্যের আগমনে ইংরাজের কি প্রভূত উপকার হয়। এদিকে সেরসিংহ তাঁহার পিতার সহায়তা ব্যতীত, দোস্তমহম্মদের প্রেরিত ১৫০০ শত আফ্‌গান সৈন্যের সহায়তা প্রাপ্ত হইলেন।* এইরূপে সেরসিংহের সৈন্যসংখ্যা সর্ব্বসমেত ৩৪,৮০০ হইল।† যদিও শিখগণ ইংরাজের বল বর্দ্ধন দর্শনে ভগ্নহৃদয় হইয়াছিল, তথাপি তাহারা গুজরাটের সমতল ভূমিতে ৫৯ টি তোপ লইয়া ইংরাজের বৃহত্তর ভয়ঙ্কর ১০০টি তোপের সম্মুখীন হইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই।

২১শে তারিখের প্রত্যূষে বর্দ্ধিতবিক্রম বৃটিসসৈন্য একশত বৃহৎ কামান লইয়া, বিজয়ে সুনিশ্চিত হইয়া, চিলিয়ন্‌ওয়ালার বিপর্য্যয়ের সম্যক্ প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইল। নবোদিত সূর্য্যকিরণে বিস্তৃত ইংরাজ সৈন্যের অত্যুজ্জ্বল কৃপাণ সমূহ, প্রতিভাতিত হইয়া শত্রুর নয়ন ঝলসিতে লাগিল। শিখগণ কিছুমাত্র ভীত না হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইল। ইংরাজের ১০০ কামান রণরেখায় সজ্জিত হইল। স্বয়ং প্রধান সেনাপতি সুবৃহৎ তোপ সমূহের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া পরিচালনা করিতে লাগিলেন। স্যার জোসেপ্ থ্যাক্‌ওয়েল দ্বিতীয় নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন। শিখগণ ক্ষুদ্রতর ৫৯টি মাত্র কামান লইয়া অরাতির ভয়ঙ্কর তোপরাজির সম্মুখীন হইল। প্রধান সেনাপতি মহাবীর গফ্ ভারত সমরক্ষেত্রে

---

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, p. 223.

† Malleson's Decisive Battles of India, p. 385.

এক অভুতপূর্ব্ব ভয়াবহ সমর কাণ্ডের অভিনয় করিলেন। তিরাবরির ও পানিপথের ভীষণ সমরাবধি, ভারত বক্ষে নানাপ্রকার গৌরবজনক সমর-প্রণালী ও বীরত্বের লীলাভিনয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ গুজরাটক্ষেত্রে যেরূপ বিচিত্র সমরের অভিনয় হইল, অতীত সাক্ষী ভারতইতিহাসবক্ষে তাহার দ্বিতীয় কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। ভারতীয় কোন যুদ্ধেই কামানের এরূপ পূর্ণ সজ্জা ও অপূর্ব্ব ক্রীড়া প্রদর্শিত হয় নাই।

মহাবীর গফের আদেশ পাইবামাত্র চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া ভীমদর্শন ১০০শত ইংরাজ কামান শ্রবণবিদারী রব করিয়া উঠিল। এইরূপ মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জন করিয়া কামান সকল অজস্র ধারায় লৌহবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রায় দুইঘণ্টাকাল মূর্ত্তিমান শমনের ন্যায় এই শতসংখ্যক কামান অনর্গল জ্বলন্ত গোলা-বর্ষণ করিয়া শিখবিভাগ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিল। এই অগ্নিবৃষ্টির ধূমরাশি গগণমার্গ সমাচ্ছন্ন করিল। সবিস্ময়ে শিখগণ বলিল, "আমরা কি নরকে রহিয়াছি?" যদিও মৃত্যুর বিভীষিকামূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, যদিও এই অনর্গল অগ্নি বৃষ্টিতে অস্ত্র চালনার পূর্ব্বেই তাহারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে, তথাপি এই সাহসী সৈনিকেরা বিচলিত হইল না। শিখ গোলন্দাজগণ মহাবীরত্বে ও বিস্ময়কর সহিষ্ণুতার সহিত এই প্রচণ্ড অনল বৃষ্টি মুখে বীরপদে দণ্ডায়মান হইয়া, অত্যাশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতায় ও অব্যর্থ লক্ষ্যে, তাহাদিগের অল্পসংখ্যক ক্ষুদ্র কামানের দ্বারাই অরাতির অসংখ্য সুবৃহৎ তোপের প্রত্যুত্তর দান করিতে লাগিল। ক্ষিপ্রতায় তাহারা সুবিখ্যাত বাঙ্গালা ও বোম্বাই গোলন্দাজগণকে অতিক্রম করিয়াছিল; এবং লক্ষ্যের নৈপুণ্যে তাহারা এই প্রসিদ্ধ ও প্রশংসিত গোলন্দাজগণের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না।*

এইরূপ ভয়াবহ গোলাবর্ষণ সম্মুখে অধিককাল অবস্থান করা মানুষিক শক্তির সাধ্যাতীত, তথাপি সাহসী শিখসৈন্য নির্ভীকচিত্তে ও অমানুষিক বীরত্বে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ইংরাজ তোপের ভীষণ গোলাবর্ষণে শিখদিগের সমুদায় তোপই ইতস্ততঃ ভগ্ন হইয়া গেল। সাহসী শিখ

* Lionel James Trotter's History of the British Empire in India, Vol. I. p. 195.

গোলন্দাজগণ, সেই দুর্ব্বার অনলবৃষ্টিতে যতক্ষণকাল একটিমাত্রও তোপ কার্য্যোপযোগী ছিল, ততক্ষণ তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অত্যাশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতা ও বীরত্বের সহিত গোলাবর্ষণ করিতে ত্রুটী করে নাই। এই বীরগণ ভয় কি পদার্থ তাহা জানিত না। প্রতি মুহূর্ত্তে শত শত বীর সেই ভয়ঙ্কর গোলাবৃষ্টিতে শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া, স্তূপাকার শবরাশিতে পরিণত হইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের রসদপূর্ণ শকট, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, সমগ্র কামানই ভগ্নাবস্থায় ভূমে পতিত রহিল। অনন্যোপায় হইয়া কতিপয় দুর্জ্জয় শিখসেনা, অরাতির ভয়াবহ আক্রমণ অগ্রাহ্য করিয়া প্রচণ্ডবেগে শত্রুবিভাগ ভেদ করিতে অগ্রসর হইল। নিমেষ মধ্যে এই মহাবীরগণ অপ্রতিহত বিক্রমে ইংরাজের সুবৃহৎ কামানরাজি ভেদ করিয়া, যে স্থলে প্রধান সেনাপতি মহাবীর গফ্ অবস্থান করিতেছিলেন, তদভিমুখে মহাবেগে অগ্রসর হইল। তৎক্ষণাৎ প্রধান সেনানীর শরীর রক্ষকগণ দ্রুত-গতিতে এই স্বল্পসংখ্যক বীরগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রচণ্ড অনলবৃষ্টিতে এই সমুদায় বীরগণের বিনাশ সাধন করিল। *

আফগান নৃপতি প্রেরিত ১৫০০ লৌহবর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী সেনা, থ্যাক্‌ওয়েলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে, থ্যাক্‌ওয়েল্ প্রসিদ্ধ সিন্ধু দেশীয় অশ্বা-রোহী ও ৯ সংখ্যক বর্ষাধারীকে, আফ্‌গানগণের আক্রমণ প্রতিহত করিতে আদেশ দিলেন। অমনি তাহারা প্রচণ্ডগতিতে আফ্‌গান সৈন্যগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। আফগান সৈন্য তাহাদের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। শত্রুর দুইটি পতাকা বিজেতার গৌরব বর্দ্ধন করিল। এইরূপে আফগান সৈন্য পরাজিত হইলে, শিখগণের দক্ষিণ পার্শ্ব ভগ্ন হইল। এইরূপে শিখগণ একে একে তাহাদের সমুদায় রক্ষণীয় স্থান হারাইল। এই সময়ে ইংরাজ পদাতি শাঙ্গিন হস্তে শিখসেনা বিরুদ্ধে ধাবমান হইল, কিন্তু লোকাতীত বীরত্বে শিখসেনা বামকরে দৃঢ়মুষ্টিতে শত্রুর শাঙ্গিন ধারণ করিয়া, দক্ষিণকরে সুতীক্ষ্ণ তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে শাঙ্গিনধারীগণকে নিপতিত করিতে লাগিল। "এই

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, p. 220.

ঘটনাই শিখগণের অলৌকিক সাহসের যথেষ্ট প্রমাণস্থল।"* কিন্তু এই অসীম বীরত্ব সেই লোমহর্ষণ গোলাবর্ষণে বিলীন হইয়া গেল। এইরূপে শিখসৈন্য অসামান্য বীরত্বের সহিত সেই ভয়াবহ গোলাবর্ষণমুখে দীর্ঘকাল অত্যদ্ভুত সমর করিয়া, তাহাদের প্রায় সমুদায় তোপ ভগ্ন হইলে, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অমনি ইংরাজ অশ্বারোহী পরাজিত সৈন্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের শাণিত কৃপাণে বহুল শিখ নিপতিত হইতে লাগিল। কোন শিখই প্রাণ ভিক্ষা চায় নাই; ইংরাজও দয়া করে নাই। কি সশস্ত্র কি নিরস্ত্র প্রত্যেক শিখ, ইংরাজ গুলিতে নিহত হইল।† অনেকানেক নিরস্ত্র শিখ প্রাণরক্ষা নিমিত্ত বৃক্ষোপরি আশ্রয় লইয়াছিল; তাহাতেও তাহারা শত্রুর অস্ত্র হইতে নিস্তার পাইল না। চিলিয়ন্‌ওয়ালার সমরক্ষেত্রে ঘোরতররূপ পরাজিত চতুর্দ্দশ সংখ্যক অশ্বারোহী এই ব্যাপারে তাহাদের পরাজয়ের বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইয়াছিল।‡

এইরূপে গুজরাটে সেরসিংহের অধঃপতন হইল। ৫৬টি তোপ বিজেতার করায়ত্ত হয়। অবশিষ্ট অতি অল্পমাত্র তোপ শিখসেনা লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিল। শিখগণের রসদাদি সমুদায়ই ইংরাজের বিজয়লব্ধ দ্রব্য হইল। বিজেতার হতাহত সংখ্যা ৮০০ মাত্র সৈন্য; শিখগণের সহিত তুলনায় ইহা নিতান্ত অল্প। শিখগণ এইরূপে পরাজিত হইয়া পলায়নেও বিজেতার হস্ত হইতে নিস্তার পাইল না। সেনাপতি জেনারল গিল্‌বার্ট ১৫,০০০ সৈন্য ও ৩০টি তোপ সমভিব্যাহারে অবশিষ্ট শিখসৈন্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রসিদ্ধ রণবীর ক্যাম্বেল রোটাসের দুর্গ অধিকার করিলেন। সেনাপতি গিল্‌বার্ট এরূপ রণকৌশলে সেই হতাবশিষ্ট শিখসৈন্যের অনুসরণ করেন যে, তাহারা আত্ম সমর্পণ ব্যতীত আত্ম রক্ষার অন্য কোন উপায় দেখিল না। যে সমুদায় ইংরাজ পুরুষ ও রমণীগণ শিখ শিবিরে বন্দীস্বরূপ ছিলেন, মার্চ্চ মাসের ৬ই তারিখে তাহাদিগকে বিজেতার হস্তে সমর্পিত করা হইল। বন্দী

* Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, p. 236.

† Trotter's History of the British Empire in India, Vol. I. p. 198.

‡ Thackwell's Narrative of the Second Sikh War, pp. 226,227.

রমণীগণের সম্মান রক্ষা বিষয়ে, শিখগণ অশেষ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিল। ন্যার্ জর্জ্জ লরেন্সের বণিতা এই বন্দিনীগণের মধ্যে ছিলেন। কি পুরুষ কি নারী, সমুদায় বন্দীগণের প্রতিই অশেষ সৌজন্যের সহিত এতাবৎকাল ব্যবহার করিয়া, শিখ সেনাপতি অদ্য তাঁহাদিগকে ইংরাজ হস্তে অর্পণ করিলেন।

১৪ই তারিখে গিল্‌বার্ট রাওলপিণ্ডিতে পঁহুছিলেন। তথায় অবশিষ্ট বিদ্রোহী শিখসেনার বিদ্রোহের অবসান হইল। সেই দিবসে ছত্রসিংহ, সেরসিংহ প্রভৃতি শিখসর্দ্দারগণ বৃটিসসেনাপতির হস্তে তাঁহাদিগের তরবারি অর্পণ করিলেন। প্রায় ১৬,০০০ বিদ্রোহী শিখসেনা রসদাভাবে, গিল্‌বার্ট ও সেখ ইমামুদ্দীন কর্ত্তৃক সম্মুখে, এবটের সৈন্যকর্ত্তৃক পশ্চাতে, কাশ্মীরবাসিগণ কর্ত্তৃক দক্ষিণ পার্শ্বে অবরুদ্ধ হইয়া, বিজেতার করে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। সাশ্রুনয়নে ক্ষোভে ও গম্ভীরে তাহারা বিজেতার পদতলে তাহাদের বিশাল বাহুর গৌরব, প্রোজ্জ্বল কৃপাণগুলি একে একে নিক্ষেপ করিল।* সেই স্তূপাকার কৃপাণরাশির নিকটে মস্তকাবনত করিয়া, জন্মের মত বিদায় লইয়া ক্ষোভপূর্ণহৃদয়ে বিদ্রোহীসৈন্যগণ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। ইংরাজ সেনাপতি এই নিরস্ত্রগণকে একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা দিবেন, ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কোন সৈনিক সেই মুদ্রা গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া শোকপূর্ণ হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। ইহাদের নিকট হইতে গিল্‌বার্ট আরও ৪১টি তোপ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অবসান হইল। এইরূপে ডেলহাউসির কুট রাজনীতির বিষময় ফলে তাঁহার রক্ষণাধীন বালকরাজ্য ভয়াবহ শোণিতস্রোতে প্লাবিত হইল। মার্চ্চ মাসের ১৫ই তারিখে গিল্‌বার্ট পলায়নপর আফগান সৈন্যের অনুসরণ করিলেন। এই সময়ে দোস্ত মহম্মদ পেসোয়ারে ছিলেন। তিনি গুজরাটক্ষেত্রে তাঁহার প্রেরিত সৈন্যের বিপর্য্যয় ও ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক তাহাদিগের অনুসরণের সংবাদ পাইয়া, পেসোয়ার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১৯শে তারিখে সসৈন্যে পলায়ন করিলেন। ইংরাজগণসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া পার্ব্বতীয় সীমানা পর্য্যন্ত পলাতকগণের অনুসরণ করিয়া প্রত্যাগত হইলেন।

---

* Capt. J. H. L. Archer,—The Commentaries on the Punjaub Campaign.

দশম অধ্যায়।

অভিভাবক ও রক্ষণাধীন বালক—১৮৪৯ খৃঃ।

লাহোরে শান্তি—প্রতিনিধি সভার সভ্যগণের গৌরবজনক কার্য্য—পঞ্চনদ বাসিগণের ইংরাজ হিতৈষিতা—শতদ্রু পুলিনস্থ নৃপতিগণ এবং কাশ্মীর অধিপতি গোলাপসিংহের কর্ত্তব্যকার্য্য—অভিভাবক কর্ত্তৃক রক্ষণাধীন বালকের রাজ্যচ্যুতি—১৮৪৯ খৃঃ অব্দের ২৯ এ মার্চ্চের সন্ধি—ভেঙ্কুরার কন্যা—জ্যোতিপ্রসাদের বিচার—পঞ্চনদের শাসনভার হেন্‌রি লরেন্সের হস্তে অর্পণ—হেন্‌রি লরেন্সের প্রশংসনীয় সদয় আচরণ—লর্ড ডেলহাউসির অসন্তোষ—হেনরি লরেন্সের অন্যত্র স্থানান্তরীকরণ—পঞ্চনদরাজ্য বাজেয়াপ্ত সম্বন্ধে সমালোচনা—অপক্ষপাতী ঐতিহাসিকগণের মত।

যখন শিখযুদ্ধ পঞ্চনদের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল প্রকম্পিত করিতেছিল, তখন রণজিৎ রাজ্যের অধিকাংশ স্থলে এমন কি রাজধানীতেও পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল। রেসিডেণ্ট প্রতিনিধি সভার সাহায্যে তাঁহার অসীম ক্ষমতা পরিচালন করিতেছিলেন। প্রতিনিধি সভার আটজন সভ্য মধ্যে কেবল সেরসিংহ এই বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছিল, আর রনজোর্‌সিংহকে অপরাধী বলিয়া ইংরাজ স্থির করিয়াছিল মাত্র। অপর ছয়জন সভ্য রেসিডেণ্টের বাধ্য ও সুবিশ্বস্ত ছিল। যখন রেসিডেণ্টের রাজস্ব সম্বন্ধে নূতন নিয়ম প্রচলিত করায়, রাজস্বের প্রভূত ক্ষতি হইল, তখন এই সর্দ্দারগণ অসাধারণ পরিশ্রম ও গভীর অধ্যবসায় দ্বারা পুনরায় রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইলেন; এবং যদিও শিখযুদ্ধ প্রজ্জ্বলিত হইল, তথাপি তাহারা রীতিমত রাজস্ব সংগ্রহে অকৃত কার্য্য হয় নাই। ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে যে, এরূপ সময়েও তাঁহারা পঞ্চনদ রাজ্য মধ্যে সমরলিপ্ত ইংরাজ সৈন্যের রসদাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করিয়া এবং ইংরাজের ঋণ পরিশোধে প্রায় ১,৩৫৬,৮৩৭ টাকা দিয়া, যুদ্ধের পর ধনাগার শূন্য রাখেন নাই *।

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 256, 110, 111.

প্রতিনিধি সভার সভ্যগণের এই প্রশংসনীয় কর্ত্তব্য কার্য্য রাজ্যের অপরাপর সর্দ্দারগণ অনুকরণে ক্রটি করেন নাই। রাজ্যের যে ৩৪ জন সুবিখ্যাত সর্দ্দার ছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের কুটম্ব ও অনুচরবর্গ কেহই এই বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই। পঞ্চনদের অধিকাংশ অধিবাসী এই বিদ্রোহে সহানুভূতি প্রকাশ করেনাই। এই বিদ্রোহ কেবল মাত্র খালসা সৈন্য হইতে সম্ভূত হয়। ইহাদের সংখ্যা ত্রিংশৎ সহস্র হইবে। তাহারা খালসা ধর্ম্মের বিনাশ আশঙ্কায় এই বিষম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। স্যার হেন্‌রি লরেন্স্ বলিতেছেন, "এই বিদ্রোহী সৈন্য সংখ্যা মধ্যে অতি অল্পই শিখ ছিল। ইংরাজ শিবির হইতে পলাতক সৈন্য ও ইংরাজ রাজ্যের অসন্তুষ্ট প্রজাগণই এই বিদ্রোহী সৈন্যের অধিকাংশ ভাগ পুরণ করিয়াছিল। সাধারণ শিখ অধিবাসীরা কখন এই বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই। শিখ গণের অনেকেই বিশ্বাসী ও ইংরাজ হিতৈষী ছিল।"*

গভর্ণরজেনারল স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন,"পঞ্চনদ অধিবাসীর অধিকাংশ বিশেষতঃ মুসলমানেরা এই বিদ্রোহে যোগদান বা বিদ্রোহীগণের সহিত কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই।"† পঞ্চনদের সমগ্র অধিবাসী সংখ্যার সহিত তুলনায় শিখগণের সংখ্যা ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই সংখ্যাবদ্ধ শিখগণের মধ্যে অতি অল্পই এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। এমন কি লাহোর রাজ্যের ২০,০০০ অধিবাসী ইংরাজের অধীনে অস্ত্রধারণ করিয়া বিদ্রোহ দমনে বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিল।"‡ দরবারের সর্দ্দার ও কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অনেকেই শিখযুদ্ধে ইংরাজের বিশেষ সাহায্য করেন, ইহাদের মধ্যে সর্দ্দার সেখ ইমামুদ্দিন এবং মিসর সাহেব দয়াল সসৈন্যে লর্ড গফের সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া, প্রধান সেনানীর প্রভূত সাহায্য করেন। এই দুই রাজকর্ম্মচারী দরবারের পক্ষে প্রধান কর্ম্মচারী।§

শেষ সময় পর্য্যন্ত রেসিডেন্ট দরবারের আচরণে প্রীত ও সন্তুষ্ট ছিলেন। গভর্ণর জেনারলকে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের ১৬ই আগষ্টের পত্রে

---

* The Calcutta Review, September 1856.

† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 664.

‡ Bell's Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 168.

§ Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 444.

তিনি লিখিলেন যে, "শিখযুদ্ধ ও অন্যান্য ব্যাপার সম্বন্ধে দরবারের, সাধারণ ও প্রত্যেকেরই আচরণ সম্পূর্ণরূপ সন্তোষদায়ক।" তিনি পুনরায় বলিয়াছিলেন যে, "৪ঠা অক্টোবর পর্য্যন্ত কোন সর্দ্দার ছত্রসিংহের বিদ্রোহে যোগ দান করে নাই।"* পঞ্চনদের প্রায় সর্ব্বত্রই অধিবাসীগণ ইংরাজের সহায়তায় নিযুক্ত ছিল। কাশ্মীরে প্রবল পরাক্রান্ত জম্মুপতি ইংরাজের সহায়তায় অবিচলিত ছিলেন। শতদ্রু পুলিনস্থ নরপতিগণ সৈন্য ও অর্থ সাহায্যে ইংরাজের প্রভূত উপকার করিতেছিলেন। একমাত্র পাতিয়ালার নৃপতি ইংরাজের সাহায্যে, অকাতরে ২৫ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। এইরূপে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা শতদ্রু পুলিনস্থ নরপতিগণ ইংরাজকে দান করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃঃ অঃ ফেব্রুয়ারি মাসেও শিখ সৈন্য ইংরাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বিদ্রোহী শিখ সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ছিল। ডেভিড্‌সনের অধীনস্থ শিখসৈন্য বিদ্রোহী রামসিংহের বিদ্রোহ মহাবীরত্বে নিস্পেষিত করায় ডেলহাউসিরও প্রশংসাভাজন হয়। †

এইরূপে রেসিডেন্ট প্রতিনিধি সভার সভ্যগণের শীর্ষস্থানে অবস্থান করিয়া অবাধে রাজধানীতে রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। শিখযুদ্ধের প্রভাব রাজধানীতে কিছুমাত্রও অনুভূত হয় নাই। শিশু মহারাজ রাজধানী বহির্ভাগে কি হইতেছে, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞ ছিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার সহচর ছত্রসিংহের পুত্র গোলাপ সিংহ সহসা স্থানান্তরিত ও বন্দীকৃত হইলেন এবং পরিশেষে আরও দেখিলেন যে, রাজ প্রাসাদ সহসা বৃটিসসৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইল। ইহার কারণ তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। বালক নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার অভিভাবকের বিরাট আশ্রয়ে থাকিয়া কিছুই বিপদাশঙ্কা করে নাই। ‡ এরূপ সময়ে কেন ইংরাজ রেসিডেন্ট বৃটিসসৈন্যে প্রাসাদ রক্ষিত করিলেন, এই প্রশ্ন সহজেই উত্থিত হইতে পারে, ইহার সদুত্তরে রেসিডেন্টের অপ্রকাশিত পত্র হইতে এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় যে, আগষ্ট মাসের ২৯ এ তারিখে মুলতান হইতে এডওয়ার্ডিস রেসিডেন্টকে লিখিয়াছিলেন যে, "মহারাজকে অতি সতর্কে রক্ষা করিবেন, কারণ সমসের্‌সিংহ বলেন যে, মহারাজ যখন সলিমার

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 289, 381.
† Ibid. pp. 476, 590.
‡ Sir John Login and the Maharaja Duleep Sing, p. 124.

উদ্যানে ভ্রমণে বহির্গত হইবেন, তখন ছত্র সিংহ তাঁহাকে লইয়া যাইতে প্রয়াস করিবেন; এবং পরিশেষে ইংরাজের বিরুদ্ধে এই দোষারোপ করিবেন যে, ইংরাজেরা তাঁহাদের রক্ষণাধীন বালকের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।"* কিন্তু দলিপসিংহ ইহার কিছুমাত্রও জানিতেন না, তিনি নির্ভয়ে তাঁহার প্রবল পরাক্রান্ত অভিভাবকের আশ্রয়ে কাল যাপন করিতে ছিলেন। রেসিডেন্ট নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে ছিলেন। এক দিনের নিমিত্ত রাজধানীতে তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ হস্তোত্তলন করে নাই। শিখযুদ্ধের অবসান হইল, তথাপি রণজিৎ রাজধানী এক দিনের জন্য বিচলিত হয় নাই।

গুজরাট যুদ্ধে শিখসৈন্যের বিদ্রোহ নিষ্পেষিত হইল। অভিভাবক তাঁহার রক্ষনীয় বালকের রাজ্যে এক ঘোর অভ্যুত্থান দমন করিলেন। যদি তিনি কেবল ইহা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করা হইত। কিন্তু ডেলহাউসি সেই মহৎকর্ত্তব্য কার্য্যে দৃষ্টিপাত না করিয়া, তাঁহার পররাজ্যলোলুপ-তীব্রদৃষ্টি, তাঁহার রক্ষণাধীন শিশুর রাজ্যে নিক্ষেপ করিলেন। দেশীয়রাজ্য নাশের ইহাই তাঁহার প্রথম ভয়াবহ উদাহরণ। লর্ড ডেলহাউসির লেখনীর এক আঘাতেই পঞ্চনদরাজ্য বৃটিস রাজ্যভুক্ত হইল। এই নিতান্ত শোচনীয় আদেশ তৎক্ষণাৎ রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত হইল। এই ভয়ঙ্কর দণ্ডাদেশ, বলপূর্ব্বক পালন করাইতে, লাহোরে ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হইল, এবং মাননীয় এলিয়ট্ সাহেব, এই ব্যাপারে লর্ড ডেলহাউসির প্রতিনিধি স্বরূপ লাহোরে গমন করিলেন। প্রকাশ্য দরবারে এই দণ্ডাদেশ পঠিত হইল। ইহা এইরূপ লিপিবদ্ধছিল;—"শিশুনরপতির নামে প্রতিনিধি সভার সভ্যগণ পঞ্জাবের রাজত্ব ও অধিকারসত্ব-ইংরাজ করে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিবেন। যদি উক্ত সভ্যগণ এই প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে সম্মত হয়েন এবং ইহাতে স্বস্ব নাম স্বাক্ষর করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের জাইগীর ও ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে না। কিন্তু যদি তাঁহারা এই প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে সম্মত না হয়েন, তাহা হইলে, মহারাজ ও তাঁহাদের অদৃষ্ট, সম্পূর্ণ রূপে গভর্ণর জেনেরলের দয়ার উপর

* The Unpublished Correspondence of Sir F. Currie.

নির্ভর করিবে। এবং তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ দয়া প্রকাশ করা যাইবে না"। *

প্রতিনিধি সভার ৮ জন সর্দ্দারের মধ্যে দুই জন ব্যতীত অন্য ছয়জন সর্দ্দার, রাজা তেজসিংহ, দীননাথ, ভাই নিধনসিংহ (শিখ ধর্ম্মের প্রধান নায়ক), ফকীর নুরউদ্দীন, সমসেরসিংহ সিদ্ধন ওয়ালা, এবং আতরসিংহ কালীওয়ালা, সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী ছিলেন। তাহারা ঘোরতর বিপদের সময়েও প্রাণপণযত্নে, রেসিডেণ্টকে রাজ্য শাসনে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই যৎপরোনাস্তি অন্যায় দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, এই অভ্যুত্থান কেবল মাত্র কয়েকজন দলচ্যুত ও অসন্তুষ্ট সৈনিকগণের প্রতিশোধ স্পৃহাবিজৃম্ভিতমাত্র। ইহা প্রথম অবস্থাতেই অতিশীঘ্র নির্ব্বাপিত হইতে পারিত, কিন্তু বৃটিস কর্ম্মচারিগণের অনবধানতা, সন্দেহ, দুর্দ্দমনীয় দর্প ও দূষনীয় কার্য্যকলাপে, ইহা ক্রমে খালসা সৈন্যমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা আরও জানিতেন যে, এই বিদ্রোহ, তাঁহাদের ইচ্ছার নিতান্ত বিরুদ্ধে, কেবল মাত্র দুইটি রাজ্যের প্রধান সর্দ্দারকে বিজড়িত করিয়াছে; ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, তাঁহারা গভর্ণর জেনারলের আদেশ প্রতিপালককে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই ভীম কঠোর দণ্ডের সন্নীতি ও সুবিচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিলেন। অশেষরূপ অনুনয়ের সহিত এই শিশু নরপতির রাজ্য নাশের বিরুদ্ধে তাঁহারা অভিযোগ করিলেন, কিন্তু ইংরাজ তাহাতে বিচলিত হইল না। অনুনয় ও বিনয় সমস্ত নিস্ফল হইল। প্রত্যুত তাঁহাদিগকে বলা হইল যে, যদি তাঁহারা তাঁহাদের রাজার রাজ্য-চ্যুতি-পত্র স্বাক্ষরদ্বারা সমর্থন না করেন, তাহা হইলে দোষিগণের সহিত তাঁহাদিগকেও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তি বাজে য়াপ্ত হইবে এবং তাঁহাদিগের প্রতি কোন প্রকার দয়া প্রদর্শন করা যাইবে না, এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের নৃপতিকেও সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের কৃপায় অবস্থান করিতে হইবে। ডেলহাউসি এইরূপ বলপ্রয়োগে, প্রতিনিধি সভার সুবিশ্বস্ত

---

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849 pp. 649-650.

সভ্যগণকে, তাঁহার প্রস্তাবিত ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন।* এইরূপে পঞ্চনদরাজ্য ব্রিটানিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের ২৯শে, তারিখে লাহোর রাজপ্রাসাদে,শিখ-দরবারের শেষ অধিবেশন হইল। সেই দিবস ইংরাজমিত্র মহারাজ রণজিৎ সিংহের শিশু, অভিভাবক ইংরাজের রক্ষণীয় বালক, পৈতৃক সিংহাসনে শেষ বার অধিরোহণ করিলেন। পূর্ব্বে দরবার কালে শিখসর্দ্দারগণ মহামূল্য মণিরত্নাদি খচিত পরিচ্ছদ ও ভূষণে মণ্ডিত থাকিতেন, কিন্তু এক্ষণে এই সমুদায় পরিহার করিয়া তাঁহারা শোকব্যঞ্জক দীনবেশে দরবারে উপস্থিত হইলেন; পূর্ব্বে যাঁহাদের হস্তে শানিত কৃপাণ শোভিত থাকিত, এক্ষণে তাঁহাদিগকে নিরস্ত্রভাবে দরবারে প্রবেশ করিতে হইল। দলিপসিংহের সর্ব্বনাশ অতি গম্ভীরে সমাপিত হইতে চলিল। মহামতি হেনরি লরেন্স্ এই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বপদ গ্রহণ করাতে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই শোচনীয় স্থানে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার সহিত এলিয়ট্, বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইলে, শিশু দলিপ সিংহ ও তাঁহার পারিষদবর্গ তাঁহাদিগকে সাদরে দরবারমধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় দেওয়ান দীননাথ, শিশুনৃপতির প্রতি এই অত্যাচার নিবারণের জন্য আর একবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু ইংরাজ প্রতিনিধি, প্রভুবৎসল দীননাথের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতঃ দলিপসিংহকে তাঁহার রাজ্যচ্যুতির সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। অজ্ঞান শিশু, অভিভাবক ইংরাজের আদেশক্রমে তাঁহার সর্ব্বনাশপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই ভয়ঙ্কর সন্ধি এইরূপে লিপি বদ্ধ হইল।

১ম ধারা—মহারাজ দলিপসিংহ তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হইয়া পঞ্জাবে তাঁহার সমুদায় দাবি, সত্বাধিকার এবং স্বাধীন ক্ষমতা পরিত্যাগ করিবেন।

২য় ধারা—বৃটিস গভর্ণমেণ্টের নিকট লাহোর দরবারের ঋণ পরিশোধ ও যুদ্ধের ব্যয় নিমিত্ত, দরবারের সম্পত্তি যেরূপ প্রকারের হউক না কেন এবং যেস্থানে পাওয়া যাইবে, সমুদায় মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারভুক্ত হইবে।

* The Retrospects and Prospects of Indian Policy, p.p. 154-155.

৩য় ধারা—কোহিনুর হীরক যাহা মহারাজ রণজিৎ সিংহ সাহা সুজার নিকট হইতে লইয়াছিলেন, লাহোরের মহারাজা কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের রাণীকে প্রদত্ত হইবে। মহারাজ দলিপসিংহ নিজের, তাঁহার জ্ঞাতি ও অনুচরগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থ,মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে বাৎসরিক অনধিক পঞ্চলক্ষ ও অন্যূন চারিলক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

৪র্থ ধারা—মহারাজকে সম্মানের সহিত ব্যবহার করা যাইবে; তাঁহার পদবী মহারাজ দলিপসিংহ বাহাদুর থাকিবে। এবং যদি তিনি ভবিষ্যতে বৃটিস গভর্মেণ্টের বাধ্য থাকেন, তাহাহইলে তিনি যাবজ্জীবন উপরোক্ত বৃত্তির যে অংশ তাহাকে দেওয়া উচিত বিবেচিত হইবে, তাহাই পাইবেন। তাঁহার বাসস্থানের নিমিত্ত গভর্ণরজেনারল যেস্থল নির্ব্বাচিত করিবেন সেই স্থলে তাঁহাকে বাস করিতে হইবে।*

সদয় অভিভাবক এইরূপ পত্রে তাঁহার রক্ষণীয় বালকের স্বাক্ষর গ্রহণ করিলেন; নির্দ্দোষী অজ্ঞান বালকও অভিভাবকের বাক্যে এই ভয়ঙ্কর পত্র স্বাক্ষরিত করিল। এইরূপে অভিভাবক কর্ত্তৃক রক্ষণীয় বালকের সর্ব্বনাশ সমাধিত হইল। এই নির্দ্দয় ও নির্ম্মম ব্যাপার সমাপনান্তে বৃটিস প্রতিনিধি যেমন রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন, অমনি তথায় ইংরাজ পতাকা উড্ডীন হইল, এবং কামান শ্রেণীর বজ্রোপম শ্রবণবিদারী রবে বিঘোষিত হইল যে, পঞ্চনদ রাজ্য বৃটিস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এইরূপে রণজিতের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইল, পঞ্চনদ বৃটিস মানচিত্রে লোহিত বর্ণ ধারণ করিল।

সদয় অভিভাবক নাবালকের রাজ্য এইরূপে আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় উদার তার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিলেন। যে ইংরাজ, দলিপের মহান জনকের সহিত অবিচ্ছিন্ন মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, যাঁহারা পবিত্র সন্ধিধারানুসারে দলিপের অপ্রাপ্ত বয়স কালাবধি পঞ্চনদের শাসন ভার স্বহস্তে লইয়া, বৃটেনিয়ার মহত্ত্ব ও গৌরবের জলন্ত কীর্ত্তি ঘোষিত করিয়াছিলেন, লর্ড ডেলহাউসি আজ সেই ইংরাজের পরম মিত্রের সন্তান, তাঁহাদের রক্ষণাধীন বালকের

* Treaties, Engagements, and Sunnuds, Revised Edition, 1876, Vol. VI. pp. 47-48; Cf. also Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 653.

রাজ্যনাশ করিয়া তাঁহাদের মহান গৌরবের কি ঘোরতর অবমাননা করিলেন। সততা ও সন্ধিরক্ষাপ্রিয় বলিয়া, যে ইংরাজ দৃপ্ত, লর্ডডেলহাউসি পবিত্র সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আজ তাহার কি সম্মান রক্ষা করিলেন! পবিত্র সন্ধি ভঙ্গ করিয়া রক্ষণাধীন নাবালকের রাজ্যনাশ করিয়াও অভিভাবক নিবৃত্ত হইলেন না, প্রত্যুত রক্ষণাধীন বালকের পঞ্চনদে যে সমস্ত স্বকীয় ভূসম্পত্তি ছিল তাহাও বাজেয়াপ্ত করিলেন। এই সমুদায় ভূসম্পত্তি ও রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াও দলিপ নিস্তার পাইলেন না। তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি; বহুমূল্য শাল, রত্নরাজি, ভূষণাদি এমন কি তাঁহার ক্রীড়া দ্রব্য এবং রাজকুমারিগণের বসন ও ভূষণাদিও সমুদায়, উচ্চমনা অভিভাবকের কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইল। এইরূপে প্রায় এক কোটি টাকা ইংরাজের ধনাগারে নিক্ষিপ্ত হইল।* আর সূর্য্যপ্রভ হীরকশ্রেষ্ঠ কোহিনুর, যাহা শিখ নরপতিগণের বাহু পরিশোভিত করিত, এবং যাহা মহামনা লর্ডহার্ডিঞ্জ শিখগণকে পরাজিত করিয়া দলিপকে পৈত্রিক সিংহাসনে স্থাপন করিবার কালে স্বহস্তে ও সহাস্যাননে শিশুর ক্ষুদ্রবাহুতে পরাইয়া দিয়াছিলেন,† লর্ড ডেলহাউসি আজ তাহা রক্ষাধীন শিশুর বাহু হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। বৃটানেশ্বরীর নিষ্কলঙ্ক ললাটে এই মণি এক্ষণে ডেলহাউসির জ্বলন্ত অপকীর্ত্তি সহস্র কিরণে বিকীরণ করিতেছে। লর্ড হার্ডিঞ্জ ও দলিপের অভিভাবকত্ব ভার গ্রহণ করিবার সময় প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন, "আমি এই শিশুর শিক্ষা দানে ও অভিভাবকত্বে জনকের ন্যায় যত্ন লইব।" লর্ড ডেলহাউসি রক্ষাধীন নাবালককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, এই মহোক্তির বিলক্ষণ স্বার্থকতা সম্পাদন করিলেন।

অপক্ষপাতী লড্‌লো লিখিয়াছেন,—"দলিপসিংহ এক্ষণে শিশু, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শেষে তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তি হইবে। আমরা তাঁহার প্রকাশ্য

---

* The Times, August 31, 1882 ; The Statesman and Friend of India, March 27, 1886 ; The John Bull, July 30, 1887.

† Maharaja Dhuleep Sing and the Government, p. 71. Cf. also Life of Sir Herbert Edwardes, Vol. I. p. 44.

রক্ষাকর্ত্তা। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের ১৬ই তারিখে, যখন আমরা শেষবার তাঁহার রাজ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হই, তখন আমরা ঘোষণা করি যে, বিদ্রোহী দিগের শাস্তিদান এবং নিরূপিত শাসন সমিতির বিরুদ্ধে সকলপ্রকার অভ্যুত্থান দমনই, আমাদের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে পাঁচ মাসের মধ্যে শিশুর সমুদায় রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া, আমরা সেই প্রতিশ্রুতি বিলক্ষণ রক্ষা করিলাম। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের ২৪শে তারিখে, পঞ্চনদ রাজ্যের অবসান বিঘোষিত হইল, এবং আমাদের রক্ষাধীন অপ্রাপ্ত-বয়স্ক শিশু বৃত্তিধারী হইয়া বিদূরিত হইল। সমুদায় রাজসম্পত্তি, কোম্পানির ধনাগারে প্রেরিত হইল। আর সেই সুবিখ্যাত কেহিনুর ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট প্রেরিত হইল। অর্থাৎ আমরা আমাদের রক্ষণীয় বালকের নিকট হইতে সমুদায় রাজ্য ও সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া, তাঁহাকে বিলক্ষণ রক্ষা করিলাম।"*

লর্ড ডেলহাউসি স্বীয় আশ্রিত বালকের রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না; তাঁহার সর্ব্বগ্রাসিনী ভয়ঙ্করী শক্তি অচিরাৎ এক কামিনীর শিরে মহাবেগে পতিত হইল। সেনাপতি ভেন্‌চুরার কন্যা এই গভর্ণর কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। ভেন্‌চুরা রণজিৎসিংহ কর্ত্তৃক শিখসৈন্যের সুশিক্ষা দানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজের অবিচলিত মিত্র রণজিৎসিংহ, এই সেনানীর সুন্দর ক্রিয়াকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার কন্যাকে চিরকালের নিমিত্ত এক জাইগীর প্রদান করেন। ডেল্‌হাউসি এক্ষণে, পঞ্জাব আত্মসাৎকালে ঘোষণা করিলেন যে, "পঞ্জাবের সমুদায় জাইগীরও বাজেয়াপ্ত হইল, সুতরাং এই অবলারও জাইগীর বাজেয়াপ্ত হইল। এইরূপে ভেন্‌চুরার কন্যার সর্ব্বনাশ সাধিত হইল।†

কিছু কাল পরে আর এক ব্যক্তিরও সর্ব্বনাশ সমাপিত হইল। শিখযুদ্ধ সম্বন্ধে জ্যোতিপ্রসাদের নাম অতীব প্রয়োজনীয়। এই ব্যক্তি এক ধনী হিন্দুর সন্তান। তিনি একজন সুদক্ষ ও প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন। আফ্‌গান ও গোয়ালিয়র যুদ্ধে তিনি ইংরাজের রসদাদি

* Ludlow's History of British India, Vol. II. p. 166.

† Ancient and Modern India, by W. Cooke Taylor, L. L. D. and P. J. Mackenna, p. 487.

সংগ্রহে নিযুক্ত হয়েন। যুদ্ধাবসানে জ্যোতিপ্রসাদ ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট বক্রী পাওনা জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। কিন্তু ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট সমুদায় ভৌচর* না পাওয়াতে তাঁহার সমুদায় দাবী প্রদানে স্বীকৃত হইলেন না। ব্যারিষ্টার লড্‌লো লিখিয়াছেন যে, "লোকে বলিত এরূপ অবস্থায় ভৌচর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না"। সে যাহাহউক কিছুকাল পরে পঞ্চাব সমর প্রজ্জ্বলিত হইলে, সামরিক রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে পুনরায় রসদাদি সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু জ্যোতিপ্রসাদ পুনরায় কমিসারিয়টে সংলিপ্ত থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহাকে এই বিষয়ে সম্মত করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টার পর, পরিশেষে দুইটী বন্দোবস্ত হইল যে, "তাঁহার পূর্ব্ববারের বক্রী পাওনা এই যুদ্ধের অবসানেই দিতে হইবে ও এক সম্মানসূচক উপাধি তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে।" এই নূতন বন্দোবস্তে স্বীকৃত হইয়া, তিনি পঞ্চাব সমরে, ইংরাজ সেনার রসদাদি সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এইরূপে তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তিনি ভারতীয় গভর্ণমেণ্টকে তাহাদের প্রতিশ্রুতি পুরণ করিতে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি পুনরায় নিরাশ হইলেন। পূর্ব্বের বক্রী পাওনা দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার নূতন হিসাব অতি কঠোরভাবে দেখা হইল, তিনি উপরোক্ত প্রতিশ্রুত বন্দোবস্তদ্বয়ের মধ্যে কিছুই না পাইয়া, সুবিচার প্রাপ্তি আশয়ে অগ্রসর হইলেন। †

সহসা কমিসারিয়টে নিযুক্ত জনৈক ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে অসত্যতা, টাকাচুরি এবং জালিয়াতির অভিযোগ উপস্থিত করায়, গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হইলেন। মেজর রেমজের উপর এই বিষয়ের অনুসন্ধানের ভার প্রদত্ত হইল। মেজর রেমজে অনুসন্ধানের পর, জোতিপ্রসাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ পাইয়া, তদ্বিষয় সামরিক বোর্ডে প্রেরণ করিলেন। সামরিক বোর্ডের দুইজন সভ্য মেজর রেমজের সহিত একমত হইয়া জ্যোতিপ্রসাদকে নির্দ্দোষী স্থির করিয়া

---

* দ্রব্যের ফর্দ্দ।

† Ludlow's History of British India Vol. 11. p. 182.

এই অভিযোগ সমাপণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বোর্ডের তৃতীয় সভ্য বলিলেন,—"এই ব্যাপার গভর্ণর জেনারল ও তাঁহার সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক বিচার নিমিত্ত প্রেরণ করা শ্রেয়স্কর।" সুবিখ্যাত ইতিহাসকার লডলো লিখিয়াছেন—"এক্ষণে এক দৃশ্য উপস্থিত হইল, যাহা ওয়ারেন্ হেষ্টিংস ও নন্দকুমারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই ধনী হিন্দু, তিনটি সমরে আমাদের সৈন্যগণের রসদাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং এখনও তাঁহার প্রাপ্য আমাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই; ইহা সত্বেও তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের নিমিত্ত, আগ্রারআদালতে উপস্থিত হইবার জন্য, তিনি তাঁহার অধমর্ণ বৃটিসগভর্ণমেণ্টকে প্রতিভূ প্রদানে বাধ্য হইলেন।"* মীরাটের ব্যারিষ্টার ল্যাঙ্ সাহেব জ্যোতিপ্রসাদের প্রতিভূ হইলেন। তিনি তত্রত্য ইংরাজের বিচারে সাতিশয় সন্দিহান হইয়া, লুধিয়ানা হইতে, কলিকাতায় পলায়ন করিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন, সমুচ্চ আদালতের এলাকা মধ্যে থাকিলে নিরাপদে থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল না, তাঁহার নামে পরোয়ানা কলিকাতায় আসিল। তিনি পুনরায় আগ্রায় নীত হইলেন। জ্যোতি প্রসাদের প্রতিভূ ব্যারিষ্টার ল্যাঙ্ সাহেব, তাঁহার পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলেন। যদিও আদালত, বৃটিস গভর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত বিচারপতি, জুরি ও অভিযোক্তায় সংগঠিত, তথাপি দ্বাদশ দিন বিচারের পর জ্যোতিপ্রসাদ মুক্তিলাভ করিলেন। তাঁহার দোষ সপ্রমাণ নিমিত্ত সাক্ষী সংগ্রহে, ভারতবর্ষ আলোড়িত হইল, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে একটিও দূষণীয় ব্যাপার পাওয়া গেল না। বিচারে জ্যোতিপ্রসাদের মুক্তি হইলে, তদ্দেশীয়গণ আনন্দে পুলকিত হইয়া, তাঁহাকে বিচারালয় হইতে গৌরব সহকারে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল।† লড্লো বলিতেছেন যে, "শতাব্দীর তিনভাগ মধ্যে ভারতের শাসন ও বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে এই মাত্র প্রভেদ

---

* History of British India, Vol. II. p. 183.

† Taylor and Mackenna's Ancient and Modern India, pp. 485-486.

হইয়াছে যে, নন্দকুমার এক গভর্ণর জেনারলের বিরুদ্ধে দোষারোপ করায়, জালিয়াতির নিমিত্ত, ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিলেন; জ্যোতিপ্রসাদ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে স্বীয় প্রাপ্য দাবী করায়, মুক্তিলাভ করিলেন।" * সে যাহাহউক এখন দেখা যাউক, পঞ্চনদরাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া ডেলহাউসি কিরূপ তত্রত্য অধিবাসীর নিমিত্ত রাজশাসনের বন্দোবস্ত করিলেন।

অভিভাবক রক্ষণাধীন বালকের রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া, তাহার শাসনভার হেন্‌রি লরেন্সের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইংরাজকুলগৌরব মহামনা হেনরি লরেন্স্ দলিপের রাজ্যচ্যুতি নিবারণে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি উভয় রাজ্যের মঙ্গলহেতু, পঞ্চনদ বাজেয়াপ্তের সাতিশয় বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যখন এই মহানুভাব দেখিলেন যে, পঞ্জাবে দেশীয় রাজ্য বজায় রাখিতে তাঁহার সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল, তিনি তাঁহার উচ্চপদ ত্যাগের বাসনা করিলেন। কিন্তু মিত্রগণের সাতিশয় অনুরোধহেতু, সদয় সুশাসনে সর্দ্দার ও অধিবাসিগণকে শান্তভাব ধারণ করাইতে, এই মহান ব্যক্তি লাহোরে গমন করিলেন। † হেনরি লরেন্স রাজশাসন ভার গ্রহণকরতঃ যাহারা পঞ্চনদ বাজেয়াপ্ত হওয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদের রক্ষার্থে মনোনিবেশ করিলেন। রাজ্যের যে সকল সর্দ্দার শিখযুদ্ধে যোগদান নাকরিয়াও, সাধারণ সর্ব্বনাশ হইতে অব্যাহতি পায় নাই, তাহাদিগের সম্মান রক্ষা ও জীবিকা নির্ব্বাহার্থে তিনি জায়গীর দানে মনন করিলেন। এইরূপে যাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, তাহারা মহোদয় হেনরি লরেন্সের মহৎ আচরণে, সম্মানের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহের আশায় পুলকিত হইয়া, তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিল। কিন্তু হতভাগ্যদের মনস্কাম সিদ্ধ হইল না।

লর্ডডেলহাউসি হেনরি লরেন্সের এই সৎ ব্রতের বিরোধী হইলেন। হেনরি লরেন্স পরহিতে রত হইয়া যে, রাজ্যের রাজস্ব ব্যয় করিতে

---

* History of Britst India Vol. 11. p. 183.

† Note by Sir John Login to Ferrier's Caravan Journeys in Persia and Afghanistan, p. 359.

ছিলেন, তাহা লর্ড ডেলহাউসির অসহনীয় হইল। পঞ্চনদের সর্ব্বস্বান্ত ব্যক্তিগণ রক্ষা পাউক বা না পাউক, তাহাতে মহামনা বৃটিসশাসক দৃকপাত করিলেন না, কিন্তু এই ব্যক্তিগণের রক্ষার্থে যে অর্থ ব্যয় হইতেছিল তাহা তাঁহার অতি ক্লেশকর হইল। পঞ্চনদ বাজেয়াপ্তের তাঁহার এক মূল উদ্দেশ্য, বৃটিস ইণ্ডিয়ার রাজস্ব বৃদ্ধি করা; কিন্তু এই রাজস্ব এরূপ মহান উদ্দেশে ব্যয়িত হইবে গভর্ণর জেনারলের তাহা মনপুতঃ হইল না। হেনরি লরেন্সকে স্থানান্তরিত করিতে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। পঞ্চনদ বাজেয়াপ্তের বিরোধী হইয়াছিলেন বলিয়া হেনরি লরেন্স ডেলহাউসির বিরাগভাজন হয়েন, কিন্তু তাঁহার অশেষ মহোচ্চ গুণগ্রামে পঞ্চনদবাসী আকৃষ্ট, ইহা জ্ঞাত থাকায়, লর্ড ডেলহাউসি অনিচ্ছা সত্বেও, প্রজাগণকে বৃটিস শাসনাধীনে সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশে, এই সাধুব্যক্তিকে শাসকপদে স্থাপিত করিতে বাধ্য হয়েন। এক্ষণে এই সদাশয় ব্যক্তিকে প্রজাগণের সন্তোষ নিমিত্ত অতি দয়ার সহিত রাজ্যশাসন করিতে দেখিয়া ও তাহাতে রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া, ডেলহাউসির পূর্ব্ব সঞ্চিত বিদ্বেষ ভাব জাগরূক হইয়া উঠিল। পঞ্চনদ বাজেয়াপ্ত সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত এরূপ কোন ব্যক্তির হস্তে পঞ্চনদের শাসন ভার অর্পণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, তিনি হেনরি লরেন্সকে পঞ্চনদ হইতে স্থানান্তরিত করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে তদনুজ জন্ লরেন্সকে তৎপ্রদেশের শাসনে নিয়োগ করিলেন। অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্থানে প্রেরিত হইলেন বলিয়া, হেনরি লরেন্স্ তাঁহার অনুজ জন্ লরেন্সের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন না। ইংরাজ শাসক কর্ত্তৃক অতি অন্যায়রূপে ও অকৃতজ্ঞতার * সহিত ব্যবহৃত হইয়া, পঞ্চনদ হইতে বিদূরিত হইলেন বলিয়া, তিনি তদপদাভিষিক্ত অনুজকে, যাহাতে পঞ্চনদবাসী সুখে ও সচ্ছন্দে থাকে তন্নিমিত্ত অনুরোধ করিতে বিরত হইলেন না। মর্ম্মন্তুদ ক্লেশে ব্যথিত হইয়াও পঞ্চনদবাসীর মঙ্গল তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। যাহাদের হিতার্থে প্রয়াস ও যত্ন নিমিত্ত তাঁহার এই দশা ঘটিল, সেই অসহায় নিরুপায় পঞ্চনদবাসিগণের মঙ্গলার্থ, আপনার অবমাননায় দৃকপাত না করিয়া, দেবপ্রকৃতি এই মহাত্মা পঞ্চনদ পরিত্যাগকালে তাঁহার ভ্রাতাকে বলিলেন, "যদি তুমি পঞ্চনদের শান্তি রক্ষা

* Kaye's History of the Sepoy War, Vol. I. p. 63.

এবং ইহার অধিবাসী, কি ধনী কি দরিদ্র সকলকেই সুখী করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে এইস্থান তোমার নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়া যাইলাম বলিয়া, আমার কোন দুঃখ থাকিবে না"।*

যে বর্দ্ধিত আয়ের লোভে লর্ড ডেলহাউসি রক্ষাধীন বালকের রাজ্য আত্মসাৎ এবং হেনরি লরেন্সকে স্থানান্তরিত করিলেন, সে বর্দ্ধিত আয় তিনি বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পঞ্চনদ হইতে পাইলেন না। অপর পক্ষে পঞ্চনদবাসী নূতন শাসনে দিন দিন অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। পঞ্চনদের দেওয়ানী কমিসনর রবর্টস্ সাহেব রাজপত্রে মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়াছেন।† পঞ্চনদে বলপূর্ব্বক শান্তি সংস্থাপন করিতে, যে প্রভূত ব্যয় হইতে লাগিল, তাহাতে লাভ হওয়া দূরে থাকুক ভারতীয় রাজ্যকে ভারগ্রস্ত হইতে হইল। পঞ্চনদে অভিভাবকত্ব কালীন, ইংরাজেরা লাহোর ধনাগার হইতে তাঁহাদের দায়িত্ব ও অভিভাবকত্বের জন্য বাৎসরিক ২২ লক্ষ টাকা পাইতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহা পাওয়া দূরে থাকুক পঞ্চনদের শাসন নিমিত্ত ভারতীয় গভর্ণমেণ্টকে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ টাকা দিতে হইতেছে। এইরূপে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টকে লর্ড ডেলহাউসির অন্যায় আচরণের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইতেছে।

এই শোচনীয় ও অন্যায় ব্যাপার প্রকটন করিয়া এক্ষণে দেখা যাউক, কি অপরাধে, লর্ড ডেলহাউসি তাঁহার রক্ষণীয় নাবালক শিশুর রাজ্য আত্মসাৎ করিলেন। ভইরওয়াল সন্ধির ধারা অনুসারে, ডেলহাউসি দলিপসিংহের রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। সেই পবিত্র সন্ধির ধারানুযায়ী তিনি, দলিপের সাবালক কাল পর্য্যন্ত অভিভাবক হয়েন, এবং সেই সন্ধি বলেই তিনি রণজিৎ রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক ছিলেন। তাঁহারই নীতিতে তাঁহার রক্ষণাধীন বালকের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইল। রক্ষণাধীন বালকের রাজ্যে গোলযোগ নিবারণ নিমিত্ত, পঞ্জাবে বহুসংখ্যক বৃটিস সৈন্য থাকিত। তন্নিমিত্ত লাহোর ধনাগার হইতে প্রভূত মুদ্রা ইংরাজ পাইত। কিন্তু ডেলহাউসি এই ইংরাজ সৈন্য মুলতান বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করিলেন না। এই

* Encyclopædia Britannica, Ninth Edition, Vol. XIV. p. 373.

† Papers, British and Native Administration, 1868, p. 112.

বিদ্রোহ বিস্তারিত হইবার পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপ শাসিত হইতে পারিত, কিন্তু তিনিই ইহার অন্তরায় হয়েন। এইরূপে যখন তাঁহারই অনবধানতা ও অপরাধে এই সামান্য বিদ্রোহ, খালসা সৈন্য মধ্যে বিস্তৃতরূপে ব্যাপ্ত হইল, তখন তিনি, সন্ধির ধারানুসারে, তাহার রক্ষণীয় নাবালক-রাজ্যের মঙ্গল হেতু এই বিদ্রোহ দমনে বাধ্য। কিন্তু তিনি এই বিদ্রোহ দমন করিয়া, তাঁহার রক্ষণীয় নাবালক শিশুকে, সিংহাসন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, স্বয়ং সেই সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া, বলিলেন যে, আমি আমার নাবালক শিশুর রাজ্য "জয় করিয়াছি।" সন্নীতির কি চূড়ান্ত আদর্শ! লর্ড ডেলহাউসি স্বীয় অপরাধ সমর্থন করিবার নিমিত্ত, যে যে অদ্ভুত ও বিচিত্র অপবাদ তাঁহার রক্ষণাধীন শিশুর রাজ্যবিরুদ্ধে আরোপিত করিয়াছিলেন, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ও বিচার নিতান্ত কর্ত্তব্য। ডেলহাউসি বলিয়াছেন,—"লাহোর দরবার ইংরাজ বিরুদ্ধে সমর উত্থিত করিয়াছে," * ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা। অপরিবর্ত্তিত সন্ধির ধারানুসারে, বৃটিস রেসিডেণ্ট দরবারের শীর্ষস্থানে আসীন ছিলেন। নাবালক শিশুর নামে, তিনি নির্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তবে কি ইংরাজ রেসিডেণ্টই, ইংরাজ বিরুদ্ধে সমরে লিপ্ত? প্রতিনিধিসভার ৮ জনের মধ্যে ৬ জন সভ্য, অম্লানবদনে, ও সাদরে রেসিডেণ্টের অধীনে কার্য্য করিতে ছিলেন। তাঁহারা এই অভ্যুত্থান নিবারণের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়া, রেসিডেণ্টেকে সাহায্য করেন। এমন কি, যখন শিখযুদ্ধ পঞ্চনদকে আলোড়িত করিতেছিল, তখনও এই সুবিশ্বস্ত সভ্যগণ, রণজিৎ রাজ্যের অদ্বিতীয় শাসক বৃটিস রেসিডেণ্টের আজ্ঞাধীনে থাকিয়া, তাঁহার রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় বিশেষ সহায়তা করিতে ছিলেন। অধিক কি, ডেলহাউসির পরম মিত্র ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডিউক অভ আরগাইল স্বীকার করিয়াছেন যে, "শিখযুদ্ধের প্রবর্ত্তক খালসাসৈন্য, লাহোর দরবার নহে।"†

রাজ্যের ৩৪ জন প্রধান সর্দ্দার এই বিদ্রোহের কোন অংশই গ্রহণ করেন নাই। অতি অল্পমাত্র সংখ্যক পঞ্জাবঅধিবাসী এই বিদ্রোহ উত্থিত করে!

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849. p. 375.

† Duke of Argylle's, India under Dalhousie and Canning, p. 55.

এমন কি পঞ্জাবের অধিবাসিগণের ছয়ভাগের একভাগও এই বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু লর্ড ডেলহাউসি ইহা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই যে, "সমুদায় পাঞ্জাববাসি, কি সৈনিক, কি অধিবাসী, সকলেই বিনা কারণে ইংরাজ বিরুদ্ধে এক পূর্ব্বকল্পিত যুদ্ধ সংঘটন করিয়াছে।"* লর্ড ডেলহাউসির এই উক্তি নিতান্ত বিচিত্র। তিনি স্বয়ং রাজপত্রে স্বীকার করিয়াছেন যে, "পঞ্চনদ অধিবাসীর অধিকাংশ এ বিদ্রোহে যোগদান বা উহাতে সহানুভূতি প্রকাশ কিছুই করে নাই।"† তবে তিনি কিরূপে বলিলেন যে, সমুদায় পঞ্জাববাসী বিনা কারণে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। এইরূপে লর্ড ডেলহাউসির উক্তি মধ্যে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। সে যাহাহউক অধিক বাগাড়ম্বর না করিয়া, আমরা তৎকালে যে ব্যক্তি রণজিৎ রাজ্যের রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, যে অসীম ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি শিখদরবারের শীর্ষস্থানে থাকিয়া সমুদায় ব্যাপারেই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, সেই প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিস রেসিডেন্ট এ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলাম। তিনি ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে লিখিয়াছিলেন যে, "লাহোররাজ্যভুক্ত সমুদায় প্রদেশেই শান্তির বিরাজ করিতেছে; প্রজাগণ যে বাস্তবিক সন্তুষ্ট ইহা অবিশ্বাস করিবার আমার কোন প্রমাণ নাই।"‡ লর্ড ডেলহাউসি কি এসমুদায় জ্ঞাত ছিলেন না। তাঁহার রাজপত্র পাঠেও সম্যক বিদিত হওয়া যায় যে, পঞ্জাববাসীর অধিকাংশ এ বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল না। তবে কি তাঁহার রক্ষণাধীন শিশুর রাজ্য বিরুদ্ধে অপবাদ দিতে হইবে বলিয়াই, তিনি একবার একপ্রকার কথা বলিয়া পরক্ষণেই তাহার বিপরীত কথা বলিয়াছেন।

এইরূপে প্রতীয়মান হইল যে, পঞ্জাববাসীর অধিকাংশ এ বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল না। এক্ষণে দেখা যাউক লর্ড ডেলহাউসির উক্তি মত সমুদায় শিখসৈন্য ইংরাজের বিরোধী ছিল কি না। রাজপত্রের গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে, সেরসিংহ বিচ্ছিন্ন হইবার পরেও মুলতান দুর্গাবরোধের শেষ সময়াবধি, সেনাপতি হুইস এবং এডওয়ার্ডিসের অধীনে বহুসংখ্যক দরবার সৈন্য

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849 p. 660.

† Ibid p. 664.

‡ পূর্ব্বে ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ছিল। এতদ্ব্যতীত ২০,০০০ শিখসৈন্য বরাবর নিরূপিত শাসন সমিতির প্রভাব রক্ষা করিয়াছিল।* সমুদায় শিখসৈন্য বিরুদ্ধে ডেলহাউসির অপবাদ এইরূপে প্রকৃত ঘটনার সহিত কোন ক্রমেই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে না।

সৈন্যগণের বিরুদ্ধে এইরূপ উক্তির পর, লর্ড ডেলহাউসি সর্দ্দারগণ সম্বন্ধে লিখিলেন, "ইহা অতীব লজ্জাজনক যে, রাজ্যের প্রধান সর্দ্দারগণ, যাঁহারা ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই আমাদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে বিজড়িত।"† কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকারী ১৬ জন সর্দ্দারের মধ্যে কেবল ৫ জন ও প্রতিনিধি সভার ৮ জনের মধ্যে ১ জন মাত্র এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। প্রতিনিধি সভার একজন সর্দ্দার অপরাধী বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কোন সুবিচারদ্বারা তাঁহার আচরণের তত্ত্বানুসন্ধান করা হয় নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না পাইয়াও তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছিল। এইরূপে প্রতিনিধিসভার সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে কেবল একজন মাত্র সর্দ্দার সেরসিংহ লাহোর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রণবেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন।‡ এই রূপে দেখা গেল যে, ইংরাজের সহিত সন্ধি স্বাক্ষরকারী সর্দ্দারগণের অধিকাংশ এই বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। প্রত্যুত তাহারা ইংরাজের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া বিদ্রোহ দমনে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিল।

আরও একটি বিচিত্র অনুমান, ডেলহাউসির মস্তিষ্কে উপগত হয় যে, পূর্ব্ব হইতে ইংরাজ বিরুদ্ধে এক বিরাগভাব, প্রত্যেক শিখহৃদয়ে বিরাজমান ছিল।§ অথচ এবিষয় জ্ঞাত হইবার যাঁহার বিলক্ষণ সুবিধা ছিল, সেই ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী এড্ওয়ার্ডিস্ সুস্পষ্টরূপে, স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, পঞ্চনদের কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ইংরাজ বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে বা ষড়যন্ত্র করিতে প্রয়াস পায় নাই, সংক্ষেপতঃ মুলরাজের বিদ্রোহে

* The Retrospects and Prospects of Indian Policy, pp. 161, 681
† Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 660.
‡ The Retrospects and Prospects of Indian Policy, pp. 158-159.
§ Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 657.

কেহ প্রবর্ত্তক বা পথপ্রদর্শক ছিল না।"* অপক্ষপাতী ঐতিহাসিক মেজর এভেন্স্ বেল্ লিখিয়াছেন যে, "মুলতান বিদ্রোহকালীন মুলরাজ ব্যতীত অপর কোন সর্দ্দার, কোন প্রকার অপরাধ করে নাই, মুলতানস্থ সৈনিক ব্যতীত কোন সৈনিক, কোনপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বা অত্যাচারে হস্তক্ষেপ করে নাই, প্রজাগণ এই ব্যাপারে আদৌ লিপ্ত ছিল না।"† এইরূপে পূর্ব্বে যাহা অসন্তুষ্ট সৈনিকের জনতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাহা এক্ষণে অন্যায় ও বিপরীত নীতিতে এক ভয়াবহ অভ্যুত্থানে পরিণত হইল।‡ এইরূপে ইহাও প্রতীয়মান হইল যে, এই বিদ্রোহ পূর্ব্ব কল্পিত নহে। এই সমুদায় ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, অভিভাবকের রক্ষাধীন বালকের রাজ্যনাশে দৃঢ় সংকল্প হেতুই এইরূপ বিচিত্র ও অদ্ভুত অপবাদের সৃষ্টি হয়।

মোহান্ধ হইয়া লর্ড ডেলহাউসি আর এক স্থলে বলিয়াছেন যে, "আমাদের অভিভাবকত্বে পঞ্চনদের আয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ইহাতে কোন লাভই নাই, কেবল রাজ্যশাসনের সমুদায় দায়িত্ব ও ক্লেশ আমাদের বহন করিতে হইতেছে।"§ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধির ধারানুসারে অভিভাবক ইংরাজ নাবালকের রাজ্যশাসন করিতে বাধ্য, ইহা কি ডেলহাউসির স্মরণ ছিল না। এবং সেই নিমিত্ত লাহোর ধনাগার হইতে বাৎসরিক দ্বাবিংশতি লক্ষ টাকা গ্রহণ করা কি তাঁহার দায়িত্ব ও পরিশ্রমের চথোচিত পুরস্কার হয় নাই। যে লাভের আশায় তিনি এই অন্যায় কার্য্য করিলেন, তাহা কি তাঁহার পূরণ হইয়াছিল? আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, তাহাতেও তিনি বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

রক্ষাধীনরাজ্যের বিরুদ্ধে অপবাদ সৃজন করিতে ডেলহাউসির লেখনী ও মস্তিস্ক চালনার কিছুমাত্র বিরাম ছিল না। তিনি বলিলেন, "সন্ধির ধারানুসারে বৃটিস সৈন্যের সাহায্য নিমিত্ত দরবার বাৎসরিক

---

* A Year on the Punjab Frontier, Vol. II, p. 496.

† The Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 144.

‡ Torrens, Empire in Asia, p. 348.

§ Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p p. 662-663.

২২ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য; কিন্তু সন্ধি-স্বাক্ষর সময় হইতে অদ্যাবধি একটি টাকাও আমরা পাই নাই। এতদ্ব্যতীত তাহাদের দলবিচ্যুত সৈন্যগণের বক্রী বেতন দানের নিমিত্ত ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল, তাহাও এক্ষণে পরিশোধ হয় নাই"। * লর্ড ডেলহাউসি এই অপবাদ সৃজন করিতে গিয়া, সত্যের ঘোরতর অপলাপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, একটি টাকাও তিনি এ পর্য্যন্ত লাহোর দরবার হইতে পান নাই—কিন্তু এই সময়ের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, রেসিডেণ্ট ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৩এ তারিখে গভর্ণর জেনারলকে লিখিয়াছিলেন যে, "দরবার আমাদিগের ধনাগারে প্রায় ১,৩৫৬,৮৩৭ টাকা মূল্যের স্বর্ণ দিয়াছে। ইহার দ্বারা বৃটিস গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদের ঋণ ৪০ লক্ষ টাকা হইতে ২৭ লক্ষের কমে হ্রাস হইয়াছে।" † এ ব্যাপার কি লর্ড ডেলহাউসির স্মরণ ছিল না? আর কেন যে, নিয়মিতরূপে এই ২২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় নাই, তাহারও প্রভূত কারণ ছিল; লর্ড ডেলহাউসি তাহা বিলক্ষণজ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু অপবাদ সৃজনকালে তৎসমুদায় বোধহয় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই। ইংরাজ রেসিডেণ্ট তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাবলে পঞ্চনদে রাজস্ব সম্বন্ধে, যে সমুদায় প্রভূত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন—তাহাতে রাজস্বের বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। দরবারের সভ্যগণ পূর্ব্ব হইতে এই পরি-পরিবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। ‡ কিন্তু তাঁহারা রেসিডেণ্টের বাধ্য কর্ম্মচারী মাত্র—সে নিমিত্ত তাঁহারা রেসিডেণ্টের এই কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিলেন না। রেসিডেণ্ট স্বীয় অসীম ক্ষমতাবলে রাজস্ব ব্যাপারে নানাবিধ পরিবর্ত্তন করিলেন এবং গভর্ণর জেনারল লর্ড ডেলহাউসি ইহা সমর্থন করিতে কালবিলম্ব করেন নাই। রেসিডেণ্ট রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া যখন রাজস্ব সম্বন্ধে এই সমুদায় পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন তিনি ভাবেন নাই যে, ইহাতে প্রকৃতপক্ষে রাজস্বের হানি হইবে। রেসিডেণ্ট স্বীয় প্রভাববলে যে কার্য্যে রাজস্ব ব্যয় করা অতীব আবশ্যকীয় বোধ করিয়া ছিলেন, তাহা-তেই তাহা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই সমুদায় কারণে লাহোরস্থ বৃটিস সৈন্যের ব্যয় সঙ্কুলান নিমিত্ত নিয়মিতরূপ প্রতিশ্রুত টাকা দানে যে ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল,

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, p. 659.
† Ibid. pp. 110-111. ‡ Ibid. p. 128.

তজ্জন্য কে দায়ী হইবে? রাজস্ব সম্বন্ধে এই পরিবর্ত্তন নিমিত্ত যে ক্ষতি হইল ইহা কি ডেলহাউসি জ্ঞাত ছিলেন না? এই পরিবর্ত্তনে রাজস্বের যে হানি হইল, রেসিডেণ্ট তাহা মুক্তকণ্ঠে গর্ভর্ণরজেনারলকে উপর্য্যুপরি ১৮৪৭ খৃঃ অঃ আগষ্ট মাসের ২৮শে, ডিসেম্বর মাসের ১৬ই এবং ১৮৪৮ খৃঃ জানুয়ারি মাসের ১২ই তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন। * এই সমুদায় ব্যাপার এবং দরবার যে ১,৩৫৬,৮৩৭ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ইংরাজধনাগারে দিয়াছিল, তাহাতে দৃকপাত না করিয়া লর্ড ডেলহাউসি রক্ষণাধীন বালকের রাজ্যবিরুদ্ধে এই সমুদায় বিচিত্র অপবাদ আরোপ করিয়াছিলেন।

ডেলহাউসি পুনরায় বলিয়াছেন যে, "১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রজাগণের বিদ্রোহের অপরাধহেতু দলিপসিংহকে শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। তখন দলিপসিংহের বয়স ৮ বৎসর মাত্র ছিল। এক্ষণে তাঁহার বয়স ১১ বৎসর। যদি মহারাজ৮ বৎসরের সময়, তাঁহার প্রজাগণের অপরাধে দায়িত্ব হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তাহা হইলে ঐ কারণে মহারাজ ১১ বৎসরের হইয়া, এক্ষণে তাঁহার দায়িত্ব হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না।"† লর্ড ডেলহাউসির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি শাসকের এই উক্তি তাঁহার বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াছে। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে দলিপসিংহ নাবালক ছিলেন সত্য বটে,কিন্তু তখন তিনি স্বাধীন নরপতি ছিলেন, সেনিমিত্ত তাঁহাকে তাঁহার সৈন্যগণের অপরাধের জন্য দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে দলিপসিংহ ইংরাজের রক্ষাধীন নাবালক; ইংরাজ প্রতিনিধি তাঁহার রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। রাজ্য মধ্যে গোলযোগ নিবারণের জন্য ইংরাজসৈন্য পঞ্চনদে স্থাপিত ছিল। সন্ধি অনুসারে কি রাজনৈতিক কি সামরিক সমুদায় দায়িত্ব ইংরাজের উপর ন্যস্ত ছিল। সুতরাং এবারে দলিপসিংহ তাঁহার প্রজাগণের অপরাধহেতু দণ্ডনীয় হইতে পারেন না।

এইরূপ অপবাদ রক্ষাধীন রাজ্যের বিরুদ্ধে আরোপিত করিয়া লর্ড ডেলহাউসি ভাবিয়াছিলেন যে, পঞ্চনদ আত্মসাৎ করা তাঁহার উচিত কার্য্য হইয়াছে। অপক্ষপাতী সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ কেহই ডেলহাউসির এই বিচিত্র অভিমতের পোষকতা করেন নাই। কিন্তু যাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে,

* Papers relating to the Punjab, 1847-1849, pp. 22-24, 56-57, 93, 99, 104, 105. † Ibid. p. 663.

ভারতীয়গণ নীচ শঠ ও মিথ্যাবাদী এবং যাহাদের নিকট ঈদৃশ গুণগ্রাম বিভূষিত শ্বেতকায়গণ সৎ, মহাত্মা ও সত্যপ্রিয় বলিয়া খ্যাত, এই সকল ব্যক্তিগণ যে, স্বকীয় অদ্ভুত ইতিহাসে এই দূষনীয় ব্যাপার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রকটিত করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি! লর্ড ডেলহাউসির পরম মিত্র ডিউক অভ্ আর্গাইল্ স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "ন্যায় সম্বন্ধে এই ব্যাপার সমর্থন করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং কৌশল সম্বন্ধেও ইহার সমর্থন সেইরূপ নিষ্প্রয়োজন।"* ইহাঁর ন্যায় জ্যাক্‌সন ও মার্সমান সাহেব ডেলহাউসির পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।† ইহাঁদের পদবী অনুসরণ করিয়া অন্যান্য লেখকগণও তাঁহাদের বিচিত্র ও অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়া সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, কারণ এরূপ লেখকগণের অভিমত সত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট চিরদিন অনাদৃত থাকিবে; কিন্তু ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে সিপাহি যুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার কে সাহেব মহাভ্রমে পতিত হইয়া এই অন্যায় ব্যাপার সমর্থন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার মিত্র হেনরি লরেন্স তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে, "আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি যে তুমিও এই রাজ্যনাশের পক্ষ সমর্থন করিয়াছ।"‡

এ বিষয়ে আর অধিক বাগাড়ম্বর না করিয়া, আমরা কতিপয় ইংরাজকুল-গৌরব পক্ষপাতশূন্য ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করিলাম। ভারতীয়গণের অবস্থায় যাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ ইংরাজরাজ্যের মঙ্গলহেতু যাঁহারা বিশেষ চিন্তা করিয়াছেন, গভীর গবেষণায় দুর্লভ অসীম রাজপত্র সমূহের অধ্যয়ন দ্বারা সত্যের অনুসন্ধানে যাঁহাদের জীবনের উত্তমাংশ অতিবাহিত হইয়াছে, এইরূপ মুষ্টিমেয় দেবোপম প্রতীচ্য মনীষি-দিগের উক্তি, সত্যপ্রিয় ও সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট সাদরে গৃহীত হইবে। এই মহানুভাব আর্য্যপ্রকৃতিমানবসমাজে মেজর্ এডেন্স্ বেল্

---

* India under Dalhousie and Canning, p. 4.

† A Vindication of Marquiris of Dalhousie's Indian Adminstration p. 3; Cf. also History of India, Vol. II, p. 693.

‡ Kaye's Lives of Indian Officers, Vol. II, p. 303.

সুবিখ্যাত। তাঁহার অপক্ষপাতী লেখনী নিঃসৃত দুর্লভ পুস্তকগুলি ভারতের উজ্জ্বল রত্ন। এই মহৎ ব্যক্তি পঞ্চনদবাজেয়াপ্ত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতীব প্রয়োজনীয়। ভারতীয়গণের বিশেষ মনোযোগ সহকারে ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন যে,—"পঞ্জাবে খালসা সৈন্যের তেজ এবং জাতীয়গর্ব্ব দমনের ও তাহাদিগের শাসনের ভার আমরা লইয়াছিলাম। এইরূপ দুর্দ্দমনীয় স্বভাব দমন করা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য; কিন্তু তাহা বলিয়া লর্ড ডেলহাউসির ন্যায় আমাদের বলিবার কোন অধিকার নাই যে, আমরা আমাদের রক্ষাধীন বালকের রাজ্য জয় করিয়াছি। ইহা আমাদের জয় নহে, ইহা ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য। পঞ্জাবের দেওয়ানি এবং সামরিক শাসকের সমুচ্চ পদের যতদূর সুবিধা থাকিতে পারে, শেষ সময় পর্য্যন্তও আমরা তৎসমুদায় লইয়াছিলাম; আমরা ইহার দুর্গ সকল হস্তগত, এবং লোক সংখ্যা হইতে নির্ব্বাচিত বিংশতি সহস্র সৈন্য ও সমুদায় রাজস্ব ব্যয় করিয়াছিলাম; এতদ্ব্যতীত বহুল বিচলিত ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণকে নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। সন্ধি ভঙ্গ করিয়া শিখরাজ্য বৃটিস রাজ্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে নহে, কিন্তু কেবলমাত্র বিদ্রোহ নিবারণ নিমিত্তই এই সমুদায় করিতে আমরা ক্ষমতাপন্ন ও বাধ্য ছিলাম।

"লর্ড ডেলহাউসি আপত্তি করিয়াছিলেন যে, শিখযুদ্ধের পর পঞ্চনদ বাজেয়াপ্ত সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিলে, লোকে ঐরূপ কার্য্যকে সহিষ্ণুতার ফল না বলিয়া ভীতির ফল, মহানুভাবের কার্য্যরীতি না বলিয়া, বালস্বভাবসুলভ কার্য্যপ্রণালী বলিয়া পরিগণিত করিবে। এইরূপ উক্তি নিতান্ত অলীক ও অনীতিজ্ঞোচিত। বিজয়ের পর মহতাচারণে কখনও ভীতি ভ্রান্তি হইতে পারে না। শিখসৈন্যের সম্পূর্ণরূপ পরাজয়, সমুদায় ভারতবাসী বিলক্ষণরূপ পরিজ্ঞাত ছিল। সমগ্র ভারতে শিখজাতির পরাজয় ও বশ্যতা সুস্পষ্টরূপ প্রকাশের এবং ইহাদ্বারা সমুচ্চ বৃটিস রাজ্যের সম্যক্ সম্মান রক্ষা ও গৌরব বর্দ্ধন করিবার ভূরি ভূরি উপায় ছিল। প্রাচ্য নিয়মানুসারে, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপেন্দ্র, যিনি রাজা করিতে পারেন, ও যাঁহার আশ্রয়াধীনে বহুসংখ্যক সামন্ত নৃপতি থাকেন। লর্ড ডেলহাউসি পঞ্চনদে যাহা ঘটিয়াছিল এবং যাহা করা অভিপ্রেত ছিল, তাহার সম্পূর্ণ ও সরল বিবরণে নৃপতি ও সাধারণ প্রজাগণের

মনোহরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ইহার পরিবর্ত্তে সমুদায় সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছিলেন, পবিত্র বিশ্বাসের অবমাননা করিয়াছিলেন, এবং ভারতের সুদূর উত্তর সীমান্ত পর্য্যন্ত, নিতান্ত আবশ্যকীয় রাজ্যসংস্কার করণের সম্পূর্ণ সুযোগ দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীতঃ এই অন্যায় ও অনভিজ্ঞতাসূচক রাজ্যাধিকার দ্বারা আমাদিগের সাম্রাজ্যসীমা দুর্ব্বলীকৃত, সামরিক শক্তি বিক্ষিপ্ত, এবং রাজ্যোপরি এক গুরু ব্যয়ভার নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ মানবমণ্ডলী এবং ইতিহাসেরও এইরূপ অভিমত হইবে, ইহাও আমার বিশ্বাস।"*

কেবল মহামনা বেল্ যে, এই দূষণীয় আচরণের নিন্দাবাদ করিয়াছেন এমন নহে, আরও কতিপয় প্রতীচ্য মণীষীও এসম্বন্ধে আপনাদের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্টের সুবিখ্যাত সভ্য টরেন্স্ বলিয়াছেন— "দলিপসিংহের রাজ্যচ্যুতি ও তাঁহার রাজ্য বৃটিস রাজ্যান্তর্ভূক্ত করা, সাধারণ নিয়মানুসারে অবশ্য অন্যায় বলিয়া অভিহিত হইবে। নাবালক ছিলেন বলিয়া রাজসংক্রান্ত কোন কার্য্যের জন্য তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে দায়ী নহেন। প্রতিনিধিসভার শীর্ষস্থানে বৃটিস রেসিডেণ্ট আসীন ছিলেন। বিদ্রোহ কালে তিনি, তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহে, এক ঘটিকারও নিমিত্ত কোন রূপ প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়েন নাই। রাজধানীতে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই, এবং প্রজা সমূহের মধ্যে সাধারণ বিদ্রোহের অত্যল্প মাত্র লক্ষণও ব্যক্ত হয় নাই। মহারাণী সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী বারানসীতে বন্দী ছিলেন; এবং শিখ রাজ্যের অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ধনী গোলাপ সিংহের ইংরাজ ভক্তি অবিচলিত ছিল। কেবল একমাত্র মুলতান দুর্গ ইংরাজসৈন্যের বিরুদ্ধে দ্বাররুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু বিদ্রোহিগণের অপরাধের বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইয়া, মুলতান দুর্গ অধিকার করা হইয়াছিল। ব্যক্তিগত অত্যাচারের সমুচিত দণ্ডবিধান, এবং সাধারণ ও প্রাণীগত ক্ষতির পূরণ করা পর্য্যন্ত, সামরিক আইন প্রচার, প্রজাবর্গের সাধারণ স্বত্বাধিকার স্থগিত, এবং বিদ্রোহী খালসা সৈন্যকে

* Reprospects and Prospects of Indian Policy, pp. 178-179; Cf. also The Annexation of the Punjaub and the Maharajah Duleep Singh, pp. 87-88.

দলচ্যুত করিলে, কঠোর বিচার সম্যক সংশাধিত হইত। ইহার অধিক যাহা কিছু করা হইয়াছিল তাহা সমস্তই, অপক্ষপাতী ইতিহাসের মতে, কেবল ডাকাইতি মাত্র"।*

পক্ষপাত শূন্য ইতিহাসবেত্তা লড্‌লো লিখিতেছেন যে,—"প্রথমে দলিপ সিংহকে পঞ্চনদ নৃপতি ঘোষণা করিয়া ও তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া, তাঁহার প্রজাগণের অপরাধের জন্য তাঁহাকে শাস্তি দান, ঘোরতর অবিচারের কার্য্য। আমাদের এই বিদ্রোহ দমন, কেবল তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের সম্পাদন মাত্র। তাঁহার প্রজাগণের কার্য্যের জন্য তাঁহাকে আমরা অধিকার চ্যুত করিতে পারিনা। মনেকর, অবাধ্য ভৃত্যগণ বেষ্টিত এক বিধবা রমণী আছেন। এই ভৃত্যগণ কলহ করিয়া, পুলিষকে আক্রমণ করিল, পুলিষ তাহাদিগকে উত্তমরূপ শাস্তি প্রদান করিয়া, বিধবার বাটীতে প্রবেশ করিয়া, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার রক্ষাভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিল। পুনরায় কলহ উপস্থিত হওয়াতে, পুলিষ কর্ম্মচারী তাহার দমনে কৃতকার্য্য হইয়া, এই মহিলাকে জানাইল যে, "এই বাটী ও সমস্ত সম্পত্তিতে আর তাঁহার অধিকার নাই, এ সমস্তই পুলিষের, এক্ষণে তাঁহার ভরণ পোষণ নিমিত্ত তিনি তাঁহার আয়ের চল্লিশ ভাগের তিন ভাগ মাত্র পাইবেন, এবং তাঁহার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হীরককণ্ঠী আছে, তাহা পুলিষের প্রধান কর্ম্মচারীকে অবশ্য দিতে হইবে।" বালক দলিপ সিংহের প্রতি, আমাদের ব্যবহারের সহিত তুলনায় ইহা কি এক অতিরঞ্জিত কাহিনী! পর রাজ্য আত্মসাৎ করা সম্বন্ধে বৃটিস সুবিচারের লর্ড ডেলহাউসির এইরূপই ধারণা ছিল। তদবধি বৃটিস গভর্ণমেণ্ট, বৃটিস পার্লিয়ামেণ্ট ও বৃটিস রাজ অবিচলিত চিত্তে এই ধারণার পোষকতা করিয়া আসিতেছেন।" †

---

* Torrens' Empire in Asia, pp. 352-353.

† History of British India, Vol. II. p. 167.

একাদশ অধ্যায়।

কোহিনুর।

কোহিনুরের পূর্ব্ব ইতিহাস—মোগল সম্রাট বাবরের কোহিনুর প্রাপ্তি—টেভর্ণিয়র কর্ত্তৃক কোহিনুরের তৌল নির্দ্ধারণ—নাদিরসাহের কোহিনুর লুণ্ঠন—অফুবেগম কর্ত্তৃক কোহিনুর রণজিৎ-সিংহকে দান—অফুবেগম কর্ত্তৃক ইহার মূল্য নিরূপণ—লর্ড হার্ডিঞ্জের সৌজন্য—ডেলহাউসির কোহিনুর অধিকার—অনান্য হীরকের সহিত কোহিনুরের তুলনা।

কথিত আছে যে, এই অমূল্য হীরকখণ্ড স্নিগ্ধতোয়া কৃষ্ণার নিকটবর্ত্তী গল্‌কণ্ডার এক আকরে দৃষ্ট হয়। প্রায় পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই মণি অঙ্গরাজ মহাবীর কর্ণের নিকট ছিল। তৎপরে বহুশতাব্দী অতীত হইলে, এই অদ্ভুত রত্ন, মধ্যভারতের সমৃদ্ধশালী উজ্জয়িনী নগরীর সুবিখ্যাত নৃপতি বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হয়। পরিশেষে ইহা মালব রাজগণের অধিকারে আইসে; তাঁহাদিগের হস্তে ইহা প্রায় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী অবধি ছিল। তৎপরে, দুরন্ত আল্লাউদ্দিন মালব অধিকার করিয়া ইহার অধিকারী হয়েন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় সমরে, পাঠান বংশের শেষ নৃপতি ইব্রাহিম্, মোগল কুল-গৌরব বাবরের সহিত সমরে পরাভূত ও নিহত হইলে, বাবর নিহত শত্রুর পরিবারগণের উপর অতিশয় সাদর ব্যবহার করিয়া ছিলেন; তাঁহারা বাবরের সৌজন্যে এতদূর আকৃষ্ট হয়েন যে, ইব্রাহিমের জননী স্বয়ং এই কোহিনুর কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ উহাঁকে প্রদান করেন।*

---

* The Land of the Five Rivers and Scinde, by David Ross, C. I. E., p. 132.

দুই শতাব্দী অতীত হইল সুবিখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজক ট্রেভর্ণিয়র স্বয়ং, এই মণি মোগল সম্রাটের রত্নাগারে দেখিয়া ছিলেন। তৎকালে ইহা, গোলাপ পুষ্পের আকারে খোদিত এবং ওজনে ২৮০ রতিকা মাত্র ছিল। ইতি পূর্ব্বে ইহার ওজন ৭৯৩$\frac{৫}{৮}$রতিকা ছিল। জনৈক অজ্ঞ মণিকার কর্ত্তৃক ইহা ২৮০ রতিকা মাত্রে পরিণত হয়।*

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে যখন পারস্তরাজ নাদির সাহ ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিলেন, তখন দিল্লীর সম্রাটের উষ্ণীষে এই প্রোজ্জ্বল হীরক দেখিয়া,তিনি বিজিত সম্রাটকে বলিলেন, "আসুন আমরা আমাদের উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন করিয়া উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করি।" অনিচ্ছায় সম্রাট এইরূপ মিত্রতা স্থাপনে বাধ্য হইলেন। ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাগমনকালে এই মণি তাঁহার বিপুল লুণ্ঠন দ্রব্য মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হয়। নাদির সাহ এই সূর্য্যপ্রভ হীরকখণ্ডের নাম কোহিনুর (অর্থাৎ আলোকময় পর্ব্বত) রাখিলেন। তাঁহার হত্যার পর, ইহা তদীয় পৌত্র সারক মির্জার হস্তগত হয়, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে নাদির সাহার প্রধান সেনানী আহম্মদ সাহ ইহা অধিকার করেন। আহম্মদের মৃত্যুর পর, ইহা তাঁহার পুত্র তৈমুরের হস্তে আইসে। তৈমুরের তিনটি পুত্র, জ্যেষ্ঠ জমন, মধ্যম মহম্মদ, ও কনিষ্ঠ সুজা। তৈমুরের মৃত্যুর পর ইহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তগত হয়, কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত, চক্ষুহীন ও কারারুদ্ধ হইলেন। সাহসুজা এই হীরক তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশানুসারে, পাইয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে, সাহসুজা, তৎকালীন কাশ্মীরশাসক আটা মহম্মদের হস্তে বন্দী হইলেন। কাবুলের মন্ত্রী ফতে খাঁন আটা মহম্মদকে সমুচিত শাস্তি দিবার ও কাশ্মীর অধিকার মানসে, রণজিতের সহায়ার্থী হইলেন। রণজিৎ তৎক্ষণাৎ সাহসিক ও সুচতুর মাখন চাঁদের অধীনে ফতেখাঁনের সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করায়, কাশ্মীর অধিকৃত ও আটা মহম্মদ বিদূরিত হইল। এই সময়ে, সাহসুজার পত্নী অফুবেগম মাখন চাঁদকে বলিলেন যে, "তাঁহার পতিকে কারামুক্ত করিলে, ইহার

* Encyclopædia Britannica Ninth Edition, Vol. VII. p. 166.

বিনিময় স্বরূপ তিনি কোহিনুর প্রদান করিবেন।" মাখনচাঁদ সাহসুজাকে মুক্ত করিয়া পত্নীর সহিত লাহোরে আনয়ন করিলে, রণজিৎসিংহ দেওয়ান মতিরাম, ফকির আজিজ্ উদ্দিন্ প্রভৃতি বিশ্বস্ত রাজ কর্ম্মচারিগণকে অফু-বেগমের নিকট কোহিনুর প্রার্থনা করিতে প্রেরণ করিলেন। সাহসুজা বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, কোহিনুর দানে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি ইহাঁদের হস্তে পীতবর্ণের এক বৃহৎ পুখ্‌রাজ মণি দিয়া বলিলেন, ইহাই কোহিনুর। তাঁহারা এই মণি রণজিৎ সিংহের নিকট আনয়ন করিলে, রণজিৎ সিংহ রত্ন-কারগণ নিকট ইহা প্রকৃত কোহিনুর নহে জ্ঞাত হইয়া, সাহসুজার আচরণে সাতিশয় কুপিত হইলেন। তিনি এই পুখরাজ মণি হস্তগত করিয়া সাহসুজার নিকট কোহিনুর আদায় করিতে যত্নবান হইলেন। যদিও সাহসুজা সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহার হস্তগত ছিলেন, তথাপি তিনি, এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাইবার নিমিত্ত, কোনপ্রকার নিষ্ঠুর আচরণের অনুষ্ঠান করিলেন না। প্রসাদ মধ্যে কেবলমাত্র প্রহরীরক্ষিত এক কক্ষ সাহসুজার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।* পরিশেষে মহারাজ স্বয়ং সাহসুজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন হইল, এবং উহার চিহ্নস্বরূপ উভয়ে উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন করিলেন। সাহসুজা রণজিতের হস্তে কোহিনুর অর্পণ করিলেন,ইহার পরিবর্ত্তে রণজিৎসিংহ সাহসুজার ভরণপোষণার্থ, পঞ্জাবে তাঁহাকে বাৎসরিক প্রায় পঞ্চাশ সহস্র টাকা আয়ের এক জাইগীর প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার নিমিত্ত কাবুল অধিকার করিতে সহায়তা করিবেন তাহারও আশ্বাস দিলেন। †

রণজিৎসিংহ এইরূপে এই মহামূল্য রত্ন অধিকার করিয়া, ইহার প্রকৃত মূল্য জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত অফু বেগমের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। অফু বেগম, দূতকে বলিলেন যে, "এই মণির মূল্য, এক প্রকারে নহে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইতে পারে। এই মণির মূল্য সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট এইরূপ শুনিয়া ছিলেন। কোন বলিষ্ঠ যুবা, পাঁচখানি প্রস্তর খণ্ড লইয়া, ঊর্দ্ধে এবং চারি পার্শ্বে নিক্ষেপ করিলে, যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই স্থানব্যাপী মোহর ও

* M'Gregor's History of the Sikhs, Vol. I, pp. 169-170, 281.
† Shah-Shooja's Autobiography, Chapter XXV.

মনি মানিক্য স্তূপই ইহার প্রকৃত মূল্য। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহাও এই মণির প্রকৃত মূল্য নহে। অপরাপর লোক বলেন যে, ইহার মূল্য সমগ্র পৃথিবীর দৈনিক আয়ের অর্দ্ধেক। কিন্তু তাঁহার নিজের মতে ইহার প্রকৃত মূল্য, বলবানের নিকট দুর্ব্বলের বশ্যতা স্বীকার। এই মূল্যেই এই মণি আফগানগণের হস্তগত হয়, এবং এই মূল্যেই ইহা পরিশেষে, মহারাজের হস্তগত হইয়াছে"।*

শিখ নরপতির অধিকারে আসিয়া এই হীরক প্রথমতঃ বাহুতে বাজু স্বরূপ ব্যবহৃত হইল। চারি পাঁচ বৎসর এইরূপে ব্যবহৃত হইয়া ইহা উষ্ণীষের সিরপেচে নিবিষ্ট হইল। একবৎসর কাল এইরূপে ব্যবহৃত হইয়া ইহা পুনরায় বাজু স্বরূপ পরিহিত হইল।

১৮৩৮ খৃঃ অব্দে মাননীয় অস্‌বরণ সাহেব রণজিৎসিংহের নিকট কোহিনুরের এইরূপ আকৃতি ও পরিমাণ দেখিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন যে, "এই অত্যন্ত সুন্দর হীরক দৈর্ঘ্যে সার্দ্ধ এক ইঞ্চি, প্রস্থে এক ইঞ্চির উপর, এবং গভীরতায় অর্দ্ধ ইঞ্চি হইবে; ডিম্বের ন্যায় ইহার গঠন; ইহা বাজুতে সন্নিবিষ্ট ও ইহার দুই পার্শ্বে আরও দুইখানি হীরক আছে তাহাদের পরিমাণ কোহিনুরের অর্দ্ধেক হইবে। কোহিনুর মূল্য প্রায় তিনকোটি কাটা হইবে ইহা অতি উজ্জ্বল—কোন প্রকার দোষ হইতে নাই।" † মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে রণজিৎ সিংহ জন্মেরমত তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে একবার নয়ন তৃপ্ত করিবার জন্য, তাঁহার সমুদায় মণিমাণিক্য রত্নাদি তাঁহার সমীপে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সর্ব্বশেষ সতৃষ্ণ নয়নে কোহিনুরনিরীক্ষণ করিয়া মরণোন্মুখ নরপতি, ইহা জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রেরণ করিতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র, সচিব ও অমাত্যগণ সম্ভ্রমে তাঁহাকে বলিলেন, যে হীরকের মূল্য ভারতের সমগ্র আয়ের সমতুল্য সেই অমূল্য হীরক ব্রাহ্মণগণ লইয়া কি করিবে, আর ইহার ক্রেতাই বা কোথায় মিলিবে। ইহা শুনিয়া তিনি এই হীরক রাজকীয় ধনাগারে রাখিতে সম্মতি দিলেন। ‡

রণজিতের মৃত্যুর পর বাজুর আকারে ইহা শিখ নরপতিগণের ধনাগারে

---

* Ross' Land of The Five Rivers and Scinde, p. 132.
† The Court and Camp of Runjeet Sing, p. 202.
‡ The Friend of India, July 25th. 1839.

বিংশতি বৎসরের অধিককাল থাকে। লর্ড হার্ডিঞ্জ সোব্‌রাওনে শিখগণকে পরাজিত করিয়া লাহোরে অবস্থান কালীন, এই মণি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পারিষদবর্গ ও কর্ম্মচারিগণ এই হীরক সবিস্ময়ে দেখিলে পর, মহামনা হার্ডিঞ্জ সাহ্লাদে দলিপ সিংহের ক্ষুদ্র বাহুতে স্বহস্তে ইহা পরাইয়া দিয়াছিলেন। * কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী অভিভাবক এই মণি রক্ষণাধীন বালকের হস্তচ্যুত করিয়া লইলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ৩রা তারিখে, মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সভাপতি ইহা বিলাতে ভারতেশ্বরীর সুন্দর করে সমর্পণ করেন। তথায়, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের সুবিখ্যাত প্রদর্শনী মেলায় ইহা প্রদর্শিত হয়, তখন ইহার তৌল ১৮৬$\frac{১}{১৬}$ রতিকা ছিল; কিন্তু তাহার পর ইহা সুন্দর গোলাপ পুষ্পের আকারে পুনরায় খোদিত করিতে যাওয়ায় ইহার তৌল অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়া গেল। এক্ষণে ইহার তৌল ১০৬$\frac{১}{১৬}$ রতিকামাত্র। † এই খোদন কার্য্য এক ক্ষুদ্র যন্ত্রেরদ্বারা, হলণ্ড হইতে আনীত দুইজন সুনিপুণ মণিকারের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়। এই ব্যাপারে অশীতি সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হয়। ‡

ফরাসী পরিব্রাজক টেভর্ণিয়র মোগল রাজধানীতে ইহার যে আকৃতি ও তৌল দেখিয়াছিলেন, তাহার সহিত তুলনায় রণজিৎ সিংহের সময়ে কোহিনুরের যে তৌল দেখা গিয়াছিল তাহা অতি অল্প। এই কারণে ইহা অনুমিত হয় যে, কোহিনুরের আরএক খণ্ড আছে। এই অনুমান কোহিনুরের অকৃতি দেখিয়া আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। এই হীরকের সমতল নিম্নভাগ দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা যেন দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। এই সমুদায় কারণে ইহা অনুমিত হয় যে, অর্লফ নামক যে সুবিখ্যাত মণি রুষিয়ার সম্রাটের কীরীটে সন্নিবিষ্টআছে,তাহা কোহিনুরের অপরেক খণ্ড। বর্ত্তমান সময়ে অর্লফ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরক। ইহার তৌল ১৯৪$\frac{৩}{৪}$ রতিকা। এই মণির নিম্ন ভাগও সমতল ও দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া যেন বোধহয়। কেহ কেহ বলেন

* Duleep Sing and the Government, p. 71.
† The Encyclopædia,Britannica,Ninth Edition, Vol. VII.p. 166.
‡ Lieut. General Fytche's Burma Past and Present,Vol. I. p. 19.

এই হীরক ভারতবর্ষের এক দেবমূর্ত্তির চক্ষুতে নিবিষ্ট ছিল। এক ফরাসী ইহা অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। অপর কেহ কেহ বলেন, ইহা পারস্যের নাদিরসাহের নিকট ছিল, তাঁহার হত্যার পর ইহা এক আর্ম্মনি-দেশীয় বণিকের হস্তে আইসে। উক্ত বণিক ইহা আমষ্টারডম্ নগরীতে আনয়ন করিলে ১৭৭২ খৃঃ অব্দে এই মণি কৌণ্ট অর্লফ্ ক্রয় করিয়া, রুষিয়ার সম্রাজ্ঞী সুবিখ্যাত ক্যাথরিণকে ৯০,০০০ পৌণ্ডে বিক্রয় করেন। রত্নকারগণ অনুমান করেন যে, অর্লফ এবং কোহিনুর একই হীরকের বিভিন্ন খণ্ড মাত্র। এতদ্ব্যতীত ১৮৩২ খৃঃ অব্দে আব্বাস মির্জ্জা যে এক ১৩২ রতিকা তৌলের হীরক প্রাপ্ত হয়েন,তাহাও কেহ কেহ অনুমান করেন কোহি-নুরের অংশ। এই শেষোক্ত হীরক এক কৃষক বহুকাল চকমকি ভ্রমে ব্যবহার করিয়াছিল। এই তিনটি হীরক একত্রিত করিলে ট্রেভর্ণিয়র কথিত কোহি-নুরের পূর্ব্ব তৌল এক প্রকার নিরূপণ করা যায়। কোহিনুর এবং অর্লফ ব্যতীত আরও যে একটি সুবিখ্যাত হীরক ইউরোপে আছে, তাহার নাম পিট্—এই হীরকের তৌল ১৩৬$\frac{৩}{৪}$রতিকা। ইহা জগদ্বিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের তরবারির মুষ্টিতে সন্নিবিষ্ট ছিল। ইহার তৌল পূর্ব্বে ৪১০ রতিকা ছিল। উজ্জ্বলতায় এবং সৌন্দর্য্যে ইহা ইউরোপের সকল সুবিখ্যাত হীরক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।*

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

ভ্রম সংশোধন,—কোহিনুর।

কোহিনুর সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রম হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

১ম—২৭৬ পৃষ্ঠায় ৮ম পংক্তিতে "পানিপথের দ্বিতীয় সমরে" ইহার স্থলে পানিপথের প্রথম সমরে, পড়িতে হইবে।

২য়—কোহিনুরের তৌল সম্বন্ধে অতি ভ্রম হইয়াছে। ২৭৭ পৃষ্ঠার ৩য় ও ৪র্থ,২৮০ পৃষ্ঠার ১০, ১৩ও২৪ এবং ২৮১ পৃষ্ঠার ৯, ১৪ ও ১৬ পংক্তিতে,যে যে স্থলে "রতিকা" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে "ক্যারাট্" পড়িতে হইবে। ক্যারাটের তৌল প্রায় দুই রতিকার সমান।

---

* Encyclopædia Britannica, Ninth Edition, Vol. VII. p. 166.

৩য়—২৭৭ পৃষ্ঠার ১৩ পংক্তি হইতে ২৭৮ পৃষ্ঠার ২ পংক্তি পর্য্যন্ত—"তাঁহার হত্যার পর .....আনয়ন করিলে" ইহার স্থলে নিম্নলিখিত ঘটনা পড়িতে হইবে।

নাদির সাহের মৃত্যুর পর, কোহিনুর তাহার পৌত্র সারুখ মির্জ্জার হস্তগত হয়। কিছুকাল পরে সারুখ মির্জ্জা বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন। ইহাতেও তিনি নিস্তার পাইলেন না, বিদ্রোহীরা তাঁহার চক্ষুদ্বয় একেবারে নষ্ট করিয়া দিল। আফগানগণের শাসক আহম্মদ সাহ আবদালি সারুখমির্জ্জার সাহায্যে পারস্যরাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই বিদ্রোহিগণকে পরাজিত করিয়া,তিনি সারুখ মির্জ্জাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তৌমুরের সহিত সারুখ মির্জ্জার কন্যার বিবাহ দিলেন। ইহার পরে আহম্মদসাহ সারুখ মির্জ্জার নিকট হইতে কোহিনুর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "অন্ধ ব্যক্তির নিকট ইহার অতুল সৌন্দর্য্যের কি প্রয়োজন হইবে।" কোহিনুর পাইয়া আহম্মদসাহ স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। আহম্মদের মৃত্যুর পর কোহিনুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তৈমুর সাহের করায়ত্ত হয়। প্রায় বিংশতি বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ২৩টি পুত্র রাখিয়া তৈমুর প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কোহিনুর তদীয় পঞ্চম পুত্র জমন সাহের হস্তে আইসে। জমনসাহ কিছুকাল রাজ্যভোগ করিবার পর, তাঁহার অনুজ মহম্মদসাহ কর্ত্তৃক সিংহাসন হইতে বিদুরিত হইলেন। হতভাগ্য জমন এই দুঃসময়ে কোহিনুর ও তাঁহার অন্যান্য বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি লইয়া, কাবুল হইতে পলায়ন করিয়া, আসীক্ নামক তাঁহার এক মিত্রের শরণাগত হইলেন। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক, জমনসাহকে তাঁহার দুর্গে বন্দী করিয়া এই বার্ত্তা মহম্মদ সাহের নিকট প্রেরণ করিল। জমনসাহ এই মহা বিপদে পতিত হইয়া, যে গৃহে তিনি বন্দী ছিলেন, সেই গৃহের প্রাচীরের এক ছিদ্র মধ্যে কোহিনুর লুক্কাইত করিয়া, অন্যান্য মণি রত্নাদি মৃত্তিকাভ্যন্তরে ছুরিকা দ্বারা এক গর্ত্ত খনন করিয়া, তন্মধ্যে প্রোথিত করিলেন। অবিলম্বেই জমন ভ্রাতার আদেশে কাবুলে আনীত হইলে, নিষ্ঠুর মহম্মদ অগ্রজের চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট মণি রত্নাদি প্রার্থনা করিলে, জমন বলিলেন, তিনি তাঁহার সমুদায় মণিরত্নাদি নদী জলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। ইহার দুই বৎসর পরে তৈমুরের অপর পুত্র সাহসুজা, মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অগ্রজ জমনসাহের সম্মতিক্রমে সিংহাসনারোহণ করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া সুজা, বিশ্বাসঘাতক আসীক্ তাঁহার দোষহীনা পত্নী ও সন্তানগণকে তোপমুখে উড়াইয়া দিলেন। ইহার পর নিষ্ঠুর ভ্রাতা মহম্মদের চক্ষুদ্বয় উৎপাটনের মানস করিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা ও অগ্রজের বাক্যে এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। জমনসাহ কোহিনুর ও অন্যান্য মণিরত্নাদি কোথায় লুক্কাইত করিয়া রাখিয়াছিলেন সুজাকে দেখাইয়া দিলেন। কিছুকাল পরে মহম্মদসাহ কারাগার হইতে পলায়নে সক্ষম হইলেন এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পুনরায় কাবুল অধিকার করিলেন। সাহসুজা ও জমনসাহকে সপরিবারে ভারতবর্ষে পলায়ন করিতে হইল।* ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সাহসুজা সামান্যসংখ্যক সৈন্য সাহায্যে, পেসওয়ার ও মুলতান অধিকার করিতে গিয়া,বন্দীস্বরূপে কাশ্মীরে তত্রত্য শাসক আটামহম্মদের নিকট প্রেরিত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া সাহসুজা ও জমনসাহের পরিবারবর্গ রণজিতের রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রণজিৎসিংহ সাদরে এই পরিবার মণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে কাবুলের মন্ত্রী ফতেখাঁন্ কাশ্মীর অধিকার ও আটামহম্মদকে সমুচিত দণ্ড দিবার মানসে,রণজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থী হইলেন। রণজিৎসিংহ তদনুসারে সাহসী ও সুদক্ষ সেনাপতি মাখনচাঁদের অধীনে বহুল সৈন্য, প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে সাহসুজার পত্নী অফু বেগম রণজিৎসিংহকে বলিলেন যে, তাঁহার স্বামীকে কাশ্মীর হইতে কারামুক্ত করিয়া আনিলে, তাঁহাকে কোহিনুর প্রদান করিবেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কাশ্মীর অধিকৃত ও আটা মহম্মদ বিদুরিত হইল। মাখনচাঁদ এই বিজয়ের পর সাহসুজাকে কারামুক্ত করিয়া তৎসমভিব্যাহারে লাহোরে প্রত্যাগত হইলেন। সাহসুজা লাহোরে আনীত হইলে রণজিৎসিংহ কি করিলেন,তাহা ২৭৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পংক্তি "রণজিৎসিংহ দেওয়ান মতিরাম" ইত্যাদি হইতে দেখ।

* Sleeman's Rambles and Recollections of an Indian Official, Vol. I. pp. 473-5.

মহারাজা দলিপ সিংহ।

দ্বিতীয় ভাগ।

মহারাজ দলিপসিংহ।

——:o:——

প্রথম অধ্যায়।

জন্মভূমি ত্যাগ,—১৮৪৯ খৃঃ।

দলিপের শিক্ষাভার—জন লোগিন—লোগিনের হস্তে তোষাখানার ও বন্দিগণের ভার অর্পণ—পঞ্চনদ হইতে দলিপকে স্থানান্তরিত করণ—কুমার শিবদেব ও রাণী দখ্‌নু—মহারাণী ঝিন্ধন।

এইরূপে অসহায় শিশু অভিভাবক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া জন লোগিন নামক জনৈক ডাক্তারের শিক্ষাধীনে অর্পিত হইলেন। দলিপসিংহের প্রাসাদের অতি সন্নিকটে এই ব্যক্তির আবাসস্থল নির্দ্দিষ্ট হইল। দলিপসিংহ তাঁহার ধীরতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যে অতি অল্প কাল মধ্যে, তাঁহার গুরুর সাতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এ সময়ে দলিপের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষও পূর্ণ হয় নাই। এই বয়সেই পারস্য ভাষায় তিনি বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিয়া ছিলেন। ইংরাজি ভাষা শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ দর্শনে লোগিন অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। লোগিন স্বীয় সদয় আচরণে অল্পকাল মধ্যেই দলিপের অশেষ প্রীতি ও ভক্তির পাত্র হইয়া উঠিলেন। দলিপ আমোদ প্রমোদের মধ্যে বাজপক্ষী দ্বারা পক্ষী শিকার করিতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিতেন এবং চিত্রপটাদি অঙ্কনেও কতক সময় অতিবাহিত করিতেন। দলিপ লোগিনকে এত ভাল বাসিতেন যে, তিনি তাঁহার সঙ্গ ব্যতীত বাহিরে ভ্রমনে কিম্বা অন্যত্র গমনে অনিচ্ছুক ছিলেন। লোগিনও বস্তুত এই বালককে স্বীয় শিশুর ন্যায় আদর ও

স্নেহ করিতেন। ক্রমশঃদলিপ গুরুর যত্নে ও স্নেহে এতদূর আকৃষ্ট হয়েন যে,তাঁহার বাসগৃহের সহিত লোগিনের গৃহ সংযুক্ত রাখিতে এক যুক্তদ্বার পথ নির্ম্মাণ করিবার আবশ্যক হইল। দলিপ এই বয়সে এরূপ ধীশক্তি প্রকাশ ও তাঁহার সন্নিকটস্থ ব্যক্তিগণের চরিত্র সমালচনা করিবার এতদূর ক্ষমতা প্রদর্শন করেন যে, লোগিন স্বীকার করিয়াছেন ইংরাজ বালকেরা এই বয়সে ঐরূপ করিতে অপারগ।

দলিপের অভিভাবকত্ব ও রক্ষা ব্যতীত লোগিনের হস্তে এই কতিপয় গুরুতর কার্য্যের ভার ন্যস্ত হয়। লাহোর রাজবংশের সুবৃহৎ পরিবার মণ্ডলী ও লাহোর রত্নাগারের রক্ষা ভারও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দের ৬ই এপ্রেলে লোগিনের রক্ষাধীনে অবস্থিত ব্যক্তিগণ ও রত্নরাজির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

মহারাজ দলিপসিংহ—রণজিৎ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের পরিবার মণ্ডলী, ইহাঁদের মধ্যে রণজিৎ সিংহের পঞ্চবিংশতিটি বিধবা, তন্মধ্যে ১৭টি হিন্দু এবং ৮টি মুসলমানী, রণজিতের পরবর্ত্তী নরপতিগণের ৮টি রমণী, সর্ব্বসমেত ৩৩টি রাজরাণী, এতদ্ব্যতীত প্রসাদের কলঙ্ক স্বরূপ ১৩০টি বার বিলাসিনী ছিল।

লাহোর মহারাজগণের প্রমোদের নিমিত্ত নিযুক্ত ৬ দল দেশীয় ও কাশ্মেরী নর্ত্তকী এবং ৫ দল গায়ক ও বাদক।

তোষাখানা ;—হীরক কোহিনুর—রাজকীয়মণিরত্নাদি,—সুবর্ণ, কাঞ্চন ও বহুমূল্য মণিমানিক্য বিনির্ম্মিত রেকাব, থালা, বাটি, রন্ধনপাত্র এবং ঘড়া ইত্যাদি।

অসংখ্য কাশ্মেরী শাল এবং চোগা ইত্যাদি।

রণজিৎ সিংহের সুবর্ণ সিংহাসন,—তাঁহার গ্রীষ্ম কালের কাঞ্চনময় আবাস গৃহ,—স্বর্ণ ও কাঞ্চনের থামযুক্ত সুবর্ণখচিত বহুমূল্য কাশ্মেরিশালের পট মণ্ডপ—অতি মনোহর ও বহুমূল্য অস্ত্র এবং বর্ম্ম ইত্যাদি।

শিখ অবতারের পবিত্র স্মরণচিহ্ন—তাঁহার পাদুকা, যষ্ঠি, জামা, টুপি এবং পায়জামা। কুফিক্ ভাষায় তাঁহার প্রর্থনা পুস্তক,—তাঁহার কেশের অলকা।

গুরু গোবিন্দের শিরপুচ্ছ—পারস্য বীর রস্তমের তরবারি, ইহা রণজিৎ সিংহ সাহসুজার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন—কাবুল এবং কাণ্ডাহারের বরকজাই বংশের আদি নেতা উজির ফতে খাঁনের তরবারি।

হোলকারের তরবারি—সুবিখ্যাত সর্দ্দারগণের বর্ম্ম, ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি তাঁহাদের শোণিতে রঞ্জিত।

মাহাসিংহের বিবাহ পরিচ্ছদ—এতদ্ব্যতীত বহুল বহুমূল্য এবং আশ্চর্য্যজনক বস্তু লাহোরের তোষাখানায় ছিল। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত বন্দিগণের শাসন ও রক্ষাভার লোগিনের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। সেরসিংহ,* রাজা লালসিংহ এবং দেওয়ান মুলরাজ।

লোগিন এই সমুদায় গুরুতর ব্যাপারের ভার গ্রহণ করিয়া তৎ সম্পাদনে যাহাতে ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই লোগিন এক বিষয়ের ভার হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। সুবিখ্যাত লাহোর তোষাখানার বিপুল সম্পত্তি, মাননীয় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ধনাগারের শোভাবর্দ্ধন করিতে চলিল। সদয় অভিভাবক রক্ষণাধীন বালকের রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না; লাহোর তোষাখানার সম্পত্তি লাহোর রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া, উক্ত রাজ্যের অবসানে ঐ সম্পত্তি ইংরাজের প্রাপ্য, এই যুক্তি দেখাইয়া তিনি রক্ষণাধীন বালকের সমুদায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। এই সমুদায় অমূল্য ও প্রোজ্জ্বল রত্নরাজি ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট অতিশয় ব্যগ্র হইলেন, "কারণ ইংলণ্ডেশ্বরী এই সমুদায় জহরত ও মণিরত্নাদি দেখিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন।"†

১৮৪৯ খৃঃ অব্দে সেপটম্বর মাসের চতুর্থ তারিখে দলিপ সিংহ একাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বাদশবর্ষে পদার্পন করিলেন।‡ তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে লোগিন গভর্ণমেণ্টের অভিমত্যানুসারে লাহোর তোষাখানা হইতে এক লক্ষ মুদ্রা মূল্যের জহরত দলিপকে প্রদান করিলেন। এইরূপে দলিপের জহরতেই গভর্ণমেণ্ট দলিপকে সম্মানিত করিলেন। এই দিবস প্রথানুযায়ী

---

* কিছুকাল পরে সেরসিংহ কলিকাতায় ফোর্টউইলিয়ম দুর্গে অনীত হইলেন। তথায় অবস্থান কালে ইংরাজদিগের সহিত ব্রহ্ম দেশীয়গণের যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে, সেরসিংহ সংগ্রহে ইংরাজের সহায়তায় অসিধারণ করিতে ইংরাজ শাসকের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু ইংরাজ শাসক তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন না।

† Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 217.

‡ দলিপসিংহ ১৮৩৮খৃঃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৪ঠা তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

দলিপকে বহুমূল্য মণিমানিকাদিতে বিভূষিত করা হইল। কিন্তু কোহিনুর আর শিশু নরপতির বাহু ভূষিত করিল না। এ নিমিত্ত শিশু দলিপ তাঁহার গুরু লোগিনকে বলিলেন যে, "কোহিনুর কোথায়; তিনি পূর্ব্ব বৎসরের জন্মতিথিতে উহা বাহুতে ধারণ করিয়াছিলেন।"

দলিপসিংহ অধিককালও স্বীয় প্রাসাদে অবস্থান করিতে পাইলেন না। ডেলহাউসি রক্ষণীয় শিশুকে পঞ্জাবে বাস করিতে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। ডিসেম্বর মাসের ১১ই তারিখে তিনি লাহোরস্থ বৃটিসরাজকর্ম্মচারিগণকে জ্ঞাত করিলেন যে, দলিপসিংহ পঞ্জাব হইতে ফতেপুরে স্থানান্তরিত হইবেন। তথায় তাঁহার আবাসস্থল নির্দ্দিষ্ট হইবে। ডাক্তার লোগিনকেও দলিপের সহিত তথায় থাকিতে হইবে। তথায় তিনি মাসিক বারশত টাকা বেতন পাইবেন। এই বেতনের অর্দ্ধেক বৃটিস গভর্ণমেণ্ট হইতে, অপরার্দ্ধ শিশু মহারাজের বাৎসরিক বৃত্তি হইতে দেওয়া যাইবে। দলিপসিংহের অপ্রাপ্ত বয়সাবধি লোগিন তাঁহার বিষয় কর্ম্মের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত গভর্ণরজেনারল আদেশ করিলেন যে, দলিপসিংহের সহিত পঞ্চনদ হইতে রাজা সেরসিংহের একমাত্র স্বার্দ্ধ ছয় বৎসরের শিশু কুমার—শিবদেবকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। ইহা আরও নির্দ্ধারিত হইল যে, দৃঢ় রক্ষকে পরিবৃত হইয়া দলিপ ফতেপুরে স্থানান্তরিত হইবেন।*

অনতিবিলম্বে এই আদেশ প্রতিপালনে লোগিন যত্নপর হইলেন। শিব দেবের নিতান্ত অল্প বয়স নিবন্ধন, লোগিন অনাদিষ্ট হইলেও স্বীয় দায়িত্বে শিবদেবের মাতা রাণী দখ্নুকে শিশুর সমভিব্যাহারে যাইতে অনুমতি দিলেন। গভর্ণমেণ্টর আদেশ বহির্ভূত এই কার্য্য করিতে, লোগিন মহামনা স্যার্ হেনরি লরেন্সের অভিমতে বলীয়ান হয়েন। ইহা লোগিনের ন্যায় ও উচিত কার্য্যই হইয়াছিল, কারণ স্বার্দ্ধ-ছয় বৎসরের শিশুকে জননী হইতে পৃথক রাখা নিষ্ঠুরতার কার্য্য। এইরূপে রাণী দখ্নু লোগিনের দয়াগুণে স্বীয় সন্তানের সহিত ফতেপুরে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। রাণী দখ্নু সেরসিংহের কনিষ্ঠা পত্নী, ইনি

* The Official Despatches, 11th. and 21st. December, 1849.

রাজপুত বংশীয় এক অতি সুন্দরী কামিনী। লোগিনের সদাচরণ নিমিত্ত তিনি কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এইরূপে ডিসেম্বর মাসের একবিংশতি দিবসে বেলা নয় ঘটিকার সময়, দলিপসিংহ শিবদেব ও তাঁহার মাতা দৃঢ় রক্ষকে পরিবৃত হইয়া, ফতেপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে দলিপ তাঁহার সুন্দর অশ্ব চালনা ও শিষ্টাচারে দর্শক বৃন্দের মনোহরণ করেন।

১৮৫০ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, লোগিন এই রাজ পরিবার সমভিব্যাহারে, ফতেপুরে পৌঁছিলেন। যখন দলিপ পৈত্রিক রাজ্য হইতে সদয় অভিভাবক কর্ত্তৃক বিদূরিত হইলেন, তখন তাঁহার মন্দভাগিনী জননীর কি দশা ঘটিল, তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক। পঞ্চনদ বাজেয়াপ্তের কিছুদিন পরেই, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের ৬ই তারিখে, কারাবাসিনী মহারাজ রণজিতের বিধবা, বারাণসী হইতে চুনারে স্থানান্তরিত হইলেন। ঐ দিবসেই সায়ংকালে, এই সুন্দরী সন্ন্যাশিনীবেশে কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া, পলায়নে কৃতকার্য্য হয়েন। রাজবনিতা ও রাজমাতা, এইরূপ ভিখারিণী-বেশে, হিমাচলবাসী নেপালাধিপের সুদূর রাজ্যাভিমুখে, গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পলায়ন কিছু কালের জন্য ইংরাজের অজ্ঞাত ছিল। কারণ ইংরাজরাজকর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎকালে, তিনি পর্দ্দার অন্তরালে থাকিতেন। কিছুদিন পরে, উক্ত কর্ম্মচারী, অন্তরালবাসিনীর কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন শ্রবণে, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ১৯শে তারিখে প্রকাশ হইল যে, সিংহী পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছে। ইত্যবসরে ২৭ শে তারিখে, মহারাণী অশেষ দুর্গম ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া, হিমাচলবাসী নৃপতির পার্ব্বতীয় রাজ্যের সীমানায় উপস্থিত হইয়া, তথায় আশ্রয়ার্থিনী হইলেন। সুবিখ্যাত জংবাহাদুর তৎক্ষণাৎ মহারাণীকে নেপালস্থ রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। এদিকে ইংরাজ বারানসীতে তাঁহার অবশিষ্ট যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা বাজেয়াপ্ত করিলেন এবং মহারাণী যে স্থানে ছিলেন,সেই স্থানেই তাঁহার অযোগ্য মাসিক সহস্র মাত্র টাকা বৃত্তিতে কালযাপন করিতে আদেশ দিলেন।

---

* Trotters' History of the British Empire in India, Vol. I. p. 222.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফতেগড়,—১৮৫০-১৮৫৪ খৃঃ।

হেনরি লরেন্সের পত্র—দলিপের বিবাহ প্রস্তাব—লোগিনের সৎপ্রয়াস—লর্ড ডেলহাউসির কঠোর আদেশ—ঝিন্ধনের চরিত্র সম্বন্ধে দলিপের অভিমত—দলিপের দেশ পর্য্যটন—দলিপের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন।

দলিপের নিমিত্ত জাহ্নবীর নিকট ফতেপুরে যে আবাসস্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা রাজকুমারের উপযোগী ছিল না। সুতরাং লোগিন চতুঃপার্শ্বস্থ বাঙ্গালাগুলি ক্রয় করিয়া একটি ক্ষুদ্র উদ্যান করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। এইরূপে রণজিৎ কুমার, নিয়তি নেমির নিদারুণ পরিবর্ত্তনে, লাহোরের সুবৃহৎ রাজ প্রসাদ হইতে ফতেপুরের এক নিভৃত ক্ষুদ্র বাটীতে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। সে যাহাহউক লোগিনের যত্নে ও আদরে দলিপ তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব ও সুখ স্বচ্ছন্দতা একপ্রকার ভুলিয়াগেলেন। লোগিন ও তাঁহার স্ত্রী দলিপকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন, দলিপও তাঁহাদিগকে জনক জননীর ন্যায় দেখিতেন। অতি অল্পকাল মধ্যে দলিপ ও শিবদেবের মধ্যে বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। পাছে এই রাজকুমারগণ বয়স্য অভাবে ক্লেশ বোধকরে, এনিমিত্ত লোগিন কুমারগণের সমবয়স্ক কতিপয় ভদ্র ইংরাজ সন্তানগণকে ফতেপুরে আনয়ন করিলেন। দলিপ এই নূতন স্থলে পাঠঅভ্যাস, ক্রীড়া ব্যায়াম ও শিকারাদিতে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শিবদেবও তাঁহার ক্ষমতামত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। যখন এই রাজকুমারদ্বয় সুবর্ণখচিত শ্বেত রেসম বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উষ্ণীষ এবংজাতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, নিকটস্থ জাহ্নবী পুলিনে ধীর পাদক্ষেপে বিচরণ করিতেন তখন তাঁহাদের অতীব সুন্দর দেখাইত।

১৮৫০ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখে, প্রশস্তমনা স্যার হেনরি লরেন্স, যদিও রাজ কার্য্যে ঘোরতররূপ ব্যাপৃত ছিলেন, তথাপি রণজিৎ কুমা-

রের উপর স্নেহ নিবন্ধন, স্বীয় হস্তে বৃহদাক্ষরে সরল ইংরাজী ভাষায় দলিপকে এই পত্র লিখিলেন ;—*

লাহোর, ফেব্রুয়ারি, ২৮ এপ্রেল ১৮৫০ খৃঃ অঃ

প্রিয় মহারাজ !

আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, তুমি (খুস্) সন্তুষ্ট আছ। আমি ভরসা করি যে, তোমার বাটী ও উদ্যান তোমার মনোমত হইয়াছে। আমি তোমাকে যেরূপ বলিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে, গঙ্গাজী তোমার আবাসস্থলের অতি নিকটবর্ত্তী। আমি প্রায়ই তোমার বিষয় ভাবিয়া থাকি এবং ভরসা করি যে প্রত্যহ তুমি লিখিতেছ ও পড়িতেছ। তোমার সুখ স্বচ্ছন্দ ও সুস্থ শরীর অভিলাষী :—

তোমার নিস্বার্থ বন্ধু,
হেনরি লরেন্স।

এইরূপে এই মহাপুরুষ রণজিৎ কুমারকে তাঁহার সরল ও আন্তরিক স্নেহে অতিশয় আনন্দিত করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হেনরি লরেন্স দলিপের রাজ্যনাশ ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। সে নিমিত্ত তিনি নিঃসহায় বালকের অবস্থায় অতিশয় ব্যথিত ছিলেন।

১৮৫০ খৃঃ অব্দের জুলাইমাসে, লোগিন দলিপের বিবাহের বিষয় প্রস্তাব করিলে, বালক মহারাজ সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমার মা বাপ, আপনি আমার সুখের নিমিত্ত যাহা করিবেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।" তৎপরে তিনি বলিলেন যে "সের সিংহের ভগিনীর সহিত বিবাহে আমার ইচ্ছা নাই।" পূর্ব্বে ইহাঁদের বিবাহের বাগদান হইয়াছিল। কিন্তু দলিপ এক্ষণে উক্ত বিবাহে ইচ্ছুক হইলেন না। লোগিন এইরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া দলিপের একটি উপযুক্ত পাত্রী অন্বেষণে মনোযোগী হইলেন। বারানসী নিবাসী কুর্গ রাজার কন্যা উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া তাঁহার অনুমিত হইল। পাত্রীর বয়ক্রম প্রায় আট বৎসর, একপ্রকার সুশ্রী ও বিলাতে পাঠাভ্যাস করিতেছিলেন। কিন্তু দলিপের এক্ষণে বিবাহে ইচ্ছা না থাকায়, লোগিন আপাততঃ ক্ষান্ত হইলেন।†

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 219-220.
† Ibid. p. 220.

এইরূপে লোগিন, রাণী দখ্‌নু, মহারাজ দলিপ সিংহ ও তাঁহার কতিপয় অনুচর, নির্দ্দিষ্ট ভূমির মধ্যে, পৃথক পৃথক বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। এই নির্দ্দিষ্ট ভূমি সীমা, "ফতেগড় উদ্যান" নামে খ্যাত হইল। দলিপের সুখ স্বচ্ছন্দ নিমিত্ত লোগিন এই ফতেগড় উদ্যানের প্রয়োজনীয় শ্রীবর্দ্ধনে মনোযোগী হইলেন। ইহা লর্ড ডেলহাউসির অসহনীয় হইল। তিনি লোগিনকে লিখিলেন "আমি বিবেচনা করি মহারাজের নিমিত্ত আপনি যে সমুদায় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অতি ব্যয়সাপেক্ষ; আপনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন যেরূপ নৃপেন্দ্রোপযোগী হইবে অনুমান করিতেছেন, সেরূপ হইতে দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে।"* রক্ষণাধীন শিশুর সর্ব্বনাশ করিয়া, ভবিষ্যতে তাঁহাকে রাজ কুমারের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে দেওয়াও, নির্দ্দয় অবিভাবকের মনঃপূত হইল না। লেখনীর কঠোর আঘাতে তিনি লোগিনের সুপ্রয়াস বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। যে সমুদায় ব্যক্তি ডেলহাউসিকে সদগুণের অবতার স্বরূপ অনুমান করেন, তাঁহারা একবার উক্ত ব্যাপার পাঠ করিয়া দেখুন।

দলিপ সিংহ যখন ফতেগড়ের বাটিতে রাজ পরিচ্ছদে ভূষিত ও কতিপয় অনুচরে বেষ্টিত হইয়া, দরবার করিতেন তখন কি তাঁহার স্মরণ হইত যে, পঞ্চনদের সিংহাসনাধিকারী এক্ষণে ফতেগড় উদ্যানের ভূস্বামীমাত্র। কেবলমাত্র লোগিনের সদ্ব্যবহারে এই নিদারুণ পরিবর্ত্তনের ক্লেশ তিনি অধিক অনুভব করিতে পারেন নাই। শিখধর্ম্মের সম্মান হেতু লোগিন এমন কি আপনার বাটীতেও কখন গোমাংস আনাইতেন না। ইহাতে তিনি সকলেরই আদরণীয় ছিলেন।† লোগিনের সহধর্ম্মিনী রাণী দখ্‌নুর সহিত সতত সাক্ষাৎ করিতেন। রাণী অতিশয় শান্ত ও নম্রভাবে তাঁহার সন্তানকে লইয়া কালাতিপাত করিতেন; রাণীর ভ্রাতা ও খুল্লতাত শিবদেবের সহিত সতত থাকিতেন। বিবি লোগিন বলিয়াছেন যে, রাণী দখ্‌নু অতি সুন্দরী কামিনী, তাঁহার আননের শ্রী অতি মনোহর। বিধবার উপযুক্ত শ্বেত পট্ট বস্ত্রে মণ্ডিত ও ভূষণহীনা এই কামিনী, যখন তাহার আলুলায়িত বিপুল কেশরাজি অবগুণ্ঠনে ঈষৎ আবরণ এবং তাঁহার অনিন্দ্য আয়তনেত্র

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 230.
† Ibid. p. 234.

হইতে সরলতার অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীরণ করিতেন, তখন তাঁহাকে দেবী ভ্রম হইত।* তাঁহার তনয় শিবদেব কেবল আহার ও শয়ন সময়ে জননীর নিকটে থাকিতেন, নচেৎ সমুদায় দিবা দলিপের সহিত পাঠাভ্যাসে ও ক্রীড়ায় অতিবাহিত করিতেন। দলিপসিংহ রাণী দখ্নুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তখন রাণী, তাঁহার ভ্রাতা ও খুল্লতাত সমীপে, মহারাজের সম্মান নিমিত্ত অনাবৃত মস্তকে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন।

এইরূপে দলিপসিংহ ফতেগড়ে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রীড়া, পাঠাভ্যাসে ও চিত্রপটঅঙ্কনে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। এসময়ে তাঁহার জননী মহারাণী ঝিন্ধনের বিষয় জানিতে কি তাঁহার ইচ্ছা হইত? লোগিন বলিয়াছেন যে, লাহোর অবস্থানকালে, যে সমুদায় ব্যক্তির দলিপের আন্তরিক ভাব অবগত হইবার বিলক্ষণ সুবিধা ছিল, তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে, দলিপ মহারাণীর সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপিত হইলে বিরক্ত হইতেন,এবং কখনও তাঁহার নামোল্লেখ করিতেন না। কিন্তু তিনি তাঁহার মাতুল জোয়াহির সিংহের স্নেহ ও ভালবাসার বিষয় সতত সাগ্রহে বলিতেন। মহারাজের আন্তরিক ভাব স্বয়ং জানিবার অভিপ্রায়ে, লোগিন সুযোগমত একদিন ফতেগড়ে এবিষয়ের উত্থাপন করিলে, দলিপ বলিলেন লাহোর হইতে আসিবার পর তিনি জননী সম্বন্ধে কিছুই সংবাদ পান নাই; তিনি তৎপরে বলিলেন মা "সেরিফ্ হামকো বদ্নাম্ দিয়া"—অর্থাৎ আমাকে কেবল অপমানিত করিয়াছিলেন। মহারাণী তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন, লোগিন জিজ্ঞাসা করিলে বালক মহারাজ বলিলেন যে, "মহারাণী প্রায় প্রত্যহই তাঁহাকে প্রহার করিতেন।" ইহার কারণ লোগিন দলিপের বিশ্বস্ত পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলে, সেই পরিচারক বলিল যে, দলিপসিংহ অল্প বয়স সত্বেও লালসিংহের সহিত মহারাণীর অসৎ ঘনিষ্টতার বিষয় অবগত ছিলেন। দলিপ মহারাণীকে তন্নিমিত্ত ভৎর্সনা করায়, মাতা সন্তানকে এরূপ প্রহার করিতেন। একদা দলিপ লোগিনের সহিত শিখ জাতি সম্বন্ধে ইংরাজী ইতিহাস পড়িতে পড়িতে, মহারাণী সম্বন্ধে অপবাদ দেখিয়া বিষাদে বলিলেন, "ইহা সত্যবটে"। তৎপরে

* Sir John Login and Maharâja Duleep Sing, pp. 235-236.

ক্রোধে বালক বলিল যে, লাহোরে অবস্থান কালে যাহাতে ভবিষ্যতে মহারাণী আর তাঁহাকে অপমানিত করিতে না পারেন তন্নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে বধ করিবেন এরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন।*

ইংরাজি শিক্ষা ও ইংরাজরীতি পদ্ধতি অনুকরণ করিতে দলিপ অতি ভাল বাসিতেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ, স্যার হেনরি লরেন্স প্রভৃতি মহান ব্যক্তিগণের সুন্দর আচরণে যৎপরোনাস্তি প্রীতি লাভ করিয়া, ইংরাজ জাতির উপর তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। অধিকন্তু লোগিনের জনকবৎ আচরণে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া, বিজাতীয় জাতির চরিত্র সম্বন্ধে তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। এইরূপ অশেষ কারণে দলিপ বিজাতীর ধর্ম্ম অবলম্বনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন; এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড যাইবারও তাঁহার সাতিশয় অভিলাষ জন্মিল।

দলিপের এইরূপ পরিবর্ত্তনে রাণী দখ্নুর জ্ঞাতিবর্গের হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের উদয় করিল। যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, মহারাজা শিখ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বনে উৎসুক হইয়াছেন, তখন স্বভাবতঃ তাঁহাদের এই ধারণা হইল যে, কুমার শিবদেবকে শিখগণ এক্ষণে খালসা রাজ্যের প্রকৃত প্রতিনিধি স্বরূপ দেখিবে। তাঁহারা ইহাও মনে স্থান দিয়াছিলেন যে, দলিপসিংহ খৃষ্ট ধর্ম্মবলম্বী হইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলে, শিবদেব পঞ্চনদ সিংহাসনে স্থাপিত হইবে। কুমার শিবদেবও এসময়ে আপনাকে এক অতি মাননীয় ব্যক্তি বোধে মহারাজের সম্মুখে অন্যায় বাক্য প্রয়োগে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

এই সমুদায় ব্যাপার অবগত হইয়া, লর্ডডেলহাউসি রাণী দখ্নুকে ভবিষ্যতে সতর্ক করিয়া দিবার নিমিত্ত, লোগিনকে সিমলা হইতে ১৮৫১ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসের ২৩ তারিখে লিখিলেন,—"আপনি রাণীকে জ্ঞাত করিবেন যে, পঞ্জাবে শিখরাজ্যের চিরকালের নিমিত্ত অবসান হইয়াছে! এক্ষণে তাঁহার সন্তান বা অপর কোন ব্যক্তিকে পঞ্চনদ সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিবার আশা করা রাজদ্রোহিতার কার্য্য। স্বীয় সন্তানকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া রাণীর কর্ত্তব্যকার্য্য। ভবিষ্যতে যদি রাণী কিম্বা তাঁহার সন্তানকে পঞ্চনদ রাজ্য কিম্বা তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা ভিন্ন অন্য কোন উচ্চপদ প্রাপ্তির আশা

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 239-40

প্রকাশ বা অনুভব করিতে দেখা যায়—তাহা হইলে অচিরাৎ শিবদেবের ঘোরতর অমঙ্গল হইবে।"*

রাণী দখ্নু সচকিতে গভর্ণরজেনারলের মন্তব্য জ্ঞাত হইলেন। বস্তুতঃ তিনি এই সমুদায় ব্যাপার সম্বন্ধে একপ্রকার অজ্ঞ ছিলেন। তিনি বিবি লোগিনকে প্রায়ই বলিতেন, "মহারাজ কেন আর তাঁহাকে দেখিতে আইসেন না।" একদিবস বিবি লোগিন ও দলিপ উভয়ে রাণী দখ্নুর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। কুমার শিবদেব ও রাণীর ভ্রাতা মিয়া উত্তম, উভয়কে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। রাণীদখ্নু, দলিপ বাস্তবিক বিজাতীর ধর্ম্মাবলম্বনে অভিলাষী কি না, জানিবার জন্য এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন—তিনি দলিপ ও বিবি লোগিনকে পরিতৃপ্তরূপ ভোজন করাইয়া পরিশেষে ফলের সরবৎ আনয়ন করিলেন; ইহা প্রস্তুত করিতে তিনি সুবিখ্যাত। রাণী একপাত্র সরবৎ পরিপূর্ণ করিয়া সম্মানের সহিত তাঁহার নৃপতির সম্মুখে ধারণ করিলেন। মহারাজ ইংরাজী বিদ্যালোকে মহিলাগণের সম্মান রাখিতে বিশেষরূপ শিখিয়াছিলেন। তিনি সে নিমিত্ত সেই পাত্রস্থ সরবৎ স্বয়ং পান না করিয়া বিবি লোগিনের হস্তে দিলেন। বিবি লোগিন মহারাজের নিমিত্ত অপর এক পাত্র শীঘ্র আনীত হইবে ভাবিয়া পাত্রস্থিত সরবৎ কিছু পান করিয়া রাখিয়া দিলেন। রাণী দখ্নু পাত্র পরিবর্ত্তন বা পাত্রস্থিত অবশিষ্ট সরবৎ নিক্ষেপ না করিয়া, সেই পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া পুনরায় মহারাজের হস্তে দিলেন। বিবি লোগিন ইহার অভিপ্রায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"মহারাজ ইহা পান করিবেন না।" কিন্তু দলিপ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিবি লোগিনকে ঈষৎ মস্তক হেলনে অভিবাদন পূর্ব্বক পাত্রস্থিত সরবৎ পান করিলেন; এবং তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার নিকট বিদায় মাত্রও না লইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। রাণী দেবরের আচরণে ভীত ও চমৎকৃত হইলেন। বিবি লোগিন রাণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মহারাজা তাঁহাকে বাটী পৌঁছিয়া দিতে অপেক্ষা করিতেছেন। উচ্ছিষ্ট পাত্রে সরবৎ পান করিবার কারণ জিজ্ঞাসিলে মহারাজ কম্পিতাধরে বিবি লোগিনকে বলিলেন—"কি—আমার সম্মুখে উহারা তোমার অপমান করিবে। এক্ষণে

* The Official Despatch, July 23rd. 1851.

উহারা দেখুক যে, আমি তোমাকে মান্য করি এবং আমার জাতি নাশ বিষয় তাহাদিগকে দেখাইতে লজ্জিত নহি।"*

দলিপ শিখগণের ন্যায় কেশ দীর্ঘ রাখিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি তাঁহার সমবয়স্ক সহচর ইংরাজ বালকগণের ন্যায় কেশ ক্ষুদ্র রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাঁহার দীর্ঘ কেশ কর্ত্তন করিয়া বিবি লোগিনকে স্মরণার্থ উপহার দিলেন। দলিপসিংহ জাঁকজমক বা সমারোহপ্রিয় ছিলেন না। সে নিমিত্ত যখন লর্ড ডেলহাউসি সস্ত্রীক ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে ফতেগড়ে উপস্থিত হইলেন তিনি গভর্ণরজেনারলের দরবারে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না; কারণ দরবারে উপস্থিত উচ্চপদস্থ দেশীয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আপনাকে অজ্ঞাত রাখা তাঁহার নিতান্ত অভিলাষ। সুতরাং গোপনে দলিপকে অভ্যর্থনা নিমিত্ত গভর্ণর জেনারলের শিবির হইতে বন্দোবস্ত হইল। †

১৮৫২ খৃঃ অব্দের প্রাক্কালে মহারাজ, হিন্দুস্থানের প্রধান প্রধান স্থান দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে অন্যের অজ্ঞাতসারে কোনরূপ সমারোহ না করিয়া, ফতেগড়স্থ পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া লোগিন, বিবি লোগিন এবং অনুচরগণ সমভিব্যাহারে, ফতেগড় হইতে বহির্গত হইলেন। দলিপ ও শিবদেব দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলে রাণী দখ্‌নু ইহাঁদের প্রত্যাগমনাবধি জনকালয়ে অবস্থান করিতে গেলেন। পথিমধ্যে মানব নিচয় শিখ মহারাজকে দেখিবার নিমিত্ত আসিতে লাগিল। দরিদ্র-গণের উপকারের নিমিত্ত মহারাজের নামে কিছু টাকা বিতরণ করা হইল। এইরূপে কিছুকাল পরে ইহাঁরা মোগল রাজধানী দিল্লীতে পদার্পণ করিলেন। তথায় তিনি বহুমূল্য দামের কিছু অলঙ্কার ক্রয় করিলেন। জুম্মা মসজিদ কিম্বা মোগল রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা দিল্লীর জহরতকারদিগের বিপনি দলিপের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল। বালস্বভাবনিবন্ধন তিনি জগদ্বিখ্যাত মোগলরাজ ধানীর সৌন্দর্য্য বোধে অক্ষম হয়েন। আগ্রায় উপস্থিত হইয়া মহারাজ সমগ্র পৃথিবীর আদরণীয় তাজমহল এবং সুবিখ্যাত আগ্রা দুর্গ দেখিলেন। তত্রত্য

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 276-7.
† Ibid. pp. 271, 278.

সামরিক এবং রাজশাসন সংক্রান্ত সমুচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ সাদরে ও সম্মানে মহারাজকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার সম্মান নিমিত্ত আগ্রার ইংরাজ অধিবাসিগণ তাজমহলে দলিপকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক ভোজ দিলেন। মহারাজ তথায় সর্ব্বাপেক্ষা বৈদ্যুতিকতার (টেলিগ্রাফ) ও সেকন্দ্রায় মুদ্রাঙ্কন ব্যাপার দেখিয়া প্রীত হইলেন। মিরট, রুড়কি প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া মহারাজ হিন্দুর পবিত্র স্থান হরিদ্বার দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতি অজ্ঞাত-ভাবে দলিপকে এইস্থান দেখাইবার বন্দোবস্ত করা হইল; কারণ সেই সময়ে পঞ্চনদ এবং অন্যান্য স্থান হইতে যাত্রীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ প্রকাশ্যে শিখ মহারাজকে এস্থান সন্দর্শন করাইতে শঙ্কিত হইলেন। সে নিমিত্ত ব্যক্তি মাত্রেরই মনে ভ্রম উৎপাদন করিবার নিমিত্ত, মহারাজের শকট অনুচর ও আসবাব একদিকে প্রেরিত হইল এবং মহারাজকে গজোপরি গোপনে হিরিদ্বারের ঘাট অভিমুখে লইয়া যাওয়া হইল। এরূপ সতর্কতাবলম্বন করিলেও প্রত্যাগমন কালে মহারাজকে কতকগুলি শিখ চিনিতে পারিয়া,হস্তীর চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশে চীৎকার করিতে লাগিল। নির্ব্বিঘ্নে মহারাজ স্বীয় শিবিরে পৌঁছিলে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ সুস্থির হইলেন। বর্ষা আরম্ভ হইলে মহারাজ মসুরিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মসুরির পর্ব্বতমালার মনোহর দৃশ্য দলিপের নিরতিশয় প্রীতিকর হয়। এই স্থানে তিনি সমবয়স্ক ইংরাজ বালকগণের সহিত প্রায় প্রত্যহ তিন চারি ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া শিকারে সময় অতিবাহিত করিতেন। ইংরাজ বালকদিগের সহিত সতত সহবাসে, দলিপ ইংরাজী ভাষাতে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ আমোদ প্রিয় এই রাজকুমার সঙ্গীত ও চিত্রপট অঙ্কনে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার ভ্রাতস্পুত্র শিবদেব যদিও জননী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিলেন তথাপি আমোদপ্রমোদে পাঠাভ্যাসে এবং সহাধ্যায়ীগণের সহিত ক্রীড়ায় অতি স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছিলেন। দলিপ যদিও বিজাতীয়গণের অনুকরণে অতি প্রিয় ছিলেন তথাপি তিনি কখন কোন প্রকার সুরা আস্বাদন করিতেন না। সুরাপানে তাঁহার মাতুল জোয়াহিরের কি দশা ঘটিয়াছিল, জ্ঞাত থাকায় এই বালকের সুরার প্রতি অতি বিতৃষ্ণা

জন্মিয়াছিল। এইরূপে বসন্তকাল মসুরিতে অতিবাহিত করিয়া শীত-কালের প্রারম্ভেই দলিপ সবান্ধবে ফতেগড়ে প্রত্যাগত হইলেন।*

ফতেগড়ে প্রত্যাগমনের পর খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বনে দলিপ নিতান্ত উৎসুক হইলেন এবং ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের মার্চ্চমাসের ৮ই তারিখে তিনি স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। জর্ডন নদীর জলের পরিবর্ত্তে গঙ্গাজল সিঞ্চনেই এই বিজাতীয় ধর্ম্ম কার্য্য সম্পন্ন হইল। মহারাজ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে বহুল ব্যক্তি—কি ইংরাজ কি খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী—মহারাজের মঙ্গল কামনায় তাঁহাকে সম্ভাষণ পত্র প্রদান করিলেন। ইহাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম সুবিখ্যাত—লর্ড ডেলহাউসি, স্যার হেন্‌রি লরেন্স, স্যার ফ্রেডেরিক ক্যরি, বিসপ উইলসন, মিঃ টমসন, রেভেরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রেভেরণ্ড গোপীনাথ নন্দী এবং মিঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর।†

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইংলণ্ড যাইতে দলিপের বিশেষ অভিলাষছিল, এক্ষণে তাঁহার সেই অভিলাষ প্রবল হওয়ায়, লোগিন উক্ত বিষয়ে লর্ড ডেলহাউসির আদেশ প্রার্থী হইলেন। গভর্ণর জেনারল প্রত্যুত্তরে লোগিনকে জ্ঞাত করিলেন যে, তিনি এবিষয়ে বিলাতস্থ ভারতরাজসভার মত প্রার্থী হইবেন, কিন্তু ইংরাজী বিলাসীসমাজে নেপালের সুবিখ্যাত জঙ্গ্ বাহাদুরের চরিত্র কলঙ্কিত হওয়ায় ভারত রাজসভা ভারতীয় রাজকুমারগণের বিলাত গমনের বিশেষ পক্ষপাতী নহেন।‡ এইরূপে দলিপের বিলাতযাত্রা ভারত রাজসভার অনুজ্ঞার উপর নির্ভর করিতে লাগিল।

দলিপসিংহের শিবদেবকে পরিত্যাগ করিয়া বিলাত যাইতে ইচ্ছা না থাকায়, লোগিন লর্ড ডেলহাউসিকে লিখিলেন, "আপানার যদি অভিরুচি হয় আমি এবিষয়ে শিবদেবের মাতার সম্মতি লইতে চেষ্টা করিব।" ডেল-হাউসি আগষ্ট মাসের ৩১ এ তারিখে লোগিনকে লিখিলেন "যে, কুমার শিবদেবের বিলাত যাত্রা মহারাজের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, কিন্তু এক্ষণে আমার মতে এই অল্প বয়স্ক বালকের বিলাত গমন উচিত নহে।"

* Sir-John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 285-6,289-91.
† Ibid. pp. 305, 308. ‡ Ibid. p. 311.

এদিকে রাণী দখ্‌নু পিত্রালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই সমুদায় ব্যাপার অবগত হইয়া সাতিশয় ভীত ও দুঃখিত হইলেন। এই অল্পবয়স্ক সন্তানকে অনন্ত জলধি বিচ্ছিন্ন সুদূর বিজাতীয় রাজ্যে প্রেরণে, কোন ক্রমেই তিনি ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি সবিনয়ে গভর্ণর জেনারলকে এবিষয়ে ক্ষান্ত হইতে এক আবেদন পত্র লিখিয়া, লোগিনকে উক্ত আবেদন পত্র লর্ড ডেলহাউসির নিকট প্রেরণ করিতে বলিলেন। লোগিন তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, ভারত রাজসভা হইতে দলিপের বিলাত যাত্রার অনুজ্ঞাপত্র আসিলে তিনি গভর্ণর জেনারলকে এই আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন। কিন্তু বালক শিবদেবের খুল্লতাতের সহিত ইংলণ্ড যাইবার কৌতুহল হইয়াছিল। শিশু বিবিলোগিনকে জননীর নিকট এবিষয়ের সম্মতি লইতে অনুরোধ করিল। লোগিন এসমুদায় ব্যাপার আদ্যোপান্ত লর্ড ডেলহাউসিকে জ্ঞাত করিলেন।

এদিকে ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের ৩১ শে তারিখে বিলাতস্থ ভারত রাজসভা হইতে, দলিপের বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে অনুমতি পত্র, কলিকাতায় লর্ড ডেলহাউসির নিকট পৌঁছিল। সেই দিবসেই গভর্ণর জেনারল দলিপকে লিখিলেন,*—"প্রিয় মহারাজ আপনাকে জ্ঞাত করিতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেছি যে, আমি সম্প্রতি ভারতরাজসভা হইতে অনুমতি পত্র পাইয়াছি যে, আপনি ইংলণ্ড যাইতে পারিবেন। এই সম্বাদ আপনার আনন্দদায়ক হইবে বলিয়া আমি স্বহস্তে পত্র লিখিয়া শীঘ্র প্রেরণ করিলাম। ভবিষ্যতে মহারাজের সহিত পুনরায় সাক্ষাতে প্রীত হইব; এই অঙ্গীকার ভিন্ন আর কিছু লিখিবার আমার অবকাশ নাই। আপনার প্রকৃত ও বিশ্বাসী বন্ধু,

ডেলহাউসি।

সেই দিবস তিনি লোগিনকেও এই অনুমতি পত্রের বিষয় জ্ঞাত করিলেন এবং কিছুদিন পরে আর একখানি পত্রে তিনি লোগিনকে লিখিলেন,—"মহারাজা যদি এখনও ইচ্ছা করেন তাহা হইলে শিবদেবের বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে কোন আপত্তি নাই।"†

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 318.
† Ibid p. 323.

দলিপসিংহ ফতেগড় পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাইবার নিমিত্ত কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। লোগিন রাণী দখ্‌নুর অসম্মতি ও আপত্তি সত্বেও কুমার শিবদেবকে সমভিব্যাহারে লইলেন। ইহাঁরা ফতেগড় পরিত্যাগ করিলে পর, রাণী দখ্‌নু হরিদ্বারে যাইবার বাসনা করিলেন। তথায় তাঁহার এক বাটী ছিল। পুত্র হইতে এইরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় রাণী সাতিশয় দুঃখিত হইয়া এ বিষয়ে গভর্ণরজেনারলকে এক শোকপূর্ণ আবেদন প্রেরণ করিলেন।

এদিকে দলিপ ফতেগড় পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরীতে তত্রত্য রেসিডেণ্টের অনুরোধে কিছুকাল অবস্থান করিয়া বারাণসীতে প্রস্থান করিলেন এই স্থানে পণ্ডিত নেমিয়াগোরা নামক এক ব্রাহ্মণজাতীয় খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী যুবকের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে দলিপসিংহ কলিকাতায় পৌছিলেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসে দলিপসিংহ লর্ড ডেলহাউসি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সাদরে গৃহীত হইলেন। এমন সময়ে শিবদেবের বিলাত যাইবার বিরুদ্ধে তাঁহার জননীর করুণ আবেদন গভর্ণর জেনারলের নিকট পৌছিল। সুতরাং শিবদেবের বিলাতগমন রহিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের উনবিংশ দিবসে মহারাজ দলিপসিংহ ইংলণ্ড যাইবার নিমিত্ত জাহাজে উঠিলেন। জাহাজের উপরিভাগ হইতে মহারাজ তাঁহার স্বদেশীয় অনুচরগণের নিকট বিদায় লইয়া, শান্তভাবে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। লোগিন ও পণ্ডিত নেমিয়াগোরা তাঁহার সহযাত্রী হইলেন।

দলিপসিংহ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে পর রাণী দখ্‌নু হরিদ্বারে না যাইয়া বারাণসীতে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইংলণ্ড বাস,—১৮৫৪-১৮৬০ খৃঃ।

দলিপসিংহ ও বিলাতস্থ ভারতরাজ সভা—দলিপের সত্যনিষ্ঠা এবং জাতীয় আচার ব্যবহার—দলিপের প্রতি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স্ আলবার্টের সস্নেহ ব্যবহার—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কোহিনুর সম্বন্ধে দলিপের অভিমত শুনিতে অভিলাষ—দলিপের কোহিনুর দর্শন—দলিপের সম্মান, রাজপরিবার মধ্যে তাঁহার আদর—দলিপের সাবলকত্ব প্রাপ্তি—তাঁহার আবেদন, তাহার নিষ্ফলতা—দলিপের বিদ্যানুশীলন—মহিলা সমাজে দলিপের আদর—দলিপের দেশ পর্য্যটন—বিলাতস্থ-ভারতরাজ্য-সংক্রান্ত সভার সহিত তাঁহার সম্বন্ধে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে দলিপের পত্রাদি প্রেরণ—সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ও তাঁহার পত্নী ইউজিনের সহিত দলিপের আলাপ—মহারাণী ঝিন্দনের অবস্থা জানিবার নিমিত্ত দলিপের অভিলাষ—সিপাহিবিদ্রোহ সম্বন্ধে দলিপের অভিমত, কোর্টঅভ ডিরেক্টরের নিকট দলিপের পত্রাদি প্রেরণ, তাহার ফল।

বিলাত গমনকালে মহারাজ পথিমধ্যে একবার ইজিপ্টে অবতরণ করিয়া, যে অভ্রভেদী পিরামিড স্মৃতির বহির্ভূত সময় হইতে শত শত রাজ্যের পরিবর্ত্তন ও অবসান দেখিয়া অচল বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং যাহার গগণস্পর্শী শৃঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্বিখ্যাত বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন স্বীয় দুর্দ্ধর্ষ বাহিনীকে বলিয়াছিলেন, "সৈন্যগণ ঐ সুদূর উচ্চ পিরামিড আপনার শিখরদেশে চারি সহস্র বৎসরের গৌরবীয় স্মৃতি বহন করিতেছে এবং অদ্য সবিস্ময়ে তোমা-

দিগের কীর্ত্তি দর্শনাভিলাষী হইয়া যেন তোমাদিগের সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়াছে,"* সেই জগতের অতি আশ্চর্য্য সুমহান পিরামিড দেখিলেন। পিরামিডের গভীর ঘোর অন্ধকারময় গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তিনি তাহার বালস্বভাব সুলভ কৌতূহল চরিতার্থ করিলেন। তৎপরে কেরো নগরীতে মার্কিন দেশীয় অনাথা বালিকা বিদ্যালয় দেখিয়া দলিপ নিরতিশয় প্রীতি লাভ করেন। এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে তিনি জুন মাসে ইংলণ্ডে পেঁৗছিলেন। তাঁহার সম্মানার্থ ভারত রাজসভা স্বীয় ব্যয়ে, দলিপের ইংলণ্ড অবস্থান নিমিত্ত এক বাসস্থান সংগ্রহে স্বীকৃত হইলেন। যদবধি ইহা না সম্পন্ন হয় তদবধি মহারাজ দলিপসিংহকে হোটেলে বাস করিতে হইল। বিলাত রাজসভার সভ্যগণ এই বালকের স্থির গাম্ভীর্য্য ও শিষ্টাচারে চমৎকৃত হইয়া সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ভারতেশ্বরী এবং তাঁহার পতি প্রিন্স আল্‌বার্ট মহারাজকে সাদরে তাঁহাদের প্রাসাদে আহ্বান করিলেন। দলিপসিংহ ভারতেশ্বরীর সদয় আচরণে মুগ্ধ হইয়া, স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। †

দলিপসিংহ ইংলণ্ডে জাতীয় পরিচ্ছদে বিভূষিত থাকিতেন। কাশ্মীর বিনির্ম্মিত সুন্দর কার্য্যের কুরতার উপর মখমলের এক বহুমূল্য সুবর্ণ খচিত কোট, এবং পেন্টুলুন পার্শ্বদেশ সুবর্ণ কার্য্যে মণ্ডিত, তাঁহার পরিধের বস্ত্র ছিল। এবং জাতীয় উষ্ণীষোপরি রত্নখচিত শিরপেচ, কণ্ঠদেশে তিননলা-বিশিষ্ট সুবৃহৎ মুক্তার এক মালা ও কর্ণযুগলে সুবৃহৎ পান্নার বীরবৌল, তাঁহার ভূষণ ছিল। যখন রাজসভায় আহুত হইতেন তখন দলিপ সম্পূর্ণরূপ জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা ভারতেশ্বরীর স্বামীর নিরতিশয় প্রীতিকর হয়। নম্রতাসূচক মিথ্যাকথায় এতদূর তাঁহার বিতৃষ্ণা ছিল যে,তিনি সম্ভ্রান্ত ডিউক এবং লর্ড উপাধিধারী নরনারীগণের এরূপ অপরাধের প্রকাশ্যে নিন্দা করিতেন। প্রিন্স আল্‌বার্ট দলিপের সহিত সতত কথোপকথনে আনন্দানুভব করিতেন। এই মহৎ ব্যক্তি স্নেহাধিক্য বশতঃ দলিপের প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন; এনিমিত্ত দলিপকে বকিংহম রাজ-

* Thiers' History of the French Revolution, Nimmo Edition, p. 789.

† Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 331-3,336.

প্রাসাদে প্রায় যাইতে হইত। বিবি লোগিনও এই সময়ে মহারাজের সহিত প্রাসাদে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতেশ্বরী ও প্রিন্স আল্‌বার্ট শিখ বালকের সরলতা ও ভদ্র আচরণে মুগ্ধ হইতেন।*

এইরূপ চিত্রঅঙ্কন সময়ে একদা রাণী ভিক্টোরিয়া বিবি লোগিনকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ কি কোহিনুর সম্বন্ধে কখন কোন কথা উত্থাপন বা ইহার নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করেন।" ভারতেশ্বরী তাহার পর বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং কখন এবিষয় দলিপের নিকট উত্থাপন করেন নাই। এবং এই হীরকে দলিপের সম্মুখে ভূষিত হইতেও তিনি লজ্জা বোধ করেন। বিবি লোগিন বলিলেন যে, বিলাতে আগমন অবধি মহারাজ কখন এবিষয়ের উত্থাপন করেন নাই; যদিও ভারতবর্ষে এ বিষয়ের পুনঃ পুনঃ তিনি আন্দোলন করিতেন। ইহা শুনিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া বিবিলোগিনকে বলিলেন, এইবারে দলিপের প্রাসাদে আসিবার পূর্ব্বে তিনি যেন অনুসন্ধান করেন, মহারাজ কোহিনুর দেখিতে অভিলাষী কি না; আরও বলিলেন—"এ সম্বন্ধে মহারাজ যাহা বলেন তৎসমুদায় স্মরণ রাখিয়া আমায় বলিও।" বিবি লোগিন ইংলণ্ডেশ্বরীর এই আদেশে আনন্দিত হইলেন না। কারণ বিবি লোগিন ও তাঁহার স্বামী কোহিনুর সম্বন্ধে দলিপের মনোভাব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। দলিপ এ বিষয়ে তাঁহাদের নিকট কিছুই গোপন করেন নাই। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে,মহারাজা দলিপসিংহ কোহিনুর যে,কেবল এক অমূল্য রত্ন বলিয়া বহুমান্য করিতেন এরূপ নহে, কিন্তু তাঁহার অপরাপর ভারতীয়গণের ন্যায় এই ধারণা ছিল যে, কোহিনুর যাহার অধিকারে থাকে সেই ব্যক্তিই ভারতীয় নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং দলিপ এই মণি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় যে কতদূর দুঃখিত ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সেই নিমিত্ত বিবি লোগিন এ সম্বন্ধে মহারাজকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। আর ইংলণ্ডেশ্বরীর আদেশানুসারে দলিপসিংহ এ সম্বন্ধে যাহা বলিবেন তৎসমুদায় তাঁহার সমীপে জ্ঞাত করিতে হইবে, এই নিমিত্ত বিবি লোগিন আরও শঙ্কিত হইলেন। সে যাহা হউক রাজআজ্ঞা প্রতিপালন করিতে

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 336-7.

হইবে। সুযোগমত দলিপের নিকট এবিষয়ের প্রস্তাবনা করিতে বিবি লোগিন কৃতসংকল্প হইলেন। রাজপ্রাসাদে যাইবার পূর্ব্ব দিবসে দলিপ ও বিবিলোগিন রিচমণ্ডপার্কে অশ্বারোহণে পর্য্যটন করিতেছেন, এমন সময়ে বিবিলোগিন দলিপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি কোহিনুর পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা করেন"? সোৎকণ্ঠে বিবিলোগিন প্রশ্নের প্রত্যুত্তর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দলিপসিংহ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ আমি পুনরায় ইহা একবার হস্তে ধারণ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা করি।" বিবি লোগিন বলিলেন—"কেন, কি নিমিত্ত"? দলিপ উত্তর করিলেন—"আমি এখন স্বহস্তে এই মণি ইংলণ্ডেশ্বরীর করে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। যখন সন্ধিধারানুসারে এই হীরক ইংলণ্ডেশ্বরীকে অর্পণ করা হয়, তখন আমি শিশু ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে যাহা করিতেছি তাহা বুঝিবার আমার বয়স হইয়াছে।" দলিপের এই প্রত্যুত্তর শ্রবণে বিবিলোগিন নিশ্চিন্ত হইলেন।*

পর দিবস দলিপ ও বিবিলোগিন ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রাসাদে গমন করিলেন। চিত্রকর দলিপকে লইয়া রাজগৃহের একপার্শ্বে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, এমন সময়ে ইংলণ্ডেশ্বরী বিবিলোগিনের মুখে দলিপের কোহিনুর সম্বন্ধে অভিমত আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ কোহিনুর আনয়নে আদেশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে দ্বারদেশে বহুল রক্ষক কোহিনুর সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইল। দলিপসিংহ ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতে পারেন নাই, তিনি সুবৃহৎ রাজগৃহের অপর পার্শ্বে চিত্রকরের সন্নিধানে অন্যমনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। এদিকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোহিনুর হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে দলিপসিংহের নিকট উপস্থিত হইলে,দলিপসিংহ আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হইয়া কোহিনুর হস্তে লইলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী দলিপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছে বিবেচনা করিতেছেন, ইহা কি স্বয়ং আপনি চিনিতে পারিতেন?" পরিবর্ত্তিত আকারে খোদিত কোহিনুর দেখিবামাত্র চেনা দলিপের পক্ষে অসম্ভব হইত বটে, কিন্তু ইহার সূর্য্যপ্রভ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া দিল যে, "আলোকময় পর্ব্বত" ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে। দলিপ সোৎসুকে ও সোৎকণ্ঠায় বহুকালের পর তাঁহার এই

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 336-7.

রত্ন দেখিয়া, ইহা উত্তমরূপ দেখিবার নিমিত্ত গবাক্ষের নিকট আলোকে লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই, দলিপের তৎকালীন অন্তর্গূঢ় মনোভাব তাঁহার আননে প্রতিফলিত দেখিল। কিছুকাল নিরীক্ষণ করিয়া দলিপ বলিলেন পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার জ্যোতি বর্দ্ধিত ও আয়তন ন্যূন হইয়াছে; এবং ইংলণ্ডেশ্বরীকে অভিবাদন করতঃ নম্রভাবে তাঁহার করে উহা প্রত্যর্পণ করিয়া শান্তভাবে চিত্রকরের সম্মুখে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।* দলিপের এই চিত্তসংবরণ ও ধৈর্য্য অতিমাত্র প্রশংসনীয়। যদিও শৈশবে তাঁহার অভিভাবক কর্ত্তৃক অতি অন্যায়রূপে এই মণি হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তথাপি দীর্ঘকালের পর এই মণি দেখিয়া কোনপ্রকার অধৈর্য্যসূচক বাক্য তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল না, প্রত্যুতঃ সনম্রভাবে তিনি এই হীরক ইংলণ্ডেশ্বরীকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ভদ্রতার কি চূড়ান্ত নিদর্শন!

ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার স্বামী দলিপসিংহ সম্বন্ধে লোগিনের সহিত অশেষ প্রকার কথোপকথন করিতেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া দলিপসিংহের ইতিহাস জ্ঞাত হইতে নিরতিশয় ইচ্ছুক হইলেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর অভিলাষানুসারে লোগিন মহারাজের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকটন করিলেন। লোগিন ইংলণ্ডেশ্বরীর অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী দলিপকে এত স্নেহ করিতেন যে, শিখ মহারাজ বৃটানিক রাজ্যে ইউরোপীয় রাজকুমারগণের ন্যায় সম্মানিত হইতেন এবং ভারতবর্ষের নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, রাজপরিবারগণের পরবর্ত্তী মহোচ্চ সম্মানে ভূষিত হইলেন। তিনি রাজ পরিবার মধ্যে এত প্রিয় ছিলেন যে, ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। রাজপরিবার,অস্‌বরণ প্রাসাদে অবস্থানকালীন,মহারাণীর ইচ্ছায় দলিপসিংহ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ১৪ই তারিখে তথায় যাইতে নিমন্ত্রিত হইলেন। তথায় প্রিন্স আল্‌বার্ট ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার কুমারগণ দলিপকে এক জন আত্মীয়ের ন্যায় স্নেহ ও আদর করিতে লাগিলেন। রাজকুমারীগণ তাঁহাদের উদ্যান গৃহে স্বহস্তে পাক করিয়া দলিপকে রন্ধন

* Sir Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 341-2.

নৈপুণ্যে চমৎকৃত ও প্রীত করিতেন। একদিন রাজকুমারগণ আপনাদের রন্ধননৈপুণ্য জানাইবার জন্য রাজকুমারীগণের উদ্যান গৃহ বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন; এবং রাজকুমারীগণকে স্থানান্তরিত করিয়া দ্বার রুদ্ধ করতঃ দলিপসিংহের সাহায্যে আলু সিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দলিপসিংহ এই বিদ্রূপের মর্ম্ম বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। কখন কখন রাজকুমারগণ স্বেচ্ছায় শিখরাজকুমারের ন্যায় ভারতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া দলিপের হর্ষোৎপাদন করিতেন।*

এই সময় হইতে রাজকুমারগণের সহিত দলিপের সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। রাজকুমারগণ ও দলিপসিংহ পরস্পরের জন্মতিথিতে উপহার প্রেরণ করিতেন। মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী কখন দলিপের জন্মদিবস ভুলেন নাই। শিখ রাজকুমারের জন্মতিথি উপলক্ষে মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী বহুমূল্য ও স্নেহসূচক উপহার প্রেরণ করিতেন। এইরূপে রাজস্নেহে অপ্যায়িত হইয়া দলিপ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহারাজের কুর্গ রাজকুমারীর সহিতসাক্ষাৎ হইল। দলিপ যদিও এই কুমারীর প্রশংসা করিতেন, কিন্তু এই রমণীর পানিগ্রহণ করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।†

লর্ডহার্ডিঞ্জ নিমন্ত্রণ করায়, মহারাজ দলিপসিংহ স্যার জন লোগিন ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত কেণ্ট নগরীতে গমন করিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ তৎকালে সমগ্র ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি সাদরে দলিপসিংহকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই মহামনা ব্যক্তির নিকট দলিপ সুখে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালীন দলিপসিংহ কর্ণেল শ্লিমানের একটি বাক্য রক্ষা করিলেন। দলিপের ভারত পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে কর্ণেল শ্লিমান পত্রদ্বারা তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, "যদি মহারাজ কখন কেণ্ট নগরীতে গমন করেন তাহা হইলে প্রথমে যে সুন্দরী কেণ্টরমণী তাঁহার নয়নগোচর হইবে, তাহাকে যেন তিনি যে সুন্দর অঙ্গুরীটি বিবি শ্লিমানকে উপহার দিতে চাহিয়াছিলেন—তাহা দান করেন; এবং তাহার সহিত ভ্রাতৃত্ব সুবাদ স্থাপন করেন। কারণ যদি ঐ রমণী প্রকৃত

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 338, 343, 347 8.
† Ibid. pp. 346, 348-9.

কেন্ট বংশোদ্ভূত হয় তাহা হইলে মহারাজ নিশ্চিত জানিবেন যে, ঐ রমণী এবং শিখ মহারাজ একই সুবৃহৎ বংশোদ্ভূত।" শ্লিমানের এই ধারণা ছিল যে শিখ ও কেন্টজাতি একই বংশসম্ভূত। সে যাহাহউক দলিপসিংহ শ্লিমানের উপদেশ মত তথায় একটি সুন্দরী রমণীর সহিত ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তাহাকে উক্ত অঙ্গুরীটি দান করিলেন।*

এইরূপে দলিপসিংহ শ্বেতদ্বীপের সৌন্দর্য্য দর্শনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। লর্ড ডেলহাউসির আদেশমত দলিপ অষ্টাদশ বর্ষে সাবালক হইবেন; কিন্তু ভইর্‌ওয়াল্ সন্ধি ও শিখপ্রথানুসারে অভিভাবক কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত না হইলে, ষোড়শ বৎসর বয়সে তিনি সাবালক হইতেন। সে যাহাহউক দলিপসিংহ এক্ষণে স্বীয় অবস্থার বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। সাবালক হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার নিমিত্ত কি বন্দোবস্ত হইবে, তাহাও জানিবার নিমিত্ত তিনি সোৎসুক হইলেন। লোগিন এবিষয় জানিবার জন্য ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে লর্ড ডেলহাউসিকে লিখিলেন,—"মহারাজের এক্ষণে ইচ্ছা গভর্ণমেণ্ট যেন ভবিষ্যতে কোন ভূসম্পত্তি তাঁহাকে না দেন; তাহা হইলে তাঁহাকে ঐ স্থানেই বাস করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে বোধহয় ঐ স্থান বিক্রয়ে তিনি ক্ষমতাপন্নও না হইতে পারেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা যে, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি ধারামত, আপনার, পরিবারবর্গ ও অনুচরগণের নিমিত্ত বাৎসরিক অনূর্দ্ধ পঞ্চলক্ষ ও অন্যূন চারিলক্ষ টাকা যে বৃত্তি স্থাপন হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার পরিবার মণ্ডলী বা অনুচরগণ মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় যে বৃত্তি বাঁচিয়াছে, তাহা পাইতে যেন তিনি আদিষ্ট হয়েন। তাহা হইলে তিনি এই মুদ্রার কিয়দংশে ইচ্ছামত ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া বক্রী অর্থে কোম্পানী কাগজ ক্রয় করিবেন। লর্ড ডেলহাউসি প্রত্যুত্তরে দলিপকে জ্ঞাত করিতে বলিলেন—"মহারাজ যেন মনে না করেন যে, তাঁহার পরিবার মণ্ডলী বা অনুচর বর্গের মধ্যে কাহারও মৃত্যু বশতঃ যে বৃত্তি বাঁচিয়াছে,তাহাতে তাঁহার বৃত্তি বৃদ্ধি হইবে।" দলিপ উপায়ান্তর না দেখিয়া নীরবে ও বিষাদে ইহা লোগিনের মুখে শুনিলেন। বালক ভবিষ্যতে

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 326-7, 349.

আপনার সম্বন্ধে সুবন্দোবস্তের ভার বৃটিস গভর্ণমেণ্টের বিচার ও বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া শান্তি অন্বেষণ করিল।*

ইহার পর দলিপ সৎকার্য্যে ও পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি স্বদেশে অমৃত সহরের নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয়গুলির ছাত্র গণকে পারিতোষিক দানে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত, বাৎসরিক ১০০০ টাকা দিতে আদেশ করিলেন। এতদ্ব্যতীত বিলাতে স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সভায় ১০০০ টাকা ও ইংলণ্ডে যে সমুদায় দরিদ্র দেশীয় আছে তাহাদের নিমিত্ত ৫০০০ টাকা এবং তাঁহার অবস্থানকাল পর্য্যন্ত ইহাদের নিমিত্ত বাৎসরিক ২৫,০০০ টাকা দান করিলেন। বিদ্যাভ্যাসেও তিনি বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। জর্ম্মণ, ফরাসী ইতালী প্রভৃতি ভাষা তিনি অল্প দিনের মধ্যে শিখিলেন। জগদ্বিখ্যাত কবি সেক্সপিয়রের তিনি পরম ভক্ত ছিলেন।†

ইহার কিছুকাল পরে দলিপ স্কটলণ্ডের মেনজিস্ দুর্গে কিছুকালের নিমিত্ত অবস্থান উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় ভারতীয় রাজসভার সুবিখ্যাত রাজকর্ম্মচারিগণকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন; ইহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত জন্ ব্রাইট্ এক প্রধান ব্যক্তি। এতদ্ব্যতীত উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজ ললনাগণ তাঁহাদের মনোহর ও মিষ্ট প্রশংসা বাক্যে মহারাজকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেন। এইরূপ লোকললামভূতা সুন্দরী কামিনীগণ দ্বারা সতত বেষ্টিত থাকিয়াও, মহারাজ যে তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিয়াছিলেন, তাহা অতি প্রশংসনীয়। একদা রাত্রে ভোজের সময় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মধ্যে, সেই দিবস শিকারে সহসা একটি বিড়াল গুলির আঘাতে হত হয়, এই কথা উত্থাপিত হইলে, লোগিন বলিলেন বোধ হয় এই বিড়াল কোন নারীর পোষ্য জীব নহে। দলিপসিংহ বলিলেন, "যদিও এই হত বিড়াল কোন নারীর পোষ্য হয়, তিনি ইহার নিমিত্ত দুঃখিত নহেন"। এমন সময়ে দলিপের পরমভক্ত কোন লর্ডের মহিলা, দরিদ্রা নারীর বেশে দলিপসিংহের নিকট সমুপস্থিত হইয়া, ঐ হত বিড়ালের নিমিত্ত খেদ ও

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 351, 363.
† Ibid. pp. 345, 353, 355.

রোদন করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মধ্যে হেনরি লরেন্সের পুত্র এলিক্ লরেন্স, এই নারীর রোদনে ব্যথিত হইয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া পাঁচটি টাকা দিতে চাইলেন; কিন্তু ঐ নারী উহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অধিকতর রোদন ও খেদ আরম্ভ করিলেন। দলিপ ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ঐ নারীকে বলিলেন—"আর তোমার পোষ্য জন্তু-দিগকে আমার ভূমে আসিতে দিওনা, তুমি তোমার বিড়ালের জন্য কিছুই পাইবে না," তৎপরে তিনি ঐ কামিনীর হস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বলিলেন "এখান হইতে দূর হও।" এই সময়ে ঐ রমণীর পতি তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র, তিনি তাঁহার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া দলিপকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিলেন। দলিপ আপনার এইরূপ আচরণের নিমিত্ত ঐ রমণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ঐ কামিনী বলিলেন—"যখন আপনি আমার হস্ত ধরিয়া দূর হও বলিলেন, তখন আমি কেবল আপনাকে নৃপতির ন্যায় দেখিতেছিলাম এবং আপনার আদেশ রাজাদেশের ন্যায় অনুভব করিতেছিলাম।" এইরূপে দলিপ ইংরাজ সুন্দরীগণের ভুবনমোহিনী সমাজে আদরণীয় ও প্রিয় হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।*

দলিপ ইংলণ্ডে প্রায় দুই বৎসর থাকিবার জন্য ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভারতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে তিনি ইতালির সৌন্দর্য্য দর্শনে ইচ্ছুক হইয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লোগিন ও বিবি লোগিনের সহিত ইতালি প্রস্থান করিলেন। জেনোয়া ফরেন্স দেখিয়া তাঁহারা ইতালির রাজধানী রোম নগরীতে যাইলেন। তথায় জন্ ব্রাইটের সহিত তাঁহাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের অন্যায় কার্য্য সম্বন্ধে জন্ ব্রাইট্ যখন কথা উত্থাপন করিতেন, দলিপসিংহের তৎসমুদায় নিরতিশয় প্রীতিদায়ক হইত।† ইতালির সর্ব্বেসর্ব্বা পোপ্ মহারাজের সন্মানার্থ তাঁহার প্রাসাদের যে স্থানে সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি সমুদায় স্থাপিত আছে, সেই স্থান আলোকিত করিতে বলিলেন। রোম পরিত্যাগ করিয়া দলিপ নেপল্সে যাইলেন এবং তথা হইতে পম্পির আগ্নেয় পর্ব্বত ভিসুভিয়স

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 363-364.
† Ibid. p. 378.

দেখিয়া জেনিভায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় চারি পাচ দিন অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সকলে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইংলণ্ড হইতে দলিপসিংহ শুনিলেন যে, অযোধ্যা বৃটিস ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ডেলহাউসির দেশীয়রাজ্যবিনাশিনী ভয়ঙ্কর নীতির ইহা শেষ নিদারুণ অভিনয়। দলিপসিংহ ওয়াজিদ আলির রাজ্যচ্যুতি ও তাঁহার বৃত্তির বিষয় সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া ভাবিলেন, যখন ওয়াজিদআলি সাহের আমোদ প্রমোদের নিমিত্ত বাৎসরিক পঞ্চদশ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত নবাবের পরিবারবর্গেরও ভরণপোষণ নিমিত্ত ভারতীয় গভর্ণমেণ্টকে আরও অর্থ দিতে হইবে, তখন ইংরাজ কি তাহার বিষয়ে কোন সুবন্দোবস্ত করিবেন না। স্বাধীন নরপতি মহাবীর রণজিতসিংহের সন্তান ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থ বাৎসরিক পঞ্চলক্ষ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়া, সুসভ্য ইংরাজ অযোধ্যার বিলাসী ও অলস সামন্ত নৃপতির বিলাসিতা ও ভোগ নিমিত্ত বাৎসরিক পঞ্চদশ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিলেন, ইহা দলিপের নিতান্ত অবমাননাজনক ও ক্লেশকর বলিয়া অনুমিত হইল। তিনি স্বীয় অদৃষ্টের বিষয় ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন এবং ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ভাবিলেন, ইংরাজ যখন ওয়াজিদ আলির নিমিত্ত এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন, তাঁহারও নিমিত্ত ভবিষ্যতে কোন সুবন্দোবস্ত করিবেন।

এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া দলিপ ক্লারিজ হোটেল হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বরে ভারতীয় রাজসভার সভাপতিকে লিখিলেন, "দশ বৎসর বয়ক্রমে অভিভাবক কর্ত্তৃক পঞ্চনদ রাজ্য ইংরাজকরে অর্পণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম এবং উক্ত অভিভাবক ও মন্ত্রিগণের পরামর্শে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকৃত সন্ধিধারা উত্তম ও উদার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি ভরসা করি যে, ভবিষ্যতে যখন আমার সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করা হইবে, তখন যেন আমার অবস্থার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এবং আমার পূর্ব্বপদ, এবং আমার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যেন তদুপযোগী সম্মান সূচক কোন ন্যায় বন্দোবস্ত করা হয়।" প্রায় সার্দ্ধ দুইমাসপরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারিতে মহারাজ ইহার

প্রত্যুত্তরে জ্ঞাত হইলেন যে, ভারতীয় রাজসভা, ভারতবর্ষ হইতে মহারাজের ও তাঁহার পরিবারগণের নিমিত্ত বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে, সন্ধিধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি কিরূপ ভাগে বিভক্ত হইবে, জানিয়া মহারাজকে জ্ঞাত করিবেন। অধিকন্তু সভাপতি মহারাজকে আরও জ্ঞাত করিলেন যে, "সন্ধি ধারানুসারে তাঁহার ইচ্ছা মত বাসস্থান সম্বন্ধে যে প্রতিবন্ধক ছিল, তাহাহইতে তিনি মুক্ত হইলেন।"* মহারাজ যে মাস অবধি অপেক্ষা করিয়া, পুনরায় বিলাতে ভারতীয় রাজসভায় তাঁহার সম্বন্ধে কি হইল জানিবার উদ্দেশে পত্র লিখিতে মনস্থ করিয়াছেন, এমন সময়ে জুনমাসে ভারতবর্ষ হইতে সংবাদ পৌঁছিল যে, ভয়াবহ সিপাহি বিদ্রোহ ভারত রাজ্য প্রকম্পিত করিতেছে। সুতরাং দলিপসিংহ এ বিষয়ে এখন পত্র লিখিতে নিরস্ত হইলেন।

ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর রেসমী পোশাক বর্ত্তিকালোকে দগ্ধ হওয়ায় তাঁহার বাহু ঈষৎ দগ্ধ হয়। দলিপসিংহ এই বিপদ শুনিয়া যুবরাজকে এইবিষয়ে এক পত্র লিখিলে, যুবরাজ ১৮৫৬ খৃঃ অঃ জুলাই মাসের ১৬ই তারিখে এই উত্তর দিলেন ;—

বকিংহাম রাজপ্রসাদ, জুলাই ১৬, ১৮৫৬।

আমার প্রিয় মহারাজ !

আমি যে অদ্যবধিও তোমাকে এবিষয়ে লিখিনাই তন্নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখিত আছি, কিন্তু আমি এখন এত ব্যস্ত যে, আমার মুহূর্ত্ত মাত্রও অবসর নাই।

রাজকুমারীর বাহু এখন অনেক সুস্থ হইয়াছে। তিনি তোমাকে তোমার পত্রের নিমিত্ত ধন্যবাদ দিয়াছেন। তিনি সৌভাগ্য ক্রমে বড়ই বাঁচিয়া গিয়াছেন। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই বড়ই সাঙ্ঘাতিক হইত।

আমি সে দিবস স্যারজন্ লোগিনের মুখে তোমার সুসমাচার শুনিলাম। তুমি তাঁহাকে আমার বিষয় বলিও। আমরা আলডারসটে দুই রাত্রি যাপন করিয়া ওয়াইট্ দ্বীপে যাইব।

আমি তোমার স্নেহ ভাজন, আলবার্ট এডওয়ার্ড।†

* The Official Despatch, 19th February, 1857.
† Sir John Login and Maharaja Dulceep Sing, p. 399.

উইণ্ডসর ও অস্‌বরণ রাজপ্রাসাদ হইতে দলিপ প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। যুবরাজ ও প্রিনস্‌ আলফ্রেড্‌ আলবারটনে দুই তিন বার আসিয়া মহারাজের সহিত সায়ংকাল ক্রকেট ক্রীড়ায় ও ফটোগ্রাফ লওয়ায়, অতিবাহিত করিতেন।*

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার সুন্দরী সম্রাজ্ঞী ইউজিন্‌ সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে, ইংলণ্ডেশ্বরী অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত দলিপ সিংহকেও সম্রাট ও তাঁহার পত্নীর নিকট পরিচিত করিয়াদিলেন। দলিপ, সম্রাজ্ঞী ইউজিনের মনোহর সৌন্দর্য্য ও নম্র আচার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, দলিপসিংহের নাম জাল করিয়া, বিলাত হইতে কতকগুলি লোক তাঁহার মাতাকে বিলাতে আসিবার নিমিত্ত নেপালে এক পত্র লিখে। মহারাণী ঝিন্ধনের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া টাকা লইবার নিমিত্ত দুর্বৃত্তেরা এই চক্রান্ত করিয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে এই পত্র জঙ্গ্‌বাহাদুরের হস্তেপতিত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ইহা কাটামুণ্ডস্থ বৃটিস রেসিডেণ্ট সমীপে প্রেরণ করিলেন। উক্ত রেসিডেণ্ট গভর্ণর জেনারলের নিকট ইহা প্রেরণ করিলে, গভর্ণর জেনারল ইহা বিলাতীয় ভারত রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। বিলাতস্থ ভারতরাজসভার সমুচ্চ কর্ম্মচারী স্যারজন্‌ কে, নভেম্বর মাসের ২৫এ তারিখে লোগিনকে লিখিলেন; "যদিও এই পত্র দূষণীয় নহে তথাপি ইহার তথ্যানুসন্ধান আবশ্যক"।† স্যার জন লোগিন গভর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করিলেন যে, এই পত্র দলিপের নহে, ইহা জাল মাত্র।‡ এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে দলিপসিংহ তাঁহার মাতার নিমিত্ত ভাবিত হইয়াছিলেন সত্য বটে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তিনি জননীর সম্বাদ লইতে কিছুমাত্রও ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার জননীও ইতিপূর্ব্বে সন্তানকে কোন পত্র প্রেরণ এমন কি তাঁহার সংবাদ পর্য্যন্তও লয়েন নাই। পণ্ডিত নেমিয়াগোরা এসময়ে বিলাত পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে স্বয়ং

---

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 398.
† The Official Despatch, 25th November, 1856.
‡ Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 400.

নেপালে জননীর নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন। নেমিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলে লর্ড কানিংএর আদেশানুসারে তাঁহার কাটামুণ্ডতে গমন কিছু-কালের জন্য স্থগিত হইল; কিন্তু তিনি মহারাণীকে কাটামুণ্ডস্থ রেসিডেন্টের হস্ত দিয়া পত্রাদি প্রেরণে আদিষ্ট হইলেন। সুতরাং তিনি মনিরাম নামক জনৈক উদাসীর হস্তে মহারাজ সম্বন্ধে এক পত্র মহারাণীকে প্রেরণ করিলেন।

লোগিন ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া নেমিয়াকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০এজানুয়ারিতে লিখিলেন,—"মহারাজের ইচ্ছা নহে যে, আপনি উদাসী প্রভৃতি অপরিচিত ব্যক্তিগণের হস্তে মহারাণীকে পত্র প্রেরণ করেন। আপনি স্বয়ং মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, মহারাজ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানেন তাঁহাকে বলিবেন, এবং মহারাণীর বিষয় সমুদায় আমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন। মহারাণী সম্মানের সহিত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন কিনা এবং মহারাজ কিরূপে তাঁহার উপকারে আসিতে পারেন জানিতে ইচ্ছা করি। মহারাণীর পক্ষ সমর্থন করিতে তাঁহার নাম ও পত্র ইতিমধ্যে জন্‌ব্রাইটের নিকট এবং পার্লিয়ামেণ্টে প্রেরিত হইয়াছে। আপনি মহারাণীকে উত্তমরূপ বুঝাইয়া দিবেন যে, মহারাজ তাঁহার বিলাতে আগমনের সম্পূর্ণরূপ বিরোধী। স্থির ভাবে ও সম্মানে নেপালে অবস্থান করা এক্ষণে মহারাণীর পক্ষে অতি মঙ্গলজনক। এরূপ করিলে মহারাজ ভারত প্রত্যাগমন করিয়া মহারাণীর হিন্দুস্থানে প্রত্যা-গমন নিমিত্ত গভর্ণর জেনারলের অনুমতি লইতে পারেন। তথায় আত্মীয় ও জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া তিনি সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারি-বেন। কিন্তু মহারাণী যদি গভর্ণমেণ্টকে বিরক্ত করিতে অত্যল্প মাত্রও প্রয়াসী হয়েন তাহা হইলে তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করা মহারাজের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিবে।"* পণ্ডিত নেমিয়াগোরা বারানসী হইতে ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬এ তারিখে লোগিনকে লিখিলেন,—আপনার পত্রের নিমিত্ত ধন্যবাদ দিতেছি। আমার নেপালে যাইবার নিমিত্ত যে টাকা প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পৌঁছিয়াছে। কিন্তু লর্ড ক্যানিংএর আদেশ-মত আমার নেপালে গমন সম্প্রতি স্থগিত হইয়াছে। আমি সে নিমিত্ত মহারাণীকে পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়া ছিলাম। মহারাণী বোধ হয় আমার

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 401-3.

আগমন সোৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি তাঁহাকে মহারাজের জাল নামস্বাক্ষরিত পত্রের বিষয় জ্ঞাত করিয়া, এ বিষয়ে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে সাবধান হইতে বলিব। আমি শুনিলাম যে, মহারাণী এই ব্যাপারে কতকগুলি ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া সহস্র টাকা হারাইয়াছেন। বোধ হয় তিনি কতকগুলি প্রতারক দ্বারা বেষ্টিত; তাঁহাকে উহাদের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য।" *

সিপাহিবিদ্রোহ উত্তর ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এই কুসমাচার ইংলণ্ডে পৌঁছিলে, ইংরাজ ভারতীয়রাজ্য নিমিত্ত চিন্তিত হইল। দলিপ সিংহ সংবাদ পাইলেন যে, ফতে গড়স্থ তাঁহার বাসস্থান বিদ্রোহী সিপাহী কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও দগ্ধ হইয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে অতি অল্পকাল অবস্থান পরে ভারতে প্রত্যাগত হইবেন বলিয়া ফতেগড়ে তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি তোষাখানায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার নিমিত্ত রক্ষকও নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু দুরন্ত ও নিষ্ঠুর সিপাহিগণ রক্ষকগণকে বিনাশ করিয়া, মহারাজের সমুদায় সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে, এই সংবাদে দলিপসিংহ নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পর যে অল্প পরিমিত সম্পত্তি রাখিতে তিনি তাঁহার অভিভাবক কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাও বিনষ্ট হইল। বিদ্রোহী সিপাহিগণের নিমিত্ত কিছুমাত্র সহানুভূতি তিনি প্রকাশ করেন নাই। তিনি তাঁহাদের নিষ্ঠুর আচরণে অতিশয় কুপিত হইয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার স্বদেশীয়গণের প্রবল সাহায্যে এই ভয়াবহ বিদ্রোহের দমন হইয়াছে তিনি যার পরনাই প্রীত হইলেন। †

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ২৯এ তারিখে, মহারাজ দলিপ সিংহ লোগিনের শিক্ষাধীনতা হইতে মুক্ত হইলেন। এক্ষণে দলিপ স্বীয় অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে ভারতীয় রাজসভা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন। আইনানুসারে যে বয়সে হিন্দুরাজকুমারগণ সাবালক হয়েন, যদিও তদপেক্ষা দলিপের বয়স তখন তিন বৎসর অধিক হইয়াছিল, এবং যে বয়সে ইউরোপীয় রাজ

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, 403.
† Ibid. p. 409.

কুমারগণ সাবালক হয়েন, তদপেক্ষা তাঁহার বয়স এক বৎসর অধিক হইয়াছিল; তথাপি কোর্ট অভ ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন যে, ইংলণ্ডের আইনানুসারে মহারাজ এখনও নাবালক; সুতরাং কোন কোন বিষয় কার্য্য সম্পাদন করিতে তিনি অক্ষম। আশ্চর্য্যের বিষয়, কোর্ট অভ ডিরেক্টরগণ কি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, মহারাজের সাবালকত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় আইনানুসারে তাঁহাদিগকে চলিতে হইবে! কেন কোর্ট অভ ডিরেক্টর এরূপ করিলেন, শীঘ্রই তাহা বর্ণিত হইবে। সে যাহা হউক কোর্ট অভ ডিরেক্টরগণ দলিপকে লোগিনের শিক্ষাধীন হইতে মুক্ত করিয়া, লোগিনকে জ্ঞাত করিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট হইতে তিনি যে বেতন পাইতেছিলেন তাহা বন্ধ হইবে। দলিপ লোগিনের এই বিপদ দেখিয়া তাঁহার গুরুভক্তির নিদর্শনস্বরূপ, স্বীয় বৃত্তি হইতে লোগিনকে মাসিক ৪৩৩ টাকা, ৫ আনা, ৪ পাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেক্রেটরিকে দিতে লিখিলেন। সেক্রেটরি মহোদয় ইহার প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—"পার্লিয়ামেণ্টের নিয়মানুসারে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কাম্পানির কর্ম্মচারিগণ কোন ভারতীয়ের নিকট হইতে উপঢৌকন বা বৃত্তি লইতে আদিষ্ট নহেন বলিয়া, কোর্ট অভ ডিরেক্টরগণ এইরূপ সাহায্য দানে অনুমোদন করিতে অক্ষম।" লোগিন ইহার পর কর্ম্ম ত্যাগ করায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন হইতে মুক্ত হইলে, দলিপ পুনরায় কোর্ট অভ ডিরেক্টরগণকে প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে সম্মত হইতে বলিলেন; কিন্তু কোর্ট অভ ডিরেক্টরগণ এখন বলিলেন, "এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাঁহাদের উচিত নহে।"*

দলিপ ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া দেশ পর্য্যটন করিতে মনস্থ করিয়াছেন অবগত হইয়া বৃটনেশ্বরী ও তাঁহার স্বামী দলিপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করিলেন। দলিপ এই আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। তুরস্ক এবং ইতালির রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল ও রোম প্রভৃতি সুন্দর রাজ্য সন্দর্শন করিয়া দলিপ অশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। রোমে এই সময়ে সস্ত্রীক লোগিন এবং কূর্ম্ম রাজকুমারীও ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তথায় দলিপের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তথায় একত্র

* Sir John Login and Maharaja Dulee, Sing, pp. 484-35.

অবস্থানকালীন বিবি লোগিন ভাবিয়াছিলেন যে, কূর্গ রাজকুমারী মহারাজের মনোহরণে সক্ষম হইবেন; কিন্তু দলিপ একদা বিবি লোগিনকে বলিলেন, এ বিষয়ে তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, ইংরাজ রমণীই কেবল তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত পাত্রী। এ সম্বন্ধে তিনি ইংলণ্ডের কতকগুলি সমুচ্চ লর্ডপদবীধারী ব্যক্তির নিকট, তাঁহাদের কন্যাগণের মধ্যে কাহারও পাণিগ্রহণের আশা পাইয়াছেন। সম্ভ্রান্ত লর্ড বংশীয় কতকগুলি রমণী যে তাঁহার অতি প্রিয় ছিলেন, বিবি লোগিন ইহাও জানিতেন।* তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া গ্রীষ্মকালে তাঁহারা ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলেন।

এই সময়ে কুমার শিবদেব, তাঁহার খুল্লতাত দলিপকে তাঁহার নিমিত্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিতে নিবেদন করিলেন এবং আরও বলিলেন যে, তাঁহার জননীর বৃত্তিই এখন তাঁহার ভরণপোষণের প্রধান সম্বল। দলিপসিংহ শিবদেবের বৃত্তি বৃদ্ধি করিতে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অনুনয় করিলেন। বহু বাদানুবাদের পর বৃটিস গভর্ণমেণ্ট কুমার শিবদেবের বাৎসরিক ৮০০০টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিলেন। দলিপসিংহের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও, গভর্ণমেণ্ট এই অল্প মুদ্রা মহারাজ সেরসিংহের পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের যথেষ্ট উপায় স্থির করিলেন।†

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ২০এ তারিখে লর্ড ষ্ট্যান্‌লি মহারাজ দলিপসিংহকে জানাইলেন যে, "ইংরাজ আইনানুসারে তিনি সাবালক হইলে, বৃটিস গভর্ণমেণ্ট তাঁহার বৃত্তি বাৎসরিক ২৫,০০০ পৌণ্ড, অথবা প্রায় সার্দ্ধ দুই লক্ষ টাকা হারে নির্দ্ধারিত করিবেন।"‡ জুন মাসের ৩রা মহারাজ ইহার প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বৃত্তি কি তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্ত, না উত্তরাধিকারী ও বংশাবলীক্রমে নির্দ্ধারিত হইল।" এতদ্ব্যতীত ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির ধারানুসারে, তাঁহার ও রণজিৎ পরিবারের ভরণ পোষণের নিমিত্ত যে বৃত্তি বরাদ্দ হইয়াছিল, তন্মধ্যে বৃত্তিধারিগণের মধ্যে কোন্ কোন লোকের মৃত্যু হওয়াতে যে মুদ্রা বাঁচিয়াছে, দলিপসিংহ তাহার এক তালিকা প্রার্থনা করিলেন। অক্টোবর

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 444.
† Ibid, p 447. ‡ The Official Despatch, 20th May, 1859.

মাসের ২৪শে তারিখে স্যার চার্লস্ উড্ মহারাজকে বিদিত করিলেন, "যে, বাৎসরিক ২৫,০০০ পৌণ্ড বৃত্তির মধ্যে ১৫,০০০ পৌণ্ড তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে, এবং বক্রী ১০,০০০ পৌণ্ড মধ্যে, তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত বাৎসরিক অনধিক ৩০০০ পৌণ্ড রাখিয়া, অবশিষ্ট ইংলণ্ডের আইনানুসারে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু যদি মহারাজের কোন উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে যে মুদ্রার সুদ হইতে এই বাৎসরিক ১০,০০০পৌণ্ড মহারাজকে দেওয়া যাইবে,তৎসমুদয় গবর্ণমেণ্টের হইবে; এরূপ ঘটনায় মহারাজ তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত যে বন্দোবস্ত করিবেন, তাহা এই মুদ্রা হইতে দেওয়া হইবে।"* যে মুদ্রার সুদ হইতে গভর্ণমেণ্ট এই সমুদায় বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তাহার অধিকাংশই ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি ধারার নির্দ্ধারিত বৃত্তি হইতে জমিয়াছিল।†

মহারাজ ১লা নভেম্বরে গভর্ণমেণ্টকে লিখিলেন—"উত্তরাধিকারী অভাবেও তিনি যেন এই সঞ্চিত বৃত্তি পাইতে আদিষ্ট হয়েন। মহারাজ ইহা পঞ্চনদে বিদ্যার উন্নতির নিমিত্ত ব্যয় করিবেন। অধিকন্তু যাহাতে ইহা সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়, তন্নিমিত্ত বৃটিস গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের উপর ইহার ভার দিবেন।" অবশেষে সিপাহিবিদ্রোহে তাঁহার যে সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল তন্নিমিত্ত কি ক্ষতিপূরণ পাইবেন, জিজ্ঞাসা করিলেন।‡ কিন্তু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ইহার কোন উত্তর না দেওয়ায় সাতিশয় বিরক্ত হইয়া দলিপ লোগিনকে নভেম্বর মাসে লিখিলেন—"আমার ধৈর্য্য সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়াছে। যত শীঘ্র হয়, গভর্ণমেণ্ট যাহাতে আমার সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করেন এবং আমার বক্রী পাওনা দেন, তদ্বিষয়ে অনুগ্রহ করিয়া চেষ্টা করুন। আমার বিশ্বাস যে, গভর্ণমেণ্ট আমার বিষয় নিষ্পত্তি করিতে এখনও এক বৎসর লইবেন। ঋণগ্রস্ত হইবার আশঙ্কায়,গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে তৎপর হইবার জন্য আমি আপনার উপর নির্ভর করিতেছি।" দুইমাস অতীত

---

* The Official Despatch, 24th October, 1859.

† Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 505; এতাবৎকাল বৃত্তিধারিগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির মরণে এই মুদ্রা জমে।

‡ Ibid. pp. 505-6.

হইল, তথাপি দলিপসিংহের পত্রের কোন উত্তর আসিল না। এদিকে দলিপসিংহ অর্থের অনটনে সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন; একদা ভারত রাজসভায় স্যার চার্লস্ উডের সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি তাঁহার অভিযোগ জানাইলেন। স্যার চার্লস্ উড এই সময়ে মহারাজের নিকট হইতে তাঁহার সমুদায় দাবীর পূরণার্থ এক স্বাক্ষরিত পত্র গ্রহণ করিলেন। ইহাতে এইরূপ লিখিত ছিল—"মহারাজ জীবদ্দশা পর্য্যন্ত বাৎসরিক ২৫,০০০ পৌণ্ড এবং এতদ্ব্যতীত স্বকীয় ব্যয় ও তাঁহার মৃত্যু পরে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের নিমিত্ত নগদ ২০০,০০০ পৌণ্ড প্রার্থনা করিতেছেন; উত্তরাধিকারী অভাবে এই মুদ্রা ভারতবর্ষে সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিতে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে; ইহাতে তাঁহার সমুদায় দাবী পরিশোধ হইবে।" ২০এ জানুয়ারি ১৮৬০—দলিপসিংহ।

এই সুযোগে ভারতীয় রাজসভা ২৩শে মার্চ্চ দলিপকে জ্ঞাত করিলেন, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির ধারানুসারে যে বৃত্তির অংশ মহারাজ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট পাইতে পারিতেন, তাহাতে আর তাঁহার অধিকার নাই। স্যার চার্লস্ উড আরও স্বীকার করিলেন যে, এই বৃত্তির সমুদায় প্রতি বৎসরে খরচ হয় নাই, কিন্তু প্রতিবৎসরে এই বৃত্তি হইতে কি বাঁচিয়াছে, তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে জানেন না; সম্ভবতঃ ১৫০,০০০ হইতে ২০০,০০০ পৌণ্ড পর্য্যন্ত বৃত্তি বাঁচিয়াছে। উড আরও বলিলেন যে জন্য এই বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশে ইহা ব্যয় করা বৃটিস গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে,* ৩রা এপ্রেল মহারাজ ইহার প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, স্যার চার্লস্ উডের সহিত সাক্ষাৎকালীন যে পত্র স্বাক্ষরিত করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তিনি অতি দুঃখিত হইয়াছেন। কোন কোন বৃত্তিভোগীর মৃত্যুতে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির বৃত্তির কি জমিয়াছে, তাহার স্বরূপ বৃত্তান্ত না পাইলে, তিনি তাঁহার দাবীর কিছুই ছাড়িয়া দিতে পারেন না।† ইহার পর প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইল, তথাপি দলিপ ইহার কোন উত্তর পাইলেন না; ইতিমধ্যে তাঁহাকে একবার ভারতবর্ষে যাইতে হইল।

---

* The Official Despatch, 23rd March, 1860.

† Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 508.

চতুর্থ অধ্যায়।

মাতা ও পুত্র,—১৮৬১-১৮৬৪ খৃঃ।

মহারাণী ঝিন্ধন ও জঙ্গবাহাদুর—দলিপের জননীর নিমিত্ত ভাবনা—দলিপের ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন, কলিকাতায় অবস্থান—ঝিন্ধন ও দলিপ—দলিপের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ ও ইংলণ্ড যাত্রা—ইংলণ্ডে মহারাণী ঝিন্ধনের অবস্থান—পুত্রের উপর তাঁহার প্রভাব, ইহার ফল—দলিপের রাজসম্মান—মহারাণী ঝিন্ধনের মৃত্যু—লোগিনের মৃত্যু—জননীর সৎকারার্থ দলিপের ভারতে আগমন—দলিপের বিবাহ।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মহারাজ দলিপসিংহ তাঁহার জননীর বাসস্থান হিন্দুস্থানে নির্দ্দিষ্ট করিতে এবং ব্যাঘ্র শিকারের নিমিত্ত, ভারতবর্ষে আসিতে অভিলাষী হইলেন। তাঁহার জননী এক অপরিচিতের হস্তে গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছেন শুনিয়া দলিপ নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। এদিকে জঙ্গবাহাদুরও নানা কারণে নেপালে মহারাণীর অবস্থিতি সম্বন্ধে নিতান্ত অনিচ্ছু ছিলেন। মহারাণীর আবাসস্থল জঙ্গবাহাদুরের ভূমির উপর ছিল; ইহাঁদের পরস্পরের বিরোধ থাকায়, ইহাঁরা প্রায়ই কলহ করিতেন। জঙ্গবাহাদুর বলিতেন যে, "যদি মহারাণী কখন বৃটিস ইণ্ডিয়ায় পদার্পণ করেন, তাহা হইলে আর কখনও তাঁহাকে নেপালে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না এবং নেপাল রাজ্য হইতে তিনি এক কপর্দ্দকও পাইবেন না।" নেপাল হইতে মহারাণী বাৎসরিক বিংশতি সহস্র টাকা পাইতেন। ইহা জঙ্গবাহাদুরের অসহনীয় হইল। সুতরাং মহারাণী ঝিন্ধনের নেপালে অবস্থান অতি দুরূহ হইয়া উঠিল। এইরূপে জননীর নিমিত্ত কোনরূপ বন্দোবস্ত করাই দলিপসিংহের ভারত আসিবার মুখ্য কারণ।

মহারাজ দলিপসিংহের ভারতবর্ষ গমনের ও মহারাণী ঝিন্দনের বৃটিস ভারতে অবস্থানের অভিলাষ, লোগিন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারলকে জ্ঞাত করিলেন। দলিপসিংহ ইহার প্রত্যুত্তরে জ্ঞাত হইলেন যে, "তাঁহার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনে গভর্ণর জেনারলের আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহার পঞ্চনদে পদার্পণ নিষেধ করা হইল। তাঁহার জননী মহারাণী ঝিন্দনের বৃটিসরাজ্যে অবস্থান সম্বন্ধেও গভর্ণর জেনারল কোন আপত্তি করিলেন না।"*

ভারত সন্দর্শনে এইরূপে আদিষ্ট হইলে, দলিপ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার বৃত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ নিষ্পত্তি, ভারতবর্ষে তাঁহার সম্পত্তির উদ্ধার, এবং অন্যান্য ব্যাপারাদিতে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার ভার, লোগিনের হস্তে দিয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভারতরাজ্যে পদার্পণ করিলেন।

দলিপ ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই, লোগিন তাঁহার বিষয় কর্ম্মাদির ভার গ্রহণের তৎপ্রদত্ত ক্ষমতা পত্র, বিলাতীয় ভারত রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ভারত রাজসভা এই ক্ষমতা পত্র অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন যে, মহারাজের নাবালকত্বকালীন এই ক্ষমতাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া, ইহা আইন বহির্ভূত। কিন্তু ভারতবর্ষের আইন সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ ও সুবিখ্যাত পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য জে, এফ্, লিথ্, কিউ, সি, বলিলেন যে, "মহারাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত স্বকীয় বিষয় কর্ম্মাদি নিষ্পত্তি করিতে ইউরোপীয় আইনের বশবর্ত্তী হইতে বাধ্য নহেন। ভারতীয় রাজকুমার বলিয়া তিনি তাঁহার পক্ষে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে সক্ষম।" সে যাহা হউক, লোগিন ভারতীয় রাজসভার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া, ২রা মার্চ্চ পুনরায় মহারাজ দলিপের প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাকে এক নূতন ক্ষমতাপত্র প্রেরণ করিতে বলিলেন। ৬ই এপ্রেল তিনি এই নূতন ক্ষমতাপত্র ভারত রাজসভায় প্রেরণ করিয়া, ২০শে এপ্রেলে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের বৃত্তির হিসাব দেখিতে প্রার্থনা করিলেন। স্যার চার্লস উড লোগিনকে জানাইলেন যে, "এই হিসাবপত্র এক্ষণে ভারতরাজ্য হইতে আসে

* The Governor General's Despatch.

নাই। যখন ইহা আসিবে, মহারাজ দলিপসিংহ ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত হইলে তিনি এ বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করিবেন।" এইরূপে ভারতরাজসভা পুনরায় লোগিনের ক্ষমতা এক প্রকার অগ্রাহ্য করিলেন। লোগিন বিরক্ত হইয়া জুলাই মাসে পুনরায় এই হিসাব দেখিতে প্রার্থনা করিলে, স্যার চার্লস উড ২৭এ জুলাই তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন যে, "মহারাজকে এবিষয় তিনি জানাইবেন।" এইরূপে লোগিন দেখিলেন যে, মহারাজ সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করিতে কালবিলম্বই, ভারতরাজসভার নিতান্ত অভিলাষ।* এক্ষণে দলিপসিংহ বহুকালের পর ভারতবর্ষে আসিয়া কি করিতেছিলেন, দেখা যাউক।

দলিপ কলিকাতায় আসিয়া স্পেন্সেস্ হোটেলে অবস্থান করিতে লাগিলেন; এই স্থানে কুমার শিবদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মহারাজের আবেদনে তাঁহার জননী হিন্দুস্থানে প্রত্যাগত হইতে আদিষ্ট হইলেন। মহারাণী রাণীগঞ্জে উপস্থিত হইলে দলিপ সিওরামকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। দলিপসিংহ সবিস্ময়ে শুনিলেন যে, তাঁহার জননী গভর্ণমেণ্ট হইতে বাৎসরিক দুই তিন হাজার টাকার মধ্যে বৃত্তি পাইবেন এবং গভর্ণর জেনারল কলিকাতায় আসিলেই ইহার একটা বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হইবে। কলিকাতায় আসিয়া মহারাণী ঝিন্ধন দীর্ঘকাল পরে পুত্রমুখ দেখিয়া বলিলেন যে,আর কখন তিনি পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। অতুল সৌন্দর্য্যশালিনী মহারাণী ঝিন্ধনের সে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। এখন তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন ও দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে। পুত্র হইতে পৃথক্ থাকা এক্ষণে তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল।

এদিকে ভারতবর্ষে অবস্থান দলিপের নিরতিশয় ক্লেশকর হওয়ায় তিনি লোগিনকে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লিখিলেন, যে "ভারতবর্ষ এক অতি জঘন্য স্থান; এস্থানে আসিয়াছি বলিয়া আমি আন্তরিক অনুতাপ করি। এক মুহূর্ত্তেরও জন্য আমার এখানে বিশ্রাম নাই; কারণ ব্যক্তিমাত্রই আমায় দেখিতে আইসে, এবং প্রাচীন অনুচরগণ নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমি ভারতীয়দিগকে ঘৃণা করি; তাহারা দারুণ মিথ্যাবাদী, তোষামোদপ্রিয়

* Sir John Login and Maharaja Dulee Sing, pp. 460-62.

এবং প্রবঞ্চক। আমি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বস্ব দিতে পারি।"* ভারতগৌরব মহাবীর রণজিৎ সিংহের উপযুক্ত পুত্র কিছুকাল ভারতে পদার্পণ করিয়া, এইরূপে ভারতীয়গণের চরিত্র সমালোচনা করিলেন। অদূরদর্শিতা ও নির্বুদ্ধিতার কি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত! সে যাহা হউক অল্পবুদ্ধি দলিপের বাসনা শীঘ্রই পূর্ণ হইল।

কলিকাতায় স্পেন্সেস্ হোটেলে তাঁহার অবস্থান কালে বহুল শিখ সেনা চীন রাজ্য হইতে কলিকাতায় আইসে। দলিপসিংহ তথায় আসিয়াছেন শুনিয়া তাহারা আহ্লাদে পুলকিত হইয়া হোটেলের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আনন্দ কোলাহলে তাহাদের পূর্ব্বনরপতিকে অভিবাদন করিল। লর্ড ক্যানিং যদিও ভারতে আসিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে দলিপের সহিত বহুবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং যদিও তিনি এই শিখ রাজকুমারের মঙ্গল প্রয়াসী ছিলেন, তথাপি এক্ষণে শিখসৈন্যের এই প্রগাঢ় রাজভক্তি দেখিয়া দলিপ সিংহকে পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না; তিনি কালবিলম্ব না করিয়া দলিপকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। দলিপ সাহ্লাদে এই আদেশ গ্রহণ করিলেন। যদিও তিনি ইংলণ্ড যাইতে অতিশয় উৎসুক ছিলেন, তথাপি ব্যাঘ্র শিকারের জন্য কিছুকাল ভারতবর্ষে থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কারণ এই শিকারের জন্য তিনি ইংলণ্ড হইতে বহুব্যয়ে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র আনিয়াছিলেন। শিকার করা হইল না বলিয়া যদি তাঁহার কিছু ক্লেশ হইয়া থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া তাঁহার আদৌ দুঃখ হয় নাই। দলিপকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া মহারাণী অতিশয় দুঃখিত হইলেন। বহুকাল পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর এক্ষণে সেই পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, পুনরায় সন্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম হওয়ায়, তিনি দলিপের সহিত ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। দলিপ এইরূপে কালবিলম্ব না করিয়া জননী সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে চলিলেন। মহারাণী চুনার দুর্গ হইতে নেপালে পলায়নকালে তাঁহার যে সমুদায় অলঙ্কার ও জহরত তথায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, ভারতগভর্ণমেণ্ট

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 455.

এই সময়ে তাহা মহারাণীকে প্রত্যর্পণ করিলেন। মহারাণী তাঁহার অলঙ্কারাদি পাইয়া, মহাসুখে সন্তানের সহিত ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। মহারাণীর সহিত বহুল অনুচর অনুচরীও গমন করিল; ইহাদের মধ্যে সুর্ত্তনামে একটি অনুচরী মহারাণীর অতি প্রিয় ছিল; সে পূর্ব্বে দলিপসিংহের শৈশবে তাঁহার সমবয়স্কা ক্রীড়া সহচরী ছিল। জুলাই মাসে দলিপ, মহারাণী ঝিন্ধন ও তাঁহার অনুচর অনুচরীগণ শ্বেতদ্বীপে পদার্পণ করিলেন।

ল্যানক্যাষ্টর্-গেটের নিকট এক বৃহৎ বাটীতে দলিপ ও তাঁহার জননীর আবাসস্থল হইল। মহারাণী ঝিন্ধন ইংলণ্ডের আচার ব্যবহার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বিবি লোগিন মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার কালে তাঁহার এক অষ্টম বর্ষীয় বালককে সমভিব্যাহারে লইয়া যান। এই বালক তখনও অবিবাহিত; তাহার বিবাহের কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই শুনিয়া মহারাণী চমৎকৃত হইলেন। মহারাণী একদিন জাতীয় পরিচ্ছদোপরি পাশ্চাত্য রমণীগণের পরিধেয় বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, বিবিলোগিনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিতে তাঁহার কিছু ক্লেশ হয়। চেয়ারে ভারতীয়গণের ন্যায় জানুপাতিয়া বসিতে মহারাণীকে তাঁহার অনুচরীগণের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। বিবি লোগিন ও তাঁহার পতির ভদ্রতায় তিনি সাতিশয় প্রীত হইলেন। যখন মহারাণীর এইরূপ আড়ম্বরযুক্ত পাশ্চাত্য বেশের সহিত, রাণী দথ্নুর হিন্দু বিধবাজনোচিত নির্ম্মল শ্বেতবসনভূষিত ও ও অলঙ্কারশূন্য দেবী মূর্ত্তির তুলনা করা যায়, তখন আমরা শেষোক্ত রমণীকে প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্যার চার্লস্ উড্ দলিপসিংহকে জানাইলেন যে; তাঁহার হিসাব পত্রাদির কাগজ শীঘ্রই তাঁহাকে প্রেরণ করিবেন। দলিপ উড্কে তৎসংক্রান্ত সমুদায় হিসাবপত্রাদির কাগজ লোগিনের নিকট প্রেরণ করিতে বলিলেন; কিন্তু উড্ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের বৃত্তির হিসাব দলিপসিংহকে আস্লাইনে প্রেরণ করিলেন। এই হিসাবে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত, বৃত্তিভোগী কোন কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 508-9.

বৃত্তির ফণ্ডে,৭৬৪,২৬৩ টাকা বাঁচিয়াছিল। উড্ অতঃপর দলিপসিংহকে বলিলেন, যদি মহারাজ এই মুদ্রার দাবী করেন, তাহা হইলে, তাঁহার পরিবারগণের ভরণ-পোষণ নিমিত্ত বাৎসরিক একলক্ষ টাকা তিনি পাইবেন না। এই দুইটির মধ্যে তিনি যে কোন একটি পাইতে পারেন। উড্ দলিপকে শীঘ্র ইহার উত্তর প্রেরণ করিতে বলিলেন। পূর্ব্বের বৃত্তির হিসাবে প্রায় একলক্ষ টাকার ভ্রম হইয়াছে দেখিয়া দলিপ উডকে আগষ্ট মাসে এই বৃত্তির এক সম্পূর্ণ এবং প্রকৃত হিসাব প্রেরণ করিতে বলিলেন। কয়েক মাস অতীত হইল, তথাপি ইহার কোন উত্তর আসিল না।

এদিকে মহারাণীর প্রভাবে দলিপের ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়া পড়িল; যাঁহার প্রভাব এককালে সমুদয় পঞ্চনদে বিস্তারিত হইয়াছিল, দলিপসিংহের ন্যায় ব্যক্তি যে সেই প্রভাবের বশীভূত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? পূর্ব্বে মহারাজ প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় যাইতেন; কিন্তু এক্ষণে উহাতে তাঁহার অনাস্থা হইল। সমুচ্চপদধারী ইংরাজগণ আশঙ্কা করিলেন যে, জননীর নিকট থাকিলে মহারাজের পাশ্চাত্যভাব ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ক্ষুণ্ণ হইবে; সুতরাং তাঁহারা মহারাণীকে সন্তান হইতে পৃথক্ রাখাই প্রয়োজন বোধ করিলেন। কেহ কেহ মহারাণীকে ভারতবর্ষে প্রেরণের উপদেশ দিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, ইংলণ্ডেই সন্তান হইতে জননীকে পৃথক্ রাখা হইবে; তদনুসারে মহারাণীর নিমিত্ত লণ্ডনে এক পৃথক্ বাটীভাড়া করা হইল। দলিপ যখন দেখিলেন যে, ইংরাজ তাঁহার সম্বন্ধে কোন সুবন্দোবস্ত করিতে অগ্রসর নহেন, প্রত্যুত তাঁহারা জননীকে তাঁহার নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিলেন, তখন তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না; নিতান্ত অধীর হইয়া মাতাকে লইয়া তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু লোগিন ও তাঁহার স্ত্রী দলিপকে এ বিষয়ে বিরত হইতে বলিলে তিনি নিরস্ত হইলেন। এইরূপে দলিপ স্বীয় ভবিষ্যের নিরানন্দ দৃশ্য দর্শনে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া শান্তি লাভের আশায় ইংলণ্ডের মোহিনী রমণী সমাজে স্বীয় চরিত্র কলঙ্কিত করিলেন। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে তাঁহার সচ্চরিত্রতার নিমিত্ত বিখ্যাত ছিলেন, এক্ষণে তিনি আর তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলেন না।*

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 473.

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" নামক সমুচ্চ সম্মানসূচক উপাধির সৃষ্টি হইল। এই মহৎ উপাধির সৃজনে বৃটনেশ্বরীর স্বামী বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন; ইহার নিয়মাবলী তিনি স্বয়ং লিখিয়াছিলেন। এই মহোচ্চ উপাধিলাভ অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে; কিন্তু বৃটনেশ্বরী ও তাঁহার পতির অনুকম্পায় দলিপ-সিংহের নাম এই উপাধির উচ্চতম তালিকায় সন্নিবেশিত হইল। দলিপ এই উপাধিভূষিত সম্প্রদায়ের "নাইট গ্রাণ্ড ক্রশ্" পদের অধিকারী হইলেন। এতদ্ব্যতীত কিছুকাল পূর্ব্বে প্রিন্স্ আলবার্ট স্বয়ং দলিপের প্রতি স্নেহনিবন্ধন তাঁহার নিমিত্ত এক কৌলীন্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি এই উপদেশ অঙ্কিত করিয়াছিলেন—"বৃথা আড়ম্বরে বিখ্যাত হইবার অপেক্ষা সতত সৎকার্য্য করিবে।" দলিপকে এই জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ দিয়া, এই অশেষ গুণসম্পন্ন রাজকুমার সেই বৎসরের শেষে ইংলণ্ডকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।*

এই সময়ে মহারাজ আর এক অভিনব দুর্ঘটনায় সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, মহারাণী ঝিন্ধন ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরীতে প্রাণত্যাগ করিলেন। মহারাণীর মৃতদেহ, সৎকারের নিমিত্ত যে অবধি ভারতবর্ষে আনীত না হয়, তদবধি উহা কেনশালের সমাধিস্থলে রক্ষিত হইল। লণ্ডননিবাসী বহুল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এই সমাধি উপলক্ষে উপস্থিত থাকিয়া, মহারাণীর প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুঃখের উপর দুঃখ সংসারের চিরনিয়ম। এই দুর্ঘটনার দুইমাস পরে অক্টোবর মাসের ১৮ই তারিখে জন্ লোগিনের মৃত্যু হইল। এই ব্যক্তি দলিপকে যেরূপ স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন, দলিপ তাহা কখন বিস্মৃত হন নাই। এই শোচনীয় ঘটনায় দলিপসিংহ দুঃখে কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন, "লোগিনের মৃত্যুতে আমি আমার পিতা,—এমন কি পিতা অপেক্ষা অধিকতর আত্মীয় হারাইয়াছি।" † দলিপসিংহ লোগিনের স্মরণার্থ প্রস্তর বিনির্ম্মিত এক সুন্দর সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

মহারাজ মাতার সৎকারার্থ তাঁহার মৃতদেহ ভারতবর্ষে আনয়ন করিবার পূর্ব্বে, কিছুকাল লোগিনের বিধবা পত্নীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার নিকট থাকিয়া, লোগিনের সন্তান সন্ততিগণকে জনকের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন।

* Sir John Login and Maharaja Duleep Singh, p. 464. † Ibid. p. 486.

একদা তিনি বিবি লোগিনকে বলিয়াছিলেন, যদি ভারতবর্ষে তাঁহার কোন বিপদ ঘটে, তন্নিমিত্ত উইলে লোগিনের সন্তানগণের নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছেন। দলিপ বিবি লোগিনকে আরও জানাইয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্য জীবন নিশ্চিতই নিরানন্দময়। দলিপের এক্ষণে উচ্চবংশীয়া কামিনীর পাণিগ্রহণে আর ইচ্ছা ছিল না। তিনি বিবিলোগিনকে বলিয়াছিলেন, কোন সরলা অনাথা কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানে, তাঁহাকে তাঁহার জীবনসঙ্গিনী করিবার একান্ত অভিলাষ। এইরূপে ভোগবিলাসী উচ্চ সমাজে বিহার করিয়া, দলিপ অবশেষে দরিদ্র সরল হৃদয়ে তাঁহার নিরাশ হৃদয়ের শান্তি অন্বেষণ করিলেন।*

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তাঁহার জননীর মৃতদেহ লইয়া, বোম্বাই নগরীতে উপস্থিত হইলেন। নর্ম্মদা পুলিনে তাঁহার জননীর দেহ ভস্মীভূত করিয়া পবিত্র সলিলে মহারাণীর ভস্মাবশেষ বিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপে জননীর সৎকার করিয়া ইংলণ্ড প্রত্যাগমন কালীন, তিনি ইজিপ্টের রাজধানী আলেকজাণ্ড্রিয়ায় অবতরণ করিয়া বোম্বা মুলার নাম্নী এক মার্কিন রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ইংরাজিমতে এই বিবাহ সম্পন্ন হইল। বোম্বা মুলার তখন ষোড়শী সৌন্দর্য্যময়ী সারল্যপ্রতিমা। বোম্বামুলার মহারাণী হইয়াও তাঁহার পূর্ব্ববৎ ধীর ও শান্ত প্রকৃতি ভুলিয়া যান নাই। নব দম্পতি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া পরমসুখে কয়েক বৎসর নিভৃতে কালহরণ করিতে লাগিলেন। বোম্বামুলার ইংরাজি না জানায়, দলিপ তাঁহাকে ইংরাজী সমাজে পরিচিত করিবার পূর্ব্বে, ইংরাজীভাষা শিখাইবার জন্য এক বিবি নিযুক্ত করিলেন। বোম্বামুলার কিন্তু ইংরাজি সমাজে পরিচিত হইতে আদৌ অভিলাষিণী ছিলেন না। গম্ভীর প্রকৃতিবশতঃ নিভৃতে পতি সোহাগে কালহরণে তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। দলিপসিংহ প্রথম প্রথম তাঁহার স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিতেন; কেননা মহারাণী আরবী ভাষা ভিন্ন কিছুই জানিতেন না। সুতরাং মহারাজকে এইভাষা বুঝিতে এক অনুবাদক নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। কিছুকাল পরে দলিপমহিষী বৃটনেশ্বরীর সভায় ও আলয়ে আমন্ত্রিত হইলেন; তাঁহার সদ্‌গুণ ও শান্ত স্বভাব, বৃটনেশ্বরীর বিশেষ প্রীতিকর হইল।

---

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 487-88.
† Ibid. pp. 489-91.

পঞ্চম অধ্যায়।

দলিপসিংহ এবং গভর্ণমেণ্ট,—১৮৬২-১৮৮৪ খৃঃ।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ—১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের বৃত্তিবিভাগের হার—জর্জ্জ লরেন্স ও ফ্রেডেরিক ক্যারির মধ্যস্থতা,তাহার ফল—১৮৬২ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ অবধি গভর্ণমেণ্ট ও দলিপের ক্রিয়াকলাপ—দলিপের অভিযোগ—কতকগুলি বিষয় সম্পত্তির উপর দলিপের দাবী, তাহার তালিকা—লর্ড লরেন্সের সন্নীতিপূর্ণ উক্তি—টাইমস্ পত্রিকায় দলিপের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে স্বীয় প্রবন্ধ—দলিপের আবেদন—দলিপ সম্বন্ধে কোনরূপ ন্যায্য ও উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে গভর্ণমেণ্টের ইতস্ততঃ করণ।

মহারাজ এক্ষণে তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানাদির ভবিষ্যৎ ভাবনায় বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ভারত রাজসভা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ সম্বন্ধে কোন সুবন্দোবস্ত করিলেন না। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি লইয়া উভয় পক্ষে যে মতভেদ হইল, তাহা বর্ণিত হইতেছে।—

দলিপ সিংহ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি ধারার এইরূপ অর্থ করিলেন যে, তাঁহার সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর তাঁহাকে পূর্ণ বৃত্তি দেওয়া উচিত; তিনি তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বগণ মধ্যে ইহা বিভাগ করিয়া দিবেন। এরূপ স্থলে যাহারা উক্ত সন্ধি ধারানুসারে বৃত্তিভোগী, তাহাদের মৃত্যুতে যে বৃত্তি বাঁচিয়াছে, তাঁহার তাহা পাওয়া উচিত। কিন্তু স্যার চার্লস্ উড্ ডেলহাউসির মিনিট অনুসারে লিখিলেন যে, "১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির ধারানুসারে মহারাজ ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের নিমিত্ত ৪ হইতে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে যে বৃত্তি বরাদ্দ হইয়াছে, তন্মধ্যে বৃটিন গভর্ণমেণ্ট মহারাজের নিমিত্ত যাহা নির্দ্ধারিত করিবেন, কেবল তাহাই তিনি পাইবেন। এই অংশ মহারাজ কেবল যাবজ্জীবন ভোগ করিতে সক্ষম। অন্যান্য

বৃত্তিভোগিগণও যাবজ্জীবন তাহাদের বৃত্তি পাইবে; তাহার পর এই সমুদায় বৃত্তি বৃটিস গভর্ণমেণ্টের কোষভুক্ত হইবে। বৃত্তিভোগিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যুতে যে টাকা বাঁচিয়াছে, তাহা মহারাজের প্রাপ্য নহে, তাহা ইংরাজের হইবে। এইরূপে কত টাকা যে বাঁচিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই; কিন্তু ১৫০,০০০ কিম্বা ২০০,০০০ পৌণ্ড বাঁচিতে পারে।"*

এইরূপে গভর্ণমেণ্ট মহারাজকে যে বৃত্তি দানের বন্দোবস্ত করিলেন, মহারাজ কেবল তাহা যাবজ্জীবন ভোগ করিতে পারিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানগণকে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির বৃত্তির কিছুই দেওয়া হইবে না। লর্ড ডেলহাউসি প্রতিপাল্য শিশুর রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া, তাঁহার প্রতি এই বন্দোবস্ত ন্যায্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। দলিপসিংহ ভারত রাজসভার মিনিটের বিরুদ্ধে জানাইলেন যে, "১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি ধারানুসারে তিনি রণজিৎ পরিবারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত এবং তদনুসারেই তাঁহার সহিত সন্ধি হইয়াছে,—ইহা পৃথক্ ব্যক্তিগত সন্ধি নহে; এই নিমিত্ত তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা তাঁহার বংশধর মধ্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া এই বৃত্তি তাঁহার হস্ত দিয়া তাঁহার জ্ঞাতিকুটুম্ববর্গ মধ্যে বিভক্ত হওয়া উচিত এবং এই জ্ঞাতিকুটুম্বগণের মৃত্যুতে যে বৃত্তি বাঁচিবে, তাহাও তাঁহার পাওয়া সঙ্গত। আর তিনি ইহা কখনই বিশ্বাস করেন না যে, বাৎসরিক প্রায় ২ কোটি টাকা আয়ের তাঁহার সুবৃহৎ রাজ্যের পরিবর্ত্তে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কেবল এক সামান্য আজীবন বৃত্তি দিবেন। স্যার চার্লস্ উড যে, এই সন্ধি যথার্থ ও প্রকৃতরূপ বুঝিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। যদি এই সন্ধির মর্ম্ম ও অর্থ স্যার চার্লস্ উডের ধারণামত হয়, তাহা হইলে ইহা সৎব্যক্তি মাত্রেরই ক্রোধ ও ঘৃণার কারণ হইবে।"† বৃত্তি ভোগিগণের মৃত্যুতে, যে বৃত্তি ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতেছিল, তাহা যে মহারাজের প্রাপ্য, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি পত্রে যাঁহারা মহারাজের পক্ষে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ইহা স্থির বিশ্বাস ছিল। এই সঞ্চিত বৃত্তি, কালে যে দলিপসিংহের

* Minute of the Council of India, by Sir Charles Wood K.C.B. March 21st. 1860.

† Duleep Sing and the Government

বৃত্তি বর্দ্ধন করিবে, ইহাও তাঁহাদের নিশ্চিত ধারণা। সন্ধি পত্র স্বাক্ষর কারিগণের মধ্যে সুবিখ্যাত ফকির নুরউদ্দিন ও অপরাপর ব্যক্তিগণের যে এইরূপ ধারণা ছিল, নুরউদ্দিনের পুত্র ফকির জেহুর উদ্দিন মহারাজের সহিত ফতেগড়ে একত্র অবস্থানকালীন তাহা বলিয়াছিলেন। স্যার জন লোগিনেরও এইরূপ বিশ্বাস ছিল।* কিন্তু এই ন্যায়সঙ্গত ধারণা বৃটিস রাজের স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিল না। স্বার্থপ্রবলতার স্রোতে ন্যায্য অধিকার কোথায় ভাসিয়া গেল।

এখন দেখা যাউক, পঞ্চনদ রাজ্য বাজেয়াপ্তের পর মহারাজ কিরূপ হারে বৃটিস গভর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি পাইতেন। দলিপসিংহ ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাৎসরিক ১২,০০০ পৌণ্ড; ১৮৫৬ হইতে ১৮৫৮ বাৎসরিক ১৫,০০০ পৌণ্ড; ১৮৫৮ হইতে এতাবৎকাল বাৎসরিক ২৫,০০০ পৌণ্ড বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজের জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে বাৎসরিক ১৮,০০০ পৌণ্ড দেওয়া হইত। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইহা বাৎসরিক ১৫,০০০ পৌণ্ড হইল এবং ক্রমশঃ আরও কমিতে লাগিল। এইরূপে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের লাহোর রাজবৃত্তি চারিলক্ষ টাকা ধরিলেও, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মোট ১০০,০০০ পৌণ্ড জমিয়াছিল। উত্তরোত্তর এই সঞ্চিত মুদ্রা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু যতই ইহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ভারতবর্ষের গভর্ণরজেনারল ইহা ত্যাগ করিতে ততই অনিচ্ছুক হইতে লাগিলেন।† সুতরাং কে এই বিষম সমস্যার বিচার করিবে? যাঁহারা এ বিষয়ে দলিপের বিচারক, তাঁহাদেরই স্বার্থের সহিত দলিপের স্বার্থের মহাবিরোধ।

উপায়ান্তর না দেখিয়া মহারাজ দলিপসিংহ ও তাঁহার মঙ্গলার্থিগণ এই ইচ্ছা করিলেন যে, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের বৃত্তির এক প্রকৃত হিসাব লইয়া, এ বিষয়ের নিষ্পত্তির ভার কতকগুলি অপক্ষপাতী ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করা হউক। দলিপ উডকে স্যার জন লরেন্সের হস্তে এ বিষয়ের মীমাংসার ভার দিতে বলিলেন। স্যার জন লরেন্স ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির প্রকৃত মর্ম্ম জানিতেন; অধিকন্তু

---

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 497-98.

† Duleep Sing and the Government

তাঁহারই বিশেষ উদ্যোগে ঐ সন্ধি সংঘটিত হয়। স্যার চার্লস্ উড্ ইহাতে সম্মত হইয়া স্যার্ ফ্রেডেরিক ক্যারিকে এ বিষয়ে জন্ লরেন্সের সহায়তা করিতে বলিলেন। ইহাঁরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা নিষ্পত্তি করিবেন, দলিপ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন, স্বীকার করিলেন। তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার ভার তিনি লোগিনের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই সময়ে পঞ্চনদে দলিপের যে সকল নিজস্ব বিষয়াদি ও ভূমি সম্পত্তি ছিল, তিনি তৎসমুদায়ের বিবরণ লোগিনকে মীমাংসা স্থলে জানাইতে বলিলেন। এই ভূমি সম্পত্তির বিষয় তিনি পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না; তাঁহার জননীর নিকট হইতে তিনি এই ভূসম্পত্তির বিবরণ পাইয়াছিলেন। এই সম্পত্তি সমুদায় রণজিৎসিংহ পঞ্চনদ শাসক হইবার পূর্ব্বাবধি বংশ পরম্পরায় ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। তৎপরে মহারাণী ঝিন্দন তাঁহার তনয়ের অভিভাবকত্ব কালীন এই সমুদায়ের কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

জর্জ্জ লরেন্স্ ও ফ্রেডেরিক ক্যারি এ বিষয়ের তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করিয়া, যে মত লিপিবদ্ধ করিলেন, ভারত রাজসভার সভ্যগণ তদনুযায়ী কার্য্য করিলেন না। কর্ণেল ম্যালিসন বলিয়াছেন, "ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, লরেন্স ও ক্যারি দলিপ সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ভারতরাজসভার সভ্যগণ তাহাতে সম্মত হন নাই। এই দুই ব্যক্তি পঞ্চনদে ছিলেন; ইহাঁরা দলিপসিংহ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতেন। যদি ইহাঁদের মত গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে দলিপসিংহ সন্তুষ্ট থাকিতেন; কিন্তু ভারতরাজসভা ইহাঁদের মতানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

১৮৬২ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দলিপের সহিত ইংরাজরাজের তাঁহার বিষয় সম্বন্ধে যাহা যাহা হইয়াছিল এক্ষণে তৎসমস্ত বর্ণনা করা যাউক। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই স্যারচার্লস্ উড্ মহারাজকে লিখিলেন যে, বৃটিস গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে মহারাজের ও ভবিষ্যতে তাঁহার পরিবারবর্গের নিমিত্ত নিম্নোক্ত বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছেন;—"মহারাজের সম্প্রতি বাৎসরিক ২৫,০০০ পৌণ্ড বৃত্তি ব্যতীত, ১০৫,০০০ পৌণ্ড মুদ্রার এক জমিদারী তাঁহার নিমিত্ত ক্রয় করা হইবে; ইহার আয় ও তাহার বর্ত্তমান বৃত্তি মহারাজ ভোগ করিবেন। যদি মহারাজ বিবাহ করেন,

তাহা হইলে মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবার ভরণপোষণ, উক্ত জমিদারীর আয় হইতে দেওয়া যাইবে। মহারাজের সন্তান সন্ততি হইলে, তাঁহারা মহারাজের মৃত্যুর পর এই জমিদারি ভোগ করিবেন। যদি সন্তান কিম্বা কোন উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে মহারাজ যাহাকে ইচ্ছা এই জমিদারি দান করিয়া যাইতে পারিবেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ইহা অভিলাষ নহে যে, এই সম্পত্তির আয় হইতে মহারাজ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ঔরসজাত সন্তানের নিমিত্ত উপযুক্ত সংস্থান রাখিয়া যান ;—ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট মহারাজের সন্তানগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থ মহারাজকে বাৎসরিক ৭০০০ পৌণ্ড আয়ের কোম্পানি কাগজ ক্রয় করিয়া দিবেন। ভবিষ্যতে এই আয় ১০,৮০০ পৌণ্ড পর্য্যন্তও বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। যদি মহারাজ উইল না করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে এই সম্পত্তি তাঁহার পত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা ইংলণ্ডের আইনানুসারে পাইবে। মহারাজকে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে, এই বন্দোবস্তে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের উপর মহারাজের সমুদায় দাবী পূরণ হইল, এবং উক্ত দাবী পূরণ হইল স্বীকার করিয়া তাঁহাকে এক স্বাক্ষরিত পত্র দিতে হইবে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির ধারামত অন্যান্য বিষয়ের নিষ্পত্তির সহিত এই বন্দোবস্তের কোন সম্বন্ধ নাই।"*

মহারাজ দলিপ ১১ই অক্টোবরে ইহার এইরূপ উত্তর দিলেন, "যদিও আমার সমুদায় স্বত্ব ও দাবীর নিষ্পত্তি হইল না, তথাপি আমি আপনার বন্দোবস্ত স্বীকার করিলাম এবং আমার ও আমার পরিবারবর্গের হইয়া আর কোন অর্থের দাবী হইতে গভর্ণমেণ্টকে মুক্ত করিবার জন্য দস্তখত লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি ভরসা করি, আপনি এ বিষয়ে আমার সহিত এক মত হইবেন যে, আমার পিতার পরিবারবর্গের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া, যাহাতে উক্ত পরিবারমণ্ডলীর উপযুক্ত ও যথাযোগ্য ভরণপোষণ হয়, তদ্বিষয় আমার দেখা কর্ত্তব্য এবং তাহাদের ভরণপোষণের নিমিত্ত ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের বৃত্তির অবশিষ্ট অংশ কোন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হয়, ইহাও আমার দেখা কর্ত্তব্য। এ নিমিত্ত যেরূপ বন্দোবস্ত করা অভিপ্রেত ও প্রয়োজন তদনুরূপ কার্য্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। আপনার পত্রে

* The Official Despatch, 26th July, 1862.

সিপাহিবিদ্রোহের সময় ফতেগড়ে আমার নষ্ট সম্পত্তি এবং আমার মৃত জ্ঞাতিকুটুম্বগণের উত্তরাধিকারী অভাবে মৃত্যুতে, তাহাদের সম্পত্তিতে আমার অধিকার সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই; যাহা হউক, আমি আপনাকে বিশ্বাস করিয়া আপনার হস্তে এই বিষয়ের সুবন্দোবস্তের ভার অর্পণ করিতেছি।"*

দলিপের প্রার্থনা ভারত রাজসভা হইতে অগ্রাহ্য হইল। এইরূপে দলিপসিংহ সন্ধি অনুযায়ী বৃটিস গভর্ণমেন্টের নিকট যাহা ন্যায্য আশা করিতে পারেন, তাহা পাইলেন না। কর্ণেল ম্যালিসন্ বলিয়াছেন যে, "ভারত সভা যে, কেবল জন্ লরেন্স্ ও ক্যারির মতানুবর্ত্তী হইলেন না, এরূপ নহে; প্রত্যুত দলিপ সিংহ সম্বন্ধে তাঁহারা কোন স্থায়ী সুবন্দোবস্ত করিলেন না। মহারাজ সম্বন্ধে ভারত সভা মৌখিক সম্বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই রক্ষা করেন নাই।" গভর্ণমেন্ট মহারাজকে জমিদারী ক্রয় করিবার নিমিত্ত যে ১০৫,০০০ পৌণ্ড দিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের বৃত্তিভাগ হইতে বাঁচিয়াছিল; কিন্তু গভর্ণমেন্ট ইহা যেন স্বকীয় কোষাগার হইতে দিলেন, এইরূপ ভাবপ্রকাশ করিতে ত্রুটি করিলেন না।

১৮৬২ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ এই দীর্ঘকাল অতীত হইল, তথাপি ভারত রাজসভা মহারাজের সহিত ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি সম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি করিলেন না। দলিপ এই সময়ের মধ্যে ভবিষ্যতে সন্তান ও পত্নীর নিমিত্ত পশ্চাল্লিখিত বিষয়সম্পত্তি রাখিলেন; সফক্ জমিদারী ইহার মূল্য প্রায় ২০০,০০০ পৌণ্ড, ইনসিয়রেন্সর দরুণ ১০০,০০০ পৌণ্ড, কোম্পানির কাগজ ৭২,০০০ পৌণ্ড, সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭২,০০০ পৌণ্ড মূল্যের সম্পত্তি। বাৎসরিক শতকরা সার্দ্ধ তিন পৌণ্ড হিসাবে ইহার আয় প্রায় ১৩,০০০ পৌণ্ড হইবে। ইহা তিনি তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানগণের নিমিত্ত রাখিলেন। এই সমুদায়ের জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট তাঁহাকে বিস্তর টাকা ঋণ করিতে হয়। এই কারণে, ১৮৬২ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ এই সময়ের মধ্যে, গভর্ণমেন্ট ১৯৮,০০০ পৌণ্ড, দলিপের সফক্ জমিদারী বন্ধকি রাখিয়া দিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ৬০,০০০ পৌণ্ড বিনা সুদে এবং ১৩৮,০০০ পৌণ্ড, শত করা চারি এবং পাঁচ পৌণ্ড সুদে দেওয়া হয়। এইরূপে সুদের নিমিত্ত দলিপকে সর্ব্বসমেত ৫,৬৬৪ পৌণ্ড দিতে হইত; এতদ্ব্যতীত তিনি যে

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 512-3.

১০০,০০০ পৌণ্ড ইনসিয়রেন্সের জন্য রাখিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত বাৎসরিক ৩১৫০ পৌণ্ড প্রিমিয়ম দিতে হইত। গভর্ণমেণ্ট ইহার অর্দ্ধেক দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং অপরার্দ্ধ দলিপসিংহকে তাঁহার বৃত্তি হইতে দিতে হইত। এই সমুদায়ের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট বলিলেন যে, মহারাজের মৃত্যুর পর, তাঁহারা তাঁহার সকক জমীদারি ও প্রাসাদ বিক্রয় করিয়া লইবেন। এইরূপে ভবিষ্যতে মহারাজের বংশধরগণের জমীদার শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হইবার আশা একেবারে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে দলিপ ভবিষ্যতে তাঁহার বংশধরগণের অবস্থা সম্বন্ধে নিরতিশয় শঙ্কিত হইলেন। গভর্ণমেণ্ট যে বৃত্তি তাঁহাকে দিতেন, তাহার সমুদায় তিনি পাইতেন না। গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বাৎসরিক ২৫,০০০ পৌণ্ড বৃত্তি মধ্যে বাৎসরিক সুদের নিমিত্ত তাঁহাকে ৫,৬৬৪ পৌণ্ড, ইনশিয়রেন্সের দরুণ প্রিমিয়মের অর্দ্ধেক ১৫৭৫ পৌণ্ড দিতে হইত। এইরূপে এই সমুদায় বাদে দলিপ মোট ১৭,৭৬১ পৌণ্ড পাইতে লাগিলেন। দলিপ ভারত রাজসভায় অভিযোগ করিলেন যে, ইহা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধিধারানুযায়ী নহে; সন্ধিঅনুযায়ী সাবালক হইলে পূর্ণ বৃত্তি পাইতে তিনি অধিকারী; এবং তাঁহার জ্ঞাতি ও অধীনস্থ ব্যক্তিগণ মধ্যে ন্যায্যমত ইহা ভাগ করিয়া দিতে বাধ্য; তাহা হইলে এতাবৎকাল বৃত্তিভোগিগণের মৃত্যুতে যে মুদ্রা বাঁচিয়াছে, তাহা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছেন, তদপেক্ষা সমধিক। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট যে তাঁহাকে ১০৫,০০০ পৌণ্ড দিয়াছিলেন, তাহা ১৮৪৯ সন্ধিধারানুযায়ী বৃত্তির ন্যূন পরিমাণ চারিলক্ষ টাকা ধরিলেও, বৃত্তিভোগিগণের মৃত্যুতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ অবধি যে টাকা জমিয়াছে, তাহার সুদ ছাড়িয়া দিলেও, গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত টাকার সমতুল্য হইবে। এরূপ ঘটনায় তিনি যে গভর্ণমেণ্টকে তাঁহার নিকট ঋণী বলিয়া মনে করেন, সেই গভর্ণমেণ্টকে সুদের জন্য বাৎসরিক বহুল মুদ্রা দেওয়া, ন্যায় সঙ্গত বিবেচনা করেন না। তিনি আরও ভরসা করেন, যদি গভর্ণমেণ্ট কখন তাঁহাকে বৃত্তির যে অংশ বাঁচিয়াছে তাহা দেন, তাহা হইলে, গভর্ণমেণ্ট যেন সেই সময়ে তাঁহাকে উহার সুদও পরিশোধ করেন।*

---

* Duleep Sing and the Government.

এতদ্ব্যতীত দলিপের আরও কতকগুলি অভিযোগের কারণ ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দলিপ ইংলণ্ডে তাঁহার জননীর নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন যে, পঞ্চনদ রাজ্য ব্যতীত দলিপের কতিপয় জমীদারি ছিল; পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে তাহা তাঁহারা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। পঞ্চনদরাজ্যের সহিত এই জমীদারি গুলির কোন সম্বন্ধ না থাকাতে ইহা কখন পঞ্চনদরাজ্য অবসানের সহিত লীন হইতে পারে না। দলিপ এই জমিদারিগুলির নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত বিলাতে তাহার উকীল মেসার্স ফেরর্ কোম্পানির আপিস হইতে ভারতবর্ষে এক এজেন্ট প্রেরণ করিলেন। এই ব্যক্তি পঞ্জাবসংক্রান্ত রাজপত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া, এই জমীদারিগুলির এক তালিকা লইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলেন। দলিপ এই জমীদারিগুলির দাবী করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহার এক তালিকা প্রেরণ করিলেন। ইহার কতকগুলি, তাঁহার অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ নোধসিংহ হইতে তাঁহার পরবর্ত্তী বংশাবলী, পঞ্জাব বাজেয়াপ্তের পূর্ব্বাবধি, ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন।

গুজরাণ্ওয়ালা প্রদেশে—		৬১টি গ্রাম,	ইহার মধ্যে	৩৩টি	ছরথসিংহ হইতে প্রাপ্ত।
গুজরাট	„	১০টি গ্রাম	„	৬টি	ঐ
ঝিলাম	„	৫৫টি গ্রাম	„	সমুদায়।	ঐ
পিণ্ড্দাদর খাঁনের লবণ খনি					
শিয়ালকোট	...	১৮টি গ্রাম	„	৯টি	ঐ
গুরুদাসপুর	...	৬টি গ্রাম	„	সমুদায়	মাহাসিংহ
অমৃতসহর	...	২টি গ্রাম	„		নোধসিংহ

অমৃতসহরের অবশিষ্ট—মাহাসিংহ ও রণজিৎসিংহ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

উপরি উক্ত গ্রামগুলির বাৎসরিক আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লবণ খনির আয় প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা হয়। এই গ্রামগুলি ব্যতীত পঞ্চনদে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত আরও কতকগুলি সম্পত্তি ছিল—বিশেষতঃ রাওল-পিণ্ডিতে কতকগুলি গ্রামে তাঁহার এইরূপ স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত দলিপ কুটুম্বগণ উত্তরাধিকারী অভাবে যে সমুদায় সম্পত্তি রাখিয়া যান, এবং সিপাহিবিদ্রোহের সময় ফতেগড়ে যে সমুদায় সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল,

তৎসমুদায় দাবী করিয়া, শেষোক্ত সম্পত্তির এক তালিকা গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করিলেন।

ফতেগড়ে সিপাহিগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট সম্পত্তির তালিকা :—

	মূল্য।
মহারাজের খরিদ ভূমি ও বাটী	৯৩,০১৪ টাকা
ইহার আসবাব সমুদায়	৭৪,৪০৩ ,,
তাঁবু ও অশ্বশালা	১০,৭৬৫ ,,
ফরাসখানায় কাশ্মিরশাল-নির্ম্মিত তাঁবু, গালিচা, মস্‌লন্দ, চোগা ও হাতির ঝুল।	২০,০০০ ,,
মোট	১৯৮,১৮২

ফতেগড়ে মহারাজের স্থাবর সম্পত্তি সমুদায়ই সিপাহি বিদ্রোহে নষ্ট হইয়াছিল। অস্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, গভর্ণমেণ্ট তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন কিন্তু কত টাকায় ইহা বিক্রয় হইল, তাহা গভর্ণমেণ্ট দলিপকে কখন জ্ঞাত করেন নাই। গভর্ণমেণ্ট দলিপসিংহের এই সমুদায় সম্পত্তির পরিবর্ত্তে দয়া করিয়া ৩,০০০ পৌণ্ড দিতে প্রস্তাব করিলেন। মহারাজ এই প্রস্তাব অবমানকর বোধে এই মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি ধারানুযায়ী দলিপসিংহের সহিত কোন সুবন্দোবস্ত করিলেন না। তাঁহার স্বকীয় সম্পত্তি বা ফতেগড়স্থ নষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে কিছুই স্থির হইল না; প্রত্যুত তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এল্‌ভেডন্ জমিদারি সমুদায় বিক্রীত হইবে। তাঁহার পুত্রগণ জনকের মৃত্যুর পর কোথায় দাঁড়াইবে, এই সমুদায় ভাবিয়া মহারাজের হৃদয় পীড়িত হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের ভরণপোষণ জন্য গভর্ণমেণ্ট কেবল ৩,০০০ পৌণ্ড দিবেন। রাজকুমারের পক্ষে ইহা নিতান্ত অযোগ্য। এই সমুদায় সমস্যার কে প্রকৃত বিচার ও তত্ত্বানুসন্ধান লইবে! এ সম্বন্ধে যাঁহাদের সহিত দলিপের মতভেদ, তাঁহারাই আবার দলিপের বিচারক, সুতরাং সুবিচারের সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে। লর্ড লরেন্স্ বলিতেছেন—"আমরা কি আপনাদেরই সহিত বিবাদে, বিচারক

হইব? আমরা কি আমাদের স্বার্থানুসারে বিচার করিব? এইরূপ বিষম সমস্যায় ইহাই কি ইংরাজের অভিমত হইবে? রাজশাসনবিৎ ব্যক্তিগণ যেন কখন বিস্মৃত হয়েন না যে, ভারতবর্ষে আমাদের রাজ্য স্বার্থপর কতিপয় শাসকের উপর নহে, কিন্তু সুবিচার এবং কোটি কোটি প্রজাবৃন্দের সন্তোষের উপর নির্ভর করিতেছে।" গভর্ণমেণ্ট কি লর্ড লরেন্সের মহোচ্চ উক্তিমত কার্য্য করিলেন? দলিপসিংহ বলিতেছেন, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্যকার্য্যকে স্বার্থ হইতে পৃথক্ রাখিতে অক্ষম হইলেন।

দলিপ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সহৃদয় ইংলণ্ডবাসীর নিকট সুবিচার প্রত্যাশায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ৩১এ তারিখে সুবিখ্যাত টাইম্‌স্ পত্রিকায়, আপনার অধিকার ও দাবী সম্বন্ধে, এইরূপ হৃদয়ের বিষম আবেগ প্রকাশিত করিলেন—"ভইরওয়াল সন্ধির ধারানুসারে তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়সাবধি, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রক্ষা ও তাঁহার রাজ্য শাসনের ভার লইয়াছিলেন। মূলরাজ বিদ্রোহী হইল। এই বিদ্রোহ দমনে তাঁহার অভিভাবক বিলম্ব করায়, পঞ্চনদে এই বিদ্রোহ ক্রমশঃ ব্যাপিত হইল। এই বিলম্বের পর যখন বিদ্রোহ দমনে বৃটিস সৈন্য প্রেরিত হইল, তখন লর্ড ডেলহাউসি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যাহারা এই বিদ্রোহে লিপ্ত নহে, তাহাদিগকে কোনরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না; কিন্তু এরূপ ঘোষণার পর লর্ড ডেলহাউসি শান্তি সংস্থাপন করিয়া, এক অসহায় শিশুকে পাইয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পবিত্র ভইরওয়াল সন্ধির ধারানুসারে কার্য্য করিবার পরিবর্ত্তে, তিনি পঞ্চনদ রাজ্যেরাপ্ত এবং আমার স্বকীয় অস্থাবর জহরত, সুবর্ণ ও কাঞ্চন তৈজসপত্র, এমন কি আমার পরিধেয় পরিচ্ছদেরও কতকাংশ এবং আমার প্রাসাদের আসবাব সমুদায় বিক্রয় করিলেন। এই সমুদায় বিক্রয় করিয়া ২৫০,০০০ পৌণ্ড উঠিল; যে বাহিনী আমার বিরুদ্ধে উত্থিত বিদ্রোহ দমন করিতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যেই এই বিপুল অর্থ বিতরিত করা হইল। আমি নির্দ্দোষ—আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলি কখন বৃটিস গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হয় নাই। এদিকে বৃটিস গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, অপরাধিগণের সহিত নির্দ্দোষিগণও শাস্তিভোগ করিবে, ইহা তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু যে প্রজাগণ আমার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধ্বজা উড়াইয়াছিল, তাহাদের সহিত আমাকেও শাস্তি ভোগ করিতে হইল।

"আমি অতি অন্যায়রূপে আমার রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। উক্ত রাজ্যের আয়* লর্ড ডেলহাউসির মতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নিঃসন্দেহ এক্ষণে উক্ত রাজ্যের আয় অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমার নাবালকত্বকালে অভিভাবক কর্ত্তৃক আমার রাজ্যচ্যুতির সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম বলিয়া, আমি উক্ত সন্ধিপত্র আইন বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করি; তন্নিমিত্ত আমি এখনও পঞ্চনদের রাজা। সে যাহা হউক, সেকথার আর প্রয়োজন নাই। আমি আমার দয়ালু অধীশ্বরীর প্রজা হইয়া থাকিতে সন্তুষ্ট আছি; কিরূপে এ অধীনতা স্বীকার করিতে হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমার প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরীর অনুকম্পা অসীম। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি ধারানুযায়ী আমার স্বকীয় ভূসম্পত্তি সমুদায় বাজেয়াপ্ত হয় নাই, তথাপি আমি অতি অন্যায়রূপে এই সম্পত্তি সমুদায়ের রাজস্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। এই রাজস্ব ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের পর প্রায় বাৎসরিক ১৩০,০০০ পৌণ্ড হইয়াছে। আমার অস্থাবর সম্পত্তি সমুদায়ও আমার নিকট হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছিল—ইহার মধ্যে স্যার জন লোগিন বলেন, যে কেবলমাত্র ২০,০০০ পৌণ্ড মূল্যের সম্পত্তি, ফতেগড়ে আমার নির্ব্বাসনকালে আমায় লইয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছিল; আর বক্রী সমুদায় ২৫০,০০০,০ পৌণ্ড মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছিল।

"আমার উপর ইহা আরও অন্যায় হইয়াছে যে,আমার অধিকাংশ বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে বৃটিস গভর্ণমেণ্ট তাহাদের স্বকীয় ও অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ ও আমার প্রদত্ত জায়গির হইতে রাজস্ব আদায় করিতে আদেশ দিয়াছেন; কিন্তু আমি তাহাদের প্রভু হইয়া এবং ইংরাজ বিরুদ্ধে কনিষ্ঠাঙ্গুলি

---

* ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের সমগ্র পঞ্চনদের আয় ৩,২৪,৭৫,০০০ টাকা ছিল; Cunningham's History of the Shiks, 1849, p. 424; সম্প্রতি পঞ্চনদের যে রাজ্যগুলি বৃটিস শাসনাধীনে আছে, শুদ্ধ তাহারই আয় ৩,২৩২,৩৪৯ পৌণ্ড প্রায় চারিকোটি টাকা—Encyclopædia Britannica, Ninth Edition, Vol. XX. p. 110.

হইব ? আমরা কি আমাদের স্বার্থানুসারে বিচার করিব ? এইরূপ বিষম সমস্যায় ইহাই কি ইংরাজের অভিমত হইবে ? রাজশাসনবিৎ ব্যক্তিগণ যেন কখন বিস্মৃত হয়েন না যে, ভারতবর্ষে আমাদের রাজ্য স্বার্থপর কতিপয় শাসকের উপর নহে, কিন্তু সুবিচার এবং কোটি কোটি প্রজাবৃন্দের সন্তোষের উপর নির্ভর করিতেছে।" গভর্ণমেণ্ট কি লর্ড লরেন্সের মহোচ্চ উক্তিমত কার্য্য করিলেন ? দলিপসিংহ বলিতেছেন, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্যকার্য্যকে স্বার্থ হইতে পৃথক্ রাখিতে অক্ষম হইলেন।

দলিপ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সহৃদয় ইংলণ্ডবাসীর নিকট সুবিচার প্রত্যাশায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ৩১এ তারিখে সুবিখ্যাত টাইম্‌স্ পত্রিকায়, আপনার অধিকার ও দাবী সম্বন্ধে, এইরূপ হৃদয়ের বিষম আবেগ প্রকাশিত করিলেন—"ভইরওয়াল সন্ধির ধারানুসারে তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়সাবধি, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রক্ষা ও তাঁহার রাজ্য শাসনের ভার লইয়াছিলেন। মূলরাজ বিদ্রোহী হইল। এই বিদ্রোহ দমনে তাঁহার অভিভাবক বিলম্ব করায়, পঞ্চনদে এই বিদ্রোহ ক্রমশঃ ব্যাপিত হইল। এই বিলম্বের পর যখন বিদ্রোহ দমনে বৃটিস সৈন্য প্রেরিত হইল, তখন লর্ড ডেলহাউসি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যাহারা এই বিদ্রোহে লিপ্ত নহে, তাহাদিগকে কোনরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না ; কিন্তু এরূপ ঘোষণার পর লর্ড ডেলহাউসি শান্তি সংস্থাপন করিয়া, এক অসহায় শিশুকে পাইয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পবিত্র ভইরওয়াল সন্ধির ধারানুসারে কার্য্য করিবার পরিবর্ত্তে, তিনি পঞ্চনদ বাজেয়াপ্ত এবং আমার স্বকীয় অস্থাবর জহরত, সুবর্ণ ও কাঞ্চন তৈজসপত্র, এমন কি আমার পরিধেয় পরিচ্ছদেরও কতকাংশ এবং আমার প্রাসাদের আসবাব সমুদায় বিক্রয় করিলেন। এই সমুদায় বিক্রয় করিয়া ২৫০,০০০ পৌণ্ড উঠিল ; যে বাহিনী আমার বিরুদ্ধে উত্থিত বিদ্রোহ দমন করিতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যেই এই বিপুল অর্থ বিতরিত করা হইল। আমি নির্দ্দোষ—আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলি কখন বৃটিস গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হয় নাই। এদিকে বৃটিস গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, অপরাধিগণের সহিত নির্দ্দোষিগণও শাস্তিভোগ করিবে, ইহা তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু যে প্রজাগণ আমার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধ্বজা উড়াইয়াছিল, তাহাদের সহিত আমাকেও শাস্তি ভোগ করিতে হইল।

"আমি অতি অন্যায়রূপে আমার রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। উক্ত রাজ্যের আয়* লর্ড ডেলহাউসির মতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নিঃসন্দেহ এক্ষণে উক্ত রাজ্যের আয় অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমার নাবালকত্বকালে অভিভাবক কর্ত্তৃক আমার রাজ্যচ্যুতির সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম বলিয়া, আমি উক্ত সন্ধিপত্র আইন বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করি; তন্নিমিত্ত আমি এখনও পঞ্চনদের রাজা। সে যাহা হউক, সেকথার আর প্রয়োজন নাই। আমি আমার দয়ালু অধীশ্বরীর প্রজা হইয়া থাকিতে সন্তুষ্ট আছি; কিরূপে এ অধীনতা স্বীকার করিতে হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমার প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরীর অনুকম্পা অসীম। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি ধারানুযায়ী আমার স্বকীয় ভূসম্পত্তি সমুদায় বাজেয়াপ্ত হয় নাই, তথাপি আমি অতি অন্যায়রূপে এই সম্পত্তি সমুদায়ের রাজস্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। এই রাজস্ব ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের পর প্রায় বাৎসরিক ১৩০,০০০ পৌণ্ড হইয়াছে। আমার অস্থাবর সম্পত্তি সমুদায়ও আমার নিকট হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছিল—ইহার মধ্যে স্যার জন লোগিন বলেন, যে কেবলমাত্র ২০,০০০ পৌণ্ড মূল্যের সম্পত্তি, ফতেগড়ে আমার নির্ব্বাসনকালে আমায় লইয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছিল; আর বক্রী সমুদায় ২৫০,০০০,০ পৌণ্ড মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছিল।

"আমার উপর ইহা আরও অন্যায় হইয়াছে যে,আমার অধিকাংশ বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে বৃটিস গভর্ণমেণ্ট তাহাদের স্বকীয় ও অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ ও আমার প্রদত্ত জায়গির হইতে রাজস্ব আদায় করিতে আদেশ দিয়াছেন; কিন্তু আমি তাহাদের প্রভু হইয়া এবং ইংরাজ বিরুদ্ধে কনিষ্ঠাঙ্গুলি

---

* ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের সমগ্র পঞ্চনদের আয় ৩,২৪,৭৫,০০০ টাকা ছিল; Cunningham's History of the Shiks, 1849, p. 424; সম্প্রতি পঞ্চনদের যে রাজ্যগুলি বৃটিস শাসনাধীনে আছে, শুদ্ধ তাহারই আয় ৩,২৩২,৩৪৯ পৌণ্ড প্রায় চারিকোটি টাকা—Encyclopædia Britannica, Ninth Edition, Vol. XX. p. 110.

পর্য্যন্তও উত্তোলন না করিয়া, তাহাদের সহিত সমতুল্যরূপ ব্যবহৃত হইলাম না। ইহার কারণ, আমি অনুমান করি, খৃষ্টানরাজের রক্ষণাধীন নাবালক হওয়াই আমার পাপ হইয়াছে। অপার দয়ার সাগর বৃটিস গভর্ণমেণ্ট কেমলমাত্র যাবজ্জীবন আমাকে ২৫,০০০ পৌণ্ড বৃত্তি দিয়া সন্তুষ্ট আছেন এবং এই বৃত্তি প্রয়োজনীয় খরচাদি বাদে ১৩,০০০ পৌণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বদান্যতার পরাকাষ্ঠাস্বরূপ ইংরাজ আমার মৃত্যুর পর আমার জমিদারী বিক্রয় করিবেন, এই দারুণ পণে ভবিষ্যতে আরও ২০০০ পৌণ্ড বৃত্তি দিবেন বলিয়াছেন ;—এইরূপে আমার প্রিয় আবাস বাটীর উৎসন্নে, আমার বংশাবলীকে অন্যত্র আশ্রয়ান্বেষণে বাধ্য করিয়াছেন। যদি জগতের দুইটি দুর্জনপূর্ণ নগরে একজনও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে,এই সভ্য স্বাধীন খৃষ্টান স্থান হইতে অন্ততঃ যেন একজন সহৃদয় ইংরাজ, পার্লিয়ামেণ্টে আমার পক্ষ সমর্থন করিতে অগ্রসর হয়েন। নতুবা আমার সুবিচার পাইবার আশা কোথায়? আমি দেখিতেছি যে আমার সর্ব্বস্বাপহারক, অভিভাবক, বিচারপতি, উকিল, এবং জুরি সকলই একমাত্র বৃটিস জাতিতে সংগঠিত। সহৃদয় খৃষ্টান ইংরাজ, তোমাদের জাতির সম্মানের জন্য আমার প্রতি ন্যায় ও বদান্যতা প্রদর্শন কর, কারণ গ্রহণ অপেক্ষা দান করা অধিকতর পবিত্র ও পুণ্যের কার্য্য।"*

ভগ্ন ও হতাশ হৃদয়ের এই কাতরোক্তি ইংরাজকে বিচলিত করিল না। এইরূপ অশেষ কারণে দলিপ হতাশ হইয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, সহসা বিবি লোগিনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে গিয়া জাতীয় ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবেন—"তিনি ইংলণ্ড ও তাহার শঠতার সহিত চিরকালের নিমিত্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন।"† দলিপ আরও বলিলেন, তাঁহার অবস্থানুরূপ ইংলণ্ডে কালাতিপাত করিতে তাঁহার অর্থ নাই, গভর্ণমেণ্ট তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিবেন সুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠকুমারের ভবিষ্যতে সসম্মানে জীবন অতিবাহিত করিবার কোন আশা নাই। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার জ্যেষ্ঠ কুমারের জন্য কেবল,

* The Times, 31st, August, 1882.

† Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 492.

৩,০০০ পৌণ্ড আয় স্থির করিয়াছেন, ইহা তিনি নিতান্ত অবমাননাজনক অনুমান করেন। বিবি লোগিন দেখিলেন যে, মহারাজ ভারতরাজসভার প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি দলিপকে তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে বৃটনেশ্বরীর অবিচলিত অনুগ্রহ ও অসীম দয়ার উপর নির্ভর করিতে বলিলেন। কেবল ইহাতেই উক্ত রমণী ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি মহারাজের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তার মর্ম্ম স্যার হেনরি পন্‌শনবির দ্বারা জানাইলেন। বৃটনেশ্বরী ভারতসচিবকে দলিপের বিষয় বিবেচনা করিতে বলিলেন। কিন্তু ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির বৃত্তিফণ্ড যতই জমিতে লাগিল, ভারতবর্ষের শাসকগণ ততই উহা পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি ভারত রাজসভা দলিপ সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক ন্যায়-সঙ্গত বন্দোবস্ত করিলেন না। দলিপসিংহের ইংলণ্ডে অবস্থানে আর ইচ্ছা ছিলনা; কিন্তু ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মিত্রগণ বৃটনেশ্বরীকে এই অনুনয় করিতে বলিলেন যে, স্যার জন লোগিন যে অবধি মহারাজের কার্য্য হইতে অবসৃত হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই সময় হইতে এতাবৎকাল, ভারতরাজসভা মহারাজের দুরবস্থায় সুযোগ পাইয়া, তাঁহার নিকট হইতে যে সমুদায় বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন, তাহা যেন বৃটনেশ্বরীর সুবিচারে ভারত রাজসভার সভ্যগণ নামঞ্জুর করেন; কারণ তাঁহার দুরবস্থার সময় ভারতরাজসভা হইতে তিনি যে সমুদায় অর্থের প্রলোভন পাইয়াছেন, তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির ধারা অনুযায়ী কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত ভিন্ন অন্য কোন বন্দোবস্ত তিনি করিবেন না। দলিপসিংহ ইহাতে সম্মত হইয়া বলিলেন, বৃটনেশ্বরীর নির্ব্বাচিত ভারতসভার তিনজন রাজকার্য্যবিৎ ইংরাজ কর্ম্মচারী, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বিচার করিয়া বলিবেন, তাহাতেই তিনি সম্মত আছেন। কিন্তু বৃটিস গভর্ণমেণ্ট ইহার কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ অবধি তিনি কোন সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ২৫এ তারিখে দলিপসিংহ বিবি লোগিনকে লিখিলেন—"আমার সম্বন্ধে যেরূপ বন্দোবস্ত করা হউক না কেন, আমি ভারতবর্ষে যাইতে মনস্থ করিয়াছি। ভারতবর্ষের অবস্থা এখন ঘোরতর বিপদে

সমাচ্ছন্ন। ভরসা করি, এমন সময়ে তথায় আমি ইংরাজের এরূপ সহায়তা করিতে সক্ষম হইব যে, ইংরাজজাতি আমার পক্ষ সমর্থন করিতে বাধ্য হইবে এবং আমার দাবী সকল ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিবে। যে শিখগণ সিপাহি বিদ্রোহে ইংলণ্ডের নিমিত্ত ভারতবর্ষ রক্ষা করিয়াছে এবং যে সমুদায় নরপতি সে সময়ে ইংরাজের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পুরস্কৃত হইয়াছেন। তবে আমি কেন তাঁহাদের ন্যায় পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হইব! সূর্য্যদেব এক্ষণে শনৈঃ শনৈঃ ভারতবর্ষাভিমুখে আসিতেছে। যদিও ইংরাজ-জাতি আমার প্রতি অতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি অতি অল্পকাল মধ্যেই আপনারা জানিতে পারিবেন যে, মহারাণীর বিশ্বস্ত প্রজা হইয়া, আমি কিরূপে ভারতরাজ্যের বিপদের সময় ইংরাজের সহায়তা করি। সে যাহা হউক, আমার কর্ত্তব্যকার্য্যের গুণ নিজমুখে বিঘোষিত করা উচিত নহে।"*

---

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, pp. 493-4.

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপসংহার,—১৮৮৪-১৮৯০ খৃঃ।

দলিপের অসন্তোষ, তাঁহার ইংলণ্ড পরিত্যাগ—পঞ্জাববাসিগণের প্রতি দলিপের পত্র—দলিপের প্রতি পঞ্জাববাসীর পত্র—ইহার ভয়াবহ ফল, এডেন্ হইতে দলিপকে ইংলণ্ডে আনয়ন—দলিপের অসন্তোষ ও অশান্তি—দলিপের ইংলণ্ড পরিত্যাগ—ফ্রান্স যাত্রা—দলিপের রুষিয়ায় গমন—বোম্বামুলরের মৃত্যু—দলিপের সন্তান সন্ততি—তাঁহার অব্যবহিত ক্রিয়াকলাপ—বৃটনেশ্বরী কর্ত্তৃক তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা—দলিপের ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন।

দলিপসিংহ আপনার ন্যায্য দাবীর সুমীমাংসার জন্য পুনঃ পুনঃ নিরাশ হইয়াও, ন্যায়নিষ্ঠ ইংরাজ জাতির নিকট সুবিচার লাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। আরও এক বৎসর অতীত হইল, তথাপি ভারতরাজসভা মহারাজ সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করিলেন না। মহারাজের কাতরোক্তিতে তাঁহাদের হৃদয় প্রস্তরবৎ কঠিন রহিল।* দলিপসিংহ আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না; তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে, তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড কিম্বার্লিকে লিখিলেন—"আপনি এই সময়ের মধ্যে বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছেন যে, যদি বৃটিস গভর্ণমেণ্ট শীঘ্র আমার প্রতি কোন সুবিচার করিতে প্রস্তুত না হয়েন, তাহা হইলে আমি চিরকালের নিমিত্ত আমার ভূসম্পত্তি এবং ইংলণ্ডে সম্মানের সহিত বাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব; যেহেতু জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত আমায় যে অর্থ দেওয়া হইতেছে, তাহাতে আমার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কালাতিপাত করিতে আমি অপারক। এরূপস্থলে যে পরিমিত এবং ন্যায্য বৃত্তি লাভের প্রলোভনে আমি এই রাজ্যে বাস করিতেছি, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইব, এবং তাহা হইলে আমি এবং আমার পরিবারবর্গ, পঞ্চনদে রাজত্বকালে আমার যে সমুদায় প্রজা ছিল, তাহাদের

---

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 502.

অপেক্ষাও নিম্নতর অবস্থায় নিপতিত হইব।" এইপত্র পাইয়াও ভারতসচিব অবিচলিত রহিলেন। ইহার পর বহুদিন গত হইল, তথাপি দলিপসিংহ সম্বন্ধে কোনরূপ বন্দোবস্ত হইল না। দলিপসিংহ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গভর্ণমেণ্টের হস্তে এল্‌ভেডন্ জমিদারী সমর্পণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন।

ভারত রাজসভার সভ্যগণ কখন বিশ্বাস করেন নাই যে, দলিপসিংহ বাস্তবিকই ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিবেন। এক্ষণে তাঁহারা দলিপসিংহকে বাস্তবিক ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। দলিপসিংহ সাউদাম্পটন্ পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ভারতরাজসভা কর্ত্তৃক প্রেরিত স্যর্ ওয়েণ্ বরণ্ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, যদি মহারাজ ইংলণ্ডে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার দাবীর নিমিত্ত ৫০,০০০ পৌণ্ড পাইবেন। * দলিপ উহাতে অস্বীকৃত হইয়া শ্বেত দ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন। মহাত্মা মেজর এভেন্স্ বেল্ দলিপের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। দলিপ যদিও এই মহাপুরুষের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পূর্ব্বে সতত গ্রহণ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে ক্রোধবশতঃ ঐ ইংরাজ-কুলগৌরবের নিষেধ বাক্য শুনিলেন না; ইহাতে তাঁহার কি দুর্দ্দশা ঘটিল, দলিপ বোধ হয়, তাহা কখনই বিস্মৃত হইবেন না। অশেষ অনুনয়ের পর দলিপ ভারতাগমনের অনুমতি পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি পঞ্চনদ দর্শনের প্রার্থনা বৃটিস গভর্ণমেণ্ট কোনরূপেই রক্ষা করিলেন না। ইহাতে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি বিলাত পরিত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার স্বদেশীয়গণকে, এই পত্র লিখিলেন;—

বিলাত, ২৫শে মার্চ্চ, ১৮৮৬ সাল।

"আমার প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ,—কোনকালে ভারতে প্রত্যাগমন বা তথায় বাস করা, আমার অভিপ্রায় ছিল না; কিন্তু অদৃষ্টই সমুদায়ের পরিচালক। ভ্রান্ত জীবগণ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবান্ সত্যগুরু, ঘটনা সমুদায় এইরূপেই সংঘটিত করিয়াছেন যে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ভারতবর্ষে সামান্য অবস্থায় কালাতিপাতের জন্য আমায় ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহা সর্ব্বোত্তম তাহাই ঘটিবে, এই আশায় আমি নির্ভর করিতেছি। হে খাল্‌সা জি! বিজাতীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমার পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু,

* Sir John Login and Maharaja Duleep Sing, p. 494.

আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহকালে আমি অতি বালক ছিলাম। বোম্বাই পঁহুছিয়াই পুনরায় পাহল গ্রহণ করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা। এই পবিত্র ঘটনাকালীন্ আপনারা সত্যগুরুর আরাধনা করিবেন, ইহাই আমার অভিলাষ। কিন্তু আমার পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করাতে—খাল্‌সাজি আপনারা বুঝিবেন যে, শিখধর্ম্মাবলম্বী অজ্ঞ ব্যক্তিগণের কুসংস্কার সমুদায়ে আবদ্ধ থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই। অতি হেয় জাতিভেদ রক্ষা ও মদ্য মাংস পরিত্যাগ, আমার দ্বারা হইবে না। সত্যগুরুর আদেশানুযায়ী মদ্য মাংস মানবজাতির অগ্রাহ্য নয়, কিন্তু পিতা নানকের ধর্ম্ম ও গুরু গোবিন্দের নিদেশ পালনে আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি আপনাদিগকে ইহা লিখিয়া জানাইতেই বাধ্য হইলাম; কারণ আমার নিতান্ত ইচ্ছাসত্বেও পঞ্জাবে আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি আদিষ্ট হই নাই। ভারতেশ্বরীর প্রতি আমার অবিচলিত ভক্তির পুরস্কারস্বরূপ আমি এই আশায় বঞ্চিত হইলাম। কিন্তু সত্যগুরুর ইচ্ছা সম্পাদিত হইবে। ওয়াঃ গুরুজীকি ফতে? প্রিয় স্বদেশীয়গণ, আপনাদের একই রক্ত মাংসে গঠিত

দলিপসিংহ।

পঞ্জাবে দলিপসিংহের পত্র আনন্দে পঠিত হইল, ইহার প্রত্যুত্তর দানে কালবিলম্ব হইল না। জনৈক পঞ্জাবি লিখিলেন—"প্রিয়তম মহারাজ, যদিও আমি আপনার স্বদেশীয়গণের মধ্যে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি, তথাপি আমি আপনাকে ভারতে প্রাণের সহিত অভ্যর্থনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনার ইংলণ্ড পরিত্যাগ ও স্বকীয় ধর্ম্ম পরিগ্রহে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত হইয়া এরূপ আনন্দিত হইয়াছি যে, আমার আন্তরিক ভাব সম্পূর্ণরূপ ব্যক্ত করা একপ্রকার অসম্ভব। আপনাকে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পঞ্জাবের এমন কি, ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনার উপর বৃটিস গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার শুনিয়া অশ্রু বর্ষণ করে। প্রিয় মহারাজ, এমন কেহই নাই, যে আপনাকে সহানুভূতি করে না। কিন্তু এ সহানুভূতি আপনার কি উপকারে আসিবে? যেহেতু আপনার সুবিচার সংঘটন আমাদের সকলেরই সাধ্যাতীত। আপনাকে আমাদের মধ্যে পাইলেই আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতাম। কিন্তু যখন গভর্ণমেণ্ট আপনার স্বদেশীয়গণকে সে সুখে বঞ্চিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন আমরা আপনাকে আমাদের ভালবাসা ও সহানুভূতি মাত্র জানাইয়াই সন্তুষ্ট হইতে বাধ্য হইতেছি। আপনি যে আমাদিগকে আপনার

প্রিয় স্বদেশবাসী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া স্মরণ রাখিয়াছেন, এই সুখজনক চিন্তায় আমরা আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। অনেকেই স্বয়ং আপনাকে অভ্যর্থনা করিতে, এবং আপনার নিমিত্ত কতদূর অনুভব-করে তাহা দেখাইতে ইচ্ছুক; কিন্তু যে গভর্ণমেণ্ট আপনাকে আমাদের নিকট আসিতে বাধা দিয়াছেন, পাছে সেই গভর্ণমেণ্ট আমাদের জন্য অন্য কোন গোলযোগ উপস্থিত করেন, এই আশঙ্কায় আমরা উহা হইতে বিরত হইলাম।

প্রিয় মহারাজ, আপনার সুবিশ্বস্ত
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং স্বদেশীয় এক বিনত পঞ্জাবি।

পঞ্জাববাসীর এই পত্র প্রকাশের পূর্ব্বেই মহারাজ দলিপসিংহের অবস্থা ঘোরতররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। দলিপসিংহ এডেনে পৌছিবামাত্র তাঁহার পত্র ও তাহাতে শিখগণের মনোভাব দর্শনে ইংরাজ শঙ্কিত হইয়া, দলিপের ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। দলিপসিংহ পঞ্চনদবাসিগণকে উত্তেজিত করিতেছেন, এই অনুমান করিয়া ইংরাজ তাঁহার ভারতবর্ষে আগমন রহিত এবং তাঁহাকে বন্দী করি-লেন। এই আচরণে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া দলিপ ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট তারযোগে এ বিষয়ের এক প্রকাশ্য বিচারের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, এবং ভারতবর্ষের গভর্ণরজেনারলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তাঁহার উকীল কৌন্সিলি যদি এডেনে আইসেন, তাঁহাদের খরচাদি ভারত গভর্ণমেণ্ট দিবেন কি না। উভয় পক্ষ হইতে নিরাশ হইয়া ক্রোধান্ধ দলিপ প্রচার করিলেন যে, "১১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার অভিভাবক বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট পঞ্জাব বাজেয়াপ্তের সন্ধি স্বাক্ষরিত করাইয়া লওয়ায়, তিনি উক্ত সন্ধি অগ্রাহ্য করিতেছেন।" এই অবিমৃষ্যকারিতার ফল দলিপকে অচিরাৎ ভোগ করিতে হইল। অনতিবিলম্বেই দলিপসিংহ বন্দীরূপে পুনরায় ইংলণ্ডে আনীত হইলেন। এই ব্যাপারে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি ইংরাজগণকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। উপর্য্যুপরি তীব্র নিরাশার বিষম দংশনে দলিপের যে, এক প্রকার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপ চিত্তবিকারকালীন একদা বৃটনেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎকালে, ভারতেশ্বরী বক্ষে এক প্রোজ্জ্বল মণি ধারণ করিয়া যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিরূপ, তখন তিনি উন্মাদের ন্যায় পারিষদবেষ্টিতা মহারাণীকে নির্ভয়ে বলিলেন যে, "এই মণি তাঁহার পিতার সম্পত্তি, ইহা

বৃটনেশ্বরীর নহে।"* যাঁহাকে তিনি সতত ভক্তি করিতেন, যাঁহার অসীম স্নেহে তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন,সেই দয়াময়ী রাজ্ঞীর প্রতি এইরূপ বাক্য প্রয়োগেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, দলিপের অন্তর্গূঢ় ভাব সম্পূর্ণরূপ আলোড়িত এবং তাঁহার ধৈর্য্যধারণ ও চিত্তসম্বরণের ক্ষমতা একবারে তিরোহিত হইয়াছিল! ভারতেশ্বরীও যাঁহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাঁহার মুখ হইতে এই অনুচিত বাক্য শ্রবণে ক্রোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া দলিপের কোন অনিষ্ট সাধন করিলেন না। প্রত্যুত জননীর ন্যায় দলিপের এই অভদ্রতাচরণ মার্জ্জনা করিলেন। এইরূপ অবস্থায় অধিককাল ইংলণ্ডে থাকা তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিল; কিন্তু তাঁহার গতিবিধির দিকে ইংরাজের অতি সতর্ক দৃষ্টি ছিল সুতরাং ইচ্ছামত কোথাও পলায়ন করা বড় সম্ভবপর ছিলনা। শোকে ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিনি গভর্ণমেণ্ট দত্ত বৃত্তি আর গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে কিছুকাল অতি কষ্টে কালাতিপাত করিয়া তিনি কোনক্রমে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে যাইতে সক্ষম হইলেন।

দলিপ ফরাসী রাজ্যে গমন করিয়া ভাবিয়াছিলেন, উক্ত প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য হইতে ইংরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য পাইবেন। এই আশায় তিনি সাধারণতন্ত্রের শাসককে সৈন্য সাহায্যে তাঁহাকে পণ্ডিচারিতে প্রেরণ করিতে পত্রদ্বারা অনুনয় করিলেন। সুবিজ্ঞ ফরাসী শাসক এই অবিবেচকের পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। এইরূপ সামান্য কারণে ইংরাজগণের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করা ফরাসীদিগের অভিপ্রায় ছিল না; সুতরাং দলিপ নিরাশ হইলেন। তাঁহার আরও এক অমূলক আশঙ্কা হইল যে, ইংরাজেরা নিকটবর্ত্তী মিত্ররাজ্য ফ্রান্সে আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিতে পারেন। এইরূপে যুগপৎ ফরাসী ও ইংরাজের উপর তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিল। এইরূপ আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া দলিপ ছদ্মবেশে একমাত্র অনুচর অরোণাসিংহের সমভিব্যাহারে ফ্রান্স পরিত্যাগ করিলেন। তিনি আপনাকে আয়র্লণ্ড দেশীয় প্যাটরিক্ ক্যাশি নামে খ্যাত করিলেন; এই নামে ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এই ছদ্মবেশে তাঁহারা জর্ম্মণীর রাজধানী বর্লিনে উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই স্থানে দলিপের সমুদায় নগদ টাকা এবং ছাড়পত্র চুরি যাওয়ায়, তাঁহাকে অতি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অবশেষে জর্ম্মণীর সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা "যে প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবল সম্রাট তিনশত বিভিন্ন

* The Society, 4th June, 1887.

জাতিকে পদানত করিয়াছেন এবং যাঁহার কেশরী বিক্রমে একদিকে সুব্যবস্থা ও সুবিদ্যালোকে বলীয়ান খৃষ্টস্থান এবং অপর দিকে অসংখ্য মানবসংখ্যায় বলী অসভ্য প্রতীচ্য ভূমি উভয়েই কম্পমান,"* সেই জগৎত্রাস নরপতির দিগন্তব্যাপী বিস্তৃত রাজ্য সীমান্তে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ছাড়পত্র না থাকায় তাঁহাদের রুষিয়ায় যাওয়া দুরূহ হইয়া পড়িল। দলিপ অনন্যোপায় হইয়া আপনার প্রকৃত নাম ও দুরবস্থার বিষয় মস্কৌ গেজেটের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক ক্যাট্‌কফ্‌কে তারযোগে জ্ঞাত করিলেন। দলিপসিংহ যাহাতে বিনা ছাড়পত্রে রুষিয়া রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন ক্যাটকফ্‌ তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ তারযোগে সীমান্তকর্ম্মচারী ও পুলিসকে সংবাদ দিলেন। এই অভিপ্রায়ে 'ক্যাটকফ্‌ সীমান্তে বগ্‌জনোভিব্‌কে তাঁহার দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। এইরূপ সাহায্যে দলিপসিংহ ও অরোণাসিংহ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে রুষিয়া রাজ্যে পদার্পণ করিলেন। ক্যাট্‌কফ্‌ পুলিষ কর্ম্মচারিগণকে এবং তাঁহারা হোটেল রক্ষকগণকে বলিয়া দিলেন যে, মহারাজ দলিপসিংহকে তাঁহারা যেন ছাড়পত্র বা অন্য কিছুর জন্য বিরক্ত না করেন। অল্প দিনের মধ্যেই দলিপসিংহ ও তাঁহার অনুচর মস্কৌতে উপস্থিত হইলেন। তথায় ক্যাটকফ্‌ দলিপকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ক্যাট্‌কফ্‌ ও দলিপ প্রায় একত্র ভোজন করিতেন। দলিপ মস্কৌতে ডশেক্স্‌ হোটেলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় অবস্থানকালে তত্রত্য সহকারী বৃটিস রাজপ্রতিনিধি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে, দলিপসিংহ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি তিনি তাঁহার গভর্ণমেণ্টের আদেশে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে যেন তাঁহার সহিত সাক্ষৎ না করেন।" †

এইরূপে দলিপ রুষিয়ায় অবস্থান করিয়া ইংলণ্ডের প্রতি বিরোধিতা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। তিনি ইহাও গোপন রাখেন নাই যে, রুষিয়ার অধীনতা স্বীকার করা তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইবে এবং মধ্যএসিয়া ব্যাপারে তিনি রুষিয়ার করে আত্মসমর্পণ করিবেন। ‡ দলিপের এই সমুদায় অন্যায় আচরণ রুষদিগের বিশেষ প্রীতিদায়ক হয়, তাহাদের সুবিখ্যাত সংবাদপত্রে ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত হইল;— "দলিপসিংহের প্রতি ইংরাজের আচরণে ইহা পুনরায় প্রতীয়মান হইল

* Thomas De Quincye's Works, Vol. IV. p. 119.
† The Times, June 3, 1887. ‡ The Viedmosti, May 3, 1887.

যে, যে রাজ্য ন্যায় ও সুবিচারের পক্ষপাতী বলিয়া দৃপ্ত, সেই রাজ্য বস্তুতঃ সুবিধা পাইলে নির্লজ্জ লুণ্ঠনকার্য্যের অভিনয় এবং সুবিচার ও সত্যের অবমাননা করে। মহারাজ বৃটিস গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, রুষিয়ায় চিরকাল অবস্থান করিতে মানস করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে এই আশ্বাস দিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করি যে, তিনি আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইবেন; তাঁহার দুরবস্থাই এই সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিবার কারণ"।* আর এক সংবাদপত্রে দলিপকে আশ্রয় দান সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়—"ইংলণ্ডের অসদ্ব্যবহারে প্রপীড়িত এক রাজকুমারকে আশ্রয় দেওয়ায়, ইংলণ্ড রুষিয়ার উপর দোষারোপ করিতে পারেন না, কারণ ইংলণ্ড রুষিয়ার যত রাজদ্রোহী অপরাধিগণকে আশ্রয় দিয়া থাকেন।"† যদিও রুষিয়ার সম্পাদকগণ এইরূপ অযথা ভাষায়, প্রকাশ্যে দলিপের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, কিন্তু মস্কোর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সহসা এরূপ ব্যাপারে যোগদান করেন নাই। দলিপের প্রকাশ্য অভ্যর্থনা ন্যায়সঙ্গত কি না, সম্যক্ বিচার করিয়া মস্কোর গভর্ণরজেনারল প্রিন্স ডল্‌গরোকি জুন মাসের ১১ই তারিখে দলিপকে প্রকাশ্যে অভ্যর্থনা করিলেন।‡ ইহার পর, সেণ্টপিটর্সবর্গে সম্রাট আলেক্‌জাণ্ডারের নিকট, দলিপসিংহের এক আবেদন প্রেরিত হইল। দলিপ মস্কোর প্রধান রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক এইরূপ আদৃত হওয়ায় আপনাকে ইংলণ্ডের শত্রু বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইলে দলিপ এক অভিনব দুর্ঘটনায় নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার মহিষী ইংলণ্ডে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। দলিপের ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার পর বোম্বামুলর হলণ্ডপার্কে স্বীয় আবাসে মনের দুঃখে কাল-যাপন করিতেছিলেন। এরূপ মানসিক ক্লেশভোগ করাতে তাঁহার স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইতেছিল। বায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত কিছুকাল সমুদ্রতীরে বাস করিয়া, মহারাণী সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ই তারিখে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমনকালে তিনি শীতল বায়ু সেবনে অসুস্থ হয়েন, এবং ১৮ই তারিখ রবিবার প্রাতঃকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বোম্বামুলর অতি সাধ্বী রমণী ছিলেন। স্বামীরতা হইয়া তিনি হিন্দুরমণীর ন্যায় বিনাড়ম্বরে নিভৃতে

* The Moscow Gazette, Sept. 20, 1887; The Times, Sept. 23, 1887.
† The Viedmosti, May 3, 1887; The Times, May 6, 1887.
‡ The Times, June 24, 1887.

সতত কালযাপন করিতেন; বিলাতীয় পার্থিব ভোগলালসাপূর্ণ বিলাসী সমাজ তাঁহার আদৌ প্রিয় ছিল না। যে শান্তি ইহজগতে তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না—সেই শান্তি অন্বেষণে তিনি ইহজগৎ পরিত্যাগ করিলেন। ৩৯ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বোম্বামুলর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে দলিপের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; পরে তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে দলিপের পুত্র কন্যার ভরণ পোষণের ভার বৃটিস গভর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স ভিক্টর্ সামরিক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া ভারতরাজসভা হইতে বাৎসরিক ২০,০০০ টাকা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতার সম্পত্তি হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ভারত রাজসভা দলিপের মৃত্যুর পর তাঁহার এল্‌ভেডন প্রাসাদ ও জমিদারী বিক্রয় করিবেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স ফ্রেডেরিক্ তখন কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। অপর সন্তানগুলি অল্প বয়স্ক বলিয়া আরথর্ অলিফেণ্টের তত্ত্বাবধানে রহিল। লোগিনের মৃত্যুর পর কর্ণেল অলিফেণ্ট মহারাজের বিষয়কর্ম্ম দেখিতেন।

এইরূপ নানা কারণে অস্থিরমতি দলিপ স্ত্রীর মৃত্যুতে আরও কাতর হইলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও সুমতি এককালীন বিলোড়িত হইল। এরূপ ঘোরতর চিত্তবিকারের অবস্থায়, অক্টোবর মাসের প্রথমে দলিপ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর ঘোষণা পত্র প্রেরণ করিলেন। দলিপ স্থিরচিত্ত থাকিলে বোধহয়, কখনও এরূপ গর্হিত ও অন্যায় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। দলিপসিংহের এই তীব্র ঘোষণার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—"তাঁহাকে এডেনে অবরোধ করায়, তাঁহার রাজভক্তি ইংরাজের বিরুদ্ধে দারুণ ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে। এই সময় হইতে তাঁহার চক্ষু ফুটিয়াছে ও তিনি বুঝিয়াছেন যে, যত দীর্ঘকাল কেহ ইংরাজরাজের সুবিশ্বাসী থাকুন না কেন, পরিণামে পারিতোষিক স্বরূপ তাঁহার কেবল অপমান ও কারারোধ মাত্র লাভ হইবে। একাদশ বৎসর বয়সে, তাঁহার অভিভাবক বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে, পঞ্জাববাজেয়াপ্তের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর লইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি উক্ত সন্ধি অগ্রাহ্য করিতেছেন। তিনি সেই নিমিত্ত স্বাধীন নরপতির ন্যায়, তাঁহার রাজ্য তাঁহার অসৎ অভিভাবকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক আচ্ছিন্ন করিবেন বলিয়া, পারিসনগরীতে গমন করেন। পারিসে অবস্থানকালীন

ইংলণ্ডের আচরণে প্রপীড়িত বহুসংখ্যক ভারতবাসীর নিকট হইতে পত্রাদি পাইয়া, জীবনের অবশিষ্টাংশ বৃটিস শাসন হইতে তাঁহার রাজ্য মুক্ত করিবার জন্য অতিবাহিত করিবেন, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। তিনি জানাইতেছেন যে, তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে রুষিয়ার আশ্রয়াধীন এবং ইহাও দম্ভে বলিতেছেন যে, তিনি প্রাণপণে তাঁহার নূতন অধীশ্বর রুষ সম্রাটের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবেন—ইহার জন্য তিনি তাঁহার নিকট পারিতোষিক প্রত্যাশী হইবেন না, কারণ তাঁহার সুবিশ্বস্ত প্রজাগণ তাঁহার সমুদায় অভাব মোচন করিয়াছে।"*

এইরূপ জঘন্য উপায়ে দলিপ তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বার আবেগ ও উদ্ভ্রান্ত চিত্তের বিষম পরিণাম প্রকাশ করিলেন। দলিপ ইংলণ্ডেশ্বরীর সদয় আচরণ ও অবিচলিত স্নেহের সতত প্রশংসা করিতেন, কিন্তু এক্ষণে ঘোর নিরাশার বিষম উন্মত্ততাহেতু, তিনি সে সমুদায় বিস্মৃত হইয়া অকথ্য ভাষায় তাঁহার অদম্য ক্রোধের উপশম অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, যে নৈরাশ বহ্নি তাঁহার হৃদয়ে প্রধূমিত হইতেছিল, সৎপরামর্শে ও সদুপদেশে তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া, এক ভ্রান্ত উন্মত্ত ব্যক্তিকে ন্যায় ও সৎপথে আনয়ন করিতে কোন মহৎ ব্যক্তিই অগ্রসর হইলেন না। সুতরাং দলিপের বিদ্বেষ বহ্নি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি এইরূপ অবস্থায় মস্কোর বিলো হোটেল হইতে অক্টোবর মাসের ২৮এ তারিখে পারি নগরীতে কোমট্ নামক তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিলেন—"আমি আপনার ১৪ই তারিখের পত্র পাইয়া, আহ্লাদের সহিত ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি; এবং ইহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। যে ব্যক্তি আমার ন্যায় ইংরাজকে ঘৃণা করেন, তাঁহার সহিত আলাপ করা বড় আনন্দের বিষয়। আমি আপনাকে ইহা জানাইতে নিতান্ত দুঃখিত হইতেছি, যে আপনাদের সুমহান্ সাধারণতন্ত্র আমার প্রতি ভদ্র ব্যবহার করে নাই; যেহেতু ফ্রান্সপরিত্যাগ করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে, আমি এম্, গ্রেভিকে ফরাসিগণের আশ্রয়ে পণ্ডিচেরিতে আমার অবস্থানের নিমিত্ত যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি এপর্য্যন্ত তাঁহার উত্তর দেন নাই। কিন্তু ইহাতে কিছু ক্ষতি নাই; আমার অদৃষ্ট এক্ষণে আমাকে আমার নূতন অধীশ্বর রুষ সম্রাটের সমীপে আনয়ন করিয়াছে। যদি তিনি কখন আমাকে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হয়েন, প্রাণ দিয়া তাঁহার কার্য্য সম্পাদনে আমি

* The Times, October 14, 1887.

প্রস্তুত আছি। আমার স্বদেশীয়গণের প্রতি আপনার সদয় সহানুভূতির নিমিত্ত আমি আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। যেহেতু শিখগণের শেষ ধর্ম্মগুরু ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে আমার সম্বন্ধে, যে ভবিষ্যৎ বাণী বলিয়া গিয়াছেন, তদনুযায়ী ভরসা করি, আমার স্বদেশীয়গণকে অতি অল্পকালের মধ্যে পরিত্রাণ করিতে পারিব।

আপনার সুবিশ্বাসী, শিখজাতির নৃপতি এবং
ইংলণ্ডের গর্ব্বিত ও অশাম্য শত্রু দলিপসিংহ।*

এইরূপ যদৃচ্ছায় বৎসরাধিক কালযাপন করিয়া, দলিপ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রাক্কালে, ভারতবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ এক ঘোষণা করিলেন—"ভবিষ্যতে তাঁহার ভরণপোষণ নিমিত্ত তিনি ভারতের ২৫,০০০০,০০০ মানবের প্রত্যেকের নিকট মাসিক এক পয়সা, এবং পঞ্চনদের প্রত্যেক অধিবাসীর নিকট মাসিক এক আনা প্রার্থনা করিতেছেন। এতদ্দ্বারা তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে, ভারতের রাজকীয় ঋণ সমুদায় অগ্রাহ্য, করদান নিষিদ্ধ, এবং গোবধ নিবারণ হইল। আরও বলা হইল যে, বন্দীগণকে মুক্ত করিতে এবং বৃটিস গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারে ও অবিচারে যে সমুদায় ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অধিকার স্বত্বে অধিকারী করিতে হইবে। তিনি রুষিয়ার প্রবল সাহায্যে ইউরোপীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে মানস করিয়াছেন"।† দলিপ ভাবিয়াছিলেন যে, এই ঘোষণায় ভারতবাসিগণ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবে; কিন্তু রাজভক্ত ভারতবাসী তাঁহার এই ঘোষণা, উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য করিল।

এই সমুদায় অব্যবস্থিত ক্রিয়াকলাপ দলিপের বিলোড়িত মস্তিষ্কসম্ভূত। রুষিয়াসম্রাটের অজ্ঞাতসারে দলিপ এই সমুদায় অন্যায় কার্য্য করিতেছিলেন। এমন কি, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত দলিপের আবেদন পত্র পাইয়াও, সম্রাট দলিপের আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না; তিনি দলিপের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। এইরূপ দলিপ উন্মত্তের ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে যেরূপ আন্দোলন করিতেছিলেন, পরিণামে তাহ তে আশানুরূপ সহানুভূতি না পাওয়ায়, রুষিয়া পরিত্যাগ করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজ্যের রাজধানী পারি নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই স্থানের ভোগবিলাসী সমাজে সম্পূর্ণরূপ নিমগ্ন থাকিয়া, তিনি হৃদয়ের ঘোর অশান্তির উপশম অন্বেষণ করিলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থান

* The Times, January 13, 1888. † The Times, August 9, 1889.

করিয়া, তিনি এক অতি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। পিতার এই দারুণ পীড়ার সংবাদ শ্রবণে তাঁহার পুত্র ভিক্টর দলিপ তাঁহার নিকট গমন করিলেন। রোগের কিছু উপশম হইলে দলিপের চৈতন্য হইল যে, তিনি ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট এক গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন; সেই দয়াময়ী রাজ্ঞীর অসীম স্নেহের ও দয়ার তিনি কি প্রতিদান করিয়াছেন! এই সমুদায় আলোচনা করিয়া দলিপ অতি লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। বৃটনেশ্বরীর পদতলে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে, তাঁহার অপরাধের মার্জ্জনা হইবে, এই আশ্বাসে দলিপ সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ না করিলেও, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ২৭এ তারিখে হোটেল, ডি, আল্‌ব্‌ হইতে তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড ক্রসকে এই পত্র লিখিলেন—"লর্ড,—ভারত সম্রাজ্ঞীর প্রতি আমার অতীত আচরণের নিমিত্ত আমি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আমি বিনীতভাবে মহারাণীকে আমায় ক্ষমা করিতে বলিতেছি এবং তাঁহার দয়ার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছি। মহারাণী যদি আমায় ক্ষমা করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার ইচ্ছাধীন থাকিব, অঙ্গীকার করিলাম।

আপনার বিশ্বাসী দলিপসিংহ।

আগষ্ট মাসের ১লা তারিখে ভারতসচিব ইহার এইরূপ উত্তর দিলেন।—*

ইণ্ডিয়া আফিস, ১লা আগষ্ট।

মহারাজ দলিপসিংহ, জি, সি, এস্‌, আই।

মহারাজ, আপনার ২৭এ তারিখের পত্রে, আপনি ভারত সম্রাজ্ঞীর প্রতি আপনার অতীত আচরণের নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে অধীনতা স্বীকার করিবেন বলিয়াছেন এবং সম্পূর্ণরূপে মহারাণীর দয়ার উপর আত্মসমর্পণ করিলেন ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন; মহারাণীর গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে সম্যক্‌ বিবেচনা করিয়াছেন। আমি এক্ষণে আপনাকে জ্ঞাত করিতে আদিষ্ট হইতেছি যে, এখন হইতে আপনি ভারত সম্রাজ্ঞীর বাধ্য থাকিবেন, এবং তাঁহার গভর্ণমেণ্টের উপদেশানুসারে আপনার ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করিবেন। এই পণে মহারাণী তাঁহার সচিবগণের পরামর্শে, আপনার প্রার্থনামত দয়া করিয়া আপনাকে ক্ষমা করিলেন। মহারাজ, আপনার বিশ্বাসী ক্রশ্‌।

দলিপ এই ক্ষমাপত্র পাইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অসুস্থতা-নিবন্ধন স্বয়ং ইহার প্রাপ্তি স্বীকারে অক্ষম হইয়া তিনি পুত্রকে ইহার উত্তর দিতে

* The Official Despatch, August, 1, 1890.

বলিলেন; তদনুসারে ভিক্টর দলিপসিংহ আগষ্ট মাসের ৩ রা তারিখে লর্ড ফ্রশকে লিখিলেন ;—

লর্ড,—আমি আমার পিতা মহারাজ দলিপসিংহ কর্ত্তৃক, মহারাণীর সদয় মার্জ্জনা সন্নিবিষ্ট আপনার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতে আদিষ্ট হইয়াছি, এবং ইহাও জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি, যে চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় তিনি স্বয়ং সম্প্রতি লিখিতে অসমর্থ হইয়াছেন। সক্ষম হইলেই তিনি স্বয়ং তাঁহার ধন্যবাদ ও সন্তোষ জ্ঞাপন করিবেন।

আপনার অনুগত দাস,—ভিক্টর দলিপসিংহ।

ইহার কিছুকাল পরেই আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে দলিপসিংহ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে প্রায় তিন বৎসরকাল উন্মত্তের ন্যায় নানা স্থানে বিচরণ করিয়া দলিপ পরিশেষে বৃটনেশ্বরীর অসীম দয়ার উপর আত্ম-সমর্পণ করিলেন। এই ইতিহাসের পরিশিষ্টাংশে এই শুভ সমাচার লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা অতিশয় সুখী হইলাম। দলিপের ঘোরতর অপরাধ সত্ত্বেও যে, আমাদের মহারাণী ভারতেশ্বরী তাঁহাকে মার্জ্জনা করিলেন, আমরা জনসমাজে গৌরবের সহিত ঘোষণা করিতেছি। এইরূপ ক্ষমাশীলতা আমাদের অধীশ্বরীর চরিত্রগত চিরন্তন সদ্‌গুণ ও প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক। যাঁহারা কোটি কোটি মানবের অদৃষ্ট পরিচালনা করেন, এইরূপ মহোচ্চ গুণ, তাঁহাদের শিক্ষা ও আদর্শস্থল হওয়া উচিত; ইহা সমগ্র মানবজাতির অনু-করণীয়। উক্ত ঘটনা উহার মহত্ত্ব ও বিশেষত্বহেতু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত বিভায় চিরপ্রভাসিত থাকিবে।

সমাপ্ত।

** একটী কথা আমরা বলিতে ভুলিয়াছি। এডেনে আসিয়া দলিপসিংহ পাহল গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাণীর মৃত্যুর পর হতভাগ্য দলিপের জীবনে আর কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই; কেবল মধ্যে একটী ফরাশী রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন। শেষ ঘটনা সম্প্রতি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ অক্টোবর পারিসে একটী হোটেলে সন্ন্যাসরোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যে অযথারূপে পঞ্জাবরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহা তিনি কখনই ভুলিতে পারেন নাই। ২৯শে তারিখে দলিপের মৃতদেহ এল্‌ভেডন্ প্রাসাদে সমাহিত হইল। সমাধিকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও যুবরাজ, প্রতিনিধি ও সমাধি মাল্য পাঠাইয়াছিলেন।